

আল-কুরআনের
বিষয়ভিত্তিক আয়াত

তৃতীয় খণ্ড

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদনা পরিষদ



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (তৃতীয় খণ্ড)

সম্পাদনা পরিষদ

[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

পৃষ্ঠা সংখ্যার : ৪২৪

ইফা গবেষণা : ৬৫/২

ইফা প্রকাশনা : ২১৩২/২

ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২০৩

ISBN : 984—06—0728—6

গ্রন্থস্বত্ব : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রথম প্রকাশ

মে ২০০২

তৃতীয় প্রকাশ (উ)

আগস্ট ২০১৩

ভদ্র ১৪২০

শাওয়াল ১৪৩৪

মহাপরিচালক

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১৮১৫৩৫

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মু. হারুনুর রশিদ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৪০০.০০ (চারশত) টাকা মাত্র।

AL-QURANER BISHAYBHITTIK AYAT (Subjectwise Verses of the Holy quran):

Composed and edited by a group of Scholars and Published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka - 1207. Phone : 8181535 August 2013

E-mail : directorpubif@yahoo.com

Website : www.islamicfoundation-bd.org.

Price : Tk 400.00 ; US Dollar : 16.00

মহাপরিচালকের কথা

বিশ্ব জগতের জন্য আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের শ্রেষ্ঠতম রহমত হল, তাঁর পবিত্র কলাম তথা কুরআন মজীদ ও সাইয়্যেদুল মুরসালীন খাতামুন নাবিয়ীন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। স্রষ্টার নিদর্শন ও এই মহত্তম মাধ্যম না হলে সৃষ্টিজগত, বিশেষ করে মানব জাতি ন্যায়-অন্যায়ের সুস্পষ্ট সীমারেখা, সত্য-মিথ্যার পৃথকীকরণের মানদণ্ড, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা লাভ করতে পারত না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অশেষ করুণা ও মেহেরবানীতে বিশ্ব মানবতার জন্য জীবন দর্শন আল-কুরআন নাযিল করেছেন।

পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতা, জীবন-বিধান হিসেবে এর শ্রেষ্ঠত্ব, মানবতা প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকা, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র জীবনে এর সামগ্রিক প্রতিফলন দেখে উপলব্ধি করা যায়। সুন্নাতে নববীতে কুরআন শরীফ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং সৃষ্টিজগতের কাছে উজ্জ্বলতম উদাহরণ পেশ করেছে। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শব্দ, এমনকি অক্ষরগুলো পর্যন্ত যেমন সংরক্ষিত তেমনি এর আয়াতমালার ক্রমবিন্যাস, সূরার তারতীব সবই সংরক্ষিত। এখানে কোন আয়াত কিংবা সূরা অপ্রপাচ্য করার সুযোগ নেই। পবিত্র কুরআন নিজস্ব ধারায় গ্রন্থিত আছে। গ্রন্থিত এ ধারা ও স্বরূপ বস্তুত লাওহে মাহফুযে রক্ষিত কুরআনের মূল কপিরাই প্রতিবিশ্ব।

আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রায় আমরা অনেক সময় নির্দিষ্ট কোন বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতগুলো এক স্থানে পেতে চাই। আলিম কিংবা হাফিজগণের পক্ষে এ কাজটি দুরূহ না হলেও সাধারণ পাঠকের জন্য তা নিঃসন্দেহে কঠিন। পাঠকবৃন্দের উপরোক্ত প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন 'আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে। 'আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত' ৩য় খণ্ডটি সেই গবেষণা কর্মেরই মূল্যবান ফসল। আমরা মনে করি, এ বিষয়ভিত্তিক আয়াত সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত। এ গ্রন্থ দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের জিজ্ঞাসার যথাযথ জবাব পেতে অশেষ উপকারে আসবে। এ দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট কুরআন গবেষক ও বিশেষজ্ঞের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের পর এ গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত হামদ ও শুকরিয়া। আমি গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট সম্মানিত গবেষক এবং গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জানাই মুবারকবাদ।

গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠক চাহিদার কারণে এর দ্বিতীয় সংস্করণ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে বিধায়, গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। আশা করি গ্রন্থটি পাঠক চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কুরআন প্রদর্শিত সীরাতে মুস্তাকীমে অবিচল থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ হাসিল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

পবিত্র কুরআন আল্লাহর কালাম। মহান আল্লাহর অবিনশ্বর বাণী। এই কুরআনের প্রতিটি বক্তব্য যেমন চিরন্তন ওহী, তেমনি-এর সূরা ও আয়াতসমূহের ক্রমবিন্যাস মহান আল্লাহ পাকের মনোনীত, যা নতুন করে সংস্থাপনের কোন অবকাশ নেই। পবিত্র কুরআনের এটি অন্যতম মুজিয়া যে, আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে খাতামুন নাবিয়ীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে যে তারতীব ও ক্রমবিন্যাসের উপর উম্মাতের সীনায় ও হাতে রেখে গিয়েছেন আজো সেই বিন্যাসের উপর বিদ্যমান। কোথাও কোন যুগে তাতে একটি নুকতার পরিবর্তনও হয়নি। আমরা বর্তমানে যে তারতীবের উপর পবিত্র কুরআন হিফয করছি কিংবা তিলাওয়াত করছি সেই তারতীবের উপরই প্রিয়নবী (সা) পবিত্র কুরআন নিজে মুখস্থ করেছেন, বছর বছর হযরত জিব্রীলকে শুনিয়েছেন, সাহাবায়ে কিরামকে মুখস্থ করিয়েছেন এবং সকলে সেই তারতীবের উপরই নামাযে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর সমীপে কুরআন খতম করতেন। এই কুরআন সেই মূলকপিরাই হুবহু অনুলিপি যা লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত। ফকীহগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের এই তারতীবের ওহীরই অন্তর্ভুক্ত বিধায় নতুনভাবে কুরআনের বিন্যাস বৈধ নয়।

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত শীর্ষক গ্রন্থ দ্বারা নতুন কোন বিন্যাস ঔপস্থাপন করা কিংবা বর্তমান তারতীবের বিকল্প তারতীব পেশ করা মোটেও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হল সাধারণ পাঠক যেন সহজে পবিত্র কুরআন থেকে নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়টি খুঁজে জ্ঞান আহরণ করতে পারেন, সে লক্ষ্যে আয়াতগুলোকে এক একটি শিরোনামের আওতায় রেফারেন্স ও অর্থসহ পেশ করা।

বর্তমান বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য চর্চা পূর্বের তুলনায় অনেকগুলো অগ্যসরমান তাতে কোন সন্দেহ নেই। মহান আল্লাহর রহমত যাঁরা আলিম বা আরবী শিক্ষিত নন তাঁরাও বাঙলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী থেকে ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ করে যাচ্ছেন। ইসলামী সাহিত্য চর্চার এই অনুরাগীদের অনেককে দেখা যায় যে, তাঁরা কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে গিয়ে শুধু কোন লেখকের বই থেকেই নয় অধিকন্তু পবিত্র কুরআন তথা স্বয়ং আল্লাহ পাকের কালাম থেকে সরাসরি বিষয়টি জানার অভিলাষ পোষণ করেন। তাঁদের এ অভিলাষ ও অনুসন্ধিৎসাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সামান্য কিছু খিদমত করার লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছিল আমাদের “আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত” প্রকল্প। দেশের খ্যাতনামা ও নির্ভরযোগ্য আলিম ও পণ্ডিতগণের শ্রম সাধনায় গ্রন্থটির চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশের পর এর ব্যাপক পাঠক চাহিদার কারণে এর মওজুদ শেষ হয়েছে। সম্মানিত পাঠকগণের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমাদের বিশ্বাস গ্রন্থখানার দ্বারা সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হবেন।

গ্রন্থখানার রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজে অনেকে আমাদের আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। বিশেষত সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত খ্যাতনামা আলিম ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বসহ তাঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। অত্র প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ইফা প্রেসের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক,
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সম্পাদকীয়



نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم

আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম। মানুষের রচনারীতি থেকে এর প্রকাশরীতি ও বিষয় বিন্যাস আলাদা। একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় বের করা সহজ নয়। কারণ, একটি বিষয় নানা স্থানে এবং কোন কোন সময় বিভিন্ন বিষয় এক স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন আল-কুরআনের বিষয়বস্তু সহজে চিহ্নিত করে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য “আল-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত” প্রকল্প গ্রহণ করে এবং প্রকল্প কাজের জন্য বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে। পরিষদ আল-কুরআনের বিষয়বস্তু বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে, প্রতিটি অধ্যায়ে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে। বিষয়ভিত্তিক আয়াতের তরজমা প্রদানের আগে, প্রথম সূরার নাম, সূরার নম্বর তারপর আয়াত নম্বর দেয়া হয়েছে। যেমন, সূরা বাকারা, ২:১০ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আকাইদ সম্পর্কিত বিষয়াবলীকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে রয়েছেঃ ১. আল্লাহ, মালাইকা, ৩. কিতাবুল্লাহ, ৪. রাসূল, রিসালাত ও অহী, ৫. কিয়ামত ও আখিরাত এবং ৬. কাযা ও কদর। দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে এসলাম ও মুসলিম, ঈমান ও মু'মিন, কুফর ও কাফির, শিরক ও মুশরিক, নিফাক ও মুনাফিক এবং আহকাম সম্বলিত সকল বিষয়াবলী এবং তৃতীয় খণ্ডে আহিয়া আলাইহিযুসআলাম, আমসাল, আহাদ ও মীসাক, কসম ইত্যাদি। চতুর্থ খণ্ডে রয়েছে উলুমুল কুরআন, ইয়াজুজ মাজুজ, কিয়ামত, শেষ বিচার সম্পর্কিত বিষয়াবলী উল্লেখ রয়েছে।

আল-কুরআন এমন কিতাব যার বর্ণনায় মহান আল্লাহ বিস্তারিত অথবা সংক্ষিপ্ত কোন কিছু বাদ দেন নি। তবে তা মানুষ রচিত গ্রন্থের মত নয়। এখানে মৌলিক নির্দেশনা রয়েছে, যা থেকে মানুষ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা লাভ করতে পারে। পবিত্র কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত সাজানোর কাজটি খুব সহজ না হলেও সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবর্গ আন্তরিকভাবে এ মহৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তবুও কিছু ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এ ধরনের কিছু নজরে পড়লে আমরা অনুরোধ করব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য। আমাদের এ কাজে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অত্র প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন, সে জন্য তাঁদেরকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

মহান আল্লাহ আমাদের সবার কর্ম প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ড. এম. মুস্তাফিজুর রহমান	চেয়ারম্যান
মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুল হক	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুল হক	সদস্য
হাকিম মাওলানা মুহাম্মদ মুখলিছুর রহমান	সদস্য
ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক	সদস্য
অধ্যাপক এ. এফ. এম. আবদুর রহমান	সদস্য
মুফতী মাওলানা সুলতান মাহমুদ	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হোসাইন খান	সদস্য-সচিব

সৃষ্টিপত্র

তৃতীয় অধ্যায় : ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম

হযরত আদম (আ) ১৫

হযরত ইদ্রীস (আ) ২০

হযরত নূহ (আ) ২১

হযরত হূদ (আ) ৩৫

হযরত সালিহ (আ) ৪১

হযরত ইব্রাহীম (আ) ৪৮

হযরত ইসমাইল (আ) ৭২

হযরত ইসহাক (আ) ৭৫

হযরত লূত (আ) ৭৯

হযরত ইয়াকুব (আ) ৮৭

হযরত ইউসুফ (আ) ৯১

হযরত শূআইব (আ) ১০৯

হযরত আইউব (আ) ১১৫

হযরত মূসা (আ) ১১৬

হযরত হারুন (আ) ১৭৩

হযরত দাউদ (আ) ১৭৭

হযরত সুলায়মান (আ) ১৮১

হযরত ইলিয়াস (আ) ১৮৯

হযরত ইয়াসআ (আ) ১৯০

হযরত উযাইর (আ) ১৯০

হযরত ইউনুস (আ) ১৯২

হযরত যাকারিয়া (আ) ১৯৩

হযরত ইয়াহুয়া (আ) ১৯৬

হযরত ঈসা মাসীহ (আ) ১৯৬

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (৩য় খণ্ড)—২

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২০৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাম অনুল্লিখিত নবীগণ ৩৩৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাম উল্লিখিত, তবে নবী কি না তা বলা হয়নি ৩৪৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ব্যক্তি

হযরত জিব্রাঈল ও মিকাইল (আ) ৩৫৬

হযরত হারুত ও মারুত (আ) ৩৫৬

তালুত ও জালুত ৩৫৭

হাওয়ারী ৩৫৯

হাবিল ও কাবিল ৩৬০

আযর ৩৬১

ফিরআওন, কারুন ও হামান ৩৬১

যায়িদ ও যয়নব ৩৭৬

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী ৩৭৭

রানী বিলকীস ৩৭৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জনপদ

মক্কা ও মাশ'আরুল হারাম ৩৭৯

হনায়ন ৩৭৯

সাবা ৩৮০

ইত্তাকিয়া ৩৮০

আয়কাবাসী ও অন্যান্য ৩৮৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমসাল বা উদাহরণ ও উপমা

আল-কুরআনে উপমা ৩৮৪

আল-কুরআনে বর্ণিত দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য ৩৮৬

মুনাফিকের উপমা ৩৮৬

রিয়াকারীদের উপমা ৩৮৭

কাফিরদের পার্থিব ব্যয় ৩৮৯

প্রবৃত্তির অনুকরণকারী ৩৮৯

দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত ৩৮৯

কাফির ও মু'মিনের দৃষ্টান্ত ৩৯০

[এগার]

জান্নাতের উপমা ৩৯১

কাফিরদের উপমা ৩৯১

কালিমায়ে তাইয়েবা ও কালিমায়ে খাবীসা ৩৯১

কসম ভঙ্গকারীর উপমা ৩৯২

কর্তৃত্বহীন দাস ও দানশীল ব্যক্তি ৩৯২

কর্তৃত্বহীন দাস ও দানশীল ব্যক্তি ৩৯২

ক্ষমতাহীন বোবা ও ক্ষমতাবান ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ৩৯৩

পার্থিব জীবন ৩৯৩

দেবতাদের পূজার অসারতা ৩৯৪

আল্লাহর নূর ৩৯৪

কাফিরদের কর্ম ৩৯৫

যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করে তাদের উপমা ৩৯৫

মানুষের নিজেদের মধ্যের একটি উপমা ৩৯৫

আল-কুরআনে সব ধরনের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে ৩৯৬

দু'জন দাসের উদাহরণ ৩৯৬

যাদের তাওরাত দেয়া হয়েছিল কিন্তু তারা তাতে আমল করেনি, তাদের উপমা ৩৯৬

নূহের স্ত্রী ও নূহের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত ৩৯৭

দু'জন সৎ নারীর দৃষ্টান্ত -৩৯৭

মীসাক, আহাদ ও কসম বা অঙ্গীকার, চুক্তি ও শপথ ৩৯৮

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

তৃতীয় খণ্ড

তৃতীয় অধ্যায় : ইতিহাস
প্রথম পরিচ্ছেদ
আস্মিয়া আলাইহিমুস্ সালাম

হযরত আদম (আ)

সূরা বাকারা, ২ : ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪,
৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯

৩০. স্মরণ করুন ! বলেছিলেন আপনার রব ফিরিশ্বতাদের, আমি তো সৃষ্টি করব পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি। তারা বলল : আপনি কি সৃষ্টি করবেন সেথায় এমন কাউকে, যে ফাসাদ করবে সেখানে এবং রক্তপাত ঘটাবে ? আর আমরা তো আপনার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন : অবশ্যই আমি জানি, যা তোমরা জান না।

৩১. আর তিনি শিক্ষা দিলেন আদমকে সব কিছুর নাম, তারপর সে সব উপস্থাপন করলেন ফিরিশ্বতাদের সামনে এবং বললেন : বলে দাও আমাদের এ সবার নাম, যদি হও তোমরা সত্যবাদী।

৩২. তারা বলল : আপনি মহান পবিত্র! নেই আমাদের কোন জ্ঞান, আপনি যা আমাদের শিখিয়েছেন তা ছাড়া। নিশ্চয় আপনি তো সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

৩৩. তিনি বললেন : হে আদম ! বলে দাও তুমি তাদের এ সবার নাম। তারপর যখন সে বলে দিল তাদের এসবের

৩-وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ
فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۚ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

৩১-وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ
عَلَى الْمَلَكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

৩২-قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۚ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ○

৩৩-قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۚ
فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ

নাম, তখন তিনি বললেন : আমি কি বলিনি তোমাদের, অবশ্যই আমি সবিশেষ অবহিত আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে ? আর আমি তা-ও জানি, যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন রাখ।

৩৪. আর যখন আমি বললাম ফিরিশ্বাদের : তোমরা সিজ্জা কর আদমকে। তখন সবাই সিজ্জা করল ইবলীস ছাড়া, সে অমান্য করল এবং অহংকার করল আর সে হয়ে গেল কাফিরদের শামিল।

৩৫. আর আমি বললাম : হে আদম ! বসবাস কর তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে এবং তোমরা উভয়ে সেখানে সচ্ছন্দে আহার কর যেথায় যেভাবে চাও, কিন্তু কাছেও যেও না এ গাছের, গেলে তোমরা হয়ে পড়বে যালিমদের শামিল।

৩৬. কিন্তু পদস্থলন ঘটাল শয়তান তাদের এ ব্যাপারে, ফলে বের করে ছাড়ল তাদের উভয়কে, তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে। আর আমি বললাম : তোমরা নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। আর তোমাদের জন্য রয়েছে পৃথিবীতে বসবাস ও জীবিকার ব্যবস্থা কিছু কালের জন্য।

৩৭. তারপর লাভ করল আদম স্বীয় রবের তরফ থেকে কিছু বাণী। আর আল্লাহ তার তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহা-তাওবা কবুলকারী, পরম-দয়ালু।

৩৮. আমি বললাম : তোমরা নেমে যাও এখান থেকে সবাই। তারপর যখন তোমাদের কাছে আসবে আমার তরফ থেকে হিদায়েত, তখন যারা

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۚ وَاَعْلَمُ مَا تَبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُوْنَ ○

৩৪- وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا اٰدَمَ
فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلٰسَ ۖ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ
مِنَ الْكَافِرِيْنَ ○

৩৫- وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا
مِنَ الظَّٰلِمِيْنَ ○

৩৬- فَازْلٰهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا
مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ
وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدٰٓوٍ
وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○

৩৭- فَتَلَقٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ
عَلَيْهِ ۚ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

৩৮- قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا
فَاَمَّا يٰۤاٰتِيْنٰكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ

আমার হিদায়েত অনুসরণ করবে, তাদের নেই কোন ভয় আর না তারা দুঃখিত হবে।

৩৯. কিন্তু যারা কুফরী করবে এবং অস্বীকার করবে আমার আয়াতসমূহ, তারা হবে দোষখের অধিবাসী, তার সেখানে চিরদিন থাকবে।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩৩

৩৩. নিশ্চয় আল্লাহ মনোনীত করেছেন বিশ্ব-জগতের জন্য আদম, নূহ, ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে।

সূরা মায়িদা, ৫ : ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১

২৭. আপনি শোনান তাদের যথাযথভাবে আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত। যখন তারা উভয়ে কুবরানী করেছিল, তখন তাদের একজনের কুরবানী কবুল হয়েছিল এবং অন্য জনের কুরবানী কবুল হয়নি। সে বলেছিল : আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। অপরজন বলেছিলঃ আল্লাহ তো কবুল করেন কেবল মুত্তাকীদের কুরবানী।

২৮. যদি তুমি হাত বাড়াও আমাকে হত্যা করার জন্য। আমি আমার হাত তুলব না তোমাকে হত্যা করার জন্য। আমি তো ভয় করি সারা জাহানের রব আল্লাহকে।

২৯. আমি তো চাই, তুমি বহন করবে আমার ও তোমার পাপের বোঝা এবং তুমি হও দোষখবাসী আর এটাই যালিমদের প্রতিফল।

৩০. তারপর তাকে উত্তেজিত করল তার প্রবৃত্তি তার ভাইকে হত্যা করতে এবং সে তাকে হত্যা করল; ফলে সে হয়ে পড়ল ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

هَذَا يَفْلَاحُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

৩৯- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

৩৩- إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

২৭- وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

২৮- لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِإِيدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

২৯- إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ

৩০- فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

৩১. তারপর আল্লাহ পাঠালেন একটি কাক, সে মাটি খুঁড়তে লাগল তাকে দেখাবার জন্য, কিভাবে সে গোপন করবে তার ভাইয়ের মৃতদেহ। সে বলল : হায় আফসোস! আমি কি এ কাকের মত হতে পারলাম না, যাতে গোপন করতে পারি আমার ভাইয়ের মৃতদেহ? পরে সে অনুতপ্ত হল।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

১৯. হে আদম! বাস কর তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে এবং তোমরা উভয়ে আহার কর যেথা ইচ্ছা, কিন্তু কাছেও যাবে না এ গাছটির, গেলে হয়ে পড়বে যালিমদের শামিল।
২০. তারপর কুমন্ত্রণা দিল তাদের উভয়কে শয়তান, তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের থেকে গোপন রাখা হয়েছিল এবং বলল : নিষেধ করেননি তোমাদের রব তোমাদেরকে এ গাছের কাছে যেতে এ উদ্দেশ্য ছাড়া যে, পাছে তোমরা হয়ে যাও ফিরিশ্তা অথবা হয়ে যাও অমর।
২১. আর সে তাদেরকে কসম দিয়ে বলল : আমি তো তোমাদের অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী।
২২. এভাবে সে তাদের উভয়কে অধঃপতিত করল ধোঁকা দিয়ে। তারপর যখন তারা আশ্বাদ গ্রহণ করল সে গাছের ফল, তখন প্রকাশ হয়ে পড়ল তাদের কাছে তাদের লজ্জাস্থান এবং ঢাকতে লাগাল নিজেদের জান্নাতের পাতা দিয়ে। তখন তাদের ডেকে বললেন, তাদের রব আমি কি তোমাদের নিষেধ করিনি এ গাছের কাছে যেতে এবং বলেনি কি

۳۱- فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۖ قَالَ يُوَيَّلَتْنِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَاصْبِرْ مِنَ الدُّمِئِ ۝

۱۹- وَيَادْأُمُّ اسْكُنِي أَنْتِ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

۲۰- فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَائِينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝

۲۱- وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَنِ النَّاصِحِينَ ۝

۲۲- فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ ۖ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذُرُقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا

আমি তোমাদের যে, শয়তান তো
তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ?

২৩. তারা উভয়ে বলল : হে আমাদের রব!
আমরা যুলুম করেছি আমাদের প্রতি,
আর আপনি যদি আমাদের মাফ না
করেন এবং আমাদের প্রতি রহম না
করেন, তবে আমরা অবশ্যই হয়ে পড়ব
ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

২৪. আল্লাহ বললেন : তোমরা নেমে যাও,
তোমরা একে অন্যের শত্রু। আর
তোমাদের জন্য রইল পৃথিবীতে কিছু
কালের জন্য আবাস ও জীবিকা।

২৫. তিনি আরো বললেন : সেখানেই
তোমরা জীবন যাপন করবে এবং
সেখানেই তোমরা মারা যাবে, আর
সেখান থেকেই তোমাদের বের করে
আনা হবে।

সূরা তো-হা, ২০ : ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮,
১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

১১৫. আর আমি তো নির্দেশ দিয়েছিলাম
আদমকে এর আগে, কিন্তু সে তা ভুলে
গিয়েছিল এবং আমি তাকে পাইনি
সংকল্পে দৃঢ়।

১১৬. আর স্মরণ কর, আমি বলেছিলাম
ফিরিশ্তাদের : তোমরা সিজ্দা কর
আদমকে। তখন তারা সিজ্দা করল ;
কিন্তু ইবলীস সে অমান্য করল।

১১৭. তারপর আমি বললাম : হে আদম ! এ
শত্রু তোমার ও তোমার স্ত্রীর, সুতরাং
সে যেন কিছুতেই তোমাদের বের করে
না দেয় জান্নাত থেকে। বের করে দিলে
তোমরা দুঃখ-কষ্ট পাবে।

১১৮. নিশ্চয় তোমার জন্য রইল যে, তুমি
এখানে ক্ষমার্ত হবে না এবং নগ্নও হবে
না,

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○

২৩- قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا
وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

২৪- قَالِ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ
وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ○

২৫- قَالِ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ
وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ○

১১৫- وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ
فَنَسَىٰ وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْمًا ○

১১৬- وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ○

১১৭- فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ
وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكُمَا
مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ○

১১৮- إِنَّ لَكَ أَلًا
تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ○

১১৭- وَأَنْتَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا
وَلَا تَضْحَى ۝

১২- فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ
قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ
الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى ۝

১২১- فَأَكَلَا مِنْهَا
فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا
وَطَفَفَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذُرِّ
الْجَنَّةِ ۖ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۝

১২২- ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ
عَلَيْهِ وَهَدَى ۝

১২৩- قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ۙ
فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۝

সৌম (আ)

৫৬- وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ۖ
إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝
৫৭- وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝

৪৫- وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ
كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ۝

৮৬. আর আমি দাখিল করেছিলাম তাদের আমার রহমতে, তারা তো ছিল নেক্কার।

৮৬- وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا
إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ○

হযরত নূহ (আ)

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩৩

৩৩. নিশ্চয় আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন বিশ্ব-জগতের জন্য আদম, নূহ, ইব্রাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে।

৩৩- إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ○

সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪

৫৯. আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহকে তার কাওমের কাছে আর সে বলেছিল : হে আমার কাওম ! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র। নেই তোমাদের জন্য কোন ইলাহ্‌ তিনি ছাড়া। আমি তো ভয় করছি তোমাদের জন্য মহাদিনের আযাবের।

৫৯- لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○

৬০. আর তার কাওমের নেতারা বলেছিল : আমরা তো তোমাকে দেখছি স্পষ্ট গুমরাহীতে।

৬০- قَالِ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○

৬১. সে (নূহ) বলেছিল : হে আমার কাওম! আমাতে কোন গুমরাহী নেই, বরং আমি তো রাসুল আ'লামীনের তরফ থেকে একজন রাসূল,

৬১- قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلُّةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

৬২. আমি পৌছাচ্ছি তোমাদের কাছে আমার রবের বাণী এবং হিতোপদেশ দিচ্ছি তোমাদের, আর আমি জানি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তা, যা তোমরা জান না।

৬২- أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

৬৩. অথবা তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, এসেছে তোমাদের কাছে উপদেশ তোমাদের রবের তরফ থেকে। তোমাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তির মাধ্যমে, যাতে সে সতর্ক করে তোমাদের এবং তোমরা সাবধান হও,

৬৩- أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَتَذَقُّوا

وَلَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ○

৬৫- فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ

وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ

وَأَعْرِفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ○

৭১- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ م

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ

مَقَامِي وَتَذَكَّرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ

تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ

غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ

وَلَا تَنْظُرُونَ ○

৭২- فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ

وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

৭৩- فَكَذَّبُوهُ فَانْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ

فِي الْفُلِكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ

وَأَعْرِفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ

পরিণাম তাদের, যাদের সতর্ক করা হয়েছিল ?

৭৪. তারপর আমি পাঠাই নূহের পরে রাসূলদের, তাদের কাওমের কাছে। তারা এসেছিল তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, কিন্তু তারা ঈমান আনার ছিল না তাতে, যা তারা অস্বীকার করেছিল আগে। এভাবে আমি মোহর করে দেই সীমালংঘনকারীদের অন্তরে।

সূরা হূদ, ১১ : ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯. ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮

২৫. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহকে তার কাওমের কাছে, সে বলেছিল : আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

২৬. যেন তোমরা ইবাদত না কর আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর, আমি তো আশঙ্কা করি তোমাদের জন্য এক মর্মান্তিক দিনের শাস্তির।

২৭. তখন বলেছিল তার কাওমের প্রধানরা যারা কুফরী করেছিল : আমরা তো মনে করি না তোমাকে আমাদের মত মানুষ ছাড়া অন্য কিছু আর আমরা তো দেখছি তোমার অনুসরণ করছে কেবল তারাই যারা আমাদের মধ্যে অধম বাহাদৃষ্টিতে এবং আমরা দেখছি না তোমাদের জন্য আমাদের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব, বরং আমরা তোমাদের মনে করি মিথ্যাবাদী।

২৮. নূহ বলল : হে আমার কাওম ! আচ্ছা দেখ তো যদি আমি প্রতিষ্ঠিত থাকি স্পষ্ট নিদর্শনের উপর আমার রবের তরফ থেকে এবং যদি তিনি দিয়ে

عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ○

۷۴- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ○

۲۵- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○

۲۶- أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ ○

۲۷- فَقَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَنْفَكُوا ۚ وَمَا نَرَىٰكَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكَ كَاذِبِينَ ○

۲۸- قَالَ يَوْمَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي

وَ اتَّبِنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ
فَعَمِيَّتْ عَلَيْكُمْ ۖ اَنْزَلْنٰكُمْوَهَا وَاَنْتُمْ
لَهَا كَرِهُونَ ○

٢٩- وَيَقُولُ لَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا
إِنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ وَلَكِنَّ آيَاتِ
رَبِّكُمْ تُؤْمَرُونَ ○

٣٠- وَيَقَوْمٍ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ
إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

٣١- وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ
وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ
وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ
وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ
لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۖ
إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ○

٣٢- قَالُوا يَنْوُحُ قَدْ جَدَلْنَا
فَاكْثُرْتَ جَدَالَنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

۳۳- قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ

যদি তিনি ইচ্ছা করেন আর তোমরা তা ব্যর্থ করার নও।

৩৪. আর তোমাদের কোন উপকারে আসবে না আমার উপদেশ, আমি তোমাদের উপদেশ দিতে চাইলেও, যদি আল্লাহ তোমাদের বিভ্রান্ত করতে চান। তিনিই তোমাদের রব এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

৩৬. আর ওহী করা হয়েছিল নূহের প্রতি যে, কেউ ঈমান আনবে না তোমার কাওমের যারা ঈমান এনেছে তাদের ছাড়া, অতএব তুমি দুঃখিত হবে না তারা যা করে তার জন্য।

৩৭. আর তুমি নৌকা তৈরী কর আমার তত্ত্বাবধানে আমার ওহীর নির্দেশ অনুযায়ী আর আমাকে বলোনা তাদের সম্বন্ধে কিছু যারা সীমালঙ্ঘন করেছে, তারা তো নিমজ্জিত হবেই।

৩৮. নূহ নৌকা তৈরী করতে লাগল এবং যখনই তার কাছ দিয়ে যেত তার কাওমের প্রধানরা, তখনই তারা তাকে উপহাস করত সে বলত তোমরা যদি আমাদের উপহাস কর আমরাও তোমাদের উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ,

৩৯. আর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি।

৪০. অবশেষে যখন এল আমার ফায়সালা এবং চূলা উঠলে উঠল, তখন আমি বললাম : তুলে নাও এতে প্রত্যেক শ্রেণীর যুগল থেকে দু'টি করে এবং তোমার পরিবার পরিজনকে, তাদের

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ○

৩৪- وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي
إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْصَحَ لَكُمْ
إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ
هُوَ رَبُّكُمْ تَوَالِيهِ تَرْجَعُونَ ○

৩৬- وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوْحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ
مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ
فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ○

৩৭- وَأَصْنَعِ الْفُلَکَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا
وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الدِّينِ
ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُمْ مُّعْرِقُونَ ○

৩৮- وَيَصْنَعِ الْفُلَکَ ت
وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا
مِنْهُ ۖ
قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا
نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ○

৩৯- فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ
مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ
وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ○

৪০- حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التُّورُ
قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ
إِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ

الْقَوْلُ وَمَنْ أَمِنَ ط
○ وَمَا أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ

٤١- وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسَهَا
إِنْ رِئِيَ لَعُفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

٤٢- وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ
وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ
يَبْنَى ارْكَبْ مَعَنَا

وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ○
 ٤٣- قَالَ سَاوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي
 مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ
 مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ
 وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ
 فَكَانَ مِنَ الْمَغْرِقِينَ ○

٤٤- وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَاءُ
أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ
وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ
بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

٤٥- وَنَادَىٰ تَوَّحُّدَ رَبِّهِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي
مِنَ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ
وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ○

٤٦- قَالَ يَنْتَوُحُ إِنَّهُ لَبَسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ
إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ

বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই।
নিশ্চয়ই আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি,
যেন তুমি জাহিলদের শামিল না হও।

৪৭. সে বলল : হে আমার রব! আমি
আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি, যেন আমি সে
বিষয়ে আপনাকে অনুরোধ না করি,
যে বিষয় আমার কোন জ্ঞান নেই। আর
আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন
এবং আমার প্রতি দয়া না করেন, তা
হলে আমি হয়ে পড়ব ক্ষতিগ্রস্তদের
শামিল।

৪৮. বলা হল : হে নূহ! তুমি অবতরণ কর
আমার তরফ থেকে শান্তি ও কল্যাণ
সহ তোমার প্রতি এবং তোমার সাথে
যে সব রয়েছে তাদের প্রতি। আর
অনেক হবে যাদের আমি জীবন
উপভোগ করতে দেব, পরে তাদের
স্পর্শ করবে আমার তরফ থেকে
যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৭৬, ৭৭

৭৬. আর স্মরণ কর নূহের কথা, যখন সে
ডেকে ছিল আমাকে এর আগে, তখন
আমি সাড়া দিয়েছিলাম তার ডাকে এবং
নাজাত দিয়েছিলাম তাকে ও তার
পরিবারবর্গকে মহাসংকট থেকে,

৭৭. এবং সাহায্য করেছিলাম তাকে সে
কাওমের বিরুদ্ধে, যারা অস্বীকার
করেছিল আমার নিদর্শনাবলী। তারা
তো ছিল এক খারাপ কাওম। ফলে
আমি ডুবিয়ে মেরেছিলাম তাদের
সবাইকে।

সূরা যু'মিনুন, ২৩ : ২৩, ২৪, ২৫, ২৬,
২৭, ২৮, ২৯

২৩. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহকে
তার কাওমের কাছে। সে বলেছিল :

فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
إِنِّي أَعْظُمُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ○

৪৭- قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ
وَالَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي
أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ ○

৪৮- قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ
بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ
وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ
وَأُمَمٌ سَنُتَبِعُهُمْ
ثُمَّ يَكْسُفُهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

৭৬- وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَجِئْنَاهُ وَآهْلَهُ
مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ○

৭৭- وَنَصْرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا
قَوْمٌ سَوْءٌ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ○

২৩- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ

فَقَالَ يَقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

২৫- فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۚ
يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۚ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً ۚ
مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۝

২৫- إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ
فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ ۝

২৬- قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون ۝

২৭- فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ
بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا
فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۚ
فَأَسْلَكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ
وَلَا تَخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ
إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ۝

২৮- فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ
عَلَى الْفُلْكَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

নাজাত দিয়েছেন আমাদের যালিম কাওম থেকে’।

২৯. এবং আরো বলবে : ‘হে আমার রব! আপনি আমাকে অবতরণ করান কল্যাণকর অবতরণ। আর আপনি তো শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী’।

সূরা শু‘আরা, ২৬ : ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২

১০৫. অস্বীকার করেছিল নূহের কাওম রাসূলদের।
১০৬. যখন তাদের বলেছিল, তাদের ভাই নূহ : তোমরা কি সাবধান হবে না?
১০৭. আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল,
১০৮. অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং আনুগত্য কর আমার।
১০৯. আমি চাই না তোমাদের কাছে এর জন্য কোন বিনিময়। আমার পুরস্কার তো রয়েছে রাব্বুল আ‘লামীনের কাছে।
১১০. সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং আনুগত্য কর আমার।
১১১. তারা বলল : আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনব। অথচ তোমার অনুসরণ করছে ইতরেরা?
১১২. নূহ বলল : আমার কোন জ্ঞান নেই সে সম্পর্কে, যা তারা করত।
১১৩. তাদের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব তো আমার রবের, যদি তোমরা বুঝতে!
১১৪. আর নই আমি তাড়িয়ে দেওয়ার মু‘মিনদের।
১১৫. আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

○ نَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

২৭- وَقُلْ رَبِّ انْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبْرَكًا
○ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ

○ ১০৫- كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ

○ ১০৬- إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

○ ১০৭- إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

○ ১০৮- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

○ ১০৯- وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

○ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

○ ১১০- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

○ ১১১- قَالُوا أَنْتُمْ مِنْ لَدُنْكَ وَاتَّبَعَكَ

○ ১১২- قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

○ ১১৩- إِن حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ

○ ১১৪- وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ

○ ১১৫- إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

১১৬. তারা বলল : তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, হে নূহ! তবে অবশ্যই তুমি শামিল হবে প্রস্তরাঘাতে নিহতদের মাঝে।

১১৭. নূহ বলল : হে আমার রব! আমার কাওম তো আমাকে অস্বীকার করেছে।

১১৮. অতএব আপনি সুস্পষ্ট ফয়সালা করে দিন আমার ও তাদের মাঝে এবং নাজাত দিন আমাকে এবং আমার সাথে যে সব মু'মিন রয়েছে তাদেরকে।

১১৯. তারপর আমি নাজাত দিলাম তাকে এবং তার সংগে যারা ছিল তাদের, বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়ে।

১২০. তারপর আমি ডুবিয়ে দিলাম অবশিষ্ট সবাইকে।

১২১. নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমান রাখে না।

১২২. আর নিশ্চয় আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা আনকাবূত, ২৯ : ১৪, ১৫

১৪. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহকে তার কাওমের কাছে এবং সে অবস্থান করেছিল তাদের সাথে নয়'শ পঞ্চাশ বছর। তারপর তাদের পাঁকড়াও করেছিল মহাপ্লাবন এবং তারা ছিল যালিম।

১৫. এরপর আমি রক্ষা করলাম তাকে এবং নৌকায় আরোহণকারীদের আর এটাকে করলাম একটি নিদর্শন বিশ্ব-বাসীর জন্য।

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ : ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

৭৫. আর আমাকে তো ডেকে ছিল নূহ, আমি কত উত্তম ডাকে সাড়াদানকারী।

১১৬-قَالُوا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ

لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ

১১৭-قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ

১১৮-فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي

وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

১১৯-فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ

فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ

১২০-ثُمَّ أَعْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ

১২১-إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

১২২-وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

১৪-وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ

فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا

فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

১৫-فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ

وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ

৭৫-وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمَجِيبُونَ

৭৬. আর আমি উদ্ধার করেছিলাম তাকে ও তার পরিবারবর্গকে মহাসংকট থেকে।

৭৭. আর আমি বিদ্যমান রেখেছি তার বংশধরদের বংশ-পরম্পরায়,

৭৮. আর আমি একে স্মরণীয় করে রেখেছি পরবর্তীদের মধ্যে।

৭৯. শান্তি বর্তিত হোক নূহের উপর সমগ্র বিশ্বের মধ্যে!

৮০. আমি তো এভাবেই পুরস্কৃত করি নেককারদের।

৮১. সে তো ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের একজন।

৮২. আর অন্য সবাইকে আমি ডুবিয়ে মেরেছিলাম।

সূরা কামার, ৫৪ : ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

৯. অস্বীকার করেছিল এদের আগে নূহের কাওমও, তারা অস্বীকার করেছিল আমার বান্দাকে এবং বলেছিল : এতো এক পাগল। আর তাকে ভয় দেখানো হয়েছিল।

১০. তখন নূহ দু'আ করেছিল তাঁর রবের কাছে : আমি তো পরাভূত, অতএব আপনি প্রতিশোধ নিন।

১১. ফলে, আমি খুলে দেই আসমানের দরজা প্রবল বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে,

১২. আর উৎসারিত করি যমীন থেকে পানির ধারা। তারপর মিলিত হলো সব পানি এক পরিকল্পনা অনুসারে।

১৩. তখন আমি নূহকে আরোহণ করাই কাঠ ও পেরেক নির্মিত এক নৌয়ানে,

৭৬- وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ○

৭৭- وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ○

৭৮- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ○

৭৯- سَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ○

৮০- إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○

৮১- إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ○

৮২- ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ○

৯- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ○

১০- فَدَعَا رَبَّهُ

إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِر ○

১১- فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَرٍ ○

১২- وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا

فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ○

১৩- وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ ○

১৪. যা চলত আমার তত্ত্বাবধানে। এ হুন্স পুরস্কার তার জন্য, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

১৫. আর আমি একে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে, অতএব আছে কি কোন্ উপদেশ গ্রহণকারী?

সূরা নূহ, ৭১ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

১. আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহকে তার কাওমের কাছে এ নির্দেশ সহ যে, তুমি সতর্ক কর তোমার কাওমকে, তাদের কাছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসার আগে।

২. নূহ বলেছিল : হে আমার কাওম! আমি তো তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী—

৩. তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, ভয় কর তাঁকে এবং আনুগত্য কর আমার,

৪. আল্লাহ ক্ষমা করবেন তোমাদের পাপ এবং অবকাশ দেবেন তোমাদের এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট কাল উপস্থিত হলে, তা বিলম্বিত হয় না, যদি তোমরা জানতে!

৫. সে (নূহ) বলেছিল : হে আমার রব! আমি তো দাওয়াত দিয়েছি আমার কাওমকে দিন-রাত,

৬. কিন্তু আমার দাওয়াত বৃদ্ধি করেনি তাদের পলায়ণ প্রবণতা ছাড়া আর কিছুই।

৭. আর যখনই আমি তাদের দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদের ক্ষমা করেন। তখনই তারা তাদের কানে

১৪- تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرًا

১৫- وَلَقَدْ ثَرَكْنَهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ

১- إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

২- قَالَ يَقُومِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

৩- أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا

৪- يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ
أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ
إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

৫- قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي
لَيْلًا وَنَهَارًا

৬- فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا

৭- وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا
أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ

আংগুল দিয়েছে, নিজেদের ঢেকে নিয়েছে কাপড় দিয়ে, জিদ করেছে এবং অতিশয় অহংকার করেছে।

৮. তারপরও আমি তাদের দাওয়াত দিয়েছি প্রকাশ্যে,
৯. পরে আমি প্রচার করেছি উচ্চস্বরে এবং উপদেশ দিয়েছি গোপনে।
১০. আর বলেছি : 'তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমাদের রবের। তিনি তো মহা-ক্ষমাশীল'।
১১. তিনি বর্ষণ করবেন তোমাদের প্রতি প্রচুর বৃষ্টি,
১২. আর তিনি সমৃদ্ধ করবেন তোমাদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে এবং দেবেন তোমাদের বিভিন্ন দান, আর প্রবাহিত করবেন তোমাদের জন্য নদ-নদী।
১৩. তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাও না!
১৪. অথচ তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।
১৫. তোমরা কি লক্ষ্য করনি, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরেস্তরে?
১৬. আর সেথায় স্থাপন করেছেন চাঁদকে আলোরূপে এবং স্থাপন করেছেন সূর্যকে প্রদীপরূপে?
১৭. আর আল্লাহই তোমাদের উদ্ভূত করেছেন বিশেষভাবে মাটি থেকে।
১৮. এরপর তিনি তোমাদের ফিরিয়ে নিবেন সেখানে এবং পরে বের করবেন তোমাদের সেখান থেকে।

وَاصْرُؤْ وَاسْتَكَبِرُوا اسْتِكْبَارًا

৮- ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهْرًا

৯- ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ

وَاسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا

১০- فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ

إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

১১- يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

১২- وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ

وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا

১৩- مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا

১৪- وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا

১৫- أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ

سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا

১৬- وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا

وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا

১৭- وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا

১৮- ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا

وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا

১৭- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۝

২০- تَتَسَلَّكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاٰجًا ۝

২১- قَالَ تُوْحُ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ
وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُہٗ
اِلَّا خَسَارًا ۝

২২- وَ مَكْرُوْا مَكْرًا كُبٰرًا ۝

২৩- وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اِلٰهَتَكُمْ
وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا
وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ۝

২৪- وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا
وَلَا تَزِدِ الظَّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ۝

২৫- مِمَّا خَطِيْئَتِهِمْ اُغْرِقُوْا
فَاَدْخِلُوْا نَارًا ۝ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهْمُ
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ۝

২৬- وَقَالَ تُوْحُ رَبِّ لَا تَذَرُ
عَلَيَّ الْاَرْضَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيّٰرًا ۝

২৭- اِنَّكَ اِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ
وَلَا يَبْذُوْا اِلَّا فَاٰجِرًا كَفّٰرًا ۝

২৮. 'হে আমার রব ! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে যে মু'মিন হয়ে আমার ঘরে পবেশ করে তাকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে। আর আপনি বৃদ্ধি করবেন না যালিমদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছু।'

২৮- رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ
وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝

হযরত হুদ (আ)

সূরা আ'রাফ, ৭ : ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯,
৭০, ৭১, ৭২

৬৫. আর আমি পাঠিয়েছিলাম আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হুদকে। সে বলেছিল : হে আমার কাওম ! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর। নেই তোমাদের কোন ইলাহু তিনি ছাড়া। তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না ?

৬৫- وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ
قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَٰهِ غَيْرِهِ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

৬৬. বলেছিল তার কাওমের নেতারা, যারা কুফরী করেছিল : আমরা তো দেখছি তোমাকে নির্বুদ্ধিতার মধ্যে, আর আমরা তো তোমাকে মনে করি একজন মিথ্যাবাদী।

৬৬- قَالَ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا

مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي سَفَاهَةٍ
وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

৬৭. সে (হুদ) বলল : হে আমার কাওম ! আমাতে তো নির্বুদ্ধিতা নেই, বরং আমি তো রাক্বুল আ'লামীনের তরফ থেকে একজন রাসূল।

৬৭- قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ

وَلِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

৬৮. আমি পৌছাচ্ছি তোমাদের কাছে আমার রবের বাণী, আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী।

৬৮- أَتُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي

وَإِنَّا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۝

৬৯. তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছে যে, এসেছে তোমাদের কাছে উপদেশ তোমাদের রবের তরফ থেকে, তোমাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তির মাধ্যমে, যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে ? আর তোমরা স্বরণ কর যে, আল্লাহ তোমাদের স্থলা-ভিষিক্ত করেছেন নূহের কাওমের পরে

৬৯- أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ
ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ
لِيُنذِرَكُمْ ۖ وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ
خُلَفَاءَ مِّن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ

এবং তিনি তোমাদের অধিক হুষ্টি-পুষ্টি করেছেন দৈহিক গঠনে। সুতরাং তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ্র নিয়ামত, আশা করা যায়, তোমরা কামিয়ার হবে।

৭০. তারা বলল : তুমি কি এসেছ আমাদের কাছে এজন্য যে, আমরা যেন ইবাদত করি এক আল্লাহ্র এবং বর্জন করি তা, যার ইবাদত করত আমাদের পূর্ব-পুরুষরা। অতএব, তুমি নিয়ে এসো তা যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছ, যদি তুমি হও সত্যবাদী।

৭১. সে (হুদ) বলল : তোমাদের জন্য তো নির্ধারিত হয়ে আছে তোমাদের রবের তরফ থেকে আযাব ও গযব, তবে কি তোমরা ঝগড়া করছ আমার সাথে এমন কিছু নাম নিয়ে, যার নামকরণ করেছে তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা, যে সম্বন্ধে নাযিল করেননি আল্লাহ্ কোন প্রমাণ? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।

৭২. অবশেষে আমি উদ্ধার করেছিলাম তাকে এবং যারা ছিল তার সাথে আমার রহমতে, আর নির্মূল করেছিলাম তাদের, যারা অস্বীকার করেছিল আমার নিদর্শন এবং যারা ছিল না মু'মিন।

সূরা হুদ, ১১ : ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮

৫০. আর আমি পাঠিয়েছিলাম আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হুদকে। সে বলে-ছিল : হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্র, নেই তোমাদের জন্য কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী।

وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً ۖ فَادْكُرُوا
الَّاءِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

৭০- قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ
وَنَذَرَ مَا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَهُمْ
فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ○

৭১- قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
رَجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي
أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۖ
فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ
الْمُنْتَظِرِينَ ○

৭২- فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
مِّنَّا وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ○

৫০- وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا
قَالَ يَقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ
إِلَهِ غَيْرِهِ ۖ إِنَّكُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ○

৫১. হে আমার কাওম! আমি চাই না তোমাদের কাছে এর পরিবর্তে কোন পারিশ্রমিক। আমার পারিশ্রমিক তো আছে তাঁর কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবুও কি তোমরা বুঝ না?
৫২. হে আমার কাওম! তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমাদের রবের কাছে, তারপর ফিরে আস তাঁরই দিকে, তিনি বর্ষণ করবেন আসমান থেকে তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি এবং তিনি বৃদ্ধি করবেন তোমাদের শক্তিকে আরো শক্তি দিয়ে, কিন্তু তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিও না অপরাধি হয়ে।
৫৩. তারা বলল : হে হুদ! তুমি তো আননি আমাদের কাছে কোন স্পষ্ট প্রমাণ আর আমরাও পরিত্যাগ করার নই আমাদের উপাসাদের তোমার কথায় আর আমরা তোমাতে বিশ্বাসী নই।
৫৪. আমরা তো কেবল বলি যে, তোমাকে আবিষ্ট করেছে আমাদের কোন উপাস্য কোন মন্দ কিছু দিয়ে। হুদ বলল, আমি তো সাক্ষী রাখছি আল্লাহকে এবং তোমারাও সাক্ষী হও, নিশ্চয়ই আমি মুক্ত তা থেকে যা তোমরা শরীক করছ—
৫৫. আল্লাহ্ ছাড়া। অতএব তোমরা সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, তারপর আমাকে কোন অবকাশ দিও না।
৫৬. আমি তো ভরসা করি আল্লাহর উপর, যিনি রব আমার ও তোমাদের, এমন কোন জীবজন্তু নেই যা তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নয়। নিশ্চই আমার রব আছেন, সরল সঠিক পথে।
৫৭. তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তো পৌছে দিয়েছে

৫১-يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۖ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

৫২-وَلِيَقَوْمٍ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً
إِلَى قُوَّتِكُمْ
وَلَا تَتَوَكَّلُوا مُجْرِمِينَ ○

৫৩-قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ
وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ
وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ○

৫৪-إِنْ أَنْتَ إِلَّا عَترتك
بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۖ
قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَ أَشْهَدُ
أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ○

৫৫-مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي
جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُون ○

৫৬-إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ
مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ
إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

৫৭-فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ

مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ
وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ
وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا
إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ ○

৫৮- وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا
وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ○

৩১- ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ ○

৩২- فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ
أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ
أَفَلَا تَتَّقُونَ ○

৩৩- وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْتُهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ
وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ○

৩৪- وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ
إِنَّكُمْ إِذَا الْخُسِرُونَ ○

৩৫. সেকি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যদি তোমরা মরে যাও এবং মাটি ও হাঁড়ে পরিণত হও, তবুও কি তোমাদের উঠান হবে ?

৩৬. অসম্ভব, অসম্ভব, যে বিষয়ে সে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেয় তা।

৩৭. আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই। আর আমরা কখনো পুনরুত্থিত হবো না।

৩৮. সে তো এমন ব্যক্তি, যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে আল্লাহ্ সম্বন্ধে। আর আমরা কিছুতেই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নই।

৩৯. সে (হুদ) বলল : হে আমার রব! আপনি আমাকে সাহায্য করুন। কেননা, তারা আমাকে অস্বীকার করেছে।

৪০. আল্লাহ্ বললন : অচিরেই তারা অবশ্যই অনুতপ্ত হবে।

৪১. তারপর তাদের পাঁকড়াও করল এক আওয়াজ যথার্থভাবে, ফলে তাদের করে দিলাম আমি আবর্জনা সদৃশ। সুতরাং ধ্বংস যালিম কাওমের জন্য।

সূরা শু'আরা, ২৬ : ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫

১২৩. অস্বীকার করেছিল কাওমে আদ রাসূলদের।

১২৪. যখন তাদের বলেছিল তাদের ভাই হুদ : তোমরা কি সাবধান হবে না ?

১২৫. আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

২৫- اَيُّعِدُّكُمْ اٰتِكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا اٰتِكُمْ مُّخْرَجُونَ

২৬- هِيَ هَات هِيَ هَات لِمَا تُوْعَدُونَ

২৭- اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

২৮- اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ اٰفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كِذْبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ

২৯- قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِي بِمَا كُذِّبْتُ

৩০- قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ

৪১- فَاَخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُرَابًا ۚ فَبَعْدَ اِلْلَقَوْمِ الظَّالِمِينَ

১২৩- كَذَّبَتْ عَادُ الرُّسُلِينَ

১২৪- اِذْ قَالَ لَهُمُ اٰخُوهُمْ هُوْدُ اَلَا تَتَّقُونَ

১২৫- اِنِّى لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ

১২৬. অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহকে
এবং আনুগত্য কর আমার।

১২৭. আর আমি চাই না তোমাদের
কাছে এর জন্য কোন বিনিময়, আমার
পুরস্কার তো রাব্বুল আলামীনের
কাছে।

১২৮. তোমরা কি নির্মাণ করছ প্রতিটি উঁচু
স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নিরর্থক ?

১২৯. আর তৈরী করছ প্রাসাদ এমন করে যে,
তোমরা চিরস্থায়ী হবে ?

১৩০. আর যখন তোমরা আঘাত কর, তখন
আঘাত কর অতি কঠোরভাবে।

১৩১. সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে
এবং আনুগত্য কর আমার।

১৩২. আর তোমরা ভয় কর তাঁকে, যিনি
তোমাদের দান করেছেন, যা তোমরা
জান।

১৩৩. তিনিই তোমাদের দান করেছেন
চতুর্দ জন্তু ও সন্তান-সন্ততি,

১৩৪. উদ্যান ও প্রস্রবণ,

১৩৫. আমি ভয় করি তোমাদের জন্য মহা-
দিবসের শাস্তির।

সূরা আহকাফ*, ৪৬ : ২১, ২২, ২৩, ২৪,
২৫, ২৬

২১. আর স্মরণ কর, আদ সম্প্রদায়ের ভাই
হূদের কথা, সে তো সতর্ক করেছিল
আহকাফবাসী তার কাওমকে, আর গত
হয়েছিল অনেক সতর্ককারী তার আগে
ও তার পরে। সে বলেছিল : তোমরা
ইবাদত করোনা আল্লাহ ছাড়া অন্য
কারো। আমি তো ভয় করছি তোমাদের
জন্য মহাদিবসের শাস্তির।

১২৬- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

১২৭- وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

১২৮- أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ

১২৯- وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ

تُخْلَدُونَ

১৩০- وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبًّا رَائِينَ

১৩১- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

১৩২- وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ

بِمَا تَعْلَمُونَ

১৩৩- أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ

১৩৪- وَجَدْتِ وَعُيُونٍ

১৩৫- إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

২১- وَادْكُرْ أَخَا عَادٍ

إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ

وَقَدْ خَلَّتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

وَمِنْ خَلْفِهِ إِلَّا تَعْبَدُوا إِلَّا اللَّهَ

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

* ইয়ামেনের অন্তর্গত একটি বালুকাময় উপত্যকার নাম।

২২. তারা বলেছিল : তুমি কি এসেছ আমাদের নিবৃত্ত করতে, আমাদের দেবতাদের পূজা থেকে ? তুমি নিয়ে এসো আমাদের কাছে, যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছ তা, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

২৩. সে (হুদ) বলল : এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই কাছে আর আমি তো তোমাদের কাছে কেবল প্রকাশ করি তা-ই, যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি। কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা তো এক জাহিল কাওম।

২৪. তারপর যখন তারা দেখল মেঘ আসতে তাদের উপত্যকার দিকে, তখন তারা বলল : এ মেঘ তো আমাদের বৃষ্টি দেবে। হুদ বলল : না, বরং এতো তা, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চাচ্ছিলে। এ এক ঝড়, যাতে রয়েছে মর্মভুদ শাস্তি,

২৫. এ ধ্বংস করে দেবে সব কিছু আল্লাহর হুকুমে। ফলে, তাদের পরিণাম এ হলো যে, সেখানে দেখা গেল না, তাদের বসতবাড়ি ছাড়া আর কিছুই। এভাবেই আমি প্রতিফল দেই অপরাধি কাওমকে।

۲۲- قَالُوا أَاجْتَمَعْنَا لِإِفْكِكَ عَنْ إِلَهِتِنَا،
فَاتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○

۲۳- قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ
وَإُبْلَغَكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ
وَلِكِنِّي أَرَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ○

۲۴- فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ
قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُبْطِرُنَا
بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ۖ
رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

۲۵- تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا
فَأَصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسْكِنَهُمْ ۖ
كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ○

হযরত সালিহ (আ)

সূরা আ'রাফ, ৭ : ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯

৭৩. আর আমি পাঠিয়েছিলাম সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহকে। সে বলেছিল : হে আমার কাওম ! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর। নেই তোমাদের কোন ইলাহ তিনি ছাড়া। এসেছে তো তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের রবের তরফ থেকে। এটি আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য একটি

۷۳- وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
قَالَ يَقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ
بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ
لَكُمْ آيَةٌ ۖ فَذُرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ

وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ
فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৭৫- وَادْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ
مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْاَرْضِ
تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا
قُصُوْرًا وَتَنْجُوْنَ الْجِبَالَ بَيْوُتًا
فَاذْكُرُوْا اِلَّاۤءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْنُوْا
فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

৭৬- قَالَ الْمَلَاۤءُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا
مِنْۢ قَوْمِهٖۤ لِلَّذِيْنَ اسْتَضَعِفُوْا
لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنْ
صٰلِحًا مَّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ
قَالُوْۤا اِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلَ بِهٖ مُّؤْمِنُوْنَ ۝

৭৭- قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْۤا
اِنَّا بِالَّذِيْۤ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝

৭৮- فَعَقَرُوْا النَّاقَةَ وَاعْتَوٰ
عَنْۢ اَمْرِ رَبِّهٖمْ وَقَالُوْۤا يٰصَلِحُ اِنَّا
بِمَا تَعِدُّنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

৭৯- فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
فَاَصْبَحُوْۤا فِيۢ دَارِهِمْ جَثِيْمِيْنَ ۝

৮০- فَتَوَلٰۤى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ

কাওম! আমি তো পৌঁছিয়েছিলাম তোমাদের কাছে আমার রবের বাণী এবং হিতোপদেশ দিয়েছিলাম তোমাদের। কিন্তু তোমরা পসন্দ কর না হিতোপদেশ দানকারীদের!

সূরা হুদ, ১১ : ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬

৬১. আর আমি পাঠিয়েছিলাম সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহকে। সে বলেছিল : হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, নেই তোমাদের জন্য কোন ইলাহ্‌ তিনি ছাড়া। তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন যমীন থেকে এবং তিনিই তোমাদের বসবাস করিয়েছেন, অতএব তারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। নিশ্চয় আমার রব অতি নিকটে, তিনি ডাকে সাড়া দেন।

৬২. তারা বলল : হে সালিহ্‌ ! তুমি ছিলে এর আগে আমাদের আশাস্থল। তুমি কি আমাদের বারণ করছ ইবাদত করতে তাদের, যাদের ইবাদত করত আমাদের পিতৃপুরুষরা? অবশ্যই আমরা রয়েছে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে সে সব বিষয়ে, যার প্রতি তুমি আমাদের ডাকছ।

৬৩. সে (সালিহ্‌) বলল : হে আমার কাওম তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আমি যদি আমার রবের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তার তরফ থেকে রহমত দান করে থাকেন, তা হলে কে আমাকে রক্ষা করবে আল্লাহর শাস্তি থেকে, যদি আমি তার অবাধ্যতা করি? সুতরাং তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছ।

لَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ
رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ
وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ○

৬১- وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ
إِلَٰهِ غَيْرِهِ ۚ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ
ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ
إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ○

৬২- قَالُوا يَصِلِحْ قَدْ كُنْتَ
فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا
أَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّآ لَفِي
شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ○

৬৩- قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ
عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَنِي مِنْهُ
رَحْمَةً فَمَنْ
يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ تَد
فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ○

৬৪. হে আমার কাওম! এটা আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। অতএব এটিকে আল্লাহর যমীনে চরে খেতে দাও, আর একে কোন কষ্ট দিও না, দিলে তোমাদের পাকড়াও করবে আশু শাস্তি।

৬৫. কিন্তু তারা সেটিকে হত্যা করল। তারপর সালিহ বলল : তোমরা জীবন উপভোগ করে নাও নিজেদের ঘরে তিনদিন। এ হলো একটি ওয়াদা, যা মিথ্যা হবার নয়।

৬৬. তারপর যখন এল আমার ফায়সালা, তখন আমি রক্ষা করলাম আমার অনুগ্রহে সালিহকে এবং যারা তার সাথে ঈমান এনছিল তাদের এবং বাঁচলাম সে দিনের লাঞ্ছনা থেকে। নিশ্চয়ই তোমার রব তিনি তো শক্তিশালী, পরাক্রমশালী।

সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯

১৪১. সামুদ সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল রাসূলগণকে।

১৪২. যখন তাদের বলেছিল তাদের ভাই সালিহ : তোমরা কি সাবধান হবে না ?

১৪৩. আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

১৪৪. অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং আনুগত্য কর আমার।

১৪৫. আর আমি চাই না তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান। আমার প্রতিদান তো রাসূল আলামীনের কাছে।

১৪৬. তোমাদের কি নিরাপদে ছেড়ে রাখা হবে, এখানে যা আছে তাতে,

১৫- وَيَقُومُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ○

১৬- فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ○ ذَٰلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ○

১৭- فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ○ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ○

১৫১- كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ○

১৫২- إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ ○ أَلَا تَتَّقُونَ ○

১৫৩- إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ○

১৫৪- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ○

১৫৫- وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ○

১৫৬- إِنِّي أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১৫৭- أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْنَا أَمِينٌ ○

১৪৭. বাগানে, ঝরণায়,
১৪৮. এবং শস্য ক্ষেত্রে ও সুকোমল গুচ্ছ
বিশিষ্ট খেজুর বাগানে ?
১৪৯. আর তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে
পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ।
১৫০. অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহকে
এবং আনুগত্য কর আমার।
১৫১. আর মান্য করো না সীমালংঘন
কারীদের নির্দেশ,
১৫২. যারা ফাসাদ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে এবং
শান্তি স্থাপন করে না।
১৫৩. তারা বলল : তুমি তো একজন যাদুখস্ত
লোক।
১৫৪. তুমি তো আমাদেরই মত একজন
মানুষ। অতএব নিয়ে এসো একটা
নিদর্শন, যদি তুমি সত্যবাদী হও।
১৫৫. সালিহ বলল : এই তো একটি উটনী।
এর জন্য রয়েছে পানি পানের পালা
এবং তোমাদের জন্যও রয়েছে পানি
পানের পালা, নির্দিষ্ট দিনে।
১৫৬. আর তোমরা কোন অনিষ্ট করো না এর,
করলে তোমাদের পাকড়াও করবে মহা-
দিবসের শাস্তি।
১৫৭. কিন্তু তারা সেটিকে হত্যা করল, ফলে
তারা অনুতপ্ত হল।
১৫৮. তারপর তাদের পাঁকড়াও করল আযাব।
নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন।
কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে
না।
১৫৯. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রম-
শালী, পরম দয়ালু।

- ১৪৭- فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ○
১৪৮- وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ○
১৪৯- وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ○
১৫০- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ○
১৫১- الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
وَلَا يُصْلِحُونَ ○
১৫২- قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ○
১৫৩- مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا
فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○
১৫৪- قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ
شِرْبٌ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ○
১৫৫- وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ
فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يُومِرُ عَظِيمٌ ○
১৫৬- فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيبِينَ ○
১৫৭- فَآخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ○
১৫৮- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

সূরা কাসাস, ২৭ : ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯,
৫০, ৫১, ৫২, ৫৩

৪৫. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালিহকে এ আদেশসহ : তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর। কিন্তু তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হল।

৪৬. সালিহ বলল : হে আমার কাওম ! কেন তোমরা তুরান্বিত করতে চাইছ অকল্যাণকে কল্যাণের আগে ? কেন তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছ না আল্লাহর কাছে, যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয় ?

৪৭. তারা বলল : আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করছি তোমাকে এবং তোমার সংগে যারা আছে তাদের। সালিহ বলল : তোমাদের ভাল-মন্দ তো আল্লাহর ইখতিয়ারে। আসলে তোমরা এমন কাওম, যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।

৪৮. আর ছিল সে কাওমে এমন নয় ব্যক্তি, যারা ফাসাদ সৃষ্টি করত যমীনে এবং শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করত না।

৪৯. তারা বলল : তোমরা কসম করো আল্লাহর নামে, অবশ্যই আমরা রাত্রিকালে আক্রমণ করব তাকে ও তাঁর পরিবারকে ; তারপর বলব তাঁর অভিভাবককে, আমরা দেখিনি তাঁর পরিবার পরিজনের হত্যা। আর আমরা তো সত্যবাদী।

৫০. আর তারা চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও কৌশল অবলম্বন করেছিলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি।

৫১. সুতরাং লক্ষ্য কর, কেমন হয়েছিল পরিণাম তাদের চক্রান্তের ! আমি তো

৫০- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ○

৫১- قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

৫২- قَالُوا أَطِيعُوا بَكَ وَبَيْنَ مَعَكَ ○ قَالَ ظَهَرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ○

৫৩- وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ○

৫৪- قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ○

৫৫- وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَمَكْرَنَا مَكَرًا ○ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

৫৬- فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ○

ধ্বংস করেছিলাম তাদের এবং তাদের কাওমের সবাইকে।

৫২. ঐ তো তাদের ঘর বাড়ি, যা মুখথুবড়ে পড়ে আছে তারা যে যুলুম করেছিল সে জন্য। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে কাওমের জন্য যারা জানে।

৫৩. আর আমি রক্ষা করেছিলাম তাদের, যারা ঈমান এনেছিল এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছিল।

সূরা কামার, ৫৪ : ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১

২৩. অস্বীকার করেছিল সামুদ সম্প্রদায় সতর্ককারীগণকে,

২৪. তারা বলেছিল আমরা কি অনুসরণ করব আমাদেরই মধ্যের এক ব্যক্তিকে ? এরূপ করলে আমরা তো পতিত হব গুমরাহীতে ও পাগলামিতে।

২৫. আমাদের মধ্য থেকে তারই উপর কি ওহী নাযিল করা হয়েছে ? বরং সে তো এক মিথ্যাবাদী, দাঙ্গিক।

২৬. অবশ্যই তারা জানবে আগামীকাল কে মিথ্যাবাদী, দাঙ্গিক।

২৭. আমি তো পাঠিয়েছি উষ্ট্রীটি তাদের পরীক্ষার জন্য, অতএব তুমি লক্ষ্য কর তাদের আচরণ এবং ধৈর্যধারণ কর।

২৮. আর তুমি জানিয়ে দাও তাদের যে অবশ্যই তাদের মধ্যে পানি কটন নির্দ্বারিত। এবং প্রত্যেকে পালাক্রমে উপস্থিত হবে নির্দ্বারিত পানির অংশের জন্য।

২৯. তারপর তারা আহ্বান করল তাদের এক সঙ্গিকে, তখন সে এসে উষ্ট্রীটি ধরল এবং হত্যা করল।

○ اَلَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ

৫২- فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا
○ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

৫৩- وَ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
○ وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ

২৩- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذْرِ

২৪- فَقَالُوْا اَبَشْرًا مِّثًا وَاٰحِدًا تَتَّبِعُهُ
○ اِنَّا اِذَا لَفِى ضَلٰلٍ وَّ سُعْرِ

২৫- اَلْقٰى الَّذِىْ رُكِبَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا
○ بَلْ هُوَ كَذٰبٌ اَشِرٌّ

২৬- سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مِّنْ اَلْكَذٰبِ الْاَشِرِّ

২৭- اِنَّا مُرْسِلُوْا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ
○ فَارْتَقِبْهُمْ وَاَصْطَبِرْ

২৮- وَ نَبِّئُهُمْ اَنَّ الْمَآءَ
○ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۝ كُلٌّ شَرْبٌ مَّحْضَرٌ

২৯- فَنَادٰٓوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰٓى فَعَقَرَ ○

৩০. ফলে কিরূপ ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্ক বাণী!
৩১. আমি তো পাঠিয়েছিলাম তাদের উপর এক বিকট আওয়াজ, ফলে তারা হয়ে গেল খোঁয়াড় নির্মাণকারীর গুচ্ছ তৃণ খন্ডের মত।

৩- فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ○

৩১- إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً
فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ ○

হযরত ইব্রাহীম (আ)

সূরা বাকারা, ২ : ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৪০, ২৫৮, ২৬০

১২৪. আর স্মরণ করুন ! পরীক্ষা করেছিলেন ইব্রাহীমকে তার রব কয়েকটি কথা দিয়ে, যা তিনি পূর্ণরূপে পালন করে-ছিলেন। আল্লাহ বললেন : আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা বানাচ্ছি। সে বলল : আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও ? আল্লাহ বললেন : আমার ওয়াদা যালিমদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

১২৪- وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ

بِكَلِمَاتٍ فَأَتَّهَنَ ۖ

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ

قَالَ لَا يَنْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ○

১২৫. এবং স্মরণ করুন! আমি করেছিলাম কা'বা ঘরকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তা স্থল এবং বলেছিলাম : তোমরা গ্রহণ করো 'মাকামে ইব্রাহীম'কে সালাতের স্থানরূপে। আর আমি আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে পবিত্র রাখতে আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকু'ও সিজদাকারীদের জন্য।

১২৫- وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
وَأَمْنًا

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ

وَعَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ

وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ○

১২৬. আর স্মরণ করুন, বলেছিল ইব্রাহীম : হে আমার রব! করুন এ মক্কা নগরীকে নিরাপদ শহর এবং রিযিক দিন এর অধিবাসীদের মাঝে যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও আখিরাতে ফলমূল থেকে। আল্লাহ বললেন : যে কেউ কুফরী

১২৬- وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ

هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ

مِنَ الثَّمَرَاتِ مِن أَمْنٍ مِنْهُمْ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

করবে, তাকেও কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দেবে, তারপর তাকে বাধ্য করবে দোষখের আয়াব ভোগ করতে এবং কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যাবর্তন স্থল!

১২৭. আর স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল কা'বা ঘরের প্রাচীর তুলছিল, তখন তারা বলছিল : হে আমাদের রব! আপনি কবুল করুন আমাদের এ কাজ, আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১২৮. হে আমাদের রব! আপনি করুন আমাদের উভয়কে আপনার জন্য একান্ত অনুগত এবং আমাদের বংশধরদের থেকেও এক অনুগত উম্মাত। আর দেখিয়ে দিন আমাদের ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হন। আপনি তো মহাতাওবাকবুলকারী, পরম দয়ালু।

১২৯. হে আমাদের রব ! আপনি প্রেরণ করুন তাদের কাছে একজন রাসূল* তাদেরই মধ্য থেকে, যে তিলাওয়াত করে শোনাতে তাদের আপনার আয়াতসমূহ, শিক্ষা দেবে তাদের কিতাব ও হিক্মত এবং পরিশুদ্ধ করবে তাদের। আপনি তো পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।

১৩০. কে মুখ ফিরিয়ে নেবে 'মিল্লাতে ইব্রাহীম' থেকে সে ছাড়া, যে নিজেকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছে? আর আমি তো তাকে মনোনীত করেছি পৃথিবীতে এবং আখিরাতেও সে হবে নেক-কারদের অন্যতম।

قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا
ثُمَّ أَصْطَرَّةَ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

১২৭- وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

১২৮- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ
وَأَمْرَنَا مِنَّا مُسْكِنًا وَتُبْ عَلَيْنَا
إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

১২৯- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১৩০- وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ
إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ
فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ
لَمِنَ الصَّالِحِينَ ○

* এ রাসূলই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

১৩১. যখন তার রব তাকে বলেছিলেন :
ইসলাম কবুল কর! তখন সে বলে-
ছিল : আমি রাব্বুল আলামীনের ইসলাম
কবুল করলাম ।

১৩২. আর ইব্রাহীম ও ইয়া'কুব এ সম্বন্ধে
তাদের পুত্রদের নির্দেশ দিয়ে বলেছিল :
হে পুত্রগণ ! নিশ্চয় আল্লাহ মনোনীত
করেছেন তোমাদের জন্য ইসলামকে
দীন । অতএব তোমরা মুসলিম না হয়ে
কখনো মরো না ।

১৩৩. তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন
এসেছিল ইয়া'কুবের কাছে মৃত্যু ? আর
সে বলেছিল তার পুত্রদের : তোমরা
কিসের ইবাদত করবে আমার পরে ?
তখন তারা বলেছিল : আমরা ইবাদত
করব আপনার ইলাহের এবং আপনার
পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাইল ও
ইসহাকের ইলাহের, তিনিই একমাত্র
ইলাহ এবং আমরা তাঁরই কাছে আত্ম-
সমর্পণকারী ।

১৩৪. তারা ছিল এক উম্মাত, যা অতীত
হয়েছে তাদের জন্য তা, যা তারা অর্জন
করেছে এবং তোমাদের জন্য তা, যা
তোমরা অর্জন করেছ । আর তোমাদের
প্রশ্ন করা হবে না সে সম্বন্ধে, যা তারা
করত ।

১৩৫. আর তারা বলে : তোমরা ইয়াহুদী
হও, অথবা খ্রিস্টান হও, হিদায়েত লাভ
করবে । আপনি বলুন : না, বরং
'মিল্লাতে ইব্রাহীম', যা সত্য, বক্রতা-
মুক্ত । আর ইব্রাহীম মুশরিকদের
অন্তর্ভুক্ত ছিল না ।

১৩৬. তোমরা বল : আমরা ঈমান রাখি
আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের

১৩১- إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ

قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১৩২- وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ

يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ

فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○

১৩৩- أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ

الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ

مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ

وَاللَّهُ آبَاؤُكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

إِلَهًُا وَاحِدًا

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

১৩৪- تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا

كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

১৩৫- وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا

قُلْ بَلَىٰ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

১৩৬- قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا

প্রতি নাযিল করা হয়েছে তাতে ; আর তাতেও, যা নাযিল করা হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়া'কুব এবং তার বংশধরদের প্রতি এবং যা দেওয়া হয়েছে তাদের রবের তরফ থেকে মূসা ও ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে। আমরা তাদের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করি না আর আমরা আল্লাহরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।

১৪০. তোমরা কি বল যে, নিশ্চয় ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তার বংশধরগণ ইয়াহুদী কিম্বা খ্রিস্টান ছিল? আপনি বলুন : তোমরা কি বেশি জান, না আল্লাহ? তার চাইতে অধিক যালিম কে, যে গোপন করে আল্লাহর নিকট হতে তার কাছে যে প্রমাণ আছে তা? আর গাফিল নন আল্লাহ সে সম্বন্ধে, যা তোমরা কর।

২৫৮. তুমি কি তাকে দেখনি, যে ইব্রাহীমের সংগে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল তার রব সম্পর্কে, যেহেতু আল্লাহ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলেছিল : তিনি আমার রব, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলেছিল : আমিও তো জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। ইব্রাহীম বলেছিল : নিশ্চয় আল্লাহ উদিত করেন সূর্য পূর্ব দিক হতে, তুমি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত কর। এতে সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল, যে কুফরী করেছিল। আর আল্লাহ হিদায়েত দেন না যালিম লোকদের।

২৬০. আর যখন ইব্রাহীম বলল : হে আমার রব! আমাকে দেখান, কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন। তখন আল্লাহ

أَنزَلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

১৫. -أَمَرْتَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۖ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

২৫৮. -أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ۖ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۚ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ۖ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

২৬০. -وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ ۚ

قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ ۖ
قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ
فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ
جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا
ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۖ
وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

১৫- يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي
إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ
إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

১৬- هَٰأَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ حَاجَّجْتُمْ
فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا
لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ۖ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝
১৭- مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا
وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ۖ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝
১৮- إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ
لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ
آمَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۝
৯৫- قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۖ

ইব্রাহীমের মিল্লাতের, আর সে তো ছিল না মুশরিকদের শামিল।

৯৬. নিশ্চয় সর্বপ্রথম যে ঘর মানব জাতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা তো মক্কায়, তা বরকতময় এবং হিদায়েত বিশ্ব-জগতের জন্য।

৯৭. তাতে আছে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন, যেমন মাকামে ইব্রাহীম। আর যে কেউ সেথায় প্রবেশ করবে, সে হবে নিরাপদ। আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, তার জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্জ কর অবশ্য কর্তব্য। আর কেউ কুফরী করলে, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী বিশ্বজগত থেকে।

সূরা নিসা, ৪ : ১২৫

১২৫. আর তার চাইতে দীনের ব্যাপারে উত্তম কে, যে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহর কাছে এমতাবস্থায় যে, সে নেককার এবং অনুসরণ করে ইব্রাহীমের মিল্লাত একনিষ্ঠভাবে? আর আল্লাহ্ তো গ্রহণ করেছেন ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে।

সূরা আন'আম, ৬ : ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭

৭৪. আর স্মরণ করুন, বলেছিল ইব্রাহীম তার পিতা আযরকে : আপনি কি গ্রহণ করেছেন মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে? আমি তো দেখছি আপনাকে ও আপনার কাওমকে স্পষ্ট গুমরাহীতে।

৭৫. আর এভাবেই আমি দেখাই ইব্রাহীমকে আসমান ও যমীনের বাদশাহী, যাতে সে হয় নিশ্চিত বিশ্বাসী।

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

৭৬- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ○

৭৭- فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ
وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ○

১২৫- وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا
مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ○

৭৪- وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزْرَأُ
اتَّخِذْ أَصْنَامًا آلِهَةً
إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○

৭৫- وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ
السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ
مِنَ الْمُوقِنِينَ ○

৭৬. তারপর যখন রাত তাকে আচ্ছন্ন করল, তখন সে দেখল নক্ষত্র এবং বলল : এটাই আমার রব। এরপর যখন নক্ষত্র ডুবে গেল, তখন সে বলল : আমি ভালবাসি না যা ডুবে যায় তা।

৭৭. তারপর যখন সে দেখল চাঁদকে সমুজ্জ্বলরূপে, তখন সে বলল : এটাই আমার রব। যখন চাঁদও ডুবে গেল, তখন সে বলল : যদি আমাকে পথ না দেখান আমার রব, তাহলে অবশ্যই আমি হয়ে যাব গুমরাহদের শামিল।

৭৮. তারপর যখন সে দেখল সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে, তখন সে বলল : এটাই আমার রব। এটাই সর্ববৃহৎ। এরপর যখন সূর্যও ডুবে গেল, তখন সে বলল : হে আমার কাওম! তোমরা যে শিরক কর, তা থেকে আমি মুক্ত।

৭৯. আমি একনিষ্ঠভাবে মুখ ফিরাচ্ছি তাঁর দিকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন, আর নই আমি মুশরিকদের শামিল।

৮০. তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো তার কাওম, সে বলল : তোমরা কি বিতর্ক করছ আমার সাথে আল্লাহর সম্বন্ধে? তিনি তো আমাকে হিদায়েত করেছেন। আর আমি ভয় করি না, যা কিছু তোমরা শরীক কর তাঁর সাথে; আমার রব অন্য কিছু ইচ্ছা না করলে। আমার রব পরিব্যাণ্ড করে আছেন সবকিছু জ্ঞানে। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

৮১. আর আমি কিরূপে ভয় করব তাদের, যাদের তোমরা শরীক কর, তোমরা তো ভয় কর না আল্লাহর সাথে শরীক করতে, যে বিষয়ে তিনি তোমাদের

৭৬- فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِفْلِينَ ۝

৭৭- فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝

৭৮- فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ هَٰذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝

৭৯- إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِّكْرِ فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝
৮০- وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۖ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ۖ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۖ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۖ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝

৮১- وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ۖ

কাছে কোন প্রমাণ নাযিল করেননি।
অতএব, দু'দলের মাঝে কোন দল
নিরাপত্তা লাভের অধিক হক্‌দার? বল,
যদি তোমরা জান।

৮৩. আর এ সব আমার দলীল, যা আমি
দিয়েছিলাম ইব্রাহীমকে তার কাওমের
মুকাবিলায়, আমি উন্নীত করি মর্যাদায়
যাকে আমি ইচ্ছা করি। নিশ্চয় আপনার
রব হিক্‌মতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

৮৪. আর আমি দান করেছিলাম ইব্রাহীমকে
ইসহাক ও ইয়া'কুব। তাদের উভয়কে
আমি হিদায়েত দান করেছিলাম। আর
এর পূর্বে আমি হিদায়েত দান করে-
ছিলাম নূহকে এবং তাঁর বংশধর দাউদ,
সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মুসা ও
হারুনকে। আর এভাবেই আমি পুরস্কৃত
করি নেক্‌কারদের।

৮৫. আর হিদায়েত দান করেছিলাম যাকারিয়া,
ইয়াহুইয়া, ঈসা ও ইল্‌ইয়াসকে, তারা
সবাই ছিল সৎলোক।

৮৬. আর হিদায়েত দান করেছিলাম
ইসমাঈল, আল-ইয়াস'আ, ইউনুস ও
লূতকে এবং আমি এদের প্রত্যেককে
সম্মানিত করেছিলাম সারা-জাহানে।

৮৭. আর হিদায়েত দান করেছিলাম তাদের
পিতৃ-পুরুষ, বংশধর এবং ভাইদের
থেকেও, আর আমি তাদের মনোনীত
করেছিলাম এবং তাদের সরলসঠিক
পথে পরিচালিত করেছিলাম।

সূরা তাওবা, ৯ : ১১৪

১১৪. আর ইব্রাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা করা তার
পিতার জন্য শুধু এ কারণে ছিল যে, সে
তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তারপর
যখন তার কাছে স্পষ্ট হলো যে, তার

فَأَتَى الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

৮৩- وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ
عَلَى قَوْمِهِ ۖ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ۚ
إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

৮৪- وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
كُلًّا هَدَيْنَا ۖ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ
وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ۚ
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

৮৫- وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ
كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ

৮৬- وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَلُوطًا
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ

৮৭- وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

১১৪- وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا

পিতা আল্লাহর শত্রু, তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। ইব্রাহীম তো ছিল কোমল হৃদয়, সহনশীল।

সূরা হুদ, ১১ : ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬

৬৯. আর অবশ্যই এসেছিল আমার ফিরিশতারা ইব্রাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে। তারা বলল : সালাম। ইব্রাহীমও বলল : সালাম এবং সে অনতিবিলম্বে পরিবেশন করল একটি ভূগা বাছুর।

৭০. তারপর যখন সে দেখল তাদের হাত সেদিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন সে তাদের অবাঞ্ছিত মনে করল এবং তাদের সম্বন্ধে মনে মনে শংকিত হল। তারা বলল : ভয় করবেন না, আমরা তো প্রেরিত হয়েছি কাওমে নূতের প্রতি।

৭১. আর তার স্ত্রী দাঁড়ান ছিল এবং সে হেসে ফেলল, আর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে ইয়া'কুবের।

৭২. সে (মহিলা) বলল : কি আশ্চর্য! আমি সন্তান প্রসব করব, অথচ আমি বৃদ্ধা এবং এ আমার স্বামী বৃদ্ধ! নিশ্চয়ই এ একটি অদ্ভুত ব্যাপার!

৭৩. তারা (ফিরিশতাগণ) বলল : তুমি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছে আল্লাহর কাজে? আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত তোমাদের প্রতি, হে ইব্রাহীমের পরিবার বর্গ! নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রশংসিত, মহিমান্বিত।

৭৪. তারপর যখন বিদূরিত হল ইব্রাহীমের থেকে ভয় এবং এলো তার কাছে সুসংবাদ, তখন সে বাদানুবাদ করতে

تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۖ
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ۝

৭১- وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ
بِالبُّشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ
فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ۝

৭০- فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ
نَكَرَهُمْ وَأَوَّجَسَ
مِنْهُمْ خَيْفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ
إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ قَوْمَ لُوطٍ ۝

৭১- وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا
بِإِسْحَقَ ۚ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبُ ۝

৭২- قَالَتْ يُوَيْلَتِي ۖ أَيْدٍ وَأَنَا عَجُوزٌ
وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۚ

إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عَجِيبٌ ۝

৭৩- قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۖ
إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝

৭৪- فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
الرُّوعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى

লাগল আমার সাথে লূতের কাওম
সম্বন্ধে ।

৭৫. নিশ্চয় ইব্রাহীম তো সহনশীল, কোমল
হৃদয়, সতত আল্লাহ্ অভিমুখী ।

৭৬. হে ইব্রাহীম, বিরত হও এ থেকে ।
অবশ্যই এসে গেছে, তোমার রবের
ফয়সালা আর তাদের উপর তো আসবে
অবধারিত শাস্তি ।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮,
৩৯, ৪০, ৪১

৩৫. আর স্মরণ কর, বলেছিল ইব্রাহীম :
হে আমার রব! আপনি করুন এ মক্কা
নগরীকে নিরাপদ এবং দূরে রাখুন
আমাকে ও আমার পুত্রদের প্রতিমা
পূজা থেকে ।

৩৬. হে আমার রব! এ সব প্রতিমা তো
গুম্‌রাহ্ করেছে অনেক মানুষকে,
সুতরাং যে কেউ আমার অনুসরণ
করবে, সে হবে আমার দলভুক্ত,
কিন্তু কেউ আমার নাফরমানী করলে,
আপনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম
দয়ালু ।

৩৭. হে আমাদের রব! আমি তো বসবাসের
ব্যবস্থা করলাম, আমার কতক
বংশধরদের, আপনার পবিত্র ঘরের
কাছে অনুর্বর উপত্যকায় । হে আমাদের
রব! তারা যেন সালাত কায়েম করে ।
অতএব আপনি মানুষের মন তাদের
দিকে ঝুঁকিয়ে দিন এবং তাদের
রিযিকের ব্যবস্থা করুন ফল-ফলাদি
দিয়ে, যাতে তারা শোকর করে ।

৩৮. হে আমাদের রব! আপনি তো জানেন,
যা আমরা গোপন করি এবং যা আমরা
প্রকাশ করি । আর কোন কিছুই গোপন

يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۝

৭৫- إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ

أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۝

৭৬- يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ

إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ

أَتَيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۝

৩৫- وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ

هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي

وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۝

৩৬- رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَ

كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعَنِي

فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي

فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৩৭- رَبَّنَا إِنِّي أَصْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي

بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۖ

رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ

تَهْوِي إِلَىٰ إِلَهُهِمْ وَارْزُقْهُمْ

مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝

৩৮- رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۖ

وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

থাকে না আল্লাহর কাছে যমীনে আর না আসমানে।

৩৯. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে দান করেছেন এ বার্ষিক্যে ইসমাইল ও ইসহাককে। নিশ্চয় আমার রব তো দু'আ শোনে থাকেন।

৪০. হে আমার রব! করুন আমাকে সালাত কায়মকারী এবং আমার বংশধরদের থেকেও। হে আমাদের রব! আপনি কবুল করুন আমার দু'আ।

৪১. হে আমাদের রব! আপনি মাফ করুন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনদের, যে দিন অনুষ্ঠিত হবে হিসাব।

সূরা হিজর, ১৫ : ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০

৫১. আর আপনি অবহিত করুন তাদের ইব্রাহীমের মেহমানদের ব্যাপার,

৫২. যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হল, তখন তারা বলল : সালাম। ইব্রাহীম বলেছিল : আমি তো তোমাদের ব্যাপারে শংকিত।

৫৩. তারা বলল : আপনি ভয় করবেন না। আমরা তো আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি এক জ্ঞানী পুত্রের।

৫৪. সে (ইব্রাহীম) বলল : তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ আমি বার্ষিক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ? কি বিষয়ে তোমরা সুসংবাদ দিচ্ছ ?

৫৫. তারা বলল : আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি ; অতএব আপনি নিরাশ হবেন না।

৫৬. সে (ইব্রাহীম) বলল : কে নিরাশ হয় তার রবের রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া ?

○ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

৩৯- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَهَبَ لِي

عَلَى الْكِبَرِ اِسْمَاعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ

اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيعُ الدُّعَا

৪০- رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ

وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا

৪১- رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ

وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ○

৫১- وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ○

৫২- اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا

○ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ

৫৩- قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ

بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ○

৫৪- قَالَ اَبَشِّرْ تُؤْمِنِيْ عَلٰٓى اَنْ مَّسْنٰى

○ الْكِبَرُ فَيَمَّ تُبَشِّرُوْنَ ○

৫৫- قَالُوْا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ

○ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفٰطِيْنَ ○

৫৬- قَالَ وَمَنْ يَّقْنُظُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖ

اِلَّا الضَّالُّوْنَ ○

৫৭. সে আরো বলল : হে ফিরিশ্‌তাগণ! তোমাদের আর কি বিশেষ কাজ আছে ?
৫৮. তারা (ফিরিশ্‌তারা) বলল : আমরা তো প্রেরিত হয়েছি এক অপরাধী কাওমের বিরুদ্ধে।
৫৯. তবে লুতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, অবশ্যই আমরা তো রক্ষা করব তাদের সবাইকে,
৬০. কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়। আমরা তো স্থির করেছি যে, সে তো পেছনে অবস্থান-কারীদের একজন।

সূরা নাহল, ১৬ : ১২০, ১২১, ১২২

১২০. নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিল এক উম্মাত, আল্লাহর অনুগত একনিষ্ঠ এবং সে ছিল না মুশরিকদের শামিল।
১২১. সে ছিল কৃতজ্ঞ, আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য। আল্লাহ তাকে মনোনীত করেন এবং পরিচালিত করেন সরল সঠিক পথে।
১২২. আর আমি তাকে দিয়েছিলাম এ দুনিয়াতে কল্যাণ এবং অবশ্যই সে আখিরাতে হবে নেক্‌কারদের অন্যতম।
- সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০
৪১. আর স্মরণ করুন। এ কিতাবে লিখিত ইব্রাহীমের কথা, সে তো ছিল সত্যবাদী নবী।
৪২. যখন সে বলেছিল তার পিতাকে : হে আমার পিতা ! কেন তুমি ইবাদত কর তার যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না ?
৪৩. হে আমার পিতা ! আমার কাছে তো এসেছে জ্ঞান, যা আসেনি তোমার

৫৭- قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ

أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ○

৫৮- قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا

إِلَى قَوْمٍ مَّجْرُمِينَ ○

৫৯- إِلَّا آلَ لُوطٍ

إِنَّا لَنَنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ○

৬০- إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا

إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ○

১২০- إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ

حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

১২১- شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ

اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

১২২- وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ○

৪১- وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ○

৪২- إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ

تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ

وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ○

৪৩- يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ

مَا لَكُمْ يَا تَك فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ
صِرَاطًا سَوِيًّا ۝

১১- يَا بَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ
كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۝

১২- يَا بَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابٌ
مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۝

১৩- قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ إِلَهِي يَا بُرْهِيمُ ۖ
لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهَ لِأَرْجُمَنَّكَ
وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا ۝

১৪- قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ
سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي ۖ
إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۝

১৫- وَاعْتَرِضْكُمْ وَمَاتِدْ عُورَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي ۖ
عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۝

১৬- فَلَمَّا اعْتَرَضَهُمْ وَمَا يَعْْبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝

৫০. আর আমি দান করলাম তাদের আমার তরফ থেকে রহমত এবং সমুদ্র করলাম তাদের খ্যাতি।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩

৫১. আর আমি তো দিয়েছিলাম ইব্রাহীমকে তার সৎপথের জ্ঞান এর আগে এবং আমি তো ছিলাম তার ব্যাপারে সম্যক অবহিত।

৫২. স্মরণ কর, সে বলেছিল তার পিতা ও তার কাওমকে : এ মূর্তিগুলো কী, তোমরা রয়েছ যাদের পূজায় রত ?

৫৩. তারা বলল, আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষগণকে এদের পূজা করতে দেখেছি।

৫৪. সে বলল : নিশ্চয় তোমরা ও তোমাদের পিতৃ-পুরুষরা রয়েছ স্পষ্ট গুম্বাহীতে।

৫৫. তারা বলল : তুমি কি নিয়ে এসেছ আমাদের কাছে সত্য, না তুমি কৌতুক করছ ?

৫৬. সে বলল : না, বরং তোমাদের রব তো আসমান ও যমীনের রব, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন আর আমি এ বিষয়ে অন্যতম সাক্ষী।

৫৭. কসম আল্লাহর ! অবশ্যই আমি কৌশল অবলম্বন করব তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে, তোমাদের চলে যাওয়ার পরে।

৫৮. তারপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল সেগুলো, তাদের বড়িটি ছাড়া, যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে।

৫০- وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝

৫১- وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ۝

৫২- إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاقِبُونَ ۝

৫৩- قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ۝

৫৪- قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ

أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

৫৫- قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ

أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ۝

৫৬- قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۚ

وَأَنَا عَلَىٰ ذِكِّكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝

৫৭- وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ

بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ۝

৫৮- فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ

لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۝

৫৯. তারা বলল : কে করল এরূপ আমাদের দেব-দেবীদের সাথে ? নিশ্চয় সে তো সীমালংঘনকারী।
৬০. তারা বলল : আমরা শুনেছি এক যুবককে এদের ব্যাপারে সমালোচনা করতে, যাকে ইব্রাহীম নামে ডাকা হয়।
৬১. তারা বলল : তবে তাকে হাযির কর লোকের সামনে, যাতে তারা প্রত্যক্ষ করতে পারে।
৬২. তারা বলল : হে ইব্রাহীম! তুমিই কি এরূপ করেছ আমাদের দেব-দেবীদের সাথে ?
৬৩. সে (ইব্রাহীম) বলল : বরং এরূপ কেউ করেছে, এদের বড়টা তো এই! কাজেই, জিজ্ঞেস কর তাদের, যদি এরা কথা বলতে পারে!
৬৪. তখন তারা মনে মনে চিন্তা করল এবং বলল : তোমরাই তো সীমালংঘনকারী!
৬৫. তারপর তাদের মাথা অবনত হল। তারা বলল, তুমি তো জানই যে, এরা কথা বলতে পারে না।
৬৬. সে (ইব্রাহীম) বলল : তবে তোমরা ইবাদত করছ আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর, যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারে না ?
৬৭. ধিক তোমাদের এবং তাদের যাদের তোমরা ইবাদত কর আল্লাহকে ছেড়ে! তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?
৬৮. তারা বলল : তোমরা জ্বালিয়ে দাও একে এবং তোমরা সাহায্য কর তোমাদের দেব-দেবীদের, যদি তোমরা কিছু করতেই চাও।

৫৯-قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَتَنِ
إِنَّهُ لَيَنَ الظَّالِمِينَ ○

৬০-قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ
يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ○

৬১-قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ عَيْنِ النَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ○

৬২-قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا
بِالْهَتَنِ يَا بَرَهَيْمُ ○

৬৩-قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا
فَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ○

৬৪-فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ

فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ○

৬৫-ثُمَّ نَكَّسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ

لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ○

৬৬-قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ○

৬৭-أَيُّ لَكُمْ وَلِيًّا تَعْبُدُونَ

مِنْ دُونِ اللَّهِ ؕ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

৬৮-قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ

إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ○

৬৯. (আল্লাহ বলছেন) আমি বললাম : হে আগুন! তুমি হয়ে যাও শীতল ও শান্তিদায়ক ইব্রাহীমের জন্য।

৭০. আর তারা তো চেয়েছিল তার ক্ষতি সাধন করতে। কিন্তু আমি করে দিলাম তাদের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

৭১. আর আমি নাজাত দিলাম ইব্রাহীম ও লূতকে সে দেশে পাঠিয়ে, যেখানে আমি রেখেছি বরকত বিশ্ববাসীর জন্য।

৭২. আর আমি ইব্রাহীমকে দান করলাম ইসহাক এবং নাতিরূপে দিলাম ইয়াকুবকে অতিরিক্ত। আর তাদের প্রত্যেককেই করেছিলাম নেক্কার।

৭৩. আর আমি করেছিলাম তাদের নেতা, তারা হিদায়েত করত আমার নির্দেশ অনুসারে এবং তাদের প্রতি ওহী করেছিলাম ভালকাজ করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত দিতে, আর তারা তো আমারই ইবাদত করত।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ২৬, ২৭, ৭৮

২৬. আর স্মরণ কর, আমি চিহ্নিত করে দিয়েছিলাম ইব্রাহীমের জন্য কা'বা গৃহের স্থান। (বলেছিলাম) তুমি শরীক করো না আমার সাথে কোন কিছুর এবং পবিত্র রেখ আমার ঘরকে তাওয়াফকারী এবং যারা সালাতে দাঁড়ায়, রুকু' করে ও সিজ্দা করে তাদের জন্য।

২৭. আর ঘোষণা করে দাও মানুষের মাঝে হজ্জের, তারা আসবে তোমার কাছে পায়ে হেঁটে এবং সব ধরনের ক্ষীণকায় উটে চড়ে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।

৬৯- قُلْنَا يٰنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰٓ اِبْرٰهِيْمَ ۝

৭০- وَ اٰرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا

۝ فَجَعَلْنٰهُمْ الْاٰخِسِرِيْنَ ۝

৭১- وَ نَجَّيْنٰهٗ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ

الَّتِي بَرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ۝

৭২- وَ هَبْنٰ لَهٗ اِسْحٰقَ ۙ

وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ۙ

وَ كُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ۝

৭৩- وَ جَعَلْنٰهُمْ اٰيَةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا

وَ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ

وَ اِقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتٰهُ الرُّكُوْعَ ۙ

وَ كَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۝

২৬- وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

اَنْ لَا تُشْرِكَ بِىْ شَيْئًا

وَ طَهَّرُ بَيْتِىَ لِلطَّٰئِفِيْنَ

۝ وَ الْقٰئِمِيْنَ وَ الرُّكْعِ السَّجُوْدِ ۝

২৭- وَ اٰذِنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ

يَاۡتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ

۝ يَّآتِيْنِ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيْقٍ ۝

৭৮. আর তোমরা জিহাদ কর আল্লাহর পথে জিহাদ করার মত। তিনি তোমাদের বেছে নিয়েছেন এবং তিনি আরোপ করেননি তোমাদের উপর দীনের ব্যাপারে কোন কঠোরতা। তোমরা অনুসরণ কর তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত। তিনি তোমাদের নামকরণ করেছেন ‘মুসলিম’ এর পূর্বে এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল হন তোমাদের সাক্ষী স্বরূপ এবং তোমরাও হও সাক্ষীস্বরূপ মানুষের জন্য। সুতরাং তোমরা কায়ম কর সালাত, দাও যাকাত এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ কর আল্লাহকে, তিনিই তোমাদের বন্ধু, কত উত্তম বন্ধু এবং কত উত্তম সাহায্যকারী!

সূরা শু‘আরা, ২৬ : ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯

৬৯. আর বর্ণনা করুন তাদের কাছে ইব্রাহীমের বৃত্তান্ত।

৭০. যখন সে বলেছিল তার পিতাকে এবং তার কাওমকে : তোমরা কিসের ইবাদত কর ?

৭১. তখন তারা বলেছিল : আমরা ইবাদত করি মূর্তির, আর আমরা নিষ্ঠার সাথে রত থাকব তাদের পূজায়।

৭২. সে (ইব্রাহীম) বলল : তারা কি তোমাদের কথা শোনে, যখন তোমরা তাদের ডাক ?

৭৩. অথবা তারা কি তোমাদের কোন উপকার করতে পারে বা অপকার করতে পারে ?

৭৮- وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۖ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

৭৯- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۝

৭০- إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۝

৭১- قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُ لَهَا عِكْفِينَ ۝

৭২- قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۝

৭৩- أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۝

৭৪. তারা বলল : না, তবে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ-দাদাদের এরূপ করতে ।
৭৫. সে (ইব্রাহীম) বলল : তোমরা কি ভেবে দেখেছ, কিসের পূজা করে আসছ,
৭৬. তোমরা ও তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদারা ?
৭৭. অবশ্যই তারা সবাই আমার দূশমন, রাব্বুল আলামীন ছাড়া ;
৭৮. যিনি সৃষ্টি করেছেন আমাকে এবং তিনিই আমাকে পথ দেখান ।
৭৯. আর তিনিই আমাকে খাওয়ান এবং আমাকে পান করান ।
৮০. আর যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন ;
৮১. আর তিনিই আমাকে মৃত্যু দেবেন, তারপর তিনিই আবার জীবিত করবেন ।
৮২. আর আশা করি, তিনিই ক্ষমা করবেন আমার অপরাধ কিয়ামতের দিন ।
৮৩. হে আমার রব! দান করুন আমাকে জ্ঞান এবং শামিল করুন আমাকে নেককারদের মাঝে ।
৮৪. আর করুন আমাকে যশ ও খ্যাতির অধিকারী পরবর্তীদের মাঝে,
৮৫. এবং করুন আমাকে শান্তিময় জান্নাতের অধিকারীদের শামিল,
৮৬. আর ক্ষমা করুন আমার পিতাকে, তিনি তো গুম্‌রাহদের শামিল ।
৮৭. আর আপনি আমাকে লাক্ষিত করবেন না কিয়ামতের দিনে,
৮৮. যে দিন কোন কাজে আসবে না ধন-সম্পদ, আর না সম্ভান-সম্ভতি,

- ۷۴- قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ○
- ۷۵- قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ○
- ۷۶- أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ○
- ۷۷- قَائِمٌ عَدُوٌّ لِّيَ الْإِلَهِاتِ الْعَالِيْنَ ○
- ۷۸- الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ○
- ۷۹- وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ○
- ۸۰- وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ○
- ۸۱- وَالَّذِي يُبَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ○
- ۸۲- وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ○
- ۸۳- رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْ بِلِصِّحِّينِ ○
- ۸۴- وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ○
- ۸۵- وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ○
- ۸۶- وَاعْفُرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ○
- ۸۷- وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ○
- ۸۸- يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ○

৮৯. তবে সে ছাড়া যে আসবে আল্লাহর কাছে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে।

সূরা আনকাবূত, ২৯ : ১৬, ১৭, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭

১৬. আর স্মরণ কর ইব্রাহীমের কথা, যখন সে বলেছিল তার কাওমকে : তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর এবং ভয় কর তাঁকেই। এটাই শ্রেয় তোমাদের জন্য, যদি তোমরা জানতে!

১৭. তোমরা তো পূজা করছ আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তির এবং উদ্ভাবন করছ মিথ্যা। নিশ্চয় যাদের তোমরা পূজা করছ আল্লাহকে ছেড়ে, তারা মালিক নয় তোমাদের রিযিকের। অতএব তোমরা চাও আল্লাহর কাছে রিযিক এবং তাঁরই ইবাদত কর আর তাঁরই শোকর আদায় কর। তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

২৪. ইব্রাহীমের কাওমের জবাব এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না : তোমরা হত্যা কর একে, অথবা আগুনে জ্বালিয়ে দাও একে। কিন্তু আল্লাহ রক্ষা করলেন তাকে আগুন থেকে। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চত নিদর্শন মু'মিন লোকদের জন্য।

২৫. আর ইব্রাহীম বলল : তোমরা তো গ্রহণ করেছ উপাস্যরূপে আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিগুলোকে, তোমাদের মাঝে পার্থিব জীবনে পারস্পরিক বন্ধত্বের খাতিরে। পরিণামে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং তোমরা লা'নত করবে পরস্পরকে। আর তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং থাকবে না তোমাদের কোন সাহায্যকারী।

৮৯-১০১ مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ○

১৬- وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۖ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

১৭- إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

২৪- فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

২৫- وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا ۖ مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ۖ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصِيرِينَ ○

২৬. তারপর ঈমান আনল ইব্রাহীমের প্রতি
লুত। আর ইব্রাহীম বলল : আমি তো
হিজরত করছি আমার রবের উদ্দেশ্যে।
অবশ্যই তিনি পরাক্রমশালী, হিক্মত-
ওয়ালা।

২৭. আর আমি দান করেছিলাম ইব্রাহীমকে
ইসহাক ও ইয়া'কুব এবং দিয়েছিলাম
তার বংশধরদের মাঝে নবুওয়াত ও
কিতাব এবং আমি পুরস্কার দিয়েছিলাম
তাকে দুনিয়ায় আর আখিরাতেও
অবশ্যই সে হবে নেককারদের অন্যতম।

সূরা সাফাত, ৩৭ : ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬,
৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩,
৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০,
১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬,
১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২,
১১৩

৮৩. আর তার (নূহের) অনুসারীদের মধ্যে
তো ছিল ইব্রাহীম।

৮৪. স্মরণ কর, সে উপস্থিত হয়েছিল তার
রবের কাছে বিস্মৃত চিত্তে,

৮৫. যখন সে জিজ্ঞাসা করেছিল তার পিতা
ও তার কাওমকে : তোমরা কিসের
পূজা করছ ?

৮৬. তোমরা কি চাও অলীক ইলাহগুলোকে
আল্লাহর পরিবর্তে ?

৮৭. তোমাদের কী ধারণা রাবুল আলামীন
সম্পর্কে ?

৮৮. তারপর সে একবার তাকাল তারকা-
রাজির দিকে,

৮৯. এবং বলল : আমি তো অসুস্থ !

৯০. তারপর তারা তাকে পেছনে রেখে চলে
গেল।

২৬- فَأَمِّنَ لَهُ لُوطًا
وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي
إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

২৭- وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ○

৮৩- وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ○

৮৪- إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ○

৮৫- إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ
مَاذَا تَعْبُدُونَ ○

৮৬- أَيْفَاكَ إِلَهٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ○

৮৭- فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৮৮- فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ○

৮৯- فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ○

৯০- فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ○

৯১. পরে সে সন্তর্পণে তাদের দেবতাদের কাছে গেল এবং বলল : তোমরা খাচ্ছ না কেন ?

১- ۹۱- فَرَأَىٰ إِلَىٰ إِلَهِتِهِمْ فَقَالَ
أَلَا تَأْكُلُونَ

৯২. তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কথাও বল না ?

১- ۹২- مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ

৯৩. তারপর সে তাদের উপর জোরে আঘাত হানল।

১- ৯৩- فَرَأَىٰ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ

৯৪. তখন ছুটে এল তার দিকে লোকগুলো।

১- ৯৪- فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ

৯৫. সে (ইব্রাহীম) বলল : তোমরা কি পূজা করছ তাদের, যাদের তোমরা নিজ হাতে নির্মাণ করছ ?

১- ৯৫- قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ

৯৬. বস্তুত আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমরা যা তৈরী করছ তাও !

১- ৯৬- وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

৯৭. তারা বলল : তোমরা বানাও এর জন্য একটি ইমারত। তারপর তাকে নিক্ষেপ কর জ্বলন্ত আগুনে।

১- ৯৭- قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا

ۉ فَالْقُوَّةَ فِي الْجَحِيمِ

৯৮. তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিল। কিন্তু আমি তাদের করে দেই অতিশয় হয়।

১- ৯৮- فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا

ۉ فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ

৯৯. সে (ইব্রাহীম) বলল : আমি চললাম আমার রবের দিকে, অবশ্যই তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।

১- ৯৯- وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ

ۉ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ

১০০. হে আমার রব! দান করুন আমাকে এক নেক-সন্তান।

১- ১০০- رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

১০১. তারপর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম এক সহনশীল পুত্রের।

১- ১০১- فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ

১০২. তারপর যখন সে তার পিতার সংগে কাজ করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহীম তাকে বলল : হে বেটা! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবাহু করছি। এখন বল তোমার মত কি ? সে বলল : হে আমার আব্বা! করুন, আপনি যা আদিষ্ট হয়েছে

১- ১০২- فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَ

ۉ إِنِّي أَرَأَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ

مَاذَا أَرَىٰ ۚ قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ

ۉ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ

তা-ই। অবশ্যই আপনি আল্লাহর ইচ্ছায় আমাকে পাবেন ধৈর্যশীলদের শামিল।

○ مِنَ الصَّابِرِينَ

১০৩. যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম ইসমাঈলকে উপুড় করে শোয়াল,

১০৩- فَلَمَّا أَسْلَمَا

○ وَتَكَّهُ لِلْجَبِينِ

১০৪. তখন আমি তাকে ডেকে বললাম : হে ইব্রাহীম!

১০৪- وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ

১০৫. তুমি তো বাস্তবায়িত করে দেখালে স্বপ্নটি ; আমি তো এভাবেই পুরস্কৃত করি নেককারদের।

১০৫- قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا

○ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

১০৬ এতো ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

১০৬- إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ

১০৭: আর আমি তাকে মুক্ত করলাম এক বিরাট কুরবানীর বিনিময়ে।

১০৭- وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ

১০৮. আর রেখেদিলাম একে স্মরণীয় করে পরবর্তীদের মাঝে।

১০৮- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ

১০৯. শান্তি বর্ষিত হউক ইব্রাহীমের উপর!

১০৯- سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

১১০. এভাবেই আমি পুরস্কার দেই নেককারদের।

১১০- كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

১১১. সে তো ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের একজন।

১১১- إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

১১২. আর আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের। সে ছিল এক নবী, নেককারদের মধ্য থেকে।

১১২- وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ

○ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

১১৩. আর আমি বরকত দান করেছিলাম তাকে এবং ইসহাককেও। আর তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক ছিল নেককার এবং কতক ছিল নিজেদের উপর স্পষ্ট যালিম-।

১১৩- وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ

○ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ

○ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ

সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ৪৫, ৪৬, ৪৭

৪৫. আর স্মরণ কর! আমার বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা, তারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।

৪৫- وَادْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ

○ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

৪৬. আমি তাদের অধিকারী করেছিলাম
এক বিশেষ গুণের, তাহলো পরলোকের
স্বরণ।

৪৭. আর অবশ্যই তারা ছিল আমার
মনোনীত, উত্তম বান্দাদের শামিল।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ২৬, ২৭, ২৮

২৬. আর স্বরণ কর! বলেছিল ইব্রাহীম তার
পিতাকে এবং তার কাওমকে : আমি
তো কোন সম্পর্ক রাখি না, তোমরা
যাদের পূজা কর, তাদের সাথে,

২৭. তবে সম্পর্ক রাখি শুধু তাঁর সাথে যিনি
আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই
আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেন।

২৮. আর সে রেখে গেছে এ ঘোষণাকে
স্থায়ী বাণীরূপে তার পরবর্তীদের জন্য,
যারা আল্লাহর পথে ফিরে আসে।

সূরা যারিয়াত, ৫১ : ২৪, ২৫, ২৬, ২৭,
২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪,
৩৫, ৩৬, ৩৭

২৪. এসেছে কি আপনার কাছে ইব্রাহীমের
সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত ?

২৫. যখন তারা তার কাছে প্রবেশ করল
এবং বলল : সালাম। উত্তরে সে
বলল : সালাম। এরা তো অপরিচিত
লোক ?

২৬. তারপর সে গেল তার স্ত্রীর কাছে এবং
নিয়ে এলো একটা মোটা তাজা ভাজা
বাছুর,

২৭. তা সে রাখল তাদের সামনে, আর
বলল : তোমরা খাওনা কেন ?

২৮. ফলে, এতে তাদের ব্যাপারে ভীতির
সঞ্চার হল তার মনে। তারা বলল, ভয়

৫৬- إِنْآ أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ

ذِكْرَى الدَّارِ ۝

৫৭- وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا

لَيَنِ الْمُصْطَفَيْنِ الْاِخْيَارِ ۝

২৬- وَإِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَتَوَمَّةٍ

اِنِّىْ بَرّاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ۝

২৭- اِلَّا الَّذِىْ فَطَرَنِيْ

فَاِنَّهُ سَيَهْدِيْنِ ۝

২৮- وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَّاقِيَةً فِىْ عَقِبِهِ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

২৪- هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثٌ ضَّيْفِ

اِبْرٰهِيْمَ الْمَكْرَمِيْنَ ۝

২৫- اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامٌ

قَالَ سَلٰمٌ ۝ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ۝

২৬- فَرَاغَ اِلَىْ اَهْلِهِ

فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ۝

২৭- فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ قَالَ اِلَّا تَاْكُلُوْنَ ۝

২৮- فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۝ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۝

করবেন না। পরে তারা তাকে সুসংবাদ
দিল এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের।

২৯. তখন তার স্ত্রী সামনে এল চীৎকার
করতে করতে এবং মুখ চাপড়িয়ে
বলল : আমি তো বৃদ্ধা-বন্ধ্যা।
৩০. তারা বলল : এরূপই হবে, বলেছেন
তোমার রব। তিনি তো হিক্মতওয়ালা,
সর্বজ্ঞ।
৩১. সে (ইব্রাহীম) বলল : কী কাজ
তোমাদের ওহে প্রেরিত ফিরিশ্তাগণ ?
৩২. তারা বলল : আমরা প্রেরিত হয়েছি
এক অপরাধী কাওমের প্রতি।
৩৩. নিষ্কেপ করার জন্য তাদের উপর শক্ত
মাটির ঢেলা,
৩৪. যা তোমার রবের তরফ থেকে চিহ্নিত,
সীমালংঘনকারীদের জন্য।
৩৫. অবশেষে আমি উদ্ধার করলাম সেখানে
যে সব মু'মিন ছিল তাদের,
৩৬. আর আমি পাইনি সেখানে একটি
পরিবার ছাড়া কোন মুসলিম।
৩৭. আর আমি এতে নিদর্শন রেখেছি
তাদের জন্য, যারা ভয় করে যন্ত্রণাদায়ক
শাস্তির।

সূরা মুমতাহানা, ৬০ : ৪, ৫

৪. অবশ্যই তোমাদের জন্য আছে উওম
আদর্শ ইব্রাহীম ও যারা ছিল তার সাথী,
তাদের মধ্যে। যখন তারা বলেছিল
তাদের কাওমকে : নেই আমাদের
কোন সম্পর্ক তোমাদের সাথে এবং
যাদের তোমরা ইবাদত কর আল্লাহকে
ছেড়ে তাদের সাথেও। আমরা
তোমাদের প্রত্যাখ্যান করলাম এবং সৃষ্টি
হলো আমাদের ও তোমাদের মাঝে

وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ

২৯- فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ

فَصَكَتَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ

৩০- قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ

إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

৩১- قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ

৩২- قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ

৩৩- لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ

৩৪- مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ

৩৫- فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

৩৬- فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ

مِّنَ الْمُسْلِمِينَ

৩৭- وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً

لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

১- قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ

حَسَنَةٌ فِي الْبُرْهَانِ وَالَّذِينَ مَعَهُ

إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤَا مِنْكُمْ

وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

كُفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ

الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا

শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য। যে পর্যন্ত না তোমরা ঈমান আন এক আল্লাহতে। তবে ইব্রাহীমের উক্তি তার পিতার প্রতি এর ব্যতিক্রম : অবশ্যই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব আপনার জন্য এবং আমি কোন অধিকার রাখি না আপনার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে। হে আমাদের রব! আপনারই উপর আমরা ভরসা করলাম এবং আপনারই অভিযুক্তী হলাম আর আপনারই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন।

৫. হে আমাদের রব! আপনি আমাদের করবেন না পরীক্ষার বিষয় কাফিরদের জন্য। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আপনি তো পরাক্রমশালী মহাহিক্মতওয়ালা।

حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحَدَّةً
إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيْمَ لِأَبِيْهِ
لَا سْتَغْفِرَنَّ لَكَ
وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ
رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا
وَإِلَيْكَ أُنَبِّئْنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

৫- رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

হযরত ইসমাইল (আ)

সূরা বাকারা, ২ : ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১২৯,
১৩৩, ১৩৬, ১৪০

১২৫. আর স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আমি করেছিলাম কা'বাগৃহকে মানব জাতির জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তার স্থল এবং বলেছিলাম : তোমরা গ্রহণ কর মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে। আর নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম ও ইসমাইলকে যেন তারা পবিত্র রাখে আমার ঘর তাওয়াফকারী, ইতিকারকারী, রুকু ও সিজ্দাকারীদের জন্য।

১২৭. আর যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল কা'বা ঘরের দেওয়াল তুলছিল, তখন তারা বলেছিল : হে আমাদের রব! আপনি কবুল করুন আমাদের একাজ, আপনি তো সব শোনে, সব জানেন।

১২৫- وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
وَأَمْنًا
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّٰى
وَعَهْدًا نَّآءِلَآىِٕ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ
اَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّٰلِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ
وَالرُّكْعِ السَّجُوْدِ ۝

১২৭- وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ وَ اِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

১২৮. হে আমাদের রব! আপনি করুন আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত এবং আমাদের বংশধরদের থেকেও করুন এক অনুগত উম্মাত, আর দেখিয়ে দিন আমাদের ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি এবং হোন আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল। আপনি তো অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১২৯. হে আমাদের রব! আপনি পাঠান তাদের মাঝে একজন রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তিলাওয়াত করে শোনাবেন তাদের আপনার আয়াতসমূহ এবং তাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও হিক্মত এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন। আপনি তো পরাক্রমশালী মহাহিক্মত-ওয়ালা।

১৩০. তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন এসেছিল মৃত্যু ইয়া'কূবের কাছে? যখন জিজ্ঞাসা করেছিল ইয়া'কূব তার পুত্রদের : তোমরা কিসের ইবাদত করবে আমার পরে? তখন তারা বলেছিল : আমরা ইবাদত করব আপনার ইলাহের এবং আপনার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহের, যিনি এক ইলাহ! আর আমরা তাঁরই কাছে আত্ম-সমর্পনকারী।

১৩৬. তোমরা বল : আমরা ঈমানের রাখি আল্লাহর প্রতি এবং তাতে যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি, আর যা নাযিল-করা হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইয়া'কূব ও তার বংশধরদের প্রতি। আর যা দেওয়া হয়েছে মূসা ও ইসাকে এবং যা দেওয়া হয়েছে অন্যান্য নবীদের, তাদের রবের তরফ থেকে। আমরা কোন পার্থক্য করি না তাদের মাঝে।

১২৮- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ
وَإِسْرَآءَنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا
إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

১২৯- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১৩০- أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ
الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ
مِنْ بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ
وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
إِلَهًُا وَاحِدًا ۖ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

১৩৬- قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا
أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَآلِ سُبْحَانَ وَمَا أَوْتِيَ مُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ وَمَا أَوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۖ

আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ-কারী।

১৪০. তোমরা কি বল যে, ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক ইয়া'কুব ও তার বংশধরগণ ছিল ইয়াহুদী অথবা নাসারা? বলুন : তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ্ বেশী জানেন? তার চাইতে অধিক যালিম কে, যে গোপন করে তার কাছে, যে প্রমাণ আল্লাহ্র তরফ থেকে আছে তা? আর আল্লাহ্ গাফিল নন সে সম্বন্ধে, যা তোমরা কর।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৮৪

৮৪. বলুন : আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ্র প্রতি এবং তাতে যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক ও তাঁর বংশধরদের প্রতি, আর দেওয়া হয়েছে, মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদের-তাদের রবের তরফ থেকে। আমরা কোন পার্থক্য করি না তাদের মাঝে। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্ম-সমর্পণকারী।

সূরা নিসা, ৪ : ১৬৩

১৬৩. আমি তো ওহী পাঠিয়েছি আপনার কাছে, যেমন আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে। আর আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তাঁর বংশধরদের কাছে এবং ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের কাছেও। আর আমি দিয়েছিলাম দাউদকে যাবূর।

সূরা আন'আম, ৬ : ৮৬

- ৮৬ আর আমি হিদায়েত দান করেছিলাম ইসমাইল, আল-ইসায়া, ইউনুস ও

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

১৪. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۖ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ ۚ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

৪৪. قُلْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

১৬৩. إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا ○

৮৬. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ

নৃতকে এবং এদের প্রত্যেককে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্বজগতের উপর।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৩৯

৩৯ (ইব্রাহীম বললেন) সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি দান করেছেন আমার বার্বক্যে ইসমাইল ও ইসহাককে। নিশ্চয় আমার রব তো অতিশয় দু'আ শ্রবণকারী।

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫৪, ৫৫

৫৪ আর স্মরণ করুন! এ কিতাবে ইসমাইলের কথা। নিশ্চয় সে ছিল ওয়াদা পালনে সত্যবাদী এবং সে ছিল রাসূল, নবী।

৫৫. আর সে নির্দেশ দিত তার পরিবার-পরিজনকে সালাত ও যাকাতের এবং সে ছিল তার রবের কাছে সন্তোষ-ভাজন।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৮৫, ৮৬

৮৫. আর স্মরণ করুন! ইসমাইল, ইদরীস ও যুল-কিফলের কথা, তাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল।

৮৬. আর আমি দাখিল করেছিলাম তাদের আমার রহমতে তারা তো ছিল নেককার।

সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ৪৮

৪৮. আর স্মরণ করুন, ইসমাইল, আল-ইয়াসূয়া ও যুল-কিফলের কথা, তারা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন।

وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ

৩৯- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاسْحَقَ ۖ اِنَّ رَبِّيْ لَسَبِيْعُ الدُّعَاۤءِ

৫৪- وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صٰدِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا

৫৫- وَكَانَ يٰمُرْ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ ۖ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا

৮৫- وَاِسْمٰعِيْلَ وَ اِدْرِيسَ وَ ذَا الْكِفْلِ ۗ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ ۙ ৮৬- وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِى رَحْمَتِنَا ۚ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

৮৫- وَاِسْمٰعِيْلَ وَ اِدْرِيسَ وَ ذَا الْكِفْلِ ۗ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ

হযরত ইসহাক (আ)

সূরা বাকারা, ২ : ১৩৩, ১৩৬, ১৪০

১৩৩. তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন এসেছিল মৃত্যু ইয়া'কুবের কাছে ?

১৩৩- اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ

যখন জিজ্ঞাসা করেছিল ইয়া'কুব তার পুত্রদের : তোমরা কিসের ইবাদত করবে আমার পরে ? তখন তারা বলেছিল : আমরা ইবাদত করব আপনার ইলাহের এবং আপনার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহের, যিনি এক ইলাহ। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।

১৩৬. তোমরা বল : আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি এবং তাতে যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি, আর যা নাযিল করা হয়েছে, ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তার বংশধরদের প্রতি। আর যা দেওয়া হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা দেওয়া হয়েছে অন্যান্য নবীদের, তাদের রবের তরফ থেকে। আমরা কোন পার্থক্য করি না তাদের মাঝে। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।

১৪০. তোমরা কি বল যে, ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তাঁর বংশধরগণ ছিল ইয়াহুদী অথবা নাসারা ? বলুন : তোমরা কি বেশী জান না আল্লাহ ? তার চাইতে অধিক যালিম কে, যে গোপন করে তার কাছে যে প্রমাণ আল্লাহর তরফ থেকে আছে তা ? আর আল্লাহ্ গাফিল নন সে সম্বন্ধে যা তোমরা কর।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৮৪

৮৪. বলুন : আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি এবং তাতে যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক ইয়া'কুব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি, আর যা দেওয়া হয়েছে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য

الْمَوْتُ ۚ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ
مِنْ بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ الْهَكَ
وَإِلَهَ آبَائِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ
الِهَآءِ وَاحِدًا ۝
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

১৩৬- قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا
اُنْزِلَ اِلَىٰ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ وَاِلٰ سُبْحٰطٍ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰی
وَعِیْسٰی وَمَا اُوْتِيَ النَّبِیُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ
لَا نَفْرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ ۝
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

১৪০- اَمْ تَقُولُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ
وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاِلٰ سُبْحٰطٍ كَانُوْا
هُودًا اَوْ نَصٰرٰی ؕ قُلْ ؕ اَنْ تُمْ اَعْلَمُ اَمْرَ اللّٰهِ
وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ
مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

৮৪- قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا
وَمَا اُنْزِلَ عَلٰی اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ
وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاِلٰ سُبْحٰطٍ
وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰی وَعِیْسٰی وَالنَّبِیُّوْنَ

নবীদের, তাদের রবের তরফ থেকে।
আমরা কোন পার্থক্য করি না তাদের
মাঝে। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্ম-
সমর্পণকারী।

সূরা নিসা, ৪ : ১৬৩

১৬৩. আমি তো ওহী পাঠিয়েছি আপনার
কাছে যেমন আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম
নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে।
আর আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম ইব্রাহীম,
ইসমাইল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তাঁর
বংশধরদের কাছে এবং ঈসা, আইউব,
ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের
কাছেও। আর আমি দিয়েছিলাম
দাউদকে যাবুর।

সূরা আন'আম, ৬ : ৮৪

৮৪. আর আমি দান করেছিলাম,
ইব্রাহীমকে ইসহাক ও ইয়া'কুব,
এদের প্রত্যেককে দান করেছিলাম
হিদায়েত। আর নূহকে হিদায়েত দান
করেছিলাম আগে এবং তার
বংশধরদের থেকে দাউদ, সুলায়মান,
আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকেও।
আর এ ভাবেই আমি পুরস্কার দেই
নেককারদের।

সূরা হূদ, ১১ : ৭১

৭১. আর ইব্রাহীমের স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল এবং
সে হেসে ফেলল। এরপর আমি তাকে
সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং
ইসহাকের পর ইয়া'কুবেরও।

সূরা ইউসুফ, ১২ : ৬, ৩৮

৬. আর এভাবেই তোমার রব তোমাকে
মনোনীত করবেন এবং তোমাকে শিক্ষা
দেবেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আর পরিপূর্ণ
করবেন তাঁর নিয়ামত তোমার প্রতি ও
ইয়া'কুবের পরিবার-পরিজনের প্রতি;

مَنْ رَبِّهِمْ لَّا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

১৬৩- إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ
وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
وَآتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا ○

৮৪- وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ
وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○

৭১- وَامْرَأَتُهُ قَابِلَةُ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا
بِإِسْحَاقَ ۖ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ ○

৬- وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ
مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكَ وَعَلَى الْإِسْرَافِيَّةِ كَمَا أَتَتْهَا

عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْحَاقَ ۖ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

২৮- وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ ۖ مَا كَانَ لَنَا أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ
شَيْءٍ ۖ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى
النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

২৯- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي
عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۖ
إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

৪৯- فَلَمَّا اعْتَرَاهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ
وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝

৭২- وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ
وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ۝

২৭- وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۖ

অবশ্যই হবে আখিরাতে নেক্কারদের অন্যতম।

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ : ১১২, ১১৩

১১২. আর আমি তাকে (ইব্রাহীমকে) সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইস্হাকের, সে ছিল এক নবী, নেক্কারদের অন্যতম।

১১৩. আর আমি বরকত দান করেছিলাম ইব্রাহীমকে এবং ইস্হাককেও তাদের বংশধরদের মাঝে কতক নেক্কার এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট যালিম।

সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ৪৫, ৪৬, ৪৭

৪৫. আর স্মরণ কর! আমার বান্দা ইব্রাহীম, ইস্হাক ও ইয়া'কূবের কথা : তারা ছিল শক্তিশালী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।

৪৬. আমি তো তাদের অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ গুণের তা ছিল আখিরাতের স্মরণ।

৪৭. আর তারা ছিল আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের শামিল।

وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمِنَ الصَّالِحِينَ ○

۱۱۲- وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ

○ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

۱۱۳- وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ

وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ

لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ○

۴۵- وَادْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ

○ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

۴۶- إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ○

۴۷- وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا

○ لِمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ

হযরত লূত (আ)

সূরা আ'রাফ, ৭ : ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪

৮০. আর আমি পাঠিয়েছিলাম লূতকে, সে বলেছিল তার কাওমকে : তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা করেনি তোমাদের আগে কেউ সারা জাহানে ?

৮১. তোমরা তো পুরুষে গমন করেছ কাম-তৃপ্তির জন্য নারীদের ছেড়ে। তোমরা তো এক সীমালংঘনকারী কাওম।

৮২. তার কাওমের জবাব একথা বলা ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তোমরা বের করে দাও এদের তোমাদের

۸۰- وَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ

○ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

۸۱- إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ

○ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

۸۲- وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا

أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ

জনপদ থেকে, কেননা, এরা এমন লোক যারা খুব পবিত্র হতে চায়।

৮৩. তারপর আমি উদ্ধার করলাম তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে তার স্ত্রী ছাড়া, সে ছিল পেছনে অবস্থানকারীদের একজন।

৮৪. আর আমি তাদের উপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। সুতরাং লক্ষ্য কর কিরূপ হয়েছিল অপরাধীদের পরিণাম।

সূরা হূদ, ১১ : ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩

৭৭. আর যখন এলো আমার ফিরিশতারা লুতের কাছে, তখন তাদের আগমনের কারণে সে বিষন্ন হয়ে পড়ল। এবং নিজেকে অসমর্থ মনে করল তাদের রক্ষায় এবং বলল : এ এক নিদারুণ দিন।

৭৮. আর উদভ্রান্তের মত ছুটে এল তার কাছে তার কাওমের লোকেরা এবং তারা আগে থেকেই কুকর্মে লিপ্ত ছিল। লুত বলল : হে আমার কাওম! এরা আমার কন্যা, এরা তোমাদের জন্য পবিত্র, সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং লাঞ্ছিত করো না আমাকে আমার মেহমানদের ব্যাপারে। নেই কি তোমাদের মাঝে কোন ভাল মানুষ?

৭৯. তারা বলল : তুমি তো জান, আমাদের নেই কোন প্রয়োজন তোমার কন্যাদের নিয়ে, আর তুমি তো ভালই জান, আমরা কি চাই?

৮০. লুত বলল : যদি থাকত তোমাদের উপর আমার শক্তি অথবা যদি আমি

إِنَّمِ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ○

১২- فَانْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتَهُ ۚ

كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ○

১৬- وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ○

৭৭- وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا

سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالَ

هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ○

৭৮- وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ۖ

وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۖ

قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ

لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي

ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ○

৭৯- قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ

مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ○

৮০- قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ

আশ্রয় নিতে পারতাম কোন সুদৃ
স্তম্ভের!

৮১. তারা বলল : হে লূত! আমরা তো তোমার রবের প্রেরিত ফিরিশতা, তারা কখনও তোমার কাছে পৌছতে পারবে না। সুতরাং তুমি বেরিয়ে পড় তোমার পরিবারবর্গসহ তোমার স্ত্রীকে ছাড়া, কোন এক সময় এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পেছনের দিকে না তাকায়, অবশ্যই তোমার স্ত্রীর তাই ঘটবে, যা তাদের ঘটবে। নিশ্চয় তাদের নির্ধারিত কাল হল প্রভাত। প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়?

৮২. তারপর যখন এল আমার নির্দেশ, তখন আমি সে জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম। এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম প্রস্তর কংকর,

৮৩. যা চিহ্নিত ছিল তোমার রবের কাছে, আর এ জনপদ যালিমদের থেকে দূরে নয়।

সূরা হিজর, ১৫ : ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬

৬১. তারপর যখন ফিরিশ্তারা এলো লূত পরিবারের কাছে,

৬২. তখন লূত বলল : তোমরা তো অপরিচিত লোক।

৬৩. তারা বলল : না, বরং আমরা নিয়ে এসেছি তোমার কাছে সে বিষয়, যাতে তারা সন্দেহান ছিল।

৬৪. আর আমরা নিয়ে এসেছি তোমার কাছে সত্য সংবাদ এবং আমরা তো সত্যবাদী।

৬৫. সুতরাং তুমি বেরিয়ে পড় তোমার পরিবারবর্গকে নিয়ে রাতের কোন এক প্রহরে এবং তুমি তাদের পিছে পিছে

○ أَوْ أَوْىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ○

৮১- قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ○

৮২- فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْصُودٍ ○
৮৩- مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ○

৬১- فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ○

৬২- قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ○

৬৩- قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ○

৬৪- وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ○

৬৫- فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ

যাও, আর তোমাদের কেউ যেন পেছনের দিকে না তাকায়। তোমরা সেখানে যাও, যেখানে যেতে তোমাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

৬৬. আর আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম লূতকে এ ফয়সালা যে, অবশ্যই তাদের সমূলে বিনাশ করা হবে ভোরের দিকে।

৬৭. আর আসল নগরবাসীরা উল্লসিত হয়ে।

৬৮. লূত বলল : এরা তো আমার অতিথি, সুতরাং তোমরা আমাকে বে-ইজ্জত করো না,

৬৯. আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং আমাকে হেয় করো না।

৭০. তারা বলল : আমরা কি তোমাকে আশ্রয় দিতে নিষেধ করিনি দুনিয়া শুদ্ধ লোককে ?

৭১. লূত বলল : তোমরা যদি একান্তই কিছু করতে চাও, তবে তো আমার এ কন্যারা রয়েছে।

৭২. তোমার জীবনের কসম! তারা তো মত্ত রয়েছে তাদের নেশায়।

৭৩. তারপর তাদের পাকড়াও করল মহানাদ সূর্যোদয়ের সময়।

৭৪. আর আমি তাদের জনপদ উল্টিয়ে উপর নীচ করে দিলাম এবং বর্ষণ করলাম তাদের উপর প্রস্তর-কংকর।

৭৫. নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন গভীর-দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য।

৭৬. আর সে জনপদ এখনও বিদ্যমান লোক চলাচলের পথ পার্শ্বে।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৭৪, ৭৫

৭৪. আর আমি দান করেছিলাম লূতকে হিক্মত ও ইল্ম এবং তাকে উদ্ধার

وَآتَيْنَاكَ دَبَّارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ
وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ○

৭৬- وَاقْضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ

أَنْ دَابَّرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ○

৭৭- وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ○

৭৮- قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُون ○

৭৯- وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُون ○

৭০- قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ

عَنِ الْعَالَمِينَ ○

৭১- قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي

إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ○

৭২- لَعَنَّاكَ إِيَّاهُمْ لِفَيْ سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُون ○

৭৩- فَآخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ○

৭৪- فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا

عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ○

৭৫- إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِلْمُتَوَسِّينَ ○

৭৬- وَإِنَّهَا لِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ○

৭৬- وَلَوْطًا أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

করেছিলাম এমন জনপদ থেকে, যার
অধিবাসীরা করত অশ্লীল কাজ,
তারা তো ছিল এক নিকৃষ্ট সম্প্রদায়,
ফাসিক।

৭৫. আর আমি দাখিল করেছিলাম তাকে
আমার রহমতের মাঝে, সে তো ছিল
নেককারদের শামিল।

সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩,
১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯,
১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫

১৬০. অস্বীকার করেছিল লূতের কাওম
রাসূলগণকে।

১৬১. যখন তাদের বলেছিল তাদের ভাই
লূত : তোমরা কি সাবধান হবে না?

১৬২. আমি তো তোমাদের জন্য একজন
বিশ্বস্ত রাসূল।

১৬৩. সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে
এবং আনুগত্য কর আমার।

১৬৪. আর আমি চাই না তোমাদের কাছে এর
জন্য কোন প্রতিদান। আমার প্রতিদান
তো রাক্বুল আলামীনের কাছে।

১৬৫. তোমরাই কি উপগত হচ্ছ পুরুষদের
সাথে সারা জাহানের মাঝে!

১৬৬. আর বর্জন করছ তাদের, যাদের সৃষ্টি
করেছেন তোমাদের জন্য তোমাদের
রব, তোমাদের স্ত্রীদের থেকে? তোমরা
তো সীমালঙ্ঘনকারী কাওম।

১৬৭. তারা বলল : যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, হে
লূত! তবে অবশ্যই তুমি হবে
নির্বাসিতদের শামিল।

১৬৮. সে (লূত) বলল : অবশ্যই আমি
তোমাদের কাজকে ঘৃণা করি।

وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي
كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ
○ ٧٥ - وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا
إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ○

○ ١٦٠ - كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ○

○ ١٦١ - إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ○

○ ١٦٢ - إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ○

○ ١٦٣ - فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

○ ١٦٤ - وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

○ ١٦٥ - إِنِّي أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

○ ١٦٦ - أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ○

○ ١٦٧ - وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ

○ ١٦٨ - مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ○

○ ١٦٩ - قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهُ يَلُوطُ

○ ١٧٠ - لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ○

○ ١٧١ - قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ○

১৬৯. হে আমার রব! নাজাত দিন আমাকে
এবং আমার পরিবারবর্গকে, তারা যা
করে তা থেকে।
১৭০. তারপর আমি নাজাত দিলাম তাকে
এবং তার পরিবার-পরিজন সবাইকে,
১৭১. এক বুড়ি ছাড়া, যে ছিল পেছনে
অবস্থানকারীদের শামিল।
১৭২. তারপর আমি ধ্বংস করলাম অন্য
সবাইকে।
১৭৩. আর বর্ষণ করলাম তাদের উপর
আযাবের বর্ষণ। কতই না নিকৃষ্ট ছিল
সে বর্ষণ ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য!
১৭৪. নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন,
কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে
না।
১৭৫. আর আপনার রব, তিনি তো
পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা নাম্বল, ২৭ : ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮

৫৪. আর স্মরণ কর! লূতের কথা সে
বলেছিল তার কাওমকে : তোমরা কি
এই অশ্লীল কাজ করছ জেনেশুনে ?
৫৫. তোমরা কি উপগত হচ্ছ পুরুষে কাম
তৃপ্তির জন্য নারীদের ছেড়ে ? তোমরা
তো এক জাহিল কাওম।
৫৬. জবাবে তার সম্প্রদায় শুধু বলল : বের
করে দেও লূতের পরিবারকে তোমাদের
জনপদ থেকে। তারা তো এমন লোক,
যারা নিজেদের পূত-পবিত্র মনে করে।
৫৭. তারপর আমি রক্ষা করলাম তাকে ও
তার পরিবার পরিজনকে তার স্ত্রীকে
ছাড়া। করেছিলাম তাকে ধ্বংসপ্রাপ্তদের
শামিল।

১৬৭- رَبِّ نَجِّنِي وَاهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ○

১৭০- فَنَجَّيْنَاهُ وَاهْلَهُ أَجْمَعِينَ ○

১৭১- إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ○

১৭২- ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ○

১৭৩- وَآمَطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا

فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ○

১৭৪- إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ○

১৭৫- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

৫৪- وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ○

৫৫- أَيْكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً

مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ○

৫৬- فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا

أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ

إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ○

৫৭- فَانْجَيْنَاهُ وَاهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ

فَدَرَبْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ○

৫৮. আর আমি বর্ষণ করলাম তাদের উপর ভয়ংকর বর্ষণ, কত নিকৃষ্ট ছিল তা ভীতিপ্রদর্শিতদের জন্য।

সূরা আনকাবূত, ২৯ : ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

২৮. আর স্মরণ কর! লূতের কথা, যখন সে বলেছিল তার কাওমকে : তোমরা তো করছ এমন অশ্লীল কাজ, যা করেনি তোমাদের আগে কেউ বিশ্ববাসীদের মাঝে।

২৯. তোমরাই তো পুরুষে উপগত হও, তোমরাই রাহাজানি কর এবং তোমরাই প্রকাশ্যে ঘৃণ্যকর্ম কর তোমাদের মজলিসে, তার কাওমের জবাব এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না : নিয়ে এসো আমাদের উপর আল্লাহর আযাব, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

৩০. লূত বলল : হে আমার রব! আমাকে সাহায্য করুন ফাসাদ সৃষ্টিকারী কাওমের বিরুদ্ধে।

৩১. তারপর যখন এল আমার ফিরিশ্তারা ইব্রাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে, তখন তারা বলল : আমরা তো ধ্বংস করব এ জনপদের অধিবাসীদের। কেননা এর অধিবাসীরা তো যালিম।

৩২. সে (ইব্রাহীম) বলল : এখানে তো লূত রয়েছে। ফিরিশ্তারা বলল : আমরা ভাল জানি, কারা সেখানে আছে। অবশ্যই আমরা রক্ষা করব লূতকে ও তার পরিবারবর্গকে, তার স্ত্রীকে ছাড়া। কেননা, সে তো পেছনে অবস্থানকারীদের একজন।

৩৩. তারপর যখন এলো আমার ফিরিশ্তারা লূতের কাছে, তখন সে তাদের কারণে

৫৮- وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۝
فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ○

২৮- وَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ
مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ○

২৯- إِيَّاكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ
فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ
جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّبِنَا
بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
৩০- قَالَ رَبِّ انصُرْنِي
عَلَى الْقَوْمِ الْمَفْسِدِينَ ○

৩১- وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا
إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ۖ
قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ
إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ○
৩২- قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۖ
قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۚ
لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۚ
كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ○

৩৩- وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا

বিষণ্ন হয়ে পড়ল এবং নিজেকে অসমর্থ মনে করল তাদের রক্ষায়। ফিরিশ্‌তারা বলল : ভয় করবেন না এবং দুঃখও করবেন না; আমরা তো রক্ষা করব আপনাকে এবং আপনার পরিবার-বর্গকে, আপনার স্ত্রীকে ছাড়া, সে তো পেছনে অবস্থানকারীদের একজন।

৩৪. অবশ্যই আমরা নাযিল করব এ জনপদবাসীদের উপর আযাব আসমান থেকে, কেননা, তারা পাপাচারে লিপ্ত।

৩৫. আর আমি রেখেছি এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য।

সূরা সাফ্যাত, ৩৭ : ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮

১৩৩. আর লূত তো ছিল রাসূলদের একজন,

১৩৪. স্মরণ কর, আমি উদ্ধার বরেছিলাম তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে।

১৩৫. এক বৃদ্ধা ছাড়া, যে রয়ে গিয়েছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মাঝে।

১৩৬. তারপর আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম অবশিষ্টদের,

১৩৭. আর তোমরা তো অতিক্রম কর তাদের ধ্বংসাবশেষগুলোর উপর দিয়ে সকালে,

১৩৮. এবং রাতে, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না ?

সূরা কামার, ৫৪ : ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯

৩৩. অস্বীকার করেছিল লূতের কাওম সতর্ককারীগণকে।

৩৪. আমি তো পাঠিয়েছিলাম তাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি। তবে লূতের অনুসারীদের

سَيِّءٌ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا تَكُ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ ○

৩৫- إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○
৩৬- وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○

১৩৩- وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ○
১৩৪- إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ○

১৩৫- إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ○

১৩৬- ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ○

১৩৭- وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ○

১৩৮- وَبِالْأَيْلِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

৩৩- كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذِي ○

৩৪- إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ

উপর নয়, আমি রক্ষা করেছিলাম তাদের রাতের শেষ অংশে।

৩৫. এ ছিল বিশেষ নিয়ামত আমার তরফ থেকে। এভাবেই আমি পুরস্কার দেই তাকে যে শোকর করে।

৩৬. আর লূত তো সতর্ক করেছিল তাদের আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে, কিন্তু তারা ঝগড়া শুরু করল আমার সতর্কবাণী সম্বন্ধে।

৩৭. আর তারা অসং উদ্দেশ্যে লূতের কাছে দাবী করেছিল তার মেহমানদের, তখন আমি লোপ করে দিলাম তাদের দৃষ্টি শক্তি এবং বললাম : আশ্বাদন কর আমার শাস্তি এবং আমার সতর্কবাণীর পরিণাম।

৩৮. আর আপিতত হল তাদের উপর ভোর বেলায় বিরামহীন শাস্তি।

৩৯. আমি বললাম : আশ্বাদন কর আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণীর পরিণাম।

نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ۝

۳۵- نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ۚ

كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ۝

۳۶- وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا

فَتَنَارُوا بِالْأُنْذَرِ ۝

۳۷- وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ

فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ

فَذُوقُوا عَذَابِيَ وَنَذِيرِ ۝

۳۸- وَلَقَدْ صَبَّحَهُمُ

بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ ۝

۳۹- فَذُوقُوا عَذَابِيَ وَنَذِيرِ ۝

হযরত ইয়া'কুব (আ)

সূরা বাকারা, ২ : ১৩২, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০

১৩২. আর এ সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে বলেছিল ইব্রাহীম তার পুত্রদের এবং ইয়া'কুবও : হে পুত্রগণ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দীনকে মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা মৃত্যুবরণ করো না মুসলমান না হয়ে।

১৩৩. তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন এসেছিল ইয়া'কুবের কাছে মৃত্যু? আর সে বলেছিল তার পুত্রদের : তোমরা কিসের ইবাদত করবে আমার পরে? তখন তারা বলেছিল : আমরা ইবাদত

۱۳۲- وَوَصَّي بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَيْنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ۚ

يٰۤاِبْنٰی اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰ لَكُمْ الدِّيْنَ

فَلَا تَمُوْثُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ

مُّسْلِمُوْنَ ۝

۱۳۳- اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ

الْمَوْتُ ۚ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ

مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ

وَاللَّهُ أَبَاطِكِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
إِلَهًُا وَاحِدًا ۖ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

١٣٦- قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا
أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَآلِ سُبْحَانَ وَمَا أَوْتِيَ مُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ وَمَا أَوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

١٤٠- أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَأِسْحَاقَ
وَأَسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا
هُودًا أَوْ نَصَارَى ۚ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْرَ اللَّهِ
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ
مِنَ اللَّهِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

۸۴- قُلْ أَمَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا
وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ
مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

সূরা নিসা, ৪ : ১৬৩

১৬৩. আমি তো ওহী পাঠিয়েছি আপনার কাছে, যেমন আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে। আর আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তার বংশধরদের কাছে এবং ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের কাছেও। আর আমি দিয়েছিলাম দাউদকে যাবুর।

সূরা আন'আম, ৬ : ৮৪

৮৪. আর আমি দান করেছিলাম ইব্রাহীমকে ইসহাক ও ইয়া'কুব, এদের প্রত্যেককে দান করেছিলাম হিদায়েত। আর নূহকে হিদায়েত দান করেছিলাম এর আগে এবং তার বংশধরদের থেকে দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকেও। আর এভাবেই আমি পুরস্কার দেই নেক্কারদের।

সূরা হূদ, ১১ : ৭১

৭১. আর ইব্রাহীমের স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল এবং সে হেসে ফেলল। এরপর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়া'কুবেরও।

সূরা ইউসুফ, ১২ : ৬, ৩৮, ৬৮

৬. আর এভাবেই তোমার রব তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে শিক্ষা দেবেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আর পরিপূর্ণ করবেন তাঁর নিয়ামত তোমার প্রতি ও ইয়া'কুবের পরিবার-পরিজনের প্রতি; যেমন তিনি পূর্ণ করেছিলেন তাঁর নিয়ামত এর আগে তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের প্রতি। নিশ্চয় তোমার রব সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

۱۶۳- اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ
كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهٖ
وَ اَوْحَيْنَا اِلَى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ
وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطَ وَ عِيسٰى وَ اَيُّوْبَ
وَ يُوْنُسَ وَ هٰرُوْنَ وَ سُلَيْمٰنَ
وَ اٰتَيْنَا دَاوُدَ زُبُوْرًا ۝

۸۴- وَ وَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ
كُلًّا هٰدِيْنًا وَ نُوْحًا هٰدِيْنًا مِنْ قَبْلُ
وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوُدَ وَ سُلَيْمٰنَ وَ اَيُّوْبَ
وَ يُوْسُفَ وَ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ۝
وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝

۷۱- وَ اَمْرٰتُهٗ قَابِلَةً فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا
بِاِسْحٰقَ ۝ وَ مِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ۝

۶- وَ كَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ
مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ
عَلَيْكَ وَ عَلٰى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَا اَتٰهَا
عَلٰى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ
وَ اِسْحٰقَ ۝ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

৩৮. আর ইউসুফ বলল : আমি অনুসরণ করি আমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইস্‌হাক ও ইয়া'কুবের মিল্লাত। আল্লাহ্র সাথে কোন কিছু শরীক করা আমাদের কাজ নয়। এ হল আল্লাহ্র অনুগ্রহ আমাদের প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শোকর করে না।

৬৮. আর যখন তারা ইউসুফের কাছে প্রবেশ করল, যেভাবে তাদের আদেশ দিয়েছিল তাদের পিতা সেভাবে, তখন তা তাদের কোন কাজে আসল না আল্লাহ্র ফয়সালার বিরুদ্ধে, তবে ইয়া'কুব কেবল তার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করেছিল। আর সে তো ছিল জ্ঞানী, কেননা, আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৪৯

৪৯. তারপর সে (ইব্রাহীম) যখন আলাদা হয়ে গেল তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে, তখন আমি তাকে দান করলাম ইস্‌হাক ও ইয়া'কুব এবং তাদের প্রত্যেককে করলাম নবী।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৭২

৭২. আর আমি দান করেছিলাম ইব্রাহীমকে ইস্‌হাক এবং ইয়া'কুবকে পৌত্ররূপে, আর তাদের প্রত্যেককেই আমি করেছিলাম নেককার।

সূরা আনকাবুত, ২৯ : ২৭

২৭. আর আমি দান করলাম ইব্রাহীমকে ইস্‌হাক ও ইয়া'কুব এবং আমি স্থির করলাম তার বংশধরদের জন্য নবুওয়াত ও কিতাব এবং দিলাম তাকে তার

৩৮- وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ○

৬৮- وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ۖ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا عَلِمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

৪৯- فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ○

৭২- وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ○

২৭- وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۚ

প্রতিদান দুনিয়াতে। আর সে অবশ্যই হবে আখিরাতে নেক্কারদের অন্যতম।

সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ৪৫, ৪৬, ৪৭

৪৫. আর স্মরণ কর! আমার বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা, তারা ছিল শক্তিশালী, দূর দৃষ্টিসম্পন্ন।
৪৬. আমি তো তাদের অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ গুণের, তা ছিল আখিরাতে স্মরণ।
৪৭. আর তারা ছিল আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের শামিল।

وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ ○

৫৫- وَادْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ

وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ○

৫৬- إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ

ذِكْرَى الدَّارِ ○

৫৭- وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا

لِمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْآخِرِ ○

হযরত ইউসুফ (আ)

সূরা ইউসুফ, ১২ : ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০,

১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮,

১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫,

২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২,

৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯,

৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬,

৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩,

৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০,

৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭,

৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪,

৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১,

৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮,

৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫,

৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১

৪. স্মরণ কর, বলেছিল ইউসুফ তার পিতাকে : হে আমার পিতা ! আমি তো দেখেছি এগারটি তারা, সূর্য ও চন্দ্র; দেখেছি তাদের আমার প্রতি সিজদাবনত।

৫. তার পিতা বলল : হে আমার পুত্র! তুমি বর্ণনা করো না তোমার স্বপ্নের বৃত্তান্ত

৫- إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ

إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ○

৬- قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ

ভাইদের কাছে, করলে তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করবে তোমার বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তান হলো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

৬. আর এভাবেই তোমাকে মনোনীত করবেন তোমার রব এবং তোমাকে শিক্ষা দেবেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আর পরিপূর্ণ করবেন তাঁর নিয়ামত তোমার প্রতি এবং ইয়া'কূবের পরিবার-পরিজনের প্রতি, যেভাবে তিনি তা পূর্ণ করেছিলেন, এর পূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের প্রতি। নিশ্চয় তোমার রব সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

৭. অবশ্যই রয়েছে ইউসুফ ও তার ভাইদের বৃত্তান্তে নির্দেশন জিজ্ঞাসুদের জন্য।

৮. স্মরণ কর, তার ভাইয়েরা বলেছিল : নিশ্চয় ইউসুফ ও তার ভাই অধিক প্রিয় আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে, অথচ আমরা একটি সংহত দল। নিশ্চয় আমাদের পিতা তো রয়েছেন স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।

৯. তোমরা হত্যা কর ইউসুফকে অথবা ফেলে এসো তাকে কোন স্থানে, যাতে নিবিষ্ট হয় তোমাদের প্রতি তোমাদের পিতার দৃষ্টি, আর তারপর তোমরা হয়ে যেও ভাল মানুষ।

১০. তাদের মধ্যে কেউ বলল : তোমরা হত্যা করো না ইউসুফকে, যদি কিছু করতেই চাও, তবে তাকে নিষ্ক্ষেপ কর কোন কূপের গভীরে, তুলে নিয়ে যাবে তাকে কোন কাফিলা।

১১. তারা বলল : হে আমাদের পিতা! তোমার কি হয়েছে যে তুমি আমাদের বিশ্বস্ত মনে করো না ইউসুফের

عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

۶- وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ

مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ

عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَتْهَا

عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ

وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

ۭ- لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ

وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْمُتَذَكِّرِينَ ۝

۸- إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ

أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْنَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۚ

إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

ۯ- اقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَظْهِرُوا

أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ

وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝

۱۰- قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ

وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ

السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝

۱۱- قَالُوا يَا أَبَانَا

مَا لَكَ لَا تَأْمَرُنَا بِعَلَىٰ يُوسُفَ

ব্যাপারে, অথচ, আমরা তো তার শুভাকাঙ্ক্ষী ?

১২. তাকে যেতে দাও আমাদের সাথে আগামীকাল, সে তৃপ্তিসহ থাকবে ও খেলাধুলা করবে। আমরা তার অবশ্যই হিফায়ত করব।

১৩. সে (ইয়া'কূব) বলল : অবশ্যই আমাকে ইহা কষ্ট দেবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে আর আমি ভয় করি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে আর তোমরা থাকবে তার ব্যাপারে গাফিল।

১৪. তারা (ভায়েরা) বলল : যদি তাকে খেয়ে ফেলে নেকড়ে বাঘ, অথচ আমরা একটি সংহত দল, অবশ্যই তাহলে তো আমরা হয়ে পড়ব ক্ষতিগ্রস্ত।

১৫. তারপর যখন তারা তাকে নিয়ে গেল এবং তারা একমত হলো তাকে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে, তখন আমি ইউসুফকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম : অবশ্যই তুমি তাদের অবহিত করবে, তাদের এই কাজের ব্যাপারে, যখন তারা তোমাকে চিনবে না।

১৬. আর তারা এলো তাদের পিতার কাছে রাতের প্রথম প্রহরে কাঁদতে কাঁদতে।

১৭. তারা বলল : হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে রেখে গিয়েছিলাম আমাদের মাল সামানের কাছে, তারপর তাকে খেয়ে ফেলেছে নেকড়ে বাঘ, আর তুমি তো আমাদের বিশ্বাস করবার নও, যদিও আমরা সত্যবাদী।

১৮. আর তারা এসেছিল তার জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে। তাদের পিতা বলল : না,

وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ○

১২- أَرْسَلْهُ مَعَنَا غَدًا يَزْتَعِ وَيَلْعَبُ

وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○

১৩- قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ

وَإِخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ

وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ○

১৪- قَالُوا لَيْنِ أَكَلَهُ الذِّئْبُ

وَنَحْنُ عُصْبَةٌ

إِنَّا إِذَا الْخِسْرُونَ ○

১৫- فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَعُوا أَنْ يُجْعَلُوهُ

فِي غِيَبَتِ الْجُبِّ ۚ

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

১৬- وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ○

১৭- قَالُوا يَا أَبَانَا

إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا

يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ

وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ○

১৮- وَجَاءُوا عَلَى قَيْصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ

এরূপ নয় বরং সাজিয়ে দিয়েছে তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী। সুতরাং আমার জন্য পূর্ণ সবরই শ্রেয় আর আল্লাহই আমার জন্য একমাত্র আশ্রয়স্থল, তোমরা যা বল সে ব্যাপারে।

১৯. আর এক কাফিলা এলো, তারা পাঠালো তাদের পানি সংগ্রাহককে, সে তার পানির ঢোল নামিয়ে দিল। সে বলল : কী সুখবর! এ যে এক কিশোর! তারপর তারা লুকিয়ে রাখল তাঁকে পণ্যরূপে। আর আল্লাহ্ সর্বিশেষ অবহিত, যা তারা করছিল সে ব্যাপারে।

২০. আর তারা বিক্রি করল তাকে অল্প মূল্যে, মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, আর তারা ছিল তার ব্যাপারে অনগ্রহী।

২১. আর মিসরের সে ব্যক্তি, যে তাকে খরিদ করেছিল, সে বলল তার স্ত্রীকে : সম্মানজনক ব্যবস্থা কর এর থাকার জন্য, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে গ্রহণ করতে পারি পুত্ররূপে। আর এভাবেই আমি প্রতিষ্ঠিত করি ইউসুফকে সে দেশে এবং তাকে শিক্ষা দেবার জন্য স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আর আল্লাহ্ অপ্রতিরোধ্য স্বীয় কর্ম সম্পাদনে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।

২২. আর সে যখন উপনীত হলো পূর্ণ যৌবনে, তখন আমি তাকে দান করলাম হিক্মত ও জ্ঞান। আর এভাবেই আমি পুরস্কৃত করি নেককারদের।

২৩. আর ইউসুফ যে স্ত্রী লোকের গৃহে ছিল, সে অসৎকর্ম কামনা করল তার থেকে এবং বন্ধ করল দরজাগুলো, আর বলল : এসো! তোমাকেই বলছি।

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا
فَصَبِرْ جَبِيلًا

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ○

১৯- وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا

وَارِدَهُمْ فَادْلَى دَلْوَهُ

قَالَ يَبْشُرِي هَذَا غُلَامٌ

وَأَسْرُوهُ بَضَاعَةً

وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَعْمَلُونَ ○

২০- وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ

وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ○

২১- وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ

لَا مِرَاتٍ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى

أَنْ يَنْفَعَنِي أَوْ تَتَخَدَّاهُ وَكِدًا

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ

وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

২২- وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○

২৩- وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا

عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ

وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ
إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ ○

২৫- وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا ۖ وَهَمَّ بِهَا
لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ۖ
كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ
السُّوءَ وَالْفَخْشَاءَ ۚ
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ○

২৬- وَاسْتَبَقَا الْبَابَ
وَقَدَّتْ قَبِيضَةً مِنْ دُفْرٍ
وَأَلْفِيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۖ
قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا
إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

২৬- قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ۚ
إِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قَدْ مِنْ قُبُلٍ
فَصَدَقَتْ
وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ ○

২৭- وَإِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قَدْ مِنْ دُفْرٍ
فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○

২৮- فَلَمَّا رَأَى قَبِيضَهُ قَدْ مِنْ دُفْرٍ قَالَ إِنَّهُ

হেঁড়া, তখন সে বলল : এতো তোমাদের নারীদের ছলনা, নিশ্চয় তোমাদের ছলনা অতি ভয়ংকর!

২৯. হে ইউসুফ! তুমি ঐসব উপেক্ষা কর, আর হে নারী! তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার গুনাহের জন্য। নিশ্চয় তুমি তো অপরাধীদের একজন।
৩০. আর বলেছিল নগরের কতিপয় নারী : আযীযের স্ত্রী কুকর্ম কামনা করছে তার যুবক দাস থেকে, প্রেমে সে তো পাগল হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে দেখছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।
৩১. যখন স্ত্রীলোকটি গুনতে পেল তাদের চক্রান্তের কথা, তখন সে তাদের ডেকে পাঠাল এবং তৈরী করল তাদের জন্য আসন, আর দিল তাদের প্রত্যেককে একটি করে চাকু এবং বলল ইউসুফকে : বেরিয়ে এসো এদের কাছে। তারপর তারা যখন দেখল, তাকে অতি মহান মনে করল এবং কেটে ফেলল নিজেদের হাত, আর বলল : অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! এতো মানুষ নয়, এতো এক সম্মানিত ফিরিশ্তা বই কিছু নয়!
৩২. স্ত্রী লোকটি বলল : এই সে দাস, যাকে নিয়ে তোমরা আমাকে অপবাদ দিয়েছ। আমি তো কুকর্ম কামনা করেছিলাম তার থেকে, কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে। আর যদি সে না করে, যা আমি তাকে আদেশ করি, তবে সে কারারুদ্ধ হবেই এবং লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।
৩৩. ইউসুফ বলল : হে আমার রব! কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয় তার চাইতে, যার দিকে এ নারীরা আমাকে ডাকে।

আর যদি আপনি দূর না করেন, আমার থেকে তাদের ছলনা, তাহলে আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব তাদের প্রতি এবং হয়ে যাব যালিমদের শামিল।

৩৪. তারপর তার দু'আ কবুল করলেন তার রব এবং বিদূরিত করলেন তার থেকে নারীদের ছলনা। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৩৫. তারপর তাদের কাছে প্রতীয়মান হল নিদর্শনাবলী দেখার পরে যে, অবশ্যই তাকে কারারুদ্ধ করতে হবে কিছু কালের জন্য।

৩৬. আর প্রবেশ করল তার সাথে কারাগারে আরো দু'জন যুবক। তাদের একজন বলল : আমি তো স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি আংগুর নিংড়িয়ে রস বের করছি, আর অপরজন বলল, আমি তো স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি বহন করছি আমার মাথার উপর রুটি, পাখি তা থেকে খাচ্ছে। তুমি বলে দাও আমাদের এর ব্যাখ্যা। আমরা তো তোমাকে নেক্কার মনে করছি।

৩৭. ইউসুফ বলল : যে খাদ্য তোমাদের দেওয়া হয়, যা তোমাদের কাছে আসে, তা আসার আগেই আমি তোমাদের জানিয়ে দেব তার ব্যাখ্যা। আমি যা তোমাদের বলব তা তো আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, আমার রব তা থেকে। আমি তো বর্জন করেছি সে কাওমের মতবাদ, যারা ঈমান রাখে না আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতকে অবিশ্বাস করে।

৩৮. আর আমি অনুসরণ করি আমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম ইসহাক ও ইয়া'কূবের মতবাদ। আমার জন্য সমীচীন নয় যে, আমি শরীক করি আল্লাহর সংগে কোন

وَالْأَتَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَ هُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ
وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ○

৩৫- فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ
فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هُنَّ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

৩৬- ثُمَّ يَدَّاهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ
لِيَسْجُنَنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ○

৩৭- وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنُ فَنُتِنَ
قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا
وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ
رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ
نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ
إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ○

৩৮- قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ
إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا
ذُكُّكُمَا مِمَّا عَلَيْكَ رَبِّي ۖ إِنِّي تَرَكْتُ
مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ○

৩৯- وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ ۖ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ

কিছু। ইহা আল্লাহর অনুগ্রহ আমাদের প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শোকর করে না।

৩৯. হে আমার কারা সংগীদয় ! ভিন্ন ভিন্ন বহু রব শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ ?

৪০. তোমরা তো ইবাদত করছ তাঁকে ছেড়ে কেবল কতগুলো নামের, যে নামগুলো রেখেছ তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা, নাযিল করেননি আল্লাহ এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ। বিধান তো কেবল আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন : তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত না করতে। ইহাই শাস্ত্রত দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

৪১. হে কারা সংগীদয়! তোমাদের দু'জনের একজন তার মনীষকে মদ পান করাবে এবং অপরজনকে শূলবিদ্ধ করা হবে, তারপর পাখী তার মাথা থেকে খাবে। সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে সে ব্যাপারে, যে বিষয় তোমরা জানতে চেয়েছ!

৪২. আর ইউসুফ তাকে বলল, যাকে সে তাদের মধ্য থেকে মুক্তি পাবে বলে ধারণা করেছিল : আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিও তোমার মনীষের কাছে, কিন্তু ভুলিয়ে দিল তাকে শয়তান, তার মনীষের কাছে তার কথা বলতে। সুতরাং রয়ে গেল ইউসুফ কারাগারে কয়েক বছর।

৪৩. আর রাজা বলল : আমি স্বপ্নে দেখেছি সাতটি মোটা গাভী, তাদের খেয়ে ফেলছে সাতটি শীর্ণকায় গাভী। আরও দেখেছি সাতটি সবুজ শীষ এবং অন্য সাতটি শুকনো। হে প্রধানেরা! আমাকে তোমাদের অভিমত দেও। আমার

مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا
وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ
ۢ۳۹- يٰصٰحِبِ السِّجْنِ ۚ اَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ
خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

۴۰- مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءُ
سَمِيَتْ مُوَهَّاءً اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ
بِهَآءِ مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۚ
اَمْرًا اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

۴۱- يٰصٰحِبِ السِّجْنِ اَمَّا اَحَدُكُمْ فَيَسْقٰى
رَبُّهُ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصَلَّبُ فَتَاْكُلُ
الطَّيْرُ مِنْ رَاسِهٖ ۚ قُضِيَ
اَلْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيْنَ ۝

۴۲- وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ اَنَّهُ
تَاٰجِرٌ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ
فَاَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِ
فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ۝

۴۳- وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّىْ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ
سَّامٰنٍ يَّاْكُلُوْنَ سَبْعٌ عِجَافٌ
وَسَبْعٌ سَبُّلٰتٍ خُضْرٍ وَّاٰخَرٰى يَبْسُتُ
يَاۡئِيْهَا الْمَلَاۤءُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَاىْ

স্বপ্নের ব্যাপারে, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পার।

৪৪. তারা বলল : এটা তো অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা নই এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানে অভিজ্ঞ।

৪৫. দু'জন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যার স্বরণ হয়েছিল, সে বলল : আমি জানিয়ে দেব তোমাদের এর ব্যাখ্যা, সুতরাং আমাকে পাঠিয়ে দাও।

৪৬. সে ইউসুফের কাছে গিয়ে বলল : হে সত্যবাদী! আমাদের ব্যাখ্যা দাও, সাতটি মোটা গাভী, তাদের খেয়ে ফেলছে সাতটি শীর্ণকায় গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে, যাতে আমি ফিরে যেতে পারি লোকদের কাছে এবং যাতে তারা জানতে পারে।

৪৭. ইউসুফ বলল : তোমরা চাষ করবে সাত বছর একাধিক্রমে, তারপর যে শস্য তোমরা কেটে আনবে, তার সবই তোমরা শীষ সমেত রেখে দেবে, তবে তার মধ্য থেকে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া,

৪৮. তারপর আসবে সাতটি কঠিন বছর, এ সময় লোকে খাবে যা তোমরা পূর্বে সংরক্ষণ করে রাখবে তাদের জন্য তা থেকে, তবে যে সামান্য কিছু সংরক্ষণ করে রাখবে তা ছাড়া।

৪৯. তারপর আসবে এমন এক বছর, যে বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে মানুষের জন্য এবং সে বছর তারা প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।

৫০. আর রাজা বলল : তোমরা নিয়ে এসো ইউসুফকে আমার কাছে। তারপর

إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

৫৫- قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ

بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ

৫৫- وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا

وَاذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ

أَنَا أَنْتَبِّحُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ

৫৬- يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ

أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَوَانٍ

يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ

وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ

لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

৫৭- قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا

فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ

إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

৫৮- ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ

يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ

إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ

৫৯- ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ

يُغَاثُ النَّاسُ

وَفِيهِ يَعْصِرُونَ

৫০- وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ

যখন দূত পৌঁছল তার কাছে তখন সে বললো : তুমি ফিরে যাও তোমার মনীষের কাছে এবং তাকে জিজ্ঞেস কর সে নারীদের অবস্থা কি, যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল! নিশ্চয় আমার রব তাদের ছলনা সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

৫১. রাজা জিজ্ঞেস করল : হে নারীরা! তোমাদের কী হয়েছিল যখন তোমরা কুকর্ম কামনা করেছিলে ইউসুফের থেকে? তারা বলল : অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! আমরা দেখতে পাইনি ইউসুফের মাঝে কোন দোষ-ত্রুটি। আযীযের স্ত্রী বলল : এতক্ষণে প্রকাশিত হলো সত্য। আমি তো তাকে ফুসলিয়ে ছিলাম, কিন্তু সে তো ছিল সত্যবাদী।

৫২. ইহা এ জন্য যে, যাতে সে জানতে পারে যে, আমি তার খিয়ানত করিনি তার অনুপস্থিতিতে আর আল্লাহ তো খিয়ানতকারীদের চক্রান্তে সফল করেন না।

৫৩. আর সে বলল : আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন তো মন্দ কর্মপ্রবণ, তবে যাকে আমার রব রহম করেন সে ছাড়া! নিশ্চয় আমার রব অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫৪. আর রাজা বলল : নিয়ে এসো আমার কাছে ইউসুফকে, আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিয়োগ করব। তারপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল, তখন তাকে বলল : তুমি তো আজ আমাদের কাছে মর্যাদাশীল, বিশ্বাসভাজন।

৫৫. ইউসুফ বলল : আমাকে কর্তৃত্ব প্রদান করুন দেশের ধন-ভান্ডারের উপর, আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।

فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝

৫১- قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ۖ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ إِنَّكَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۚ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝

৫২- ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ۝

৫৩- وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۚ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৫৪- وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۚ اسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۝

৫৫- قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۝

৫৬. আর এভাবেই আমি প্রতিষ্ঠিত করলাম ইউসুফকে সে দেশে, সে বাসবাস করতে পারত সে দেশের যথা ইচ্ছা তথায়। আমি অনুগ্রহ করি যাকে ইচ্ছা তাকে এবং বিনষ্ট করি না নেককারদের শ্রমফল।

৫৭. আর আখিরাতের পুরস্কারই তো উত্তম তাদের জন্য যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে।

৫৮. আর এলো ইউসুফের ভাইয়েরা এবং তারা উপস্থিত হলো তার কাছে, সে তাদের চিনতে পারল, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না।

৫৯. আর যখন সে ব্যবস্থা করে দিল তাদের সামগ্রী, তখন সে বলল : তোমরা নিয়ে আসবে আমার কাছে তোমাদের বৈমাত্রের ভাইকে। তোমরা কি দেখছ না যে, আমি তো পূর্ণমাত্রায় দেই মাপে এবং আমি তো উত্তম অতিথিপরায়ণ।

৬০. কিন্তু যদি তোমরা তাকে আমার কাছে না নিয়ে এসো, তবে থাকবে না তোমাদের জন্য কোন বরাদ্দ আমার কাছে এবং তোমরা আমার কাছেও আসবে না।

৬১. তারা বলল : অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব রাযী করতে এ ব্যাপারে তার বাপকে এবং আমরা অবশ্যই এ করব।

৬২. আর ইউসুফ বলল, তার ভৃত্যদের : রেখে দাও তাদের পণ্যমূল্য তাদের মালপত্রের মাঝে, যাতে তারা তা চিনতে পারে, যখন তারা ফিরে যাবে তাদের স্বজনের কাছে, এ কারণে তারা আবার আসতে পারে।

৫৬- وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۖ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ○
৫৭- وَلَا جُرْأِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ○

৫৮- وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ○

৫৯- وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِإَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوْفِي الْكَفِيلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ○

৬০- فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ○

৬১- قَالُوا سَتَرَاوُدَ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ○

৬২- وَقَالَ لِفَتَاتِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○

৬৩. এরপর যখন তারা ফিরে গেল তাদের পিতার কাছে, তখন তারা বলল : হে আমাদের পিতা! নিষিদ্ধ করা হয়েছে আমাদের বরাদ্দ, অতএব যেতে দিন আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে, যাতে আমরা বরাদ্দ পেতে পারি। আর আমরা তো তার হিফায়তকারী।
৬৪. সে (ইউসুফের পিতা) বলল : আমি তো বিশ্বাস করি না তোমাদের তার ব্যাপারে, কিন্তু তোমাদের সেরূপ বিশ্বাস করি যে রূপ বিশ্বাস করেছিলাম তোমাদের তার ভাইয়ের ব্যাপারে এর আগে। আল্লাহই শ্রেষ্ঠ হিফায়তকারী এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।
৬৫. আর যখন তারা খুলল তাদের মালপত্র, তখন তারা দেখতে পেল তাদের পণ্যমূল্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা বলল : হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি চাই? এই তো আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, যা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের। আমরা খাদ্য-সামগ্রী এনে দেব আমাদের পরিবার পরিজনকে এবং হিফায়ত করব আমাদের ভাইয়ের, আর নিয়ে আসব অতিরিক্ত এক উট বোঝাই পণ্য। কেননা, যা এনেছি তা তো সামান্য।
৬৬. পিতা (ইয়া'কুব) বলল : আমি কখনো তাকে তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আমার কাছে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর যে, অবশ্যই তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে, তবে যদি না তোমরা একান্ত অসহায় হয়ে পড়। তারপর যখন তারা তার কাছে অঙ্গীকার করল,

তখন সে বলল : যে বিষয়ে আমরা কথা বলছি, আল্লাহ্ তার যিহাদার।

৬৭. আর সে (ইয়া'কুব) বলল : হে আমার পুত্রগণ! তোমরা প্রবেশ করবে না এক দরজা দিয়ে, বরং প্রবেশ করবে বিভিন্ন দরজা দিয়ে। আর আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারি না, আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে। বিধান তো আল্লাহ্রই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করুক যে ভরসা করতে চায়।

৬৮. আর যখন তারা প্রবেশ করল যেভাবে তাদের আদেশ করেছিল তাদের পিতা সেভাবে, তখন তা আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে তাদের কোন কাজে আসার ছিল না। এছাড়া যে, ইয়া'কুব তার মনের একটি বাসনা পূর্ণ করেছিল, আর অবশ্যই সে ছিল একজন জ্ঞানী, কেননা আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

৬৯. আর যখন তারা উপস্থিত হল ইউসুফের কাছে তখন ইউসুফ নিজের কাছে রাখল তার সহোদর ভাইকে এবং বলল : নিশ্চয় আমি তোমার সহোদর ভাই। সুতরাং তুমি দুঃখ করো না, তারা যা করত তার জন্য।

৭০. তারপর যখন সে তাদের মাল সামানের ব্যবস্থা করে দিল, তখন সে রেখে দিল পানপাত্র তার সহোদর ভাইয়ের মাল-পত্রের মাঝে। এরপর চিৎকার করে বলল এক ঘোষক : হে যাত্রীদল! তোমরা তো চোর।

৭১. তারা তাদের দিকে এগিয়ে বলল : কী হারিয়েছ তোমরা ?

○ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

৬৭- وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ○

৬৮- وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ آبَاؤُهُمْ ۖ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۖ وَإِنَّهُ لَدُوٌّ عَلِيمٌ لَمَّا عَلَّمْنَاهُ ۖ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

৬৯- وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

৭০- ۝ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَاظِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ مُؤَدِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسِرْقُونَ ○

৭১- ۝ قَالُوا وَقُبلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ○

৭২. তারা বলল : আমরা হারিয়েছি আমাদের রাজার পানপাত্র, আর যে কেউ তা এনে দেবে, সে পাবে এক উট বোঝাই মাল। আর আমি তার যিস্মাদার।

৭৩. তারা বলল : আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা তো জান যে, আমরা আসিনি ফাসাদ করতে এ দেশে, আর আমরা চোরও নই।

৭৪. তারা বলল : যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, তবে তার শাস্তি কী ?

৭৫. তারা বলল : তার শাস্তি যার মালের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সে নিজেই তার শাস্তি। এভাবেই আমরা যালিমদের শাস্তি দিয়ে থাকি।

৭৬. তারপর সে (ইউসুফ) তল্লাশি শুরু করল তাদের মালপত্রে, তার সহোদর ভাইয়ের মালপত্র তল্লাশির আগে, পরে সে বের করল পাত্রটি তার সহোদর ভাইয়ের মালপত্র থেকে। এভাবেই আমি কৌশল করেছিলাম ইউসুফের জন্য। সে দেশের রাজার আইনে সে তার ভাইকে আটকে রাখতে পারত না, আল্লাহ্‌ ইচ্ছা না করলে। আমি উন্নীত করি মর্যাদায় যাকে ইচ্ছা করি। আর প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর রয়েছেন সর্বজ্ঞানী।

৭৭. তারা বলল : যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তো চুরি করেছিল তার সহোদর ভাইওএর আগে। কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার গোপন রাখল নিজের মনে এবং প্রকাশ করল না তা তাদের কাছে। সে মনে মনে বলল : তোমাদের অবস্থা তো হীন এবং আল্লাহ্‌ সবিশেষ অবহিত সে সম্বন্ধে তোমরা যা বল।

৭২- قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ○

৭৩- قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتَنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ○

৭৪- قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ ○

৭৫- قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ۖ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ○

৭৬- فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ۖ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۖ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ ۖ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ○

৭৭- قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ۖ فَاسْرَهَُا يُّوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ○

৭৮- قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا
شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ؕ
إِنَّا نُرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ○
৭৯- قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ
إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مُتَاعِنًا عِنْدَهُ ۚ
إِنَّا إِذَا الظَّالِمُونَ ○

৮০- فَلَمَّا اسْتِئْذِنُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ
قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ
قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ
وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۚ
فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ
لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۚ
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ○

৮১- ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا
إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ
وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا
وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ○

৮২- وَسُئِلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا
وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ○

৮৩. সে (ইয়া'কুব) বলল : বরং সাজিয়ে দিয়েছে তোমাদের জন্য তোমাদের মন একটি কাহিনী। অতএব সবর করাই আমার জন্য শ্রেয়। আশা করি আল্লাহ তাদের এনে দেবেন আমার কাছে এক সাথে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, হিক্মত-ওয়ালা।
৮৪. আর সে মুখ ফিরিয়ে নিল তাদের থেকে এবং বলল : আফসোস ইউসুফের জন্য! সাদা হয়ে গিয়েছিল তার দু'চোখ শোকে এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপ ক্লিষ্ট।
৮৫. তারা বলল : আল্লাহর কসম! আপনি তো ইউসুফের কথা সদা স্মরণ করতেই থাকবেন, যে পর্যন্ত না আপনি মুমূর্ষ হয়ে পড়েন অথবা মারা যান।
৮৬. সে (ইয়া'কুব) বলল : আমি তো নিবেদন করছি আমার দুঃসহ বেদনা ও আমার দুঃখ কেবল আল্লাহর কাছে এবং আমি জানি আল্লাহর তরফ থেকে, যা তোমরা জান না।
৮৭. হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও এবং অনুসন্ধান কর ইউসুফ ও তার সহোদর ভাইয়ের, আর নিরাশ হয়ো না আল্লাহর রহমত থেকে। কেননা, কেউ-ই নিরাশ হয় না আল্লাহর রহমত থেকে কাফির লোক ছাড়া।
৮৮. আবার যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন তারা বলল : হে আযীয! আপতিত হয়েছে আমাদের ও আমাদের পরিবার পরিজনের উপর দুঃখ-কষ্ট, আর আমরা এসেছি অতি সামান্য পূঁজি নিয়ে। আপনি আমাদের পূর্ণমাত্রায় দিন রসদ এবং আমাদের

আরো দান করুন। নিশ্চয় আল্লাহ পুরস্কার দেন দাতাদের।

৮৯. সে (ইউসুফ) বলল : তোমরা কি জান, কিরূপ আচরণ করেছিলে তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদর ভাইয়ের সাথে, যখন তোমরা ছিলে জাহিল ?
৯০. তারা বলল : তবে কি তুমিই ইউসুফ ? সে বলল : আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর ভাই। আল্লাহ তো অনুগ্রহ করেছেন আমাদের প্রতি। নিশ্চয় যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে ও সবার করে, আল্লাহ তো এরূপ নেককারদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।
৯১. তারা বলল : আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন আমাদের উপর এবং আমরা তো ছিলাম অপরাধী।
৯২. সে (ইউসুফ) বলল : কোন অভিযোগ নেই তোমাদের বিরুদ্ধে আজ। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।
৯৩. তোমরা নিয়ে যাও আমার এ জামাটি এবং তা রেখে দিও আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর, তিনি হয়ে যাবেন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। আর নিয়ে এসো তোমাদের পরিবারের সবাইকে আমার কাছে।
৯৪. আর যখন যাত্রীদল বেরিয়ে পড়ল, তখন তাদের পিতা বলল : আমি তো ইউসুফের স্রাণ পাচ্ছি, যদি তোমরা আমাকে অপ্রকৃতস্থ মনে না কর।
৯৫. তারা বলল : আল্লাহর কসম! আপনি তো রয়েছেন আপনার আগের বিভ্রান্তিতেই।

إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ○

৮৯- قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يُّوسُفَ

وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ○

৯০- قَالُوا ءَإِنَّكَ لَكُنْتَ يُّوسُفَ

قَالَ أَنَا يُّوسُفُ وَ هَذَا أَخِي

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ

لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ○

৯১- قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا

وَإِنْ كُنَّا لَخَطِيئِينَ ○

৯২- قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

يَعْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ○

৯৩- إِذْ هَبُوا بِقِمِيصِي هَذَا فَإِنِّي

عَلَى وَجْهِ أَبِي يَاتٍ بَصِيرًا

وَآتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ○

৯৪- وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ

أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُّوسُفَ

لَوْ أَن تَفْقَدُونِ ○

৯৫- قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي

ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ○

৯৬. তারপর যখন এলো সুসংবাদবাহক এবং রেখে দিল জামাটি তার মুখমণ্ডলের উপর তখন সে পুনরায় দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল। সে বলল : আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি তো জানি আল্লাহ্র তরফ থেকে, যা তোমরা জান না।

৯৭. তারা বলল : হে আমাদের পিতা! ক্ষমা প্রার্থনা করুন আমাদের গুনাহের জন্য, আমরা তো অপরাধি।

৯৮. সে (ইয়া'কুব) বলল : আমি অচিরেই ক্ষমা প্রার্থনা করব তোমাদের জন্য আমার রবের কাছে, তিনি তো অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯৯. এরপর যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন সে তার কাছে স্থান দিল তার পিতা মাতাকে এবং বলল : আপনারা প্রবেশ করুন মিসরে, আল্লাহ্র ইচ্ছায় আপনারা নিরাপদ।

১০০. আর ইউসুফ তার মাতা পিতাকে বসাল সিংহাসনে এবং তারা তার সম্মানে সিজদায় পড়ল। ইউসুফ বলল : হে আমার পিতা ! এটাই হল আমার পূর্বকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার রব তা সত্যে পরিণত করেছেন। আর তিনি তো আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এবং আপনাদের আমার কাছে এনে দিয়ে মরু অঞ্চল থেকে, আমার ও আমার ভাইদের মাঝে শয়তান কর্তৃক সম্পর্ক নষ্ট করার পরে। নিশ্চয় আমার রব অতি সূক্ষ্মভাবে করেন যা করতে চান। অবশ্যই তিনি সর্বজ্ঞ, হিক্মত-ওয়ালা।

১০১. হে আমার রব! তুমি তো আমাকে দান করেছ রাজ্য এবং শিক্ষা দিয়েছ আমাকে

১৬- فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۖ
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ ۙ
إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

১৭- قَالُوا يَا أَبَا نَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ○

১৮- قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

১৯- فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَاهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ أَمِينٌ ○

১০০- وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۖ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ ۚ إِنَّ نَزْعَ الشَّيْطَانِ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ○

১০১- رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ

স্বপ্নের ব্যাখ্যা। হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! তুমিই আমার অভিভাবক, দুনিয়া ও আখিরাতে। তুমি আমাকে মৃত্যু দিও মুসলিম হিসেবে এবং শামিল করো নেককারদের মাঝে।

وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْآحَادِيثِ ۖ
فَاطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
أَنْتَ وَلِيّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ
تَوْفِّئْنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّنِي بِالصُّلَحِينَ ○

হযরত শু'আইব (আ)

সূরা আ'রাফ, ৭ : ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯,
৯০, ৯১, ৯২, ৯৩

৮৫. আর আমি পাঠিয়েছিলাম মাদইয়ান-বাসীদের কাছে তাদের ভাই শু'আইবকে, সে বলেছিল : হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর। তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের রবের তরফ থেকে। সুতরাং তোমরা পুরোপুরি দেবে মাপে ও ওয়নে এবং কম দেবে না লোকদের তাদের প্রাপ্যবস্তু আর ফাসাদ সৃষ্টি করবে না যমীনে, সেখানে শান্তি স্থাপনের পর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা মু'মিন হও।

۸۵- وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ
يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ
قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ
ذِكْرُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

৮৬. আর তোমরা বসে থাকবে না কোন পথে, ভয় দেখানোর জন্য এবং আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার জন্য তাদের যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে আর তোমরা বক্রতা অনুসন্ধান করবে না আল্লাহর পথে। স্মরণ কর যখন তোমরা ছিলে সংখ্যায় কম, তখন আল্লাহর তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। আর লক্ষ্য কর, কিরূপ হয়েছিল পরিণাম ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের।

۸۶- وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ
وَتَصَّدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
مَنْ أَمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ
وَإِذْ كُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ
وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ○

৮৭. যদি তোমাদের মধ্যে কোন এক দল, আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে ঈমান আনে এবং কোন দল ঈমান না আনে, তবে তাতে তোমরা সবর করবে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ ফয়সালা

۸۷- وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا
بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا
فَأَصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ

করে দেন আমাদের মাঝে। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

৮৮. বলেছিল তার সম্প্রদায়ের দাঙিক নেতারা, অবশ্যই আমরা বের করে দেব তোমাকে আমাদের জনপদ থেকে, হে শু'আইব ! আর তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরও, অথবা অবশ্যই তোমাদের ফিরে আসতে হবে আমাদের ধর্মাদর্শে। শু'আইব বলল : যদিও আমরা তা ঘৃণা করি, তবুও ?
৮৯. আমরা তো মিথ্যারোপ করব আল্লাহর প্রতি, যদি আমরা ফিরে যাই তোমাদের ধর্মাদর্শে তা থেকে আল্লাহ আমাদের উদ্ধার করার পরে। আর আমাদের জন্য সমীচীন নয় তাতে ফিরে যাওয়া, যদি না আমাদের রব আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। আমাদের রব সব কিছু জ্ঞানে পরিব্যপ্ত করে আছেন। আমরা আল্লাহ্রই উপর ভরসা করি, হে আমাদের রব! ফয়সালা করে দিন আমাদের ও আমাদের কাওমের মধ্যে যথাযথভাবে, আর আপনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।
৯০. আর বলেছিল তার কাওমের কাফির নেতারা : যদি তোমরা অনুসরণ কর, শু'আইবকে, তবে তো তোমরা হয়ে পড়বে ক্ষতিগ্রস্ত।
৯১. তারপর তাদের পাকড়াও করল ভূমিকম্প; ফলে তারা পড়ে থাকল তাদের ঘরে অধোমুখে।
৯২. যারা অস্বীকার করেছিল শু'আইবকে, মনে হল তারা যেন সেখানে কখনো বসবাস করেনি। যারা অস্বীকার করেছিল শু'আইবকে, তারা হয়ে পড়ল ক্ষতিগ্রস্ত।

৯৩. তারপর শু'আইব মুখে ফিরিয়ে নিল তাদের থেকে এবং বলল : হে আমার কাওম! আমি তো পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে আমার রবের বাণী এবং উপদেশ দিয়েছি তোমাদের। অতএব, কি করে আমি আক্ষেপ করব কাফির লোকদের জন্য!

সূরা হূদ, ১১ : ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫

৮৪. আর আমি পাঠিয়েছিলাম মাদইয়ান-বাসীদের কাছে তাদের ভাই শু'আইব-কে। সে বলেছিল : হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, নেই তোমাদের জন্য কোন ইলাহ্‌ তিনি ছাড়া। আর তোমরা কম করবে না মাপে ও ওযনে, আমি তো দেখছি তোমরা সমৃদ্ধশালী। কিন্তু আমি আশংকা করছি তোমাদের জন্য এক সর্ব্বাঙ্গী দিনের শাস্তি।

৮৫. হে আমার কাওম! তোমরা পুরাপুরি দিবে মাপেও ওজনে ন্যায্যসঙ্গতভাবে এবং কম দিবে না লোকদের তাদের প্রাপ্যবস্তু, আর ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াবে না পৃথিবীতে।

৮৬. আল্লাহ্‌ অনুমোদিত যা বাকী থাকবে, তা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা মু'মিন হও আর আমি তোমাদের হিফায়তকারী নই।

৮৭. তারা বলল : হে শু'আইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে আমরা বর্জন করি যার ইবাদত করত আমাদের পিতৃপুরুষরা তা অথবা আমরা বর্জন করি আমাদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও ? তুমি তো অবশ্যই সহনশীল, ভাল মানুষ।

۹۳-فَتَوَلَّى عَنْهُمْ
وَقَالَ يَقُومُ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ
رِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ
فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ○

۸۴-وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ
يَقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ
غَيْرِهِ ۖ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ○

۸۵-وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○

۸۶-بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ○

۸۷-قَالُوا يَشْعِبُ أَصْلُوكَ
بِأَمْرِكَ أَنْ تُتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ
إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ○

৮৮. সে (শু'আইব) বলল : হে আমার কাওম! তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আমি যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি স্পষ্ট প্রমাণের উপর আমার রবের তরফ থেকে এবং তিনি যদি আমাকে রিয়ক দিয়ে থাকেন তাঁর তরফ থেকে উৎকৃষ্ট রিয়ক, তবে আমি কি করে আমার কর্তব্য থেকে বিরত থাকব? আমি তোমাদের যা নিষেধ করি আমি তার বিপরীত করতে চাই না। আমি তো চাই কেবল সংশোধন আমার সাধ্যমত। আর আমার কার্য সম্পাদন তো কেবল আল্লাহরই সাহায্য, তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই অভিমুখী হই।

৮৯. হে আমার কাওম! আমার সাথে বিরোধ যেন কিছুতেই তোমাদের এমন অপরাধ করতে উদ্বুদ্ধ না করে যাতে তোমাদের উপর আপত্তি হয় সেরূপ বিপদ যেরূপ আপত্তি হয়েছিল নূহের কাওমের উপর অথবা হুদের কাওমের উপর অথবা সালিহের কাওমের উপর, আর লূতের কাওম তো তোমাদের থেকে দূরে নয়।

৯০. তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমাদের রবের কাছে, তারপর তাঁর দিকে ফির, নিশ্চয় আমার রব পরম দয়ালু, পরম মমতাময়।

৯১. তারা বলল : হে শু'আইব! আমরা বুঝি না তুমি যা বল তার অনেক কিছুই, আর আমরা তো তোমাকে দেখছি আমাদের মধ্যে দুর্বল। যদি তোমার স্বজনবর্গ না থাকত, তাহলে অবশ্যই আমরা পাথর ছুড়ে তোমাকে মেরে ফেলতাম, আর তুমি তো নও আমাদের উপর শক্তিদর।

৯২. সে (শু'আইব) বলল : হে আমার কাওম! আমার আত্মীয়বর্গ কি তোমাদের

৮৮- قَالَ يَقَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا اُرِيدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلَىٰ مَا اَنْهَضَكُمْ عَنْهُ ۚ اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيبُ ۝

৮৯- وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي اَنْ يُصِيبَكُمْ مِّثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ هُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ ۝

৯০- وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ ۚ اِنَّ رَبِّي رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ ۝

৯১- قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَاِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۚ وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۝

৯২- قَالَ يَقَوْمِ اَرْهَطِيْ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنْ

কাছে মর্যাদাবান আল্লাহর চেয়ে? আর তোমরা আল্লাহকে সম্পূর্ণভাবে তোমাদের পেছনে ফেলে রেখেছ। নিশ্চয়ই আমার রব, তোমরা যা কর তা বেটন করে আছেন।

৯৩. হে আমার কাওম! তোমরা কাজ করতে থাক নিজ নিজ অবস্থায়, আমিও আমার কাজ করছি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। আর তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।

৯৪. আর যখন আসল আমার নির্দেশ, তখন আমি রক্ষা করলাম শু'আইবকে এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার রহমতে এবং এক মহা গর্জন যালিমদের আক্রমণ করল, ফলে, তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

৯৫. যেন তারা কোন দিন সেখানে বসবাস করেনি। জেনে রাখ, মাদইয়ানবাসীরা ধ্বংস হয়েছিল, যেমন ধ্বংস হয়েছিল সামূদ।

সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১

১৭৬. অস্বীকার করেছিল আয়কাবাসীরা* রাসূলদের।

১৭৭. যখন পদের বলেছিল শু'আইব : তোমরা কি সাবধান হবে না?

১৭৮. আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

اللَّهُ ۖ وَاتَّخَذَ تَمُوهٖ وَرَآءَكُمْ
ظَهْرِيَّآ ۖ إِنَّ رَبِّي بِمَا
تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝

۹۳- وَيَقُومِرْ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ
اِنِّي عَامِلٌ ۚ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ
كَاذِبٌ ۚ وَارْتَقِبُوا اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۝

۹۴- وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا
وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا
وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ
فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جُثَمِيْنَ ۝

۹۵- كَاَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا
اِلَّا بُعْدًا لِّمَدَيْنٍ كَمَا بُعِدَتْ شُؤْدُ

۱۷۶- كَذَّبَ اَصْحٰبُ لَّيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

۱۷৭- اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

۱۷৮- اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنٌ ۝

* আয়কা হলো মাদইয়ানের পশ্চিমবর্তী এলাকা। 'আসহাবুল আয়কা' শব্দের অর্থ গহীন অরণ্যের অধিবাসী, শু'আইব সম্প্রদায়-এ এলাকায় বাস করত বলে তাদেরকে 'আসহাবুল আয়কা' বলা হয়েছে।

১৭৯. অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং আনুগত্য কর আমার।
১৮০. আর আমি চাই না তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান। আমার প্রতিদান তো রাব্বুল আলামীনের কাছে।
১৮১. তোমরা পূর্ণ মাত্রায় দেবে মাপে এবং যারা মাপে কম দেয় তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।
১৮২. তোমরা ওযন করবে সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায়।
১৮৩. আর কম দেবে না লোকদের তাদের পাপ্য বস্তুতে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ করে বেড়াবে না।
১৮৪. আর তোমরা ভয় কর তাঁকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠিকে।
১৮৫. তারা বলল : তুমি তো যাদুঘস্তদের একজন,
১৮৬. আর তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ এবং আমরা মনে করি, তুমি তো মিথ্যাবাদীদের একজন।
১৮৭. অতএব তুমি ফেলে দাও আমাদের উপর আকাশের এক খণ্ড, যদি তুমি সত্যবাদী হও।
১৮৮. শু'আইব বলল : আমার রব ভাল জানেন, যা তোমরা কর তা।
১৮৯. তারপর তারা তাকে অস্বীকার করল : ফলে পাকড়াও করল তাদের মেঘাচ্ছন্ন দিনের আযাব। নিশ্চয় তা ছিল এক ভীষণ দিনের আযাব।
১৯০. অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।
১৯১. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রম-শালী, পরম দয়ালু।

- ১৭৭- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝
- ১৮০- وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ
- إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
- ১৮১- أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝
- ১৮২- وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝
- ১৮৩- وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝
- ১৮৪- وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ
- وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ۝
- ১৮৫- قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۝
- ১৮৬- وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا
- وَإِنْ ظَنَنْتَ لِمِنَ الْكَذِبِينَ ۝
- ১৮৭- فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ
- إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝
- ১৮৮- قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝
- ১৮৯- فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝
- ১৯০- إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۚ
- وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝
- ১৯১- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৩৬, ৩৭

৩৬. আর আমি পাঠিয়েছিলাম মাদইয়ান-বাসীদের কাছে তাদের ভাই শু'আইব-কে। সে বলেছিল : হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর এবং আশা রাখ শেষ দিনের, আর ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না পৃথিবীতে।

৩৭. কিন্তু তারা অস্বীকার করেছিল তাকে, তারপর তাদের পাকড়াও করেছিল ভূমিকম্প, ফলে তারা মুখ খুবড়ে পড়ে থাকল নিজ নিজ ঘরে।

۳۶- وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ
فَقَالَ يَوْمَ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ
الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

۳۷- فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ ۝

হযরত আইউব (আ)

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৮৩, ৮৪

৮৩. আর স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে ডেকে বলেছিল তার রবকে : আমাকে তো স্পর্শ করেছে দুঃখ-কষ্ট, আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

৮৪. তখন আমি তার দু'আ কবুল করে-ছিলাম এবং বিদূরিত করেছিলাম সে কষ্ট যাতে সে নিঃপতিত হয়েছিল এবং ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তাকে তার পরিবার পরিজন এবং তাদের সাথে তাদের মত আরো দিয়েছিলাম আমার তরফ থেকে রহমতরূপে এবং উপদেশ স্বরূপ ইবাদতকারীদের জন্য।

۸۳- وَآيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ
أَنِّي مَسْنِيَ الضُّرَّ وَأَنْتَ
أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝

۸۴- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ
مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ
رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا
وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِيدِينَ ۝

সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

৪১. আর স্মরণ কর, আমার বান্দা আইউবের কথা, যখন সে ডেকে বলেছিল তার রবকে : আমাকে তো শয়তান যন্ত্রণায় ও কষ্টে ফেলেছে।

৪২. তখন আমি তাকে বললাম : তুমি আঘাত কর যমীনে তোমার পা দিয়ে এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয়।

۴۱- وَادْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ
أَنِّي مَسْنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۝

۴۲- اَرْكُضْ بِرِجْلِكَ
هَذَا مَغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۝

৪৩. আর আমি তাকে দান করলাম তার পরিবারবর্গকে এবং তাদের মত আরো আমার তরফ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ এবং উপদেশ স্বরূপ বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য।
৪৪. আর আমি তাকে আদেশ করলাম : নেও এক মুঠো তৃণ এবং তা দিয়ে আঘাত কর, কিন্তু শপথ ভঙ্গ করো না। আমি তো তাকে পেয়েছিলাম সবরকারী। সে ছিল উত্তম বান্দা, সে ছিল আমার অভিমুখী।

৪৩- وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ
وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً
مِّنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ

৪৪- وَخُذْ بِيَدِكَ ضُغْعًا فَاَضْرِبْ بِهِ
وَلَا تَحْنُتْ ۚ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا
نِعْمَ الْعَبْدُ ۚ إِنَّهُ أَوَّابٌ

হযরত মূসা (আ)

সূরা বাকারা, ২ : ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫,
৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৭,
৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৮৭, ৯২

৫১. আর স্মরণ করুন! আমি নির্ধারিত করেছিলাম মূসার জন্য চল্লিশ রাত। তারপর তোমরা উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে বাছুর, তার প্রস্থানের পরে। আর তোমরা হলে যালিম।
৫২. তারপর আমি মাফ করেছি তোমাদের এতদসত্ত্বেও, যাতে তোমরা শোকর কর।
৫৩. আর স্মরণ করুন! আমি দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব ও ফুরকান, যাতে তোমরা হিদায়েত পাও।
৫৪. আর স্মরণ করুন! বলেছিল মূসা তার কাওমকে : হে আমার কাওম! তোমরা তো নিজেদের উপর যুলুম করেছ বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে। অতএব, তোমরা ফিরে এস তোমাদের স্রষ্টার দিকে এবং তোমরা হত্যা কর নিজেদের। ইহাই শ্রেয় তোমাদের স্রষ্টার কাছে। তারপর আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করেন। নিশ্চয়

৫১- وَإِذْ وُعِدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ
اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ
وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ

৫২- ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ

نَعَلَكُم تَشْكُرُونَ
৫৩- وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ
نَعَلَكُم تَهْتَدُونَ

৫৪- وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّا كُنَّا
ظَالِمِينَ أَنْفُسِكُمْ إِنَّا قَدْ خَوَّلْنَاكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا
إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ

তিনি হলেন মহা তাওবাকবুলকারী পরম দয়ালু।

৫৫. আর যখন তোমরা বলেছিলে : হে মুসা! কখনো আমরা ঈমান আনব না তোমার প্রতি, যতক্ষণ না আমরা প্রত্যক্ষ করি আল্লাহকে। তখন পাকড়াও করেছিল তোমাদের বজ্র, আর তোমরা তা দেখেছিলে।

৫৬. তারপর আমি পুনরায় জীবিত করেছিলাম তোমাদেরকে, তোমাদের মৃত্যুর পর, যাতে তোমরা শোকর কর।

৫৭. আর আমি ছায়া বিস্তার করেছিলাম তোমাদের উপর মেঘ দিয়ে এবং নাখিল করেছিলাম তোমাদের কাছে মান্না ও সালওয়া। বলেছিলাম : আহার কর, ভাল যা কিছু আমি তোমাদের দান করেছি তা থেকে। তারা আমার প্রতি কোন যুলুম করেনি, বরং তারা নিজীদেরই উপর যুলুম করেছিল।

৫৮. আর স্মরণ করুন! আমি বলেছিলাম : তোমরা প্রবেশ কর এ জনপদে এবং আহার কর সেখানে যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে এবং প্রবেশ কর দরজা দিয়ে নতশিরে এবং বল : মাফ চাই। আমি মাফ করব তোমাদের অপরাধ এবং বাড়িয়ে দেব আমার দান নেককারদের জন্য।

৫৯. কিন্তু যারা যুলুম করেছিল, তারা বদলে দিল, যে কথা তাদের বলা হয়েছিল, তার স্থানে অন্য কথা। সুতরাং আমি নাখিল করলাম যারা যুলুম করেছিল তাদের উপর আসমান থেকে শাস্তি, কেননা তারা অবাধ্য আচরণ করত।

৬০. আর স্মরণ করুন! মুসা পানি প্রার্থনা করেছিল তার কাওমের জন্য। আমি

فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

৫৫-وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ○

৫৬-ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

৫৭-وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَٰى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○

৫৮-وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فكلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَاَسْتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ○

৫৯-فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○

৬০-وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا

বলেছিলাম : আঘাত কর তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে, ফলে তা ফেটে বের হলো বারটি ঝরণাধারা। প্রত্যেক গোত্র চিনে নিল স্ব-স্ব পান করার স্থান। আমি বললাম : তোমরা আহাৰ কর এবং পান কর, আল্লাহ্ যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে, কিন্তু ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না যমীনে।

৬১. আর যখন তোমরা বলেছিলে : হে মূসা! আমরা কখনো ধৈর্যধারণ করব না একই রকম খাদ্যের উপর। অতএব আপনি প্রার্থনা করুন আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে, তিনি যেন উৎপন্ন করেন আমাদের জন্য ভূমি থেকে শাক-সজ্জী, কাঁকড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ। তখন মূসা বলল : তোমরা কি বদল করতে চাও নিকৃষ্টতর বস্তুর সাথে উৎকৃষ্টতর বস্তুকে? তাহলে তোমরা নেমে যাও কোন শহরে, সেখানে তোমাদের জন অবশ্যই রয়েছে, যা তোমরা চাও। তাদের উপর অবধারিত করা হলো লাঞ্ছনা ও দারিদ্র এবং তারা হয়ে পড়ল আল্লাহর ক্রোধের পাত্র। কেননা তারা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং হত্যা করত নবীদের অন্যায়ভাবে। ইহা এজন্য যে, তারা নাফরমানী করেছিল এবং সীমালঙ্ঘন করত।

৬৭. আর যখন বলেছিলো মূসা তার কাওমকে : নিশ্চয় আল্লাহ্ হুকুম দিয়েছেন তোমাদের একটি গরু যবেহ করতে। তখন তারা বলেছিল : তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ? মূসা বলল : আমি আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করি জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে।

اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ
اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ
مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ
وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

৬১- وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ
طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا
مِمَّا تَنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا
وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلَٰهًا ۗ قَالَ اَسْتَبْدِلُوْنَ
الَّذِى هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ
اِهْبِطُوْا مِصْرًا ۚ اِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ
وَبَاءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ
وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بِيْغْرِ الْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

৬৭- وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللّٰهَ
يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقْرَةً ۗ قَالُوْٓا
اَتَتَّخِذُنَا هٰزِوًا ۗ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ
اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝

৬৮. তারা বলল : প্রার্থনা কর আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে, তিনি যেন স্পষ্টভাবে আমাদের জানিয়ে দেন, সেটি কিরূপ ? মুসা বলল : আল্লাহ বলছেন, সেটি এমন গরু, যা বৃদ্ধও নয় এবং অল্প বয়স্কও নয়, বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি। অতএব তোমরা কর, যা তোমাদের হুকুম করা হয়েছে তা।

৬৯. তারা বলল : তুমি প্রার্থনা কর আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে, তিনি যেন স্পষ্টভাবে আমাদের জানিয়ে দেন, সেটির রং কী ? মুসা বলল : আল্লাহ বলছেন, সেটি হলুদ বর্ণের গরু, তার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদের আনন্দিত করে।

৭০. তারা বলল : তুমি প্রার্থনা কর আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে, তিনি যেন স্পষ্টভাবে আমাদের বলে দেন, সেটি কোনটি ? আমরা তো গরুটির ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হয়েছি। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা অবশ্যই ঠিক চিনতে পারব।

৭১. সে (মুসা) বলল : আল্লাহ বলছেন, সেটি এমন গরু, যা ব্যবহৃত হয়নি জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য, যা সুস্থ, যাতে নেই কোন খুঁত। তারা বলল : এখন তুমি এনেছ আমাদের কাছে সত্য, তখন তারা সেটি যবাহ করল, যদিও তারা তা করার ছিল না।

৭২. আর স্মরণ করুন ! তোমরা হত্যা করেছিলে এক ব্যক্তিকে, তারপর দোষারূপ করছিলে একে অন্যের প্রতি। আর আল্লাহ ব্যক্ত করছেন, যা তোমরা গোপন করছিলে।

৬৮- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۖ
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ظَرِئٌ وَلَا
بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ
فَاعْلَوْا مَا تَوْمَرُونَ ○

৬৯- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ۖ
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ
فَاتِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ○

৭০- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۖ
إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ۖ
وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ○

৭১- قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ
الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا
شِيَةَ فِيهَا ۖ قَالُوا الْفَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۖ
فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ○

৭২- وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُ فِيهَا ۖ
وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ ○

৭৩. তারপর আমি বললাম : তোমরা আঘাত কর যবাহুকৃত গরুর কোন অংশ দিকে মৃত ব্যক্তিকে। এভাবেই জীবিত করেন আল্লাহ মৃতকে এবং তোমাদের দেখান তাঁর নিদর্শনসমূহ, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

৮৭. আর আমি তো দিয়েছি মূসাকে কিতাব এবং পর্যায়ক্রমে পাঠিয়েছি তার পরে রাসূলদের এবং দিয়েছি ঈসা ইবন মারইয়ামকে স্পষ্ট নিদর্শন এবং তাকে শক্তিশালী করেছি জিব্রাঈলকে দিয়ে। তবে কি যখনই এসেছে তোমাদের কাছে কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে, যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখনই তোমরা অহংকার করেছ, আর কতককে অস্বীকার করেছ এবং কতককে হত্যা করেছ ?

৯২. আর মূসা তো নিয়ে এসেছে তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ, কিন্তু তোমরা উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ বাছুর তারপর, আর তোমরা তো হলে যালিম।

সূরা মায়িদা, ৫ : ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

২০. আর স্মরণ কর, বলেছিল মূসা তার কাওমকে : হে আমার কাওম! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, যখন তিনি করেছিলেন তোমাদের মধ্য থেকে নবী, করেছিলেন তোমাদের বাদশাহ এবং দিয়েছিলেন তোমাদের তা, যা দেওয়া হয়নি সারা জাহানে কাউকে।

২১. হে আমার কাওম! তোমরা প্রবেশ কর সে পবিত্র ভূমিতে, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন এবং

৭৩- فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا

كَذَلِكَ يُعَذِّبُ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

৮৭- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا

مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ

مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى

أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ

فَفَرِّقَنَّ كَذِبَتْكُمْ وَفَرِّقًا تَقْتُلُونَ

৯২- وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ

مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

২০- وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ

يَقَوْمِ ادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا

وَأَتاكم مَالًا يُؤْتِي أَحَدًا

مِنَ الْعَالَمِينَ

২১- يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُبَارَكَةَ

الَّتِي كُتِبَ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا

পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না, করলে তোমরা হয়ে পড়বে ক্ষতিগ্রস্ত।

২২. তারা বলল : হে মূসা! সেখানে তো রয়েছে এক দুর্ধর্ষ সম্প্রদায়, আমরা কিছুতেই প্রবেশ করব না সেখানে, যতক্ষণ না তারা বেরিয়ে আসে সেখান থেকে। তবে যদি তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসে, তাহলেই আমরা প্রবেশ করব।

২৩. যারা ভয় করছিল, তাদের মধ্যে দু'জন, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বললঃ তোমরা তাদের মুকাবিলা কর দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, যখনই তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে, তখনই তোমরা বিজয়ী হবে। আর তোমরা আল্লাহ্রই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।

২৪. তারা বলল : হে মূসা! আমরা কখনো সেখানে প্রবেশ করব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, যাও তুমি ও তোমার রব, যুদ্ধ কর গিয়ে। আমরা এখানেই বসে থাকব।

২৫. মূসা বলল : হে আমার রব! আমার কোন আধিপত্য নেই, আমার ও আমার ভাইয়ের উপর ছাড়া। অতএব আপনি ফয়সালা করে দিন আমাদের ও নাফরমান কাওমের মাঝে।

২৬. আল্লাহ্ বললেন : তবে ইহা নিষিদ্ধ রইল তাদের জন্য চল্লিশ বছর পর্যন্ত, তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে পৃথিবীতে। অতএব তুমি দুঃখ করো না নাফরমান কাওমের জন্য।

সূরা আন'আম, ৬ : ১৫৪

১৫৪. তারপর আমি দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব, যা ছিল সম্পূর্ণ নেককারদের

○ عَلَىٰ أَذْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ

২২- قَالُوا يٰمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ
وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا
حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ۖ

○ فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ

২৩- قَالَ رَجُلَيْنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ
أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۖ
فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِذْكُمْ غَلِبُونَ ۖ
وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

২৪- قَالُوا يٰمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا
مَّا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ
فَقَاتِلْ إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ ○

২৫- قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ
إِلَّا نَفْسِي وَآخِي
فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ○

২৬- قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ
أَرْبَعِينَ سَنَةً يَيَّتُهُنَّ فِي الْأَرْضِ ۚ
○ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

১৫৪- ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تِبَابًا

জন্য এবং বিশদ বিবরণ সব কিছুর, আর হিদায়েত ও রহমত স্বরূপ ; যাতে তারা তাদের রবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈমান আনে।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০

১০৩. তারপর আমি পাঠাই মূসাকে এদের পরে আমার নিদর্শনসহ ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে, কিন্তু তারা সে সবার প্রতি অবিচার করে। অতএব, লক্ষ্য কর কিরূপ হয়েছিল পরিণাম ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের।

১০৪. আর বলেছিল মূসা : হে ফির'আউন ! আমি তো একজন রাসূল রাসূল আলামীনের তরফ থেকে।

১০৫. ইহা স্থির নিশ্চিত যে, আমি বলব না আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু। আমি তো নিয়ে এসেছি তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের রবের তরফ থেকে ; সুতরাং যেতে দাও আমার সাথে বন্ ইসরাঈলকে।

১০৬. ফির'আউন বলল : যদি তুমি এনে থাক কোন নিদর্শন, তবে তা পেশ কর। যদি হও তুমি সত্যবাদী।

১০৭. তারপর মূসা নিষ্ক্ষেপ করল তার লাঠি, আর তখনই তা হয়ে গেল এক স্পষ্ট অজগর।

عَلَىٰ الذِّئْبِ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
وَهَدًى وَرَحْمَةً
لِّعَالَمِهِمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ○

১০৩- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ○

১০৪- وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرَعُونَ
إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১০৫- حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ
عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ

قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ
فَارْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ○

১০৬- قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ
فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○

১০৭- فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ
فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ○

১০৮. আর সে তার হাত বের করল এবং তা প্রতিভাত হল শুভ্র উজ্জ্বল দর্শকদের কাছে।
১০৯. ফির'আউনের কাওমের নেতারা বলল : এতো একজন সুবিজ্ঞ যাদুকর,
১১০. সে চায় তোমাদের বের করে দিতে তোমাদের দেশ থেকে, এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও ?
১১১. তারা বলল : কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও তাকেও তার ভাইকে এবং পাঠাও শহরে নগরে সংগ্রহকারীদের।
১১২. যেন তারা নিয়ে আসে তোমার কাছে প্রত্যেক অভিজ্ঞ যাদুকরকে।
১১৩. আর উপস্থিত হল যাদুকররা ফির-'আউনের কাছে, তারা বলল : অবশ্যই থাকবে তো আমাদের জন্য পুরস্কার, যদি আমরা বিজয়ী হই ?
১১৪. ফির'আউন বলল : হ্যাঁ, থাকবে ; আর তোমরা হবে আমার নৈকট্য-প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।
১১৫. যাদুকররা বলল : হে মুসা ! তুমি কি নিষ্ক্ষেপ করবে, না আমরা প্রথম নিষ্ক্ষেপকারী হব ?
১১৬. মুসা বলল : তোমরাই নিষ্ক্ষেপ কর। আর যখন তারা নিষ্ক্ষেপ করল, তখন তারা লোকের চোখে যাদু করল, তাদের আতংকিত করল এবং তারা সংঘটিত করল এক বড় ধরনের যাদু।
১১৭. তারপর আমি ওহী করলাম মুসার প্রতি যে, তুমিও নিষ্ক্ষেপ কর তোমার লাঠি, আর তখন তা গ্রাস করতে লাগল তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে।

১০৮- وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا

هِيَ بَيْضَاءٌ لِلنَّظِيرِينَ ○

১০৯- قَالِ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ

إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلَيْهِمُ ○

১১০- يَرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ،

فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ○

১১১- قَالُوا آرِجْهُ وَأَخَاهُ

وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ○

১১২- يَا تَوَكَّ بِكُلِّ سِحْرِ عَلَيْهِمُ ○

১১৩- وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ

قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا

○ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ○

১১৪- قَالَ نَعَمْ

○ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ○

১১৫- قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ

○ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ○

১১৬- قَالَ أَلْقُوا

فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ

○ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ○

১১৭- وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى

أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، فَإِذَا

○ هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ○

১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং অসার প্রতিপন্ন হল যা তারা করেছিল।
১১৯. আর তারা পরাভূত হল সেখানে এবং হয়ে গেল লাজ্জিত ;
১২০. আর যাদুকররা লুটিয়ে পড়ল সিজদায়।
১২১. তারা বলল : আমরা ঈমান আনলাম রাসুল আলামীনের প্রতি।
১২২. যিনি রব মুসা ও হারুনের।
১২৩. ফির'আউন বলল : তোমরা ঈমান আনলে এতে, আমি তোমাদের অনুমতি দেবার আগে ? এ তো এক চক্রান্ত, যা তোমরা করেছ শহরে বসে, যাতে তোমরা বের করে দিতে পার সেখান থেকে এর অধিবাসীদের। শিগ্গীরই তোমার জানতে পারবে।
১২৪. অবশ্যই আমি কেটে ফেলব তোমাদের হাত ও তোমাদের পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর আমি অবশ্যই শূলবিদ্ধ করব তোমাদের সবাইকে।
১২৫. তারা বলল : আমরা তো আমাদের রবের কাছে ফিরে যাব।
১২৬. তুমি তো আমাদের শাস্তি দিচ্ছ শুধু এ জন্য যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের রবের নিদর্শনে, যখন তা আমাদের কাছে এসেছে। হে আমাদের রব! তাওফীক দিন আমাদের সবর করার এবং মউত দিন আমাদের মুসলমানরূপে।
১২৭. ফির'আউনের কাওমের নেতারা বলল : আপনি কি ছেড়ে দিচ্ছেন মুসা ও তার কাওমকে দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাদের বর্জন করতে ?

- ১১৮- فَوَقَّعَ الْحَقُّ
وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○
১১৯- فَغَلِبُوا هُنَاكَ
وَانْقَلَبُوا صُغْرَيْنِ ○
১২০- وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ○
১২১- قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○
১২২- رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ○
১২৩- قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ
قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ؕ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ
مِّكَرْتُمْوهُ فِى الْمَدِيْنَةِ
لِيُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا
فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○
১২৪- لَا قِطْعَنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ
مِّنْ خِلَافٍ
ثُمَّ لَا صَلْبَ لَكُمْ اٰجْمَعِيْنَ ○
১২৫- قَالُوْا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ○
১২৬- وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا
اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْكُمَا
رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِيْنَ ○
১২৭- وَقَالَ الْمَلَاۤمِۦنُ قَوْمُ فِرْعَوْنَ
اَتَذَرُ مُوسٰى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا
فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآٰلِهَتَكَ

ফির'আউন বলল : অবশ্যই আমরা হত্যা করব তাদের পুত্র সন্তানদের এবং জীবিত রাখব তাদের নারীদের, আর আমরা তো তাদের উপর প্রবল ক্ষমতাবান।

قَالَ سَتَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ
وَنَسْتَجِي نِسَاءَهُمْ
وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ○

১২৮. মূসা বলল তার কাওমকে : তোমরা সাহায্য চাও আল্লাহর কাছে এবং সবার কর। নিশ্চয় যমীন তো আল্লাহরই। তিনি এর উত্তরাধিকারী করেন যাকে চান তার বান্দাদের থেকে। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

১২৮- قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ
وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ
يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ط
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ○

১২৯. তারা বলল : আমরা তো নির্যাতিত হয়েছি, আমাদের কাছে তোমার আমার আগে এবং তোমার আসার পরেও। মূসা বলল : শিগগীরই তোমাদের রব ধ্বংস করবেন তোমাদের শত্রু এবং তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন যমীনে। তারপর তিনি দেখবেন, তোমরা কেমন কর।

১২৯- قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ
أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ط
قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ
أَنْ يَهْلِكَ عِدَاكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ
فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ○

১৩০. আর আমি তো পাকড়াও করেছিলাম ফির'আউনীদে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতি দিয়ে, যাতে তারা অনুধাবন করে।

১৩০- وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ○

১৩১. আর যখন তাদের কোন কল্যাণ হত, তখন তারা বলত : এটা তো আমাদের প্রাপ্য, আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হত, তাহলে তারা অলুক্ষণে মনে করত তার জন্য মূসা ও তার সাথীদের। জেনে রাখ, তাদের অকল্যাণ তো আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

১৩১- فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ
قَالُوا لَنَا هَذِهِ ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ط
إِنَّمَا ظَنَرُوهُمْ عِنْدَ اللَّهِ
وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

১৩২. আর তারা বলেছিল : তুমি যে কোন নিদর্শনই আমাদের কাছে পেশ করনা কেন, তা দিয়ে আমাদের যাদু করার জন্য, আমরা তো নই তোমাতে ঈমান আনার।

১৩২- وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ
لِتَسْحَرَنَا بِهَا ۖ
فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ○

১৩৩. তারপর আমি পাঠাই তাদের উপর প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, বেঙ এবং রক্ত, যা ছিল স্পষ্ট নিদর্শন ; কিন্তু তারা অহংকার করে এবং তারা ছিল এক অপরাধী কাওম ।

১৩৪. আর যখন আপতিত হত তাদের উপর কোন শাস্তি তখন তারা বলত : হে মুসা! তুমি দু'আ করো আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে, তোমার সাথে তিনি যে ওয়াদা করছেন সে অনুযায়ী, যদি তুমি দূর কর আমাদের থেকে শাস্তি, তবে তো আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবই এবং অবশ্যই যেতে দেব তোমার সাথে বনু ইসরাঈলকে ।

১৩৫. বস্তুত, যখনই আমি দূর করতাম তাদের থেকে শাস্তি, এক নির্দিষ্ট কালের জন্য, যে শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত ছিল, তখন তারা ভংগ করত অস্বীকার ।

১৩৬. সুতরাং আমি শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের এবং ডুবিয়ে দিয়েছিলাম তাদের অতল সমুদ্রে । কেননা, তারা অস্বীকার করেছিল আমার নিদর্শনসমূহ এবং তারা ছিল এ ব্যাপারে গাফিল ।

১৩৭. আর আমি উত্তরাধিকারী করেছিলাম সে কাওমকে যাদের দুর্বল মনে করা হত পূর্ব ও পশ্চিমের যমীনের, যাতে আমি কল্যাণ রেখেছিলাম । আর পূর্ণ হল তোমার রবের কল্যাণ বাণী বনু ইসরাঈলের প্রতি । কেননা তারা সবার করেছিল । আর আমি ধ্বংস করেছিলাম শিল্ল, যা তৈরী করেছিল ফির'আউন ও তার কাওম এবং সে' সব প্রাসাদ, যা তারা নির্মাণ করেছিল ।

১৩৩- فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ
وَ الْجَرَادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفَادِعَ
وَ الدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ
فَاسْتَكْبَرُوا وَ كَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ○

১৩৪- وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا
يُمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ
لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ
لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ

وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ○

১৩৫- فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ
إِلَى أَجَلٍ
هُمْ يَلْغَوْنَ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ○

১৩৬- فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
بِآيَاتِنَا
وَ كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ○

১৩৭- وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا
يُستَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ
وَ مَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا
وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى
عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا
وَ دَمَرْنَا مَا كَانِ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ
وَ قَوْمَهُ وَ مَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ○

১৩৮. আর আমি প্যার করিয়ে ছিলাম বনু ইসরাঈলকে সমুদ্র, ফলে তারা পৌঁছে এমন এক কাওমের কাছে, যারা পূজা করত তাদের প্রতীমার। তারা বলল : হে মুসা ! বানিয়ে দেও আমাদের জন্য প্রতীমা, তাদের প্রতীমার মত। মুসা বলল : তোমরা তো এক মূর্থ সম্প্রদায়।

১৩৯. নিশ্চয় এসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে, তত্বো বিধ্বস্ত হবে এবং যা তারা করছে তাও অসার।

১৪০. সে (মুসা) আরো বলল : আমি কি তালাশ করব তোমাদের জন্য আল্লাহকে ছেড়ে অন্য ইলাহ ; অথচ তিনিই তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন সারা জাহানের উপর ?

১৪১. আর স্মরণ কর, আমি উদ্ধার করেছিলাম তোমাদের ফির'আউনের হাত থেকে, যারা দিত তোমাদের নিকৃষ্ট শাস্তি। তারা হত্যা করত তোমাদের পুত্র সন্তানদের এবং জীবিত রাখত তোমাদের নারীদের। আর এতে ছিল তোমাদের জন্য, তোমাদের রবের তরফ থেকে এক মহা পরীক্ষা।

১৪২. আর আমি ওয়াদা করেছিলাম মুসার জন্য ত্রিশ রাত এবং পূর্ণ করেছিল তা আরো দশ দিয়ে। এভাবেই পূর্ণ হয় তার রবের নির্ধারিত চল্লিশ রাত। আর বলেছিল মুসা তার ভাই হারুনকে : আপনি আমার প্রতিনিধিত্ব করবেন, আমার কাওমের মধ্যে এবং সংশোধন করবেন, আর অনুসরণ করবেন না ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ।

১৪৩. আর যখন মুসা উপস্থিত হলো আমার নির্ধারিত সময়ে এবং কথা বললেন

১৩৮- وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ؕ قَالُوا يُمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ؕ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ○

১৩৯- إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هُمْ فِيهِ وَبِطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

১৪০- قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَيْكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ○

১৪১- وَإِذْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ ؕ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكَ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكَ ؕ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكَ عَظِيمٌ ○

১৪২- وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَا بِعَشْرِ فِتْنَةٍ مُّيَقَّاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ؕ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ خُلْفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ○

১৪৩- وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا

তার সঙ্গে তার রব, তখন সে বলল :
হে আমার রব ! আমাকে দেখা দিন,
আমি আপনাকে দেখতে চাই। তিনি
বললেন : তুমি কখনো আমাকে
দেখতে পাবে না। তুমি বরং তাকাও
পাহাড়ের দিকে, যদি তা স্থির থাকে
স্বস্থানে, তবে অবশ্যই তুমি আমাকে
দেখতে পাবে। তারপর যখন তার রব
তাজাল্লী প্রকাশ করলেন পাহাড়ে,
তখন তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল তা
আর বেহুশ হয়ে পড়ে গেল মূসা।
তারপর যখন সে হুশ ফিরে পেল, তখন
বলল : পবিত্র মহান আপনি, আমি
অনুতপ্ত হয়ে আপনার প্রতি ফিরে
এলাম। আর আমিই প্রথম মু'মিন।

১৪৪. আল্লাহ বললেন : হে মূসা ! আমি তো
তোমাকে বৈশিষ্ট্য দান করেছি মানুষের
উপর আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ
দিয়ে। অতএব তুমি গ্রহণ করো, যা
আমি তোমাকে দিয়েছি তা এবং হয়ে
যাও শোকরকারীদের শামিল।

১৪৫. আর আমি লিখে দিয়েছি মূসার
জন্য ফলকে সব বিষয়ে উপদেশ ও
সবকিছুর ব্যাখ্যা। অতএব তুমি তা
দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং নির্দেশ দাও
তোমার কাওমকে যেন তারা তার যা
উত্তম তা গ্রহণ করে। আর শিগ্গীরই
আমি তোমাদের দেখাব পাপাচারীদের
বাসস্থান।

১৪৬. আর মূসার কাওম বানিয়ে নিল তার
অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দিয়ে
'হাম্বা' রবকারী বাছুরের এক দেহ।
তারা কি দেখেনি যে, সেটি তাদের
সাথে কথা বলে না এবং তাদের পথও
দেখায় না ? তারা সেটিকে উপাস্যরূপে

وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۖ قَالَ رَبِّ ارِنِي
أَنْظُرْ إِلَيْكَ ۖ قَالَ لَنْ تَرِنِي
وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ
فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي ۖ
فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ
مُوسَى صَعِقًا ۖ
فَلَمَّا أَفَاقَ
قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ○

১৪৪- قَالَ يُوسَىٰ إِنِّي اضْطَقَيْتُكَ
عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي ۖ
فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ○

১৪৫- وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَامِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مُوعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۖ
فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا
بِأَحْسَنِهَا ۖ
سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ○

১৪৬- وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ
مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَلْقِهِمْ
عِجْلًا جَسَدًا آلَهُ خَوَازِ
أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلِمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ

গ্রহণ করল, আর তারা তো ছিল
যালিম।

১৪৯. আর যখন তারা অনুতপ্ত হলো আর
দেখল যে, তারা তো গুমরাহ্ হয়ে
গেছে, তখন তারা বলল : আমাদের
রব যদি আমাদের প্রতি রহম না করেন
এবং আমাদের ক্ষমা না করেন ;
তাহলে আমরা তো হয়ে পড়ব
ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

১৫০. আর যখন ফিরে এলো মূসা তার
কাওমের কাছে জ্রুদ্ধ হয়ে, তখন সে
বলল : কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ
তোমরা আমার, আমার অনুপস্থিতিতে,
তোমরা জলদি করলে, তোমাদের
রবের আদেশের আগে ? আর সে ফেলে
দিল ফলকগুলো এবং তার ভাইয়ের
চুল ধরে নিজের দিকে টেনে আনল।
তার ভাই হারুন বলল : হে আমার
সহোদর ! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল
করে ফেলেছিল। অতএব তুমি আমার
সাথে এমন আচরণ করো না, যাতে
শত্রুরা খুশী হয়। আর তুমি আমাকে
যালিমদের অন্তর্ভুক্ত করো না।

১৫১. মূসা বলল : হে আমার রব ! আপনি
মাফ করুন আমাকে এবং আমার
ভাইকে, আর দাখিল করুন আমাদের
উভয়কে আপনার রহমতের মধ্যে।
আর আপনি তো শ্রেষ্ঠ রহমকারী।

১৫৪. আর যখন প্রশমিত হল মূসার ক্রোধ,
তখন সে ফলকগুলো তুলে নিল এবং
সে লিপিতে ছিল হিদায়েত ও রহমত
তাদের জন্য, যারা তাদের রবকে ভয়
করে।

১৫৫. আর বেছে নিল মূসা তার কাওম থেকে
সত্তর জন লোককে, আমার নির্ধারিত

سَبِيلًا مَّاتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ○

١٤٩- وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيِّدِهِمْ

وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا

قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا

وَيَغْفِرَ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

١٥٠- وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ

أَسْفًا ۖ قَالَ يَبْنَاسَا خَلَفْتُمُونِي

مِنْ بَعْدِي ۖ أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ

وَأَلْقَى الْأُلُوحَ

وَآخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۖ

قَالَ ابْنُ أُمِّ

إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي

وَكَادُوا يَقْتُلُونِي ۖ

فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ

وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

١٥١- قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي

وَادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ

وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ○

١٥٤- وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ

آخَذَ الْأُلُوحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى

وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ○

١٥٥- وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا

স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য। আর যখন পাকড়াও করল তাদের ভূমিকম্প, তখন মূসা বলল : হে আমার রব ! আপনি যদি ইচ্ছা করতেন, তবে এর আগেই তাদের ও আমাদের ধ্বংস করতে পারতেন। আপনি কি ধ্বংস করবেন আমাদের, যা করেছে নির্বোধরা আমাদের থেকে তার জন্য ? এত কেবল আপনার পরীক্ষা। যা দিয়ে আপনি গুমরাহ করেন যাকে চান এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন। আপনি তো আমাদের অভিভাবক, অতএব আপনি আমাদের মাফ করুন এবং আমাদের রহম করুন, আর আপনি তো শ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী।

১৫৬. আর আপনি লিপিবদ্ধ করুন আমাদের জন্য এ দুনিয়াতে কল্যাণ এবং আখিরাতেও আর আমরা তো প্রত্যাবর্তন করেছি আপনারই দিকে। আল্লাহ বললেন : আমার আযাব, আমি দেই তা যাকে চাই, আর আমার রহমত, তা তো পরিব্যপ্ত প্রত্যেক বস্তুতে। সুতরাং আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনসমূহে ঈমান রাখে।

১৫৯. আর মূসার কাওমের মাঝে আছে একদল, যারা ন্যায়ভাবে হিদায়েত করে এবং সে মতেই ইনসাফ করে।

১৬০. আর আমি বিভক্ত করেছি তাদের বারো গোত্রে-দলে। আর আমি ওহীর মাধ্যমে জানালাম মূসাকে, যখন তার কাছে পানি চেয়েছিল তার কাওম : আঘাত কর তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে। ফলে উৎসারিত হল সে পাথর থেকে বারোটি

لَيِّقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ
أَهْلَكْتَهُمْ مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۚ
أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنَّا ۖ
إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ ۚ
تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ
وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۚ
أَنْتَ وَلِيِّنَا فَاغْفِرْ
لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ
خَيْرُ الْغَافِرِينَ ○

১৫৬- وَكَتَبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَّفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِلَيْكَ
قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ ۚ
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ
فَسَاكِنُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ○

১৫৯- وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى
أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ○

১৬০- وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا
أُمَمًا ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ
قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ
فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ

প্রস্রবণ, প্রত্যেক গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ পান-স্থান, আর আমি ছায়া বিস্তার করেছিলাম তাদের উপর মেঘ দিয়ে এবং পাঠিয়েছিলাম তাদের কাছে মাল্লা ও সালওয়া। আর বলেছিলাম : খাও, ভাল যা কিছু তোমাদের দিয়েছি তা থেকে। তারা কোন যুলুম করেনি আমার প্রতি বরং তারা তো যুলুম করেছে নিজেদের প্রতি।

সূরা ইউনুস, ১০ : ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯

৭৫. তাদের পরে আমি পাঠাই মূসা ও হারুনকে ফির'আউন ও তার পারিষদ-বর্গের কাছে, আমার নিদর্শন দিয়ে। কিন্তু তারা অহংকার করে এবং তারা ছিল অপরাধী কাওম।

৭৬. তারপর যখন এল তাদের কাছে সত্য আমার তরফ থেকে, তখন তারা বলল : নিশ্চয় এতো স্পষ্ট যাদু।

৭৭. মূসা বলল : তোমরা এরূপ বলছ সত্য সম্পর্কে। যখন তা তোমাদের কাছে এলো? এটা কি যাদু? আর যাদুকররা তো সফলকাম হয় না।

৭৮. তারা বলল : তুমি কি এসেছ আমাদের কাছে, আমাদের বিচ্যুত করার জন্য তা থেকে, যার উপর আমরা পেয়েছি আমাদের পিতৃ-পুরুষদের এবং যাতে তোমাদের দু'জনার জন্য দেশে প্রতিপত্তি হয়? আর আমরা তোমাদের প্রতি ঈমান আনার নই।

৭৯. আর ফির'আউন বলল : তোমরা নিয়ে এসো আমার কাছে সব দক্ষ যাদুকরদের।

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ

وَوَضَعْنَا عَلَىٰهِمُ الْعِمَامَ ۖ وَانْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰۤیَ وَالسَّلٰوٰی ۖ
كُلُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

৭৫- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِم مُّوسٰی وَهٰرُونَ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَمَلَآِیْهِ بِآٰیٰتِنَا
فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِیْنَ ۝

৭৬- فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْۤا اِنَّ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ۝

৭৭- قَالَ مُّوسٰی اَتَقُوْلُوْنَ لِلسَّحْرِ اَنَّا جَآءُكُمْ اَسِحْرٌ هٰذَا ۙ وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُوْنَ ۝

৭৮- قَالُوْۤا اَجَعْنٰۤیۤا اِتَلٰفٰتِنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَیْهِۤ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنُ لَكُمُ الْكِرْبَیَآءُ فِی الْاَرْضِ ۙ وَمَا نَحْنُ لَكُمۡ بِمُؤْمِنِیْنَ ۝

৭৯- وَقَالَ فِرْعَوْنُ اِثْنُوْنِیْ بِكُلِّ سِحْرِ عَلَیَّهِۭ ۝

৮০. পরে যখন যাদুকররা এল, তখন মূসা তাদের বলল : তোমার নিষ্কেপ কর, যা তোমাদের নিষ্কেপ করার।
৮১. তারপর যখন তারা নিষ্কেপ করল, তখন মূসা বলল : যা তোমরা নিয়ে এসেছ, তা তো যাদু। নিশ্চয় আল্লাহ্ অচিরেই তা অসার করে দেবেন। আর আল্লাহ্ তো সম্পন্ন হতে দেন না ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ।
৮২. আর আল্লাহ্ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন তাঁর বাণী অনুযায়ী, যদিও অপরাধীরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।
৮৩. ঈমান আনেনি মূসার প্রতি কেউ, তার কাওমের একদল ব্যতীত তাও এ আশংকায় যে, ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গ তাদের উপর নির্যাতন করবে। বস্তুত ফির'আউন তো ছিল দেশে প্রচণ্ড স্বৈচ্ছাচারী। আর সে তো ছিল সীমালংঘনকারীদের একজন।
৮৪. আর মূসা বলেছিল : হে আমার কাওম! যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনে থাক, তবে তোমরা তাঁরই উপর ভরসা কর, যদি হও তোমরা মুসলিম।
৮৫. তারপর তারা বলল : আমরা আল্লাহ্রই উপর ভরসা করলাম। হে আমাদের রব! আপনি বানাবেন না আমাদের উৎপীড়নের পাত্র যালিম লোকদের;
৮৬. আর আমাদের রক্ষা করুন, আপনার রহমতে, কাফির লোকদের থেকে।
৮৭. আর আমি ওহী করলাম মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের কাওমের জন্য মিশরে গৃহ স্থাপন কর, এবং তোমাদের গৃহগুলোকে কর ইবাদতের স্থান এবং সালাত

৮০- فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ○

৮১- فَلَمَّا الْقُوا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۖ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ○

৮২- وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ○

৮৩- فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةُ مَنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ۖ وَإِنْ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ○

৮৪- وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ

تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ○
৮৫- فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۖ

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا

فِتْنَةً ۖ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

৮৬- وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ

مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○

৮৭- وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوُّا لِقَوْمِكُمْ بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً

কায়েম কর আর সুসংবাদ দাও মু'মিনদের।

৮৮. আর মুসা বলল : হে আমাদের রব ! আপনি তো দিয়েছেন ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গকে শোভা ও সম্পদ পার্থিব জীবনের। হে আমাদের রব ! যা দিয়ে এ কারণে তারা লোকদের আপনার পথ থেকে গুমরাহ করে। হে আমাদের রব ! আপনি বিনষ্ট করে দিন তাদের সম্পদ এবং কঠিন করে দিন তাদের হৃদয়। আর তারা তো ঈমান আনবে না প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৮৯. আল্লাহ বললেন : তোমাদের উভয়ের দু'আ কবুল করা হল, অতএব তোমার দৃঢ় থেক এবং কখনও অনুসরণ করো না তাদের পথ, যারা জানে না।

সূরা হূদ, ১১ : ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯

৯৬. আর অবশ্যই আমি পাঠিয়েছিলাম আমার নিদর্শনাবলী এবং স্পষ্ট প্রমাণ সহ—
৯৭. ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট। কিন্তু তারা ফির'আউনের নির্দেশ অনুসরণ করত আর ফির'আউনের নির্দেশ মোটেও ঠিক ছিল না।
৯৮. সে তার কাওমের অগ্রভাগে থাকবে কিয়ামতের দিন, আর তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। কত নিকৃষ্ট সে স্থান, যেখানে তারা উপনীত হবে।
৯৯. আর তাদের সঙ্গে রইল এ দুনিয়ায় লানত এবং কিয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট সে পুরস্কার, যা তাদের দেয়া হবে।

وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৮৮- وَقَالَ مُوسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَآءَ زَيْنَهٗ وَ اَمْوَآلَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَآلِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝

৮৯- قَالَ قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَاَسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৯৬- وَهَٰذَا اَرْسَلْنَا مُوسٰى بِآيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

৯৭- اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَآٖهِ فَاتَّبَعُوْا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۝

৯৮- يَّقْدُمُ قَوْمُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاُوْرَدَهُمُ النَّارَ ۚ

وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمُوْرُوْدُ ۝

৯৯- وَاتَّبَعُوْا فِىْ هٰذِهِ لَعْنَهٗ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ۝

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৫, ৬, ৭, ৮

৫. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে এবং বলেছিলাম : বের করে নিয়ে এসো। তোমার কাওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে এবং উপদেশ দাও তাদের আল্লাহর দিনগুলো দিয়ে। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞের জন্য।

৬. আর স্মরণ কর, বলেছিল মূসা তার কাওমকে : তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে, যখন তিনি তোমাদের বাঁচিয়েছিলেন ফির'আউনী সম্প্রদায় থেকে, যারা তোমাদের নিকৃষ্ট শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদের যবাহ করত এবং তোমাদের নারীদের জীবিত রাখত। আর এত ছিল এক মহা-পরীক্ষা তোমাদের রবের তরফ থেকে।

৭. আর স্মরণ কর, তোমাদের রব ঘোষণা করেন : যদি তোমরা শোকর কর, তবে অবশ্যই আমি বেশী বেশী দেব, কিন্তু যদি না শোকরী কর, তবে আমার শাস্তি অতিশয় কঠোর।

৮. আর মূসা আরো বলল : যদি তোমরা এবং যারা পৃথিবীতে আছে, তারা সবাই নাশোকরী কর, তবে আল্লাহ তো বেনিয়ায়, প্রশংসিত।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২, ১০১, ১০২

২. আর আমি দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব এবং করেছিলাম তাকে পথনির্দেশক বনু ইসরাঈলের জন্য, বলেছিলাম : তোমরা গ্রহণ করবে না কাউকে আমাকে ছাড়া কর্ম সম্পাদনকারীরূপে।

৫-وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ

وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

৬-وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ

اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدُبُّونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُمْ

بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝

৭-وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ

لَّيْنٌ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

وَلَّيْنٌ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝

৮-وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا

أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

جَمِيعًا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

২-وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ

هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا تَتَّخِذُوا

مِّن دُونِي وَكِيلًا ۝

১০১. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন, আপনি বনু-ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। যখন সে এসেছিল তাদের কাছে, তখন ফিরে আসুন তাকে বলেছিল : হে মূসা ! আমি তো তোমাদের মনে করি যাদুগ্রস্ত।

১০২. মূসা বলেছিল : তুমি তো জান, এ সব নিদর্শন তো নাযিল করেছেন আসমান ও যমীনের রব আল্লাহ প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। হে ফিরে আসুন ! আমি তো দেখছি তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত।

সূরা কাহফ, ১৮ : ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

৬০. আর স্মরণ কর, বলেছিল মূসা তার খাদিমকে : আমি থামব না দুই সমুদ্রের সন্মিলন স্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত অথবা আমি চলতে থাকব যুগ যুগ ধরে।

৬১. তারপর তারা উভয়ে যখন পৌঁছল দুই সমুদ্রের সন্মিলন স্থলে, তখন তারা ভুলে গেল তাদের মাছের কথা। আর মাছ নেমে গেল সমুদ্রে সুড়ংগের মত পথ করে।

৬২. তারা যখন আরো অগ্রসর হল, তখন মূসা তার খাদিমকে বলল : নিয়ে এস আমাদের ভোরের নাশতা, আমরা তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমাদের এ সফরে।

৬৩. খাদিম বলল : আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন বিশ্রাম করছিলাম পাথরের কাছে, তখন আমি ভুলে গিয়েছিলাম মাছের কথা ? শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে সে

১০১- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ فَمَسَّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ
فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ
إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۝

১০২- قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنزَلَ
هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ
وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مُثَبَّرًا ۝

৬০- وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ
لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ
أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۝

৬১- فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا
نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ
سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝

৬২- فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ
اتَّبِعْنَا عِدَاءَنَا
لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۝

৬৩- قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ
فَاتَّبَعْنَاهُ نَسِيتُ الْحُوتَ
وَمَا أَنْسَيْنَاهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۝

কথা বলতে। আর মাছটি নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল আশ্চর্যজনক-ভাবে।

৬৪. মূসা বলল : সে জায়গাই তো আমরা অনুসন্ধান করছি। তারপর তারা ফিরে চলল নিজেদের পায়ের চিহ্ন ধরে।

৬৫. তারপর তারা পেল আমার বান্দাদের থেকে এক বান্দাকে। যাকে আমি দান করেছিলাম রহমত আমার তরফ থেকে এবং যাকে আমি শিক্ষা দিয়েছিলাম আমার তরফ থেকে বিশেষ জ্ঞান।

৬৬. মূসা তাকে বলল : আমি কি আপনার অনুসরণ করব এশর্তে যে, আপনি আমাকে শিক্ষা দেবেন সত্যের যে জ্ঞান আপনাকে দেওয়া হয়েছে তা থেকে ?

৬৭. সে বলল : আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না।

৬৮. আর কেমন করে আপনি সবর করবেন সে বিষয়ে, যে বিষয়ে আপনার জ্ঞানায়ত্ত নয় ?

৬৯. মূসা বলল : অবশ্য আপনি 'ইনশা আল্লাহ্' আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি অমান্য করব না আপনার কোন আদেশ।

৭০. সে বলল : আচ্ছা, যদি আপনি আমার অনুসরণ করেন-ই, তবে আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি সে বিষয়ে আপনাকে কিছু বলি।

৭১. তারপর তারা উভয়ে চলতে লাগল, চলতে চলতে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল, তখন সে তা ছিদ্র করে দিল। মূসা বলল : আপনি কি তা বিদীর্ণ

وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝

৬৪- قَالَ ذُرْكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۝

فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۝

৬৫- فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا

اتَّبَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ كُنَّا عَلَّمْنَا ۝

৬৬- قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ

عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۝

৬৭- قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ

مَعِيَ صَبْرًا ۝

৬৮- وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ

مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۝

৬৯- قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ

صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝

৭০- قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي

فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ

أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

৭১- فَانْطَلَقَا وَرَبَّهُ حَتَّىٰ إِذَا

رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۝

قَالَ أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ۝

করে দিলেন এর আরোহীদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য ? আপনি তো করলেন এক গুরুতর অন্যায় কাজ !

৭২. সে বলল : আমি কি বলিনি যে, আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না ?

৭৩. মূসা বলল : আপনি আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করবেন না, যে ভুল আমি করেছি সে জন্য। আর আমার ব্যাপারে খুব কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।

৭৪. তারপর তারা উভয়ে চলতে লাগল। চলতে চলতে যখন তারা সাক্ষাত পেল এক বালকের তখন সে তাকে হত্যা করল। মূসা বলল : আপনি কি হত্যা করলেন এক নিষ্পাপ ব্যক্তিকে ? কোন ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধ ছাড়াই ? আপনি তো করলেন এক গুরুতর অপরাধ !

৭৫. সে বলল : আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না ?

৭৬. মূসা বলল : যদি আমি আপনাকে কোন প্রশ্ন করি এর পরে, তবে আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। আপনার কাছে আমার ওয়র আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

৭৭. তারপর তারা উভয়ে চলতে লাগল। চলতে চলতে তারা যখন পৌঁছল এক জনপদবাসীর কাছে, তখন তারা তাদের কাছে খাবার চাইল। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। তারপর তারা সেখানে এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল এবং সে তা সুদৃঢ় করে দিল। মূসা বলল : আপনি যদি

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا

৭২- قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

৭৩- قَالَ لَا تَأْخِذْ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تَزِرْ وَفَيْكَ مِنْ أَمْرِي عُسْرًا

৭৪- فَأَنْطَلَقَا وَهُوَ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيََا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۖ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثَكْرًا

৭৫- قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

৭৬- قَالَ إِنْ سَأَلْتِكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا

৭৭- فَأَنْطَلَقَا وَهُوَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ

চাইতেন, তবে অবশ্যই এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।

৭৮. সে বলল : এখানেই আমার ও আপনার মাঝে সম্পর্কে-চ্ছেদ হয়ে গেল। অবশ্যই আমি আপনাকে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করব সে বিষয়ে যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি।

৭৯. হ্যাঁ, নৌকাটির ব্যাপার, তা ছিল কতিপয় গরীব লোকের। যারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিতে ঋটিযুক্ত করতে, কেননা তাদের পেছনে ছিল এক রাজা, যে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিত সব ভাল নৌকা।

৮০. আর বালকটি তার পিতা মাতা ছিল মু'মিন। আমি ভয় করলাম যে, সে তাদের বিব্রত করবে নাফরমানী ও কুফরীর কারণে।

৮১. অতএব আমি চাইলাম যে, তাদের রব তার পরিবর্তে তাদের এক সন্তান দান করেন, যে হবে উন্নত তার চাইতে পবিত্রতায় এবং ঘনিষ্ঠতর ভক্তি ও ভালবাসায়।

৮২. আর প্রাচীরটি তা ছিল শহরের দুই ইয়াতীম কিশোরের, যার নীচে ছিল গুণ্ডন তাদের জন্য আর তাদের পিতা ছিল এক নেককার ব্যক্তি। সুতরাং আপনার রব ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা বের করে নিক তাদের ধন-ভাণ্ডার। এ ছিল আপনার রবের তরফ থেকে রহমত। আর আমি করিনি কোন কিছু আমার নিজের তরফ থেকে। এ হল ব্যাখ্যা সে বিষয়ের যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি।

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

৭৮- قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ

سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ

مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

৭৯- أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ

يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ

أَنْ أَعْيَبَهَا وَكَانَ رَأَاهُمْ مَلِكٌ

يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

৮০- وَأَمَّا الْغُلَمُ فَكَانَ أَبُوهُ

مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يَرُوهُمَا

طُغْيَانًا وَكُفْرًا

৮১- فَأَرْدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا

خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا

৮২- وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ

فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا

وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي

ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

সূরা যারিয়াত, ১৯ : ৫১, ৫২, ৫৩

৫১. আর আপনি স্মরণ করুন! এ কিতাবে উল্লেখিত মূসার কথা, সে তো ছিল বিশেষভাবে মনোনীত বান্দা আর সে ছিল রাসূল-নবী।

৫২. আর আমি তাকে ডেকে ছিলাম ত্বরের ডান দিক থেকে এবং তাকে নৈকট্য দান করেছিলাম অন্তরঙ্গ আলাপের মাধ্যমে।

৫৩. আর আমি তাকে দিয়েছিলাম আমার তরফ থেকে রহমত স্বরূপ তার ভাই হারুনকে নবীরূপে।

সূরা তো-হা, ২০ : ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮

৯. আর পৌঁছেছে কি আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত?

১০. যখন সে দেখতে পেল আগুন, তখন সে বলল, তার পরিবারবর্গকে : তোমরা এখানে থাক, আমি তো দেখতে পেয়েছি আগুন, হয়ত আমি নিয়ে আসব তোমাদের কাছে তা থেকে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার অথবা আমি পাব আগুনের কাছে কোন পথের সন্ধানদাতা।

৫১- وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ
إِنَّهُ كَانَ مَخْلُصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝

৫২- وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ
وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝

৫৩- وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا
أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝

১- وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۝

১০- إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ

امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا

لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ

أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝

১১. তারপর যখন সে আগুনের কাছে পৌঁছল, তখন ডেকে বলা হলো : হে মুসা !
১২. আমিই তোমার রব, অতএব তুমি খুলে ফেল তোমার জুতা। কেননা, তুমি তো রয়েছ পবিত্র তুওয়া উপত্যকায়।
১৩. আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব তুমি মনোযোগ সহকারে শোন, যে ওহী করা হয় তা।
১৪. আমিই আল্লাহ, নেই কোন ইলাহ আমি ছাড়া। সুতরাং ইবাদত কর আমারই এবং কায়েম কর সালাত আমারই স্মরণে।
১৫. অবশ্যই কিয়ামত আসবে। আমি তা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল লাভ করতে পারে।
১৬. অতএব যেন তোমাকে নিবৃত্ত না করে সে ব্যক্তি, যে তাতে বিশ্বাস করে না, এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তাহলে তুমি ধ্বংস হবে।
১৭. তোমার ডান হাতে ওটা কী ? হে মুসা!
১৮. সে বলল : এটা আমার লাঠি, আমি তাতে ভর দেই এবং তা দিয়ে গাছের পাতা পাড়ি আমার মেঘ-পালের জন্য, আর তাতে রয়েছে আমার আরো অনেক কাজ।
১৯. আল্লাহ বললেন : নিষ্ক্ষেপ কর তা, হে মুসা!
২০. আর সে নিষ্ক্ষেপ করল তা, তখনই তা পরিণত হলো ধাবমান সাপে।

১১- فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يُمُوسَىٰ ۝

১২- إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ۝

১৩- وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۝

১৪- إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۚ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝

১৫- إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۝

১৬- فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ۝

১৭- وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يُمُوسَىٰ ۝

১৮- قَالَتْ هِيَ عَصَايَ ۚ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأُشْفٍ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي ۚ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ۝

১৯- قَالَ أَلْقِهَا يُمُوسَىٰ ۝

২০- فَالْقُحَّاءُ إِذْ هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۝

২১. তিনি বললেন : তুমি তাকে ধর এবং ভয় করো না, এখনই আমি তাকে ফিরিয়ে দেব তার পূর্ব অবস্থায়।
২২. আর তুমি রাখ তোমার হাত তোমার বগলে, তা বেরিয়ে আসবে নির্মল সমুজ্জ্বলরূপে অপর এক নিদর্শন স্বরূপ।
২৩. যাতে আমি তোমাকে দেখাতে পারি আমার মহা-নিদর্শনগুলোর কিছু।
২৪. তুমি যাও ফির'আউনের কাছে, সে তো সীমালংঘন করেছেন।
২৫. মূসা বলল : হে আমার রব! প্রশস্ত করে দিন আমার বক্ষ।
২৬. এবং সহজ করে দিন আমার কাজ।
২৭. আর দূর করে দিন জড়তা আমার জিহবার।
২৮. যাতে তারা বুঝতে পারে আমার কথা।
২৯. আর নিযুক্ত করুন আমার জন্য একজন সাহায্যকারী আমার পরিবার-পরিজন থেকে।
৩০. আমার ভাই হারুনকে।
৩১. সুদৃঢ় করুন তাকে দিয়ে আমার শক্তি।
৩২. এবং অংশী করুন তাকে আমার কাজে।
৩৩. যাতে আমরা তাস্বীহ করতে পারি আপনার বেশী-বেশী।
৩৪. আর স্মরণ করতে পারি আপনাকে অধিক।
৩৫. আপনি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা।
৩৬. আল্লাহ বললেন : অবশ্যই তোমাকে দেওয়া হল, যা তুমি চেয়েছ হে মূসা!

২১- قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ وَتَقَى

سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ○

২২- وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ

بَيضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوَاءٍ آيَةً أُخْرَى ○

২৩- لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ○

২৪- اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ○

২৫- قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ○

২৬- وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ○

২৭- وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ○

২৮- يَفْقَهُوا قَوْلِي ○

২৯- وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ○

৩০- هَارُونَ أَخِي ○

৩১- اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ○

৩২- وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ○

৩৩- كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ○

৩৪- وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ○

৩৫- إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ○

৩৬- قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى ○

৩৭. আমি তো অনুগ্রহ করেছি তোমার প্রতি আরো একবার,
৩৮. যখন আমি অবহিত করেছিলাম তোমার মাকে, যা অবহিত করার ছিল তা-
৩৯. এই যে, তুমি রাখ তাকে সিন্দুকের মাঝে, এরপর নিষ্ক্ষেপ কর তা দরিয়ায়, যাতে দরিয়া তাকে তীরে ফেলে দেয়, নিয়ে যাবে তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু। আর আমি চেলে দিয়েছিলাম তোমার উপর মহব্বত আমার তরফ থেকে, যাতে তুমি আমার চোখের সামনে লালিত-পালিত হও।
৪০. যখন তোমার বোন এসে বলল : আমি কি তোমাদের বলে দেব, যে তার দায়িত্ব-ভার নেবে ? তখন আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তোমার মায়ের কাছে, যাতে তার চোখ-জুড়ায় এবং সে চিন্তিত না হয়। তারপর তুমি হত্যা করেছিলে এক ব্যক্তিকে, আর আমি মুক্ত করেছিলাম তোমাকে দুশ্চিন্তা থেকে এবং তোমাকে পরীক্ষা করেছিলাম নানাভাবে। এরপর তুমি অবস্থান করেছিলাম কয়েক বছর মাদইয়ান-বাসীদের মাঝে। তারপর তুমি উপস্থিত হলে এক নির্ধারিত সময়ে হে মুসা!
৪১. আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি আমার নিজের জন্য।
৪২. যাও তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনসহ এবং তোমরা আমার স্বরণে শৈথিল্য করো না।
৪৩. তোমরা দু'জন ফির'আউনের কাছে যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে।
৪৪. আর তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।

৩৭- وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ

৩৮- إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ

৩৯- أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ ۖ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۖ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي

৪০- إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَكَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۚ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يُّوسَىٰ

৪১- وَأَصْطَنَعْنَاكَ لِنَفْسِي

৪২- إِذْهَبْ أَنتَ وَآخُوكَ بِآيَتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي

৪৩- إِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ

৪৪- فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

৪৫. তারা বলল : হে আমাদের রব ! আমরা আশংকা করি যে, সে আমাদের উপর যুলুম করবে অথবা সীমালংঘন করবে ।
৪৬. আল্লাহ বললেন : তোমরা ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সংগে আছি, আমি শুনি এবং দেখি ।
৪৭. আর তোমরা তার কাছে যাও এবং বল : আমরা রাসূল তোমার রবের ; কাজেই তুমি পাঠাও আমাদের সাথে বনু ইসরাঈলকে এবং তাদের কষ্ট দিওনা । আমরা তো নিয়ে এসেছি তোমার কাছে নিদর্শন, তোমার রবের তরফ থেকে । আর সালাম তার প্রতি যে হিদায়েত অনুসারে চলে ।
৪৮. আমাদের প্রতি তো ওহী করা হয়েছে যে, নিশ্চয় শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় ।
৪৯. ফির'আউন বলল : তাহলে তোমাদের রব কে? হে মূসা!
৫০. মূসরা বলল : আমাদের রব তিনি, যিনি দান করেছেন প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি, তারপর তাকে হিদায়েত দান করেছেন ।
৫১. ফির'আউন বলল : তাহলে কী অবস্থা পূর্ববর্তী যুগের লোকদের ?
৫২. মূসা বলল : এর জ্ঞান রয়েছে আমার রবের কাছে লাওহে-মাহফুযে ; বিভ্রান্ত হন না আমার রব এবং তিনি বিস্মৃত হন না ।
৫৩. যিনি করেছেন তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা, আর করেছেন তোমাদের জন্য তাতে চলার পথ এবং তিনি বর্ষণ করেন আসমান থেকে পানি । তারপর আমি

৫৫- قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ○

৫৬- قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ○

৫৭- فَاتِيَهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ○

৫৮- إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ○

৫৯- قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُوسَى ○

৬০- قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى

كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ○

৬১- قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ○

৬২- قَالَ عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ

لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ○

৬৩- الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ

উৎপন্ন করি তা দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ হরেক রকমের।

৫৪. যা তোমরা খাও এবং তোমাদের পশু চরাও। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন বিবেকবানদের জন্য।
৫৫. আমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি তোমাদের এবং এতেই ফিরিয়ে নেব তোমাদের, আর তা থেকেই বের করব তোমাদের পুনর্বার।
৫৬. আর আমি তো দেখিয়েছি ফির'আউনকে আমার নিদর্শনসমূহ, কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে এবং অস্বীকার করেছে।
৫৭. ফির'আউন বলল : হে মুসা! তুমি কি এসেছ আমাদের কাছে, যাতে তুমি বের করে দেবে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে, তোমার যাদু দিয়ে?
৫৮. তা হলে আমরাও অবশ্যই তোমার কাছে উপস্থিত করব-এর অনুরূপ যাদু। সুতরাং স্থির কর আমাদের ও তোমার মাঝে এক নির্দিষ্ট সময়, যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না, এক সমতল ভূমিতে।
৫৯. মুসা বলল : তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময় হল উৎসবের দিন এবং সমবেত করা হবে লোকদের দিনের প্রথম অংশে।
৬০. তারপর ফিরে গেল ফির'আউন এবং একত্র করল তার কুট-কৌশল, এরপর ফিরে এল।
৬১. বলল মুসা তাদের : দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। তাহলে তিনি সমূলে ধ্বংস করবেন তোমাদের আযাব দিয়ে। আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে।

فَاَخْرَجْنَاهُ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ۝

৫৪- كُلُوا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ۝

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ۝

৫৫- مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اٰخَرٰى ۝

৫৬- وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا

فَكَذَّبَ وَاَبٰى ۝

৫৭- قَالَ اَجِئْتَنِيْ لِتُخْرِجَنِيْ

مِّنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوسٰى ۝

৫৮- فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ

بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهٗ

نَحْنُ وَلَا اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۝

৫৯- قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّيْنَةِ

وَاَنْ يُخَشَّرَ النَّاسُ ضَحٰى ۝

৬০- فَتَوَلٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ

ثُمَّ اٰتٰ ۝

৬১- قَالَ لَهُمْ مُّوسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا

عَلٰى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۝

وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ۝

৬২. এরপর তারা বিতর্ক করল তাদের কর্ম সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে এবং তারা গোপনে পরামর্শ করল।

৬৩. তারা বলল : এ দু'জন অবশ্যই যাদুকর, তারা চায় আমাদের বের করে দিতে, তোমাদের যমীন থেকে তাদের যাদু দিয়ে এবং বিনষ্ট করে দিতে তোমাদের উত্তম জীবন ব্যবস্থা।

৬৪. অতএব তোমরা সংহত কর তোমাদের যাদুক্রিয়া, এরপর উপস্থিত হও সারিবদ্ধ-ভাবে এবং সে-ই সফল আজ যে বিজয়ী।

৬৫. তারা বলল : হে মুসা! হয় তুমি নিষ্ক্ষেপ করবে, নতুবা আমরাই হব প্রথমে নিষ্ক্ষেপকারী।

৬৬. মুসা বলল : বরং তোমরাই নিষ্ক্ষেপ কর। পরে অকস্মাৎ তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো, মূসার কাছে মনে হল তাদের যাদুর কারণে যে, সে গুলো ছুটোছুটি করছে।

৬৭. মুসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করল।

৬৮. আমি বললাম : ভয় করো না, তুমি-ই তো বিজয়ী হবে।

৬৯. আর তুমি নিষ্ক্ষেপ কর, যা রয়েছে তোমার ডান হাতে, তা গ্রাস করে ফেলবে তারা যা করেছে, তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কুট-কৌশল। আর যাদুকর সফল হবে না, যেখানেই সে আসুক।

৭০. এরপর সিজ্‌দায় পড়ে গেল যাদু করেরা। তারা বলল : 'আমরা ঈমান আনলাম হারুন ও মূসার রবের প্রতি'।

৬২- فَتَنَّا زَعَوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ

وَاسْرُوا النَّجْوَى ○

৬৩- قَالُوا إِنَّ هَٰذَيْنِ لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ○

৬৪- فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوْا صَفًّا ○ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ○

৬৫- قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ○

৬৬- قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ○

৬৭- فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى ○

৬৮- قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الرَّاعِي ○

৬৯- وَالْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ○ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَحِيرٌ ○ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اتَّى ○

৭০- فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا ○ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ○

৭১. ফির'আউন বলল : তোমরা ঈমান আনলে তার প্রতি, আমার অনুমতি দেওয়ার আগেই ! সে তো তোমাদের প্রধান, যে শিখিয়েছে যাদু। সুতরাং অবশ্যই আমি কেটে ফেলব তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে এবং অবশ্যই আমি শূলবিদ্ধ করব তোমাদের খেজুর গাছের কাণ্ডে। আর অবশ্যই তোমরা জানতে পারবে, আমাদের মাঝে কার আযাব কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।

৭২. তারা বলল : আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেব না, আমাদের কাছে যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে এবং যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর, সুতরাং তুমি কর, যা তুমি করতে চাও। তুমি তো কেবল কর্তৃত্ব করতে পার এ পার্থিব জীবনের উপর।

৭৩. আমরা তো ঈমান এনেছি আমাদের রবের উপর যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ, আর তুমি আমাদের বাধ্য করেছ যে যাদু করতে তাও। আর আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ এবং চিরস্থায়ী।

৭৭. আর আমি তো ওহী করেছিলাম মূসার প্রতি যে, তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাত্রিযোগে বেরিয়ে যাও এবং তৈরী করে দাও তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে এক শুকনো পথ। ভয় করো না পেছন থেকে ধরে ফেলার, আর না অন্য কোন আশংকা।

৭৮. তারপর তাদের অনুসরণ করল ফির'আউন তার সেনাবাহিনীসহ; তখন সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে দিল তাদের সমুদ্র।

৭৯. আর ফির'আউন পথভ্রষ্ট করেছিল তার কাওমকে এবং সে সৎপথ দেখায়নি।

৭১- قَالَ اٰمَنْتُمْ لِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذِنَ لَكُمْ ۖ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمْ الَّذِى عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَا قِطْعَنَ اَيْدِيكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَا صَلْبَيْتَكُمْ فِىْ جُدُوْعٍ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰۤى ۝

৭২- قَالُوْا لَنْ نُّوْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِى فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ ۚ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

৭৩- اِنَّا اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيْئَتَنَا وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۚ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰۤى ۝

৭৭- وَلَقَدْ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُّوْسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا ۚ لَا تَخَفْ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰۤى ۝

৭৮- فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدٍ ۙ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝

৭৯- وَاصْلًا فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هٰدٰى ۝

৮০. হে বনু ইসরাঈল ! আমি তো উদ্ধার করেছিলাম তোমাদের শত্রু থেকে এবং আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম ত্বর পাহাড়ের দক্ষিণ পাশে এবং প্রেরণ করেছিলাম তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া ।

৮১. তোমরা ভাল-ভাল জিনিস খাও, যা আমি তোমাদের রিযিক হিসাবে দিয়েছি এবং এ ব্যাপারে সীমালংঘন করো না, অন্যথায় পতিত হবে তোমাদের উপর আমার গযব । আর যার উপর পতিত হয় আমার গযব, সে তো ধ্বংস হয়ে যায় ।

৮২. আর আমি তো পরম ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং নেকআমল করে, এরপর হিদায়েতের উপর অবিচলিত থাকে ।

৮৩. আর কি সে জলদি করতে বাধ্য করেছিল তোমাকে, তোমার সম্প্রদায় থেকে হে মূসা !

৮৪. মূসা বলল : তারা এই তো আমার পেছনে এবং হে আমার রব ! আমি দ্রুত তোমার কাছে এসেছি, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও ।

৮৫. আল্লাহ্ বললেন : আমি তো পরীক্ষায় ফেলেছি তোমার কাওমকে, তোমার চলে আসার পর এবং তাদের পথভ্রষ্ট করেছে সামিরী ।

৮৬. তারপর ফিরে গেল মূসা তার কাওমের কাছে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে । সে বলল : হে আমার কাওম! তোমাদের রব কি তোমাদের এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি ? তবে কি দীর্ঘ হয়েছে তোমাদের নিকট প্রতিশ্রুতকাল, অথবা তোমরা চেয়েছ

৮০- يٰۤاَيُّهَاۤ اِسْرَآءِیْلَ قَدْ اَنْجٰیْنٰکُمْ مِّنْ عَدُوِّکُمْ وَوَعَدْتُکُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْاَیْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَیْکُمُ الْمَنَّٰۤی وَالسَّلٰوٰی ۝

৮১- کُلُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیْهِ فِیَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبِیْ ۚ وَمَنْ یَّحِلَّ عَلَیْهِ غَضَبِیْ فَقَدْ هَوٰی ۝

৮২- وَاِیْنِیْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحٰتٍمَّ اهْتَدٰی ۝

৮৩- وَمَاۤ اَعْجَلَکَ عَنْ قَوْمِکَ یٰمُوسٰی ۝

৮৪- قَالَ هُمْ اُولَآءِیْ عَلٰی اَثْرِیْ وَعَجَلْتُ اِلَیْکَ رَبِّ لِتَرْضٰی ۝

৮৫- قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَکَ مِنْۢ بَعْدِکَ وَاصْلٰهُمْ السَّامِرِیُّ ۝

৮৬- فَرَجَعَمْ مُوسٰی اِلٰی قَوْمِہٖ غَضَبًاۢ اَسِفًا ۚ قَالَ یٰقَوْمِ اَلَمْ یَعِدْکُمْ رَبُّکُمْ وَعَدًا حَسَنًا ۙ اَقْطَالَ عَلَیْکُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُمْ

যে, আপতিত হোক তোমাদের উপর গযব তোমাদের রবের, যে কারণে তোমরা ভঙ্গ করেছ আমার অঙ্গীকার ?

৮৭. তারা বলল : আমরা খেলাফ করিনি তোমাকে দেওয়া ওয়াদা স্বেচ্ছায় ; তবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমাদের উপর আমাদের লোকদের অলংকারের বোঝা, তারপর আমরা তা নিক্ষেপ করেছিলাম, আর অনুরূপভাবে সামিরীও নিক্ষেপ করেছিল।

৮৮. তারপর সামিরী গড়ে নিল তাদের জন্য এক বাছুরের অবয়ব, যে হাষা রব করত। তারা বলল : এ তোমাদের মা'বুদ এবং মূসারও মা'বুদ, কিন্তু সে তা ভুলে গিয়েছে।

৮৯. তবে কি তারা ভেবে দেখে না যে, সেটি তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তার কোন শক্তি নেই তাদের কোন ক্ষতি করার অথবা উপকার করার।

৯০. আর হারুন তো আগেই বলেছিল তাদের : হে আমার কাওম! তোমাদের তো পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে এ বাছুর দিয়ে। নিশ্চয় তোমাদের রব দয়াময় আল্লাহ ; অতএব তোমরা অনুসরণ কর আমার এবং মেনে চল আমার আদেশ।

৯১. তারা বলল : আমরা কিছুতেই বিরত হবো না বাছুর পূজা থেকে, যে পর্যন্ত না ফিরে আসে আমাদের কাছে মূসা।

৯২. মূসা বলল : হে হারুন ! কিসে তোমাকে বারণ করেছিল, যখন তুমি তাদের দেখেছিলে তারা গুমরাহ হয়েছে—

أَنْ يَّجِلَّ عَلَيْكُمْ
غَضَبُ مَنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ۝

৮৭- قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا
وَلَكِنَّا حُمِلْنَا
أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ تَتَذَكَّرُهَا
كَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۝

৮৮- فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا آلِهَهُ خُورًا
فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ
وَالِلَّهِ مُوسَىٰ ه فَتَنِي ۝

৮৯- أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۖ
وَلَا يَمْلِكُ
لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝

৯০- وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ
يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ
الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝

৯১- قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ
حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۝

৯২- قَالَ يَهُودُونا مَا مَنَعَكَ
إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۝

৯৩. তোমাকে আমার অনুসরণ করা থেকে ?
তবে কি তুমি অমান্য করলে আমার
নির্দেশ ?

৯৪. হারুন বলল : হে আমার সহোদর !
তুমি টেনোনা আমার দাড়ি ও মাথার চুল
ধরে ; আমি তো আশংকা করেছিলাম
যে, তুমি বলবে : তুমি বিভেদ সৃষ্টি
করেছ বনু ইসরাঈলের মধ্যে এবং তুমি
যথাযথভাবে আমার কথা পালন করনি ।

৯৫. মূসা বলল : তবে তোমার ব্যাপার
কী ? হে সামিরী !

৯৬. সামিরী বলল : আমি দেখেছিলাম, যা
তারা দেখেনি এ ব্যাপারে, আর আমি
নিয়েছিলাম এক মুট জিব্রাঈলের
পদচিহ্ন থেকে এবং পরে আমি তা
নিষ্ক্ষেপ করেছিলাম, আর এভাবেই
আমার মন আমার জন্য শোভন
করেছিল ।

৯৭. মূসা বলল : তবে তুই দূর হও, অবশ্যই
তোর জন্য রইল তোর জীবদ্দশায় এ
পরিণাম যে, তুই বলবি : আমাকে ছুঁয়ো
না, আর তোর জন্য রইল এক নির্দিষ্ট
কাল, যার কোন ব্যতিক্রম হবে না ।
আর তুই লক্ষ্য কর তোর সেই মাবুদের
প্রতি, যার পূজায় তুই রত । অবশ্যই
আমরা তা জ্বালিয়ে দেব, তারপর তা
নিষ্ক্ষেপ করব সাগরে বিক্ষিপ্তভাবে ।

৯৮. তোমাদের ইলাহ তো আল্লাহ্, যিনি
ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি
পরিব্যাপ্ত করে আছেন সবকিছু জ্ঞানে ।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯

৪৫. তারপর আমি পাঠালাম মূসা ও তাঁর
ভাই হারুনকে আমার নিদর্শন এবং
সুস্পষ্ট প্রমাণসহ,

১৩- أَلَا تَتَذَكَّرُ ۚ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۚ

১৪- قَالَ يَبْنَؤُمَرُّ لَا تَأْخُذْ
بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيتُ
أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۚ

১৫- قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَا۟مِرِي ۚ

১৬- قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً
مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا
وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۚ

১৭- قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوةِ
أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ سَوَّاءُ لَكَ
مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفُهُ ۚ
وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي
ظَلَمْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا
لَّنَحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۚ

১৮- إِنَّا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ

৪৫- ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ
بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۚ

৪৬. ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে। কিন্তু তারা অহংকার করেছিল, আর তারা ছিল ঔদ্ধত্য কাওম।

৪৭. তারা বলেছিল : আমরা কি বিশ্বাস স্থাপন করব এমন দুই ব্যক্তির প্রতি যারা আমাদেরই মত, আর যাদের কাওম আমাদের দাস ?

৪৮. তারপর তারা অস্বীকার করল তাদের উভয়কে, ফলে তারা হয়ে গেল ধ্বংসপ্রাপ্ত।

৪৯. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব, যাতে তারা হিদায়েত লাভ করে।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ৩৫, ৩৬।

৩৫. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব এবং করেছিলাম তার সাথে তার ভাই হারুনকে সাহায্যকারী।

৩৬. এবং বলেছিলাম : তোমরা উভয়ে যাও সেই কাওমের কাছে, যারা অস্বীকার করেছে আমার নিদর্শনাবলী। তারপর তাদের আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেই।

সূরা শু'আরা, ২৬ : ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮

১০. আর স্মরণ কর, ডেকে বলেছিলেন তোমার রব মূসাকে যে, তুমি যাও যালিম কাওমের কাছে—

১৬- إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ○

১৭- فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَدُونَ ○

১৮- فَكَذَّبُواهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ○

১৯- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ○

৩৫- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا

مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ○

৩৬- فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ○

১০- وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ

أَنِ اتَّبِعِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

১১. ফির'আউনের কাওমের কাছে। তারা কি ভয় করে না ?
১২. মূসা বলল : হে আমার রব ! আমি তো ভয় করি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে।
১৩. আর আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ছে এবং আমার জিহ্বা সাবলীল নয়। অতএব আপনি ওহী পাঠান হারুনের প্রতিও।
১৪. আর তাদের তো রয়েছে আমার বিরুদ্ধে এক অভিযোগ, সুতরাং আমি ভয় করি তারা আমাকে হত্যা করবে।
১৫. আল্লাহ বললেন : কখন-ই নয়। অতএব তোমরা উভয়ে যাও আমার নিদর্শন নিয়ে, আমি তো আছি তোমাদের সাথে শ্রবণকারী।
১৬. সুতরাং তোমরা যাও ফির'আউনের কাছে এবং বল : আমরা তো রাসূল রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে।
১৭. আর যেতে দাও আমাদের সাথে বনু-ইসরাঈলকে।
১৮. ফির'আউন বলল : আমরা কি লালন-পালন করিনি তোমাকে আমাদের মাঝে শৈশবে ? আর তুমি তো কাটিয়েছ আমাদের মাঝে তোমার জীবনের অনেক বছর।
১৯. আর তুমি তো করেছ তোমার কর্ম যা করার এবং তুমি হলে একজন অকৃতজ্ঞ।
২০. মূসা বলল : আমি তো তা করেছি এখন, যখন আমি ছিলাম অনবহিত।
২১. তারপর আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম তোমাদের থেকে, যখন আমি তোমাদের ভয়ে শংকিত হয়েছিলাম। পরে আমাকে দান করেছেন আমার রব জ্ঞান এবং করেছেন আমাকে রাসূল।

১১- قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۖ أَلَا يَتَّقُونَ ۝

১২- قَالَ رَبِّ

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝

১৩- وَيُضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي

فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ ۝

১৪- وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ

فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝

১৫- قَالَ كَلَّا ۖ فَادْهَبَا بِآيَاتِنَا

إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ۝

১৬- فَاتَّبِعَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا

إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

১৭- أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝

১৮- قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلَيْدًا وَلَيْسَتْ

فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۝

১৯- وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ

وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

২০- قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ۝

২১- فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ

فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي

مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

২২. আর সে অনুগ্রহ, যার কথা তুমি আমার কাছে উল্লেখ করছ তা তো এই যে, তুমি দাস বানিয়ে রেখেছ বনু ইসরাঈলকে !

২৩. ফির'আউন বলল : রাব্বুল আলামীন আবার কি ?

২৪. মূসা বলল : তিনি রব আসমান ও যমীনের এবং এছয়ের মাঝের সবকিছুর, যদি তোমরা সত্যিই বিশ্বাস কর।

২৫. ফির'আউন তার চার পাশের লোকদের লক্ষ্য করে বলল : তোমরা শুনছ তো !

২৬. মূসা বলল : তিনি তোমাদের রব এবং রব তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষদেরও।

২৭. ফির'আউন বলল : নিশ্চয় তোমাদের রাসূল, যাকে তোমাদের কাছে পাঠান হয়েছে, সে তো এক বদ্ধ পাগল।

২৮. মূসা বলল : তিনি রব পূর্বের ও পশ্চিমের এবং এছয়ের মাঝের সব কিছুর, যদি তোমরা বুঝতে !

২৯. ফির'আউন বলল : যদি তুমি গ্রহণ কর ইলাহরূপে অন্য কাউকে আমাকে ছাড়া, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে কারারুদ্ধ করব।

৩০. মূসা বলল : যদি আমি নিয়ে আসি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট নিদর্শন তবুও ?

৩১. ফির'আউন বলল : তবে নিয়ে এসো তা, যদি হও তুমি সত্যবাদী।

৩২. তারপর মূসা নিষ্কেপ করল তার লাঠি, আর তখনই তা হয়ে গেল এক সাক্ষাত অজগর।

২২- وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تُمَّتْهَا عَلَيَّ

○ اَنْ عَبَدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ

২৩- قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ○

২৪- قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

○ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ

২৫- قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ ○

২৬- قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ○

২৭- قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي

أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَجُنُونٌ ○

২৮- قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا

○ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

২৯- قَالَ لِمَنِ اتَّخَذَتْ إِلَهًا غَيْرِي

○ لَرَجَعَلْتُكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ○

৩০- قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ○

৩১- قَالَ فَأْتِ بِهِ

○ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○

৩২- فَأَلْفَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ○

৩৩. আর মূসা বের করল তার হাত, তখনই তা গুহ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল দর্শকদের দৃষ্টিতে।
৩৪. ফির'আউন তার পারিষদবর্গকে বলল : এ তো এক সুদক্ষ যাদুকর !
৩৫. সে চায় তোমাদের বের করে দিতে তোমাদের যমীন থেকে তার যাদু দিয়ে! এখন তোমরা কী করতে বল ?
৩৬. তারা বলল : অবকাশ দাও তাকে এবং তার ভাইকে কিষ্টিং এবং পাঠাও নগরে-শহরে সংগ্রহকারীদের—
৩৭. নিয়ে আসবে তারা তোমার কাছে সুদক্ষ যাদুকরদের।
৩৮. তারপর একত্র করা হল যাদুকরদের এক নির্ধারিত সময়ে, নির্দিষ্ট দিনে।
৩৯. আর লোকদের বলা হল : তোমরাও কি একত্রিত হচ্ছ ?
৪০. যেন আমরা অনুসরণ করতে পারি যাদুকরদের, যদি তারা বিজয়ী হয়।
৪১. তারপর যখন যাদুকররা এল, তখন তারা ফির'আউনকে বলল : থাকবে তো আমাদের জন্য পুরস্কার, যদি আমরা বিজয়ী হই ?
৪২. ফির'আউন বলল : হাঁ, অবশ্যই তোমরা তখন আমার ঘনিষ্ঠদের শামিল হবে।
৪৩. মূসা তাদের বলল : নিষ্ক্ষেপ কর তোমরা, যা তোমাদের নিষ্ক্ষেপ করার।
৪৪. তারপর তারা নিষ্ক্ষেপ করল তাদের রশি ও তাদের লাঠি এবং তারা বলল : কসম ফির'আউনের ইয্যতের! অবশ্যই আমরাই হব বিজয়ী।
৪৫. তারপর নিষ্ক্ষেপ করল মূসা তার লাঠি, তখনই তা গ্রাস করতে লাগল তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে।

۳۳- وَنَزَعْنَا يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيَظًا لِلنَّظَرَيْنِ ○

۳۴- قَالَ لِلنَّاسِ حَوْلَهُ

إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ ○

۳۵- يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ

بِسِحْرِهِ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ○

۳۶- قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ

وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ خَشِرَيْنِ ○

۳۷- يَا تُؤْكِبُ كُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ○

۳۸- فَجَمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ

يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ○

۳۹- وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُّجْتَمِعُونَ ○

۴০- لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ

إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ○

৴১- فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ

أَيُّنَ لَنَا لَاجِرٌ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ○

৴২- قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَئِنَ الْمُقَرَّبِينَ ○

৴৩- قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُّكَلَّفُونَ ○

৴৴- قَالُوا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ

وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ○

৴৵- فَأُلْقَى مُوسَى عَصَاهُ

فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ○

৪৬. তখন সিজদায় লুটিয়ে পড়ল যাদুকররা,
৪৭. তারা বলল : আমরা ঈমান আনলাম
রাব্বুল আলামীনের প্রতি-
৪৮. যিনি রব মূসা ও হারুনের।
৪৯. ফির'আউন বলল : তোমরা কী ঈমান
আনলে তার প্রতি আমি তোমাদের
অনুমতি দেয়ার আগেই ? নিশ্চয় সে
তো তোমাদের প্রধান, যে তোমাদের
যাদু শিখিয়েছে। অচিরেই তোমরা
জানতে পারবে। অবশ্যই আমি কেটে
ফেলব তোমাদের হাত এবং তোমাদের
পা বিপরীত দিক থেকে, আর তোমাদের
সবাইকে শূলবিদ্ধ করবই।
৫০. তারা বলল : কোন ক্ষতি নেই, আমরা
তো আমাদের রবের কাছে ফিরে যাব।
৫১. অবশ্যই আমরা আশা করি যে, আমাদের
রব আমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।
কেননা, আমরাই প্রথম মু'মিন।
৫২. আর আমি ওহী করলাম মূসাকে যে,
তুমি বেরিয়ে পড় রাতের বেলায় আমার
বান্দাদের নিয়ে, অবশ্যই তোমাদের
পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।
৫৩. তারপর ফির'আউন পাঠাল নগরে-
শহরে লোক সংগ্রহকারী,
৫৪. এ বলে তারা তো একটি ক্ষুদ্র দল।
৫৫. আর তারা তো আমাদের ক্রোধ উদ্বেক
করেছে ;
৫৬. আর আমরা তো সবাই সদা শংকিত
সতর্ক।
৫৭. পরিণামে আমি বহিষ্কৃত করলাম
ফির'আউন গোষ্ঠীকে তাদের বাগান ও
ঝর্ণাসমূহ থেকে।
৫৮. এবং তাদের ধন-ভাণ্ডার ও মনোরম
অট্টালিকা থেকে।

১৬- ۞ فَالْقِيَّ السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ۞

১৭- ۞ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۞

১৮- ۞ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ۞

১৯- ۞ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنٰكُمْ ۚ

إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ

فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ

لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

مِّنْ خِلَافٍ وَلَا يَصِلَبْنَكُمْ جَمْعِينَ ۞

৫- ۞ قَالُوا لَا ضَيْرَ ۚ

إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۞

৫০- ۞ إِنَّا نَظْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا

رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۞

৫২- ۞ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ

بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ ۞

৫৩- ۞ فَارْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۞

৫৪- ۞ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۞

৫৫- ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِطُونَ ۞

৫৬- ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حٰذِرُونَ ۞

৫৭- ۞ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّتٍ

وَعُيُونٍ ۞

৫৮- ۞ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۞

৫৯. এরূপই সংঘটিত হয়েছিল। আর আমি উত্তরাধিকারী করছিলাম, এ সবেব বনু-ইসরাঈলকে।

৬০. তারা তাদের পেছনে এসে পড়ল সূর্যোদয় কালে।

৬১. তারপর যখন দু'দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল : আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।

৬২. মূসা বলল : কখনই নয়, নিশ্চয় আমার সঙ্গে আছেন আমার রব, অবশ্যই তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।

৬৩. তারপর আমি ওহী করলাম মূসার প্রতি : তুমি আঘাত কর তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে। ফলে তা বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং প্রত্যেক ভাগ হয়ে গেল বিশাল পর্বত সদৃশ।

৬৪. আর আমি উপনীত করলাম সেথায় অন্য দলটিকে।

৬৫. এবং উদ্ধার করলাম মূসাকে ও তার সঙ্গে যারা ছিল তাদের সবাইকে।

৬৬. তারপর আমি ডুবিয়ে দিলাম অপর দলটিকে।

৬৭. নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

৬৮. নিশ্চয় তোমার রব, তিনি তো পরাক্রম-শালী, পরম দয়ালু।

সূরা নামূল, ২৭ : ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

৭. স্মরণ কর, বলেছিল মূসা তার পরিবার-বর্গকে : আমি তো সন্ধান পেয়েছি আগুনের, শীগগিরই আমি নিয়ে আসব

৫৯- كَذَلِكَ

وَ أَوْرَثْنَاهَا بِنِيِّ إِسْرَءِيلَ

৬০- فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ

৬১- فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ

قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ

৬২- قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

৬৩- فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى

أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

৬৪- وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ

৬৫- وَأَنْجَيْنَا مُوسَى

وَمَنْ مَّعَهُ أَجْمَعِينَ

৬৬- ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخَرِينَ

৬৭- إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

৬৮- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

৭- إِذْ قَالَ مُوسَى لَأَهْلِهِ

إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَأَتِيكُمْ مِنْهَا

তোমাদের জন্য সেখান থেকে কোন খবর অথবা নিয়ে আসব তোমাদের জন্য জ্বলন্ত অঙ্গার, যাতে তোমরা তাপ পেতে পার।

৮. তারপর যখন মূসা সেখানে পৌঁছল, তখন ডেকে বলা হল : ধন্য তারা যারা আছে এ আগুনের মাঝে এবং যে আছে এর পাশে। আর পবিত্র মহান আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন।

৯. হে মূসা ! নিশ্চয় আমি-ই আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১০. আর তুমি নিষ্কেপ কর তোমার লাঠি। তারপর মূসা যখন দেখল, তা ছুটাছুটি করছে সাপের ন্যায়, তখন সে পেছনের দিকে ছুটে লাগল, আর ফিরেও তাকাল না। তাকে বলা হল : হে মূসা ! ভয় পেয়ে না। নিশ্চয় আমার কাছে কোন রাসূল ভয় পায় না,

১১. কিন্তু যে যলুম করে এবং পরে খারাপ কাজের পরিবর্তে ভাল কাজ করে; অবশ্যই আমি তার প্রতি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১২. আর তুমি প্রবেশ করাও তোমার হাত তোমার বগলে, তা বেরিয়ে আসবে শুভ্র নির্মল অবস্থায়। এ হলো ফির'আউন ও তার কাওমের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্যতম। তারা তো ফাসিক কাওম।

১৩. তারপর যখন তাদের কাছে এলো আমার জাজ্বল্যমান নিদর্শনসমূহ, তখন তারা বলল : এতো সুস্পষ্ট যাদু।

১৪. তখন তারা তা অস্বীকার করল অন্যায় ও ঔদ্ধত্য সহকারে, যদিও তা সত্য বলে গ্রহণ করেছিল তাদের অন্তর। সুতরাং

يَخْبِرُ أَوْ آتِيكُمْ بِشَهَابٍ مِّنْ سَحَابٍ
لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ○

৮- فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ
مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا
وَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৯- يَمْوَسَّى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১০- وَأَلْقِ عَصَاكَ
فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى
مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَمْوَسَّى لَا تَخَفْ
إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمَرْسُولِ ○

১১- إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ
حَسَنًا بَعْدَ سَوْءٍ
فَأَنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১২- وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ
تَخْرُجْ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ سَوْءٍ
فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ○

১৩- فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً
قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ○

১৪- وَجَحَدُوا بِهَا
وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

লক্ষ্য কর, কেমন হয়েছিল পরিণাম
ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের।

সূরা কাসাস, ২৮ : ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯,
১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭,
১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪,
২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১,
৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮,
৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫,
৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০,

৩. আমি যথাযথভাবে বিবৃত করছি আপনার
কাছে মূসা ও ফির'আউনের কিছু বৃত্তান্ত
মু'মিন লোকদের জন্য।

৪. নিশ্চয় ফির'আউন পরাক্রমশালী
হয়েছিল সে দেশে এবং সেখানকার
অধিবাসীদের সে করেছিল বিভিন্ন
শ্রেণীতে বিভক্ত। তাদের এক শ্রেণীকে
সে হীনবল করেছিল, হত্যা করত
তাদের পুত্রদের এবং জীবিত রাখত
তাদের নারীদের। নিশ্চয় সে ছিল
ফ্যাসাদসৃষ্টিকারীদের অন্যতম।

৫. আমি ইচ্ছা করলাম অনুগ্রহ করতে
তাদের উপর, যাদের হীনবল করা
হয়েছিল সে দেশে এবং তাদের নেতৃত্ব
দান করতে ও তাদের উত্তরাধিকারী
করতে।

৬. আর আমি চেয়েছিলাম ক্ষমতায়
প্রতিষ্ঠিত করতে তাদের সে দেশে এবং
দেখিয়ে দিতে ফির'আউন, হামান
তাদের বাহিনীকে তা যার আশংকা তারা
তাদের থেকে করত।

৭. আর আমি ইঙ্গীতে জানিয়ে দিলাম
মূসার মাকে : শিশুটিকে স্তন্য দান
করতে। তারপর যখন তুমি ভয় করবে
তার ব্যাপারে, তখন তাকে নিষ্ক্ষেপ

○ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

৩- تَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى
وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

৪- إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ
أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً
مِّنْهُمْ يَذَّيْبُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ
إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ○

৫- وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ
اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ○

৬- وَنُكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
مِّنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ○

৭- وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ
أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ

করবে দরিয়ায় এবং ভয়ও করবে না আর দুঃখও করবে না। অবশ্যই আমি ফিরিয়ে দেব তাকে তোমার কাছে এবং করব তাকে একজন রাসূল।

৮. তারপর তুলে নিল তাকে ফির'আউনের লোকেরা, পরিণামে সে হবে তাদের জন্য শত্রু এবং দুঃখের কারণ। নিশ্চয় ফির'আউন এবং হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী।

৯. আর বলল ফির'আউনের স্ত্রী : এ শিশু নয়ন-প্রীতিকর আমার ও তোমার জন্য। তাকে হত্যা করো না, হয়ত সে আমাদের উপকারে আসবে। অথবা আমরা তাকে গ্রহণ করতে পারি সম্ভানরূপে। আর তারা বুঝতে পারেনি এর পরিণাম।

১০. আর অস্থির হয়েছিল মূসার মায়ের অন্তর। সে তো তার পরিচয় প্রায় প্রকাশ করেই দিত, যদি না আমি দৃঢ় করে দিতাম তার হৃদয়, যাতে সে হয় আস্থাশীলদের অন্যতম।

১১. আর সে বলল মূসার বোনকে : যাও এর পেছনে পেছনে। তারপর সে দেখতে ছিল তাকে দূর থেকে তাদের অজ্ঞাতে।

১২. আর আমি বিরত রেখেছিলাম তাকে ধাত্রীস্তুত পান থেকে আগে থেকেই। তারপর মূসার বোন বলল : আমি কি তোমাদের বলে দেব এমন এক পরিবারের কথা, যারা লালন-পালন করবে একে তোমাদের হয়ে এবং তারা হবে এর জন্য কল্যাণকামী ?

১৩. তারপর আমি ফিরিয়ে দিলাম তাকে তার মায়ের কাছে, যাতে তার চোখ-জুড়ায় এবং সে দুঃখ না করে, আর বুঝতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদা তো

فَالْقِيَةِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ
إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِّنْ

الرُّسُلِينَ ○

৮- فَالْتَقِطَهُ الْإِثْرُ عَوْنًا لِّهَمُّ
عَدُوِّهَا وَحَزْنًا ۖ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ
وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ○

৯- وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ
لِّيَ وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ ۚ
عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

১০- وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرَّغًا
إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَّنَا
عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

১১- وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصَّرَتْ بِهِ
عَنِ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

১২- وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ
فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ
يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ
وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ○

১৩- فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا
وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَلَتَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

১৪. আর যখন মূসা উপনীত হল তার পূর্ণ যৌবনে ও পরিণত বয়সে, তখন আমি তাকে দান করলাম হিক্মত ও জ্ঞান। আর এভাবেই আমি পুরস্কার দেই নেককারদের।

১৫. আর সে প্রবেশ করল নগরীতে, যখন অসতর্ক অবস্থায় ছিল এর অধিবাসীরা। তখন সে পেলো সেখানে দু' ব্যক্তিকে সংঘর্ষে লিপ্ত, একজন তার নিজের দলের আর অপরজন তার শত্রুদলের। তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল তার দলের লোকটি তার শত্রুর দলের লোকটির বিরুদ্ধে, তখন মূসা তাকে ঘুষি মারল আর এভাবেই সে তাকে হত্যা করল। মূসা বললো : এতো শয়তানের কাণ্ড। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।

১৬. সে (মূসা) বলল : হে আমার রব। আমি তো যুলুম করেছি আমার প্রতি, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন। তারপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৭. সে (মূসা) বলল : হে আমার রব ! আপনি যে নিয়ামত আমাকে দিয়েছেন, সে জন্য আমি কখনো সাহায্যকারী হবো না অপরাধীদের।

১৮. তারপর সে নগরীতে তার ভোর হলো ভীত সতর্ক অবস্থায়। হঠাৎ সে ব্যক্তি, যে তার সাহায্য চেয়েছিল গতকাল, সে তার সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে। মূসা তাকে বলল : তুমি তো একজন স্পষ্ট বিভ্রান্ত ব্যক্তি।

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

১৪- وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ
أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

১৫- وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ
مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ
هُذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ
فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي
مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ
قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ

১৬- قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

১৭- قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَعُتْتُ عَلَىٰ
فَلَنْ أَكُونُ ظَاهِرًا لِلْمُجْرِمِينَ

১৮- فَاصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ
فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ
يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ
إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ

১৯. তারপর যখন মূসা উদ্যত হল পাকড়াও করতে তাকে যে তাদের উভয়ের শত্রু, তখন সে বলল : হে মূসা ! তুমি কি চাও আমাকে হত্যা করতে, যেমন তুমি হত্যা করেছ এক ব্যক্তিকে গতকাল ? তুমি তো স্বেচ্ছাচারী হতে চাও পৃথিবীতে এবং চাও না শান্তি স্থাপনকারী হতে !

২০. আর এক ব্যক্তি নগীরীর দূর প্রান্ত হতে ছুটে এসে বলল : হে মূসা ! ফির'আউনের পারিষদবর্গ পরামর্শ করছে যে, তারা তোমাকে হত্যা করবে। অতএব তুমি বেরিয়ে যাও, আমি তো তোমার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী।

২১. তারপর মূসা বেরিয়ে পড়ল সেখান হতে ভীত-সতর্ক অবস্থায়। সে বলল : হে আমার রব ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন যালিম লোকদের থেকে।

২২. আর যখন মূসা যাত্রা করল মাদ্‌ইয়ান অভিমুখে, তখন সে বলল : আশা করি আমার রব আমাকে দেখাবেন সরল সঠিক পথ।

২৩. তারপর যখন সে উপনীত হল মাদ্‌ইয়ানের একটি কূপের কাছে, তখন সে পেল সেখানে একদল লোক, যারা তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং দেখতে পেল তাদের পেছনে দু'জন মেয়ে লোককে, যারা তাদের পশুগুলোকে আগলাচ্ছিল। মূসা বলল : তোমাদের ব্যাপার কী ? তারা বলল : আমরা আমাদের জানোয়ার-গুলোকে পানি পান করাই না, যতক্ষণ না রাখালেরা তাদের জানোয়ারগুলো নিয়ে সরে যায়। আর আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।

১৯- فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالْكَذِبِ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۚ

قَالَ يُوْسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۚ إِنَّ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُحِينَ ○

২০- وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ

أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ۚ قَالَ يُوْسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَأْتِيْرُونَكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ○

২১- فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۚ

قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

২২- وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ○

২৩- وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ

وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ هُ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۚ

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا

قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ عَنْ

وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ○

২৪. তারপর মূসা জানোয়াগুলোকে পানি পান করাল তাদের পক্ষে। পরে সে গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে বলল : হে আমার রব ! আমি তো সে অনুগ্রহের কাঙাল, যা তুমি আমার প্রতি করবে।

২৫. তারপর এলো তার কাছে সে নারীদ্বয়ের একজন শরম জড়িত চরণে এবং বলল : আমার পিতা তো আপনাকে ডাকছেন, আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে, আপনি যে আমাদের পক্ষে জানোয়ার-গুলোকে পানি পান করিয়েছেন সে জন্য। তারপর মূসা এলো তার কাছে এবং বর্ণনা করল তার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত। সে বলল : ভয় করো না, তুমি বেঁচে গেছ যালিম লোকদের হাত থেকে।

২৬. মেয়েদের দু'জনের একজন বলল : হে আমার আব্বা ! আপনি মজুর নিয়োগ করেন একে ; কেননা, সে-ই উত্তম মজুর হবে আপনার যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।

২৭. সে মূসাকে বলল : আমি চাই, আমার এ দু' কন্যার একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে এ শর্তে যে, তুমি আমার কাজ করবে আট বছর, তবে যদি তুমি পূর্ণ করো দশ বছর, সে তোমার ইচ্ছা। আর আমি চাই না তোমাকে কোন কষ্ট দিতে। অবশ্যই তুমি আমাকে পাবে ইনশা আল্লাহ্ নেক্কারদের একজন।

২৮. সে (মূসা) বললো : এ চুক্তি হলো আমার ও আপনার মাঝে। এই দুই মিয়াদের যে কোন একটি আমি পূর্ণ করলে কোন অভিযোগ থাকবে না আমার বিরুদ্ধে। আর আল্লাহ্, আমরা যা বলছি সে বিষয়ে সাক্ষী।

২৪- فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۝

২৫- فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ۖ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۖ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

২৬- قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝

২৭- قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَبُنِيَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجْجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

২৮- قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

২৯. তারপর যখন মূসা পূর্ণ করল তার মিয়াদ এবং যাত্রা করল তার পরিবার নিয়ে, তখন সে সন্ধান পেল তুর পাহাড়ের দিকে আগুনের। সে তার পরিবার পরিজনকে বলল : তোমরা অপেক্ষা কর, আমি তো সন্ধান পেয়েছি আগুনের, হয়ত আমি নিয়ে আসব তোমাদের জন্য সেখান থেকে খবর, অথবা নিয়ে আসব একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার, যাতে তোমরা তাপ লাভ করতে পার।

৩০. আর মূসা যখন সেখানে পৌঁছল, তখন তাকে ডেকে বলা হল, উপত্যকার দক্ষিণ পাশে অবস্থিত পবিত্র ভূমির এক গাছের দিক থেকে : হে মূসা ! আমিই আল্লাহ, সারা জাহানের রব।

৩১. আরো বলা হল : তুমি নিষ্কপ কর তোমার লাঠি, তারপর যখন সে তা দেখল সাপের ন্যায় ছুটাছুটি করছে তখন সে পেছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরেও তাকালো না। তাকে বলা হলো : হে মূসা ! এগিয়ে এসো, ভয় করো না, তুমি তো নিরাপদ।

৩২. রাখ তুমি তোমার হাত তোমার বগলে, তা বেরিয়ে আসবে শুভ্র-সমুজ্জ্বল নির্মল অবস্থায়। আর তুমি চেপে ধর তোমার দু'টি হাত তোমার বক্ষে ভয় দূর করার জন্য। এ দু'টি তোমার রবের তরফ থেকে দু'টো প্রমাণ, ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের জন্য। তারা তো ফাসিক কাওম।

৩৩. সে (মূসা) বলল : হে আমার রব ! আমি তো হত্যা করেছি তাদের একজনকে। তাই আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।

২৯- فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ○

৩০- فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○

৩১- وَ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ○

৩২- أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءٍ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۖ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ○

৩৩- قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ○

৩৪. আর আমার ভাই হারুন, সে তো আমার চাইতে বাগী, সুতরাং রাসূলরূপে প্রেরণ করুন তাকে আমার সাথে সাহায্যকারীরূপে, সে আমাকে প্রত্যাশন করবে। আমি তো ভয় করি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে।

۳۴- وَ أَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي لِسَانًا
فَارْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۚ
إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ○

৩৫. আল্লাহ বললেন : অবশ্যই আমি শক্তিশালী করব তোমার বাহু তোমার ভাইকে দিয়ে এবং দেব আমি তোমাদের উভয়কে ক্ষমতা আর তারা পৌঁছতে পারবে না তোমাদের কাছে। আমার নিদর্শনাবলীর কারণে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা বিজয়ী হবে।

۳۵- قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ
وَنَجْعَلُ لَكَ سُلْطَانًا
فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكَ ۚ بِآيَاتِنَا ۚ
أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ الْغَلِيْبُونَ ○

৩৬. তারপর যখন মূসা তাদের কাছে পৌঁছল, আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে, তখন তারা বলল : এতো উদ্ভাবিত যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। আর আমরা তো শুনি নি একরূপ কথা আমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদাদের কালে।

۳۶- فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ
قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى
وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ○

৩৭. আর মূসা বলল : আমার রব ভাল জানেন তার সম্বন্ধে যে নিয়ে এসেছে হিদায়েত তাঁর কাছ থেকে এবং কার পরিণতি আখিরাতে শুভ হবে। কখনো সফলকাম হবে না যালিমরা।

۳۷- وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ
بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ
وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ○

৩৮. আর বলল ফিরআওন : হে পারিষদবর্গ! আমি তো জানি না তোমাদের জন্য অন্য কোন ইলাহ আছে আমি ছাড়া ! অতএব হে হামান ! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং তৈরী কর আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ, হয়ত আমি এতে উঠে দেখতে পাব মূসার ইলাহকে। তবে আমি তো মনে করি তাকে একজন মিথ্যাবাদী।

۳۸- وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ
لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي ۚ
فَأَوْقَدْ لِي يُلْهُمَ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي
صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ۚ
وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ○

৩৯. আর অন্যায়ভাবে অহংকার করেছিল ফির'আউন ও তার বাহিনী পৃথিবীতে এবং আরো মনে করেছিল যে, তাদের কখনো আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না।
৪০. অবশেষে আমি পাকড়াও করলাম তাকে ও তার বাহিনীকে এবং নিষ্ক্ষেপ করলাম তাদের সমুদ্রে। লক্ষ্য কর, কেমন হয়েছিল পরিণাম যালিমদের!
৪১. আর আমি তাদের বানিয়েছিলাম নেতা, তারা ডাকত লোকদের জাহান্নামের দিকে, কিয়ামতের দিন তাদের সাহায্য করা হবে না।
৪২. আর আমি তাদের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছি এ পৃথিবীতে লা'নত এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিত।
৪৩. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব পূর্ববর্তী কহ মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার পর, মানুষের জন্য জ্ঞানবর্তিকা, হিদায়েত ও রহমতস্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।
৪৪. আর আপনি উপস্থিত ছিলেন না পশ্চিম প্রান্তে, যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম মূসাকে এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না।
৪৫. বস্তুত আমি সৃষ্টি করেছিলাম অনেক মানবগোষ্ঠী, তারপর অতিবাহিত হয়েছিল তাদের উপর দীর্ঘ সময়। আর আপনি অবস্থান করছিলেন না মাদ্‌ইয়ানবাসীদের মাঝে, তাদের কাছে আমার আয়াত পাঠ করে শোনাবার জন্য। কিন্তু আমিই রাসূল প্রেরণকারী।
৪৬. আর আপনি উপস্থিত ছিলেন না তুর পর্বতের পাশে, যখন আমি আহ্বান

۳۹- وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ○

۴۰- فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ○

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ○

۴۱- وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعَوْنَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ○

۴۲- وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ○ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ○

۴۳- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ

الْأُولَى بِصَاحِبِ الرِّسَالِ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّعَالَمٍ يَتَذَكَّرُونَ ○

۴৪- وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ○

۴৫- وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ

الْعُمُرُ ○ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ○

وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ○

۴৬- وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ

করেছিলাম মূসাকে। আসলে এটা রহমত আপনার রবের তরফ থেকে, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন এমন এক কাওমকে, যাদের কাছে আসেনি কোন সতর্ককারী আপনার আগে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ
يُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ
مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○

৪৭. আর যদি এমন না হত যে, তাদের কৃতকর্মের দরুণ তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয়, আর তারা বলে : হে আমাদের রব ! কেন আপনি পাঠালেন না আমাদের কাছে কোন রাসূল ? পাঠালে আমরা মেনে চলতাম আপনার নিদর্শন এবং হতাম আমরা মু'মিন।

٤٧- وَلَوْ لَا أَن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ
إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ
إِيتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

৪৮. তারপর যখন এল তাদের কাছে আমার তরফ থেকে সত্য, তখন তারা বলল : কেন তাকে দেয়া হলো না, যেমন দেয়া হয়েছিল মূসাকে ? কিন্তু তারা কি প্রত্যাখ্যান করেনি মূসাকে, যা দেওয়া হয়েছিল এর পূর্বে ? তারা বলেছিল : দু'টিই যাদু, একটি অপরটির সমর্থক। আর তারা বলেছিল : আমরা তো সবই প্রত্যাখ্যান করি।

٤٨- فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا
قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى
أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ
قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا
وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفَرُونَ ○

৪৯. আপনি বলুন : তা হলে তোমরা নিয়ে এস এক কিতাব আল্লাহর তরফ থেকে, যা হবে এ দু'টির চাইতে উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশক, আমি তা অনুসরণ করব, যদি হও তোমরা সত্যবাদী।

٤٩- قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا
اتَّبِعْهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

৫০. তবে তারা যদি আপনার কথার জবাব না দেয়, তাহলে জেনে রাখবেন, তারা তো কেবল অনুসরণ করে তাদের খেয়াল-খুশীর, আর তার চাইতে অধিক গুমরাহ্ কে যে অনুসরণ করে তার খেয়াল-খুশীর আল্লাহর হিদায়েতকে

٥٠- فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا
يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ
اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيِرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ

অগ্রাহ্য করে ? নিশ্চয় আল্লাহ্ হিদায়েত
দেন না যালিম লোকদের।

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ : ১১৪, ১১৫, ১১৬,
১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২

১১৪. আর আমি তো অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা
ও হারুনকে প্রতি,

১১৫. এবং উদ্ধার করেছিলাম তাদের উভয়কে
এবং তাদের কাওমকে মহাসংকট
থেকে।

১১৬. আর আমি সাহায্য করেছিলাম তাদের
ফলে তারাই হয়েছিল বিজয়ী।

১১৭. আর আমি দিয়েছিলাম তাদের উভয়কে
বিশদ কিতাব।

১১৮. এবং আমি হিদায়েত দান করেছিলাম
তাদের উভয়কে সরল সঠিক পথের।

১১৯. আর আমি স্মরণীয় করে রেখেছি
তাদের উভয়কে পরবর্তীদের মাঝে।

১২০. শান্তি বর্ষিত হউক মূসা ও হারুনকে প্রতি।

১২১. আমি তো এভাবেই পুরস্কার দেই
নেককারদের।

১২২. তারা তো উভয়েই ছিল আমার মু'মিন
বান্দাদের শামিল।

সূরা মু'মিনুন, ৪০ : ২৩, ২৪, ২৫, ২৬,
২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩,
৩৬, ৩৭, ৫৩, ৫৪

২৩. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে
আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে—

২৪. ফির'আউন, হামান ও কারুণের কাছে।
কিন্তু তারা বলেছিল : এ লোক তো বড়
যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

১১৪- وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ

১১৫- وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا
مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

১১৬- وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ

১১৭- وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ

১১৮- وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

১১৯- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ

১২০- سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ

১২১- إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْحَسَنِينَ

১২২- إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

২৩- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا
وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

২৪- إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ

فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ

২৫. তারপর যখন মুসা এলো তাদের কাছে সত্য নিয়ে আমার তরফ থেকে, এখন তারা বলল : তোমরা হত্যা কর মুসার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের সন্তানদের এবং জীবিত রেখে দাও তাদের নারীদের। আর কাফিরদের ষড়যন্ত্র তো ব্যর্থ হবারই।

২৬. আর ফির'আউন বলল : ছেড়ে দাও আমাকে, আমি হত্যা করব মুসাকে এবং সে ডাকুক তার রবকে। আমি তো ভয় করি যে, সে পরিবর্তন করে দেবে তোমাদের দীন অথবা সে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে যমীনে।

২৭. আর মুসা বলল : আমি তো শরণাপন্ন হয়েছি আমার রবের এবং তোমাদের রবের সে সব ঔদ্ধত্য ব্যক্তি থেকে, যারা ঈমান রাখে না বিচার দিনে।

২৮. আর বলেছিল ফির'আউন বংশের এক মু'মিন ব্যক্তি, যে গোপন রেখেছিল তার ঈমান : তোমরা কি হত্যা করবে এক ব্যক্তিকে এ জন্য যে সে বলে, আমার রব আল্লাহ্ অথচ সে নিয়ে এসেছে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের রবের তরফ থেকে ? আর সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে সে দায়ী হবে তার মিথ্যার জন্য। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে তোমাদের উপর আপত্তি হবে, যে শাস্তির কথা সে তোমাদের বলে তার কিছু। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেন না সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদীদের।

২৯. হে আমার কাওম! দেশের কর্তৃত্ব আজ তোমাদের, পৃথিবীতে তোমরাই প্রবল। কিন্তু কে আমাদের সাহায্য করবে আল্লাহ্‌র শাস্তি আমাদের উপর আসলে

২৫- فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

২৬- وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ۝

২৭- وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ

لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

২৮- وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ

أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ

وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۚ

وَإِنْ يَكُ صَادِقًا

يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۝

২৯- يَقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

ظَهَرْنَا فِي الْأَرْضِ ۚ

তা থেকে। ফির'আউন বলল : আমি যা বুঝি, তাই আমি তোমাদের বলছি। আর আমি তোমাদের কেবল সৎপথই দেখাই।

৩০. মু'মিন লোকটি বলল : আমি তো ভয় করছি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ।

৩১. যেমনটি ঘটেছিল নূহ, আদ, সামুদ এবং তাদের পরবর্তীদের ব্যাপারে। আর আল্লাহ্ তো চান না যুলুম করতে বান্দাদের উপর।

৩২. হে আমার কাওম! আমি তো ভয় করছি তোমাদের জন্য কিয়ামতের দিনের।

৩৩. যে দিন তোমরা পিঠ ফিরিয়ে পালাবে, সেদিন থাকবে না তোমাদের জন্য কেউ আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করার। আর আল্লাহ্ যাকে গুমরাহ করেন, নেই তার জন্য কোন হিদায়েতকারী।

৩৬. আর ফির'আউন বলল : হে হামান ! তুমি নির্মাণ কর আমার জন্য এক সুউচ্চ প্রসাদ, যাতে আমি লাভ করতে পারি অবলম্বন।

৩৭. আসমানে আরোহণ করার অবলম্বন, যাতে আমি দেখতে পাই মূসার ইলাহকে। আর আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এভাবেই শোভন করা হয়েছিল ফির'আউনের জন্য তার মন্দকর্ম এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল সরল পথ থেকে। আর ফির'আউনের ষড়যন্ত্র তো সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল।

فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا
قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى
وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ○

২- وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ○

৩১- مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ
وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ
وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمًا لِلْعِبَادِ ○

৩২- وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
يَوْمَ التَّنَادِ ○

৩৩- يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ
مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ
وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ
فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ○

৩৬- وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامُنُ ابْنُ لِي
صَرَحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ ○

৩৭- أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى
وَإِنِّي لَأَكْظَنُهُ كَاذِبًا
وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ
وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ
وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ○

৫৩. আর আমি তো দান করেছিলাম মূসাকে হিদায়েত এবং উত্তরাধিকারী করেছিলাম বনু ইসরাঈলকে সে কিতাবের।

৫৪. যা ছিল হেদায়েত ও উপদেশ বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্জদা, ৪১ : ৪৫

৪৫. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব, তারপর তাতে মতভেদ ঘটেছিল। আর যদি না থাকত পূর্ব সিদ্ধান্ত আপনার রবের তরফ থেকে, তাহলে অবশ্যই তাদের মাঝে ফয়সালা হয়ে যেত। আর তারা তো রয়েছে এ ব্যাপারে সন্দেহে।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬

৪৬. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার নিদর্শন দিয়ে ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে। সে বলেছিল : আমি তা রাসূল রাক্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

৪৭. তারপর সে যখন এলো তাদের কাছে আমার নিদর্শন নিয়ে, তখন তারা তা নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে লাগল।

৪৮. আর আমি তাদের দেখাইনি এমন কোন নিদর্শন, যা শ্রেষ্ঠ নয় তার অনুরূপ নিদর্শনের চাইতে। আর আমি তাদের পাকড়াও করলাম আযাব দিয়ে, যাতে তারা ফিরে আসে।

৪৯. কিন্তু তারা বলল : হে যাদুকর ! তুমি চাও তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য তা, যার প্রতিশ্রুতি তিনি তোমাকে দিয়েছেন, তাহলে অবশ্যই আমরা সৎপথ অবলম্বন করব।

৫৩- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى
وَ أَوْصَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ

৫৪- هُدًى وَ ذِكْرًى لِأُولِي الْأَلْبَابِ

৪৫- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
مِنْ رَبِّكَ لَفَظَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَآلَهُمْ
لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ

৪৬- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلَإِيهِ

فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

৪৭- فَلَمَّا جَاءَهُمْ

بِآيَاتِنَا إِذْ هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ

৪৮- وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ

إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتَيْهَا ۖ

وَآخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

৪৯- وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الشَّجَرَادُ عَمَلْنَا رَبِّكَ

بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ ۚ

إِنَّا لَمُهْتَدُونَ

৫০. তারপর যখন আমি বিদূরিত করলাম আযাব তাদের থেকে, তখনই তারা ভঙ্গ করল অঙ্গীকার।

৫১. আর ফির'আউন এ বলে ঘোষণা করে দিল তার লোকদের মাঝে : হে আমার কাওম ! মিসর রাজ্য কি আমার নয় ? আর এই নদীগুলো যা আমার পাদদেশে প্রবাহিত হয় ? তোমরা কি দেখ না ?

৫২. অথবা আমি কি নই উত্তম এই ব্যক্তির চাইতে যে হীন এবং যে স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে না ?

৫৩. কেন দেয়া হলো না মূসাকে সোনার কাকন অথবা এলো না কেন তার সাথে ফিরিশতারা দলবদ্ধ হয়ে ?

৫৪. এভাবেই ফির'আউন হতবুদ্ধি করে দিল তার লোকদের, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। তারা ছিল এক নাফরমান সম্প্রদায়।

৫৫. আর তারা যখন আমাকে ক্রোধান্বিত করল। তখন আমি তাদের শাস্তি দিলাম এবং তাদের সবাইকে ডুবিয়ে মারলাম।

৫৬. আর আমি তাদের করলাম পরবর্তীদের জন্য অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।

সূরা দুখান, ৪৪ : ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪

১৭. আর আমি তো পরীক্ষা করেছিলাম তাদের আগে ফির'আউনের কাওমকে এবং এসেছিল তাদের কাছে এক সম্মানিত রাসূল,

১৮. সে (মূসা) বলেছিল : আমার কাছে দাও আল্লাহর বান্দাদের। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

৫০- فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ

إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ○

৫১- وَكَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ

يَقُومُ الْيَسَّىٰ لِي مَلِكٌ مِّصْرَ

وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي

أَفَلَا تُبْصِرُونَ ○

৫২- أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي

هُوَ مِهْنٌ ۖ وَلَا يَكَادِيْبِينَ ○

৫৩- فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ

أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ○

৫৪- فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ○

৫৫- فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَسْنَا مِنْهُمْ

فَاغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ○

৫৬- فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ○

১৭- وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ

وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ○

১৮- أَنْ أَدَّوْا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ○

১৯. আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না আল্লাহর বিরুদ্ধে, অবশ্যই আমি নিয়ে আসব তোমাদের কাছে স্পষ্ট মু'জিয়া।
২০. আর আমি তো আশ্রয় নিচ্ছি আমার রবের এবং তোমাদের রবের, যাতে তোমরা পাথর মেরে আমাকে হত্যা না কর।
২১. আর যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস না কর, তবে পৃথক হয়ে যাও আমার থেকে।
২২. তারপর মূসা দু'আ করল তার রবের কাছে : এরা তো এক অপরাধী কাওম।
২৩. (আল্লাহ বলেন) আমি বললাম : তুমি বেরিয়ে পড় আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের বেলায়। অবশ্যই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।
২৪. আর স্থির থাকতে দাও সমুদ্রকে। তারা তো এমন এক বাহিনী যারা নিমজ্জিত হবে।

সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৩৮, ৩৯, ৪০

৩৮. আর আমি নিদর্শন রেখেছি মূসার বৃত্তান্তে। যখন আমি তাকে পাঠিয়ে-ছিলাম ফির'আউনের কাছে স্পষ্ট প্রমাণসহ,
৩৯. তখন ফির'আউন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তার পারিষদবর্গসহ এবং বলেছিল : এ ব্যক্তি এক যাদুকর, অথবা পাগল !
৪০. সুতরাং আমি পাকড়াও করলাম তাকে ও তার দলবলকে এবং নিক্ষেপ করলাম তাদের সমুদ্রে। সে তো ছিল তিরস্কার-যোগ্য।

সূরা সাফ্ফ, ৬১ : ৫

৫. আর স্মরণ কর, বলেছিল মূসা তার কাওমকে : হে আমার কাওম! তোমরা

১-وَإِنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۖ

إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝

২-وَإِنِّي عَذْتُ رَبِّي

وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُبُونِ ۝

২১-وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي

فَاعْتَرِلُونِ ۝

২২-فَدَعَا رَبَّهُ

أَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ۝

২৩-فَأَسْرِ بِعَبَادِي لَيْلًا

إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ۝

২৪-وَإِتْرٰكِ الْبَحْرَ رَهَوًا

إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ۝

৩৮-وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝

৩৯-فَتَوَلَّىٰ بِرَكْبِهِ

وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۝

৪০-فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ

فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلَيَّمٌ ۝

৫-وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ

আমাকে কষ্ট দিচ্ছ কেন অথচ তোমরা তো জান, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল ? এরপর যখন তারা বাঁকা পথ অবলম্বন করল, তখন বাঁকা করে দিলেন আল্লাহর তাদের অন্তর। আর আল্লাহ হিদায়েত দেন না পাপাচারী লোকদের।

সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

১৫. পৌঁছেনি কি আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত ?
১৬. যখন ডেকে বলেছিলেন তাকে তার রব পবিত্র তুয়া উপত্যকায়,
১৭. তুমি যাও ফির'আউনের কাছে, সে তো সীমালংঘন করেছে,
১৮. এবং বল, তোমার কি আগ্রহ আছে যে তুমি পরিশুদ্ধ হবে,
১৯. আর আমি তোমাকে পথ দেখাই তোমার রবের দিকে ?
২০. তারপর সে তাকে দেখাল মহানিদর্শন।
২১. কিন্তু ফির'আউন অস্বীকার করল এবং অবাধ্য হল,
২২. তারপর সে পিছনে ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্টিত হল।
২৩. সে সবাইকে সমবেত করল এবং ঘোষণা করল,
২৪. আর সে বলল : আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব।
২৫. অবশেষে তাকে পাকড়াও করলেন আল্লাহ আখিরাতে ও দুনিয়ার কঠিন শাস্তি দিয়ে।
২৬. নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত শিক্ষা তার জন্য যে ভয় করে।

لَمْ تُوذُّوَنِي
وَقَدْ تَعْلَمُونَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

- ১০- هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ○
- ১১- إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ○
- ১২- إِذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ○
- ১৩- فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى ○
- ১৪- وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى ○
- ১৫- فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ○
- ১৬- فَكَذَّبَ وَعَصَى ○
- ১৭- ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ○
- ১৮- فَخَشَرَ فَنَادَى ○
- ১৯- فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ○
- ২০- فَآخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ○
- ২১- إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَى ○

হযরত হারুন (আ)

সূরা বাকারা, ২ : ২৪৮

২৪৮. আর তাদের বলেছিল তাদের নবী : নিশ্চয় তার রাজত্বের নিদর্শন হল এই যে, আসবে তোমাদের কাছে সেই সিন্দুক, যাতে থাকবে তোমাদের রবের তরফ থেকে চিত্ত-প্রশান্তি এবং মূসা ও হারুন বংশীয়গণ যা ছেড়ে গেছেন তার অবশিষ্টাংশ, যা বহন করবে ফিরিশ্তারা। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন তোমাদের জন্য, যদি তোমরা মু'মিন হও।

২৪৮- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ
○ إِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

সূরা ইউনুস, ১০ : ৭৫

৭৫. আর তাদের পরে আমি পাঠিয়েছিলাম মূসা ও হারুনকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে। কিন্তু তারা অহঙ্কার করেছিল, আর তারা তো ছিল অপরাধী কাওম।

৭৫- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا ۚ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ○

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫৩

৫৩. আর আমি দান করেছিলাম মূসাকে স্বীয় অনুগ্রহে তার ভাই হারুনকে নবীরূপে।

৫৩- وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ○

সূরা তো-হা, ২০ : ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪

২৯. আর মূসা বলল : হে আমার রব ! করে দিন আমার জন্য একজন উযীর, আমার আপনজনদের থেকে,

২৯- وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ○

৩০. আমার ভাই হারুনকে,

৩০- هَارُونَ أَخِي ○

৩১. সুদৃঢ় করুন তাকে দিয়ে আমার শক্তি,

৩১- أَشَدُّ دَبِيرًا أُرِي ○

৩২. এবং অংশীদার করুন তাকে আমার কাজে।

৩২- وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ○

৩৩. যাতে আমরা আপনার বেশী বেশী তাসবীহ করতে পারি,

৩৩- كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ○

৩৪. এবং যাতে আমরা আপনার বেশী বেশী যিকির করতে পারি।

৩৪- وَنَذِّكُرَكَ كَثِيرًا ○

৩৫. আপনি তো আমাদের ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা।

৩৫- إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ○

৯০. আর হারুন তো আগেই বলেছিল তাদের : হে আমার কাওম! তোমাদের তো পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে এ বাছুর দিতে। নিশ্চয় তোমাদের রব দয়াময় আল্লাহ্, অতএব তোমরা অনুসরণ কর আমার এবং মেনে চল আমার আদেশ।

৯০- وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ لِقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ○

৯১. তারা বলল : আমরা কিছুতেই নিবৃত্ত হবো না বাছুর পূজা থেকে, যে পর্যন্ত না ফিরে আসে আমাদের কাছে মূসা।

৯১- قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ○

৯২. মূসা বলল : হে হারুন ! কিসে তোমাকে বারণ করেছিল, যখন তুমি তাদের দেখেছিলে তারা গুমরাহ হয়েছে,

৯২- قَالَ يَهُودُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ○

৯৩. তোমাকে আমার অনুসরণ করা থেকে ? তবে কি তুমি অমান্য করলে আমার নির্দেশ ?

৯৩- أَلَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ○

৯৪. হারুন বলল : হে আমার সহোদর ! তুমি টেনো না আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরে, আমি তো আশংকা করছিলাম যে, তুমি বলবে : তুমি বিভেদ সৃষ্টি করেছ বনু ইসরাঈলের মধ্যে এবং তুমি যথাযথভাবে আমার কথা পালন করনি।

৯৪- قَالَ يَبْنَؤُمْرًا لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ○

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৪৮

৪৮. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসা ও হারুনকে ফুরকান, জ্যোতি ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য।

৪৮- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ○

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮

৪৫. তারপর আমি পাঠিয়েছিলাম মূসা ও তার ভাই হারুনকে আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ,
৪৬. ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে। কিন্তু তারা অহংকার করেছিল, আর তারা ছিল ঔদ্ধত্য কাওম।
৪৭. তারা বলেছিল : আমরা কি ঈমান আনব এমন দু'ব্যক্তির উপর, যারা আমাদেরই মত, আর যাদের কাওম আমাদের দাস ?
৪৮. অতএব তারা তাদের উভয়কে অস্বীকার করল, ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ৩৫, ৩৬

৩৫. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব এবং করেছিলাম তার সাথে তার ভাই হারুনকে উযীর।
৩৬. আর আমি বলেছিলাম তাদের উভয়কে, তোমরা যাও সেই কাওমের কাছে, যারা অস্বীকার করেছে আমার নিদর্শনাবলী। তারপর আমি বিধ্বস্ত করেছিলাম তাদের সম্পূর্ণরূপে।

সূরা শু'আরা, ২৬ : ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

১২. সে (মূসা) বলেছিল : হে আমার রব ! আমি তো ভয় করি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে,
১৩. এবং সংকুচিত হয়ে পড়ছে আমার হৃদয়, আর আমার জিহবা তো সাবলীল নয়। অতএব ওহী পাঠান হারুনের প্রতিও।

৪৫- ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ○

৪৬- إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ○

৪৭- فَقَالُوا اتُّؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَدُونَ ○

৪৮- فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ○

৩৫- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ○

৩৬- فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ○

১২- قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون ○

১৩- وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ○

১৪. আর তাদের তো রয়েছে আমার বিরুদ্ধে এক অভিযোগ, তাই আমি ভয় করি ; পাছে তারা আমাকে হত্যা করে ফেলে ।

۱۴- وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ
فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُونِ ۝

১৫. আল্লাহ্ বললেন : না, কখন নয় । অতএব তোমরা উভয়ে যাও আমার নিদর্শন নিয়ে, আমি তো তোমাদের সাথে আছি শ্রবণকারী ।

۱۵- قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا
اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ۝

১৬. সুতরাং তোমরা উভয়ে যাও ফির-
'আউনের কাছে এবং বল : আমরা তো
রাসূল রাক্বুল আলামীনের ।

۱۶- فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا
اِنَّا رُسُلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

১৭. আর যেতে দাও আমাদের সাথে বনু
ইসরাঈলকে ।

۱۷- اَنْ اُرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝

সূরা কাসাস, ২৮ : ৩৪, ৩৫

৩৪. (মূসা বলল) আর আমার ভাই হারুন
আমার চাইতে বাগী, অতএব তাকে
আমার সাথে প্রেরণ করুন সাহায্যকারী-
রূপে, সে আমাকে সমর্থন করবে ।
আমি তো ভয় করি যে, তারা আমাকে
অস্বীকার করবে ।

۳۴- وَ أَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسًا
فَارْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۚ
اِنِّي أَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُونِ ۝

৩৫. আল্লাহ্ বললেন : অবশ্যই আমি
শক্তিশালী করব তোমার বাহকে, তোমার
ভাইকে দিয়ে আর তোমাদের উভয়কে
প্রাধান্য দেব । অতএব তারা তোমাদের
কাছে পৌঁছতে পারবে না । তোমরা
উভয়ে এবং তোমাদের অনুসারীরা
আমার নিদর্শনাবলীর কারণে বিজয়ী
হবে ।

۳۵- قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ
وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا
فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِآيَاتِنَا ۚ
أَن تُمَا وَمِنَ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ۝

সূরা সাফ্বাত, ৩৭ : ১১৪, ১১৫, ১১৬,
১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২

১১৪. আর আমি তো অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা
ও হারুনের প্রতি,

۱۱۴- وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝

১১৫. এবং আমি উদ্ধার করেছিলাম তাদের
উভয়কে এবং তাদের কাওমকে মহা-
সংকট থেকে ।

۱۱۵- وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا
مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝

১১৬. আমি সাহায্য করেছিলাম তাদের, ফলে তারা হয়েছিল বিজয়ী।
১১৭. আর আমি দিয়েছিলাম তাদের উভয়কে বিশদ কিতাব।
১১৮. আর আমি হিদায়েত দান করেছিলাম তাদের উভয়কে সরল সঠিক পথে।
১১৯. আর তাদের উভয়কে আমি স্মরণীয় করে রেখেছিল পরবর্তীদের মাঝে।
১২০. শান্তি বর্ষিত হোক মূসা ও হারুনের প্রতি।
১২১. এভাবেই আমি পুরস্কার দেই নেক্-কারদের।
১২২. তারা উভয়েই ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

১১৬- وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ○

১১৭- وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ ○

১১৮- وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○

১১৯- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ○

১২০- سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ○

১২১- إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○

১২২- إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ○

হযরত দাউদ (আ)

সূরা বাকারা, ২ : ২৫১

২৫১. তারপর পরাভূত করল তারা তাদেরকে এবং হত্যা করল দাউদ জালুতকে। আর তাকে দান করেন আল্লাহ কর্তৃত্ব ও হিকমত এবং শিক্ষা দেন তাকে, যা তিনি ইচ্ছা করেন। আর যদি প্রতিহত না করেন আল্লাহ মানব জাতির একদলকে অন্য দল দিয়ে, তবে তো পৃথিবী ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ অনুগ্রহশীল সারা জাহানের প্রতি।

২৫১- فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ○

সূরা নিসা, ৪ : ১৬৩

১৬৩. আমি তো ওহী পাঠিয়েছিলাম আপনার কাছে, যেমন আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের কাছে এবং তার পরবর্তী নবীদের কাছে। আর আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তার বংশধরদের কাছে এবং ঈসা,

১৬৩- إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَالْيُوسُفَ ○

আইউব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের কাছেও। আর আমি দাউদকে দিয়ে-
ছিলাম যাবুর।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৭৮

৭৮. বনু ইসরাঈলের মাঝে যারা কুফরী করেছিল, তারা অভিশপ্ত হয়েছিল দাউদ ও ঈসা ইবন মারইয়াম কর্তৃক। কেননা, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমান্তজনকারী।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৫৫

৫৫. আর আপনার রব ভালভাবে জানেন, যারা আছে আসমানে এবং যমীনে। আর আমি তো মর্যাদা দান করেছি কতক নবীকে কতক নবীর উপর এবং দিয়েছি দাউদকে যাবুর।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৭৮, ৭৯, ৮০

৭৮. আর স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে, রাতে প্রবেশ করেছিল তাতে কোন কাওমের মেস আর আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার।

৭৯. আর আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এ বিষয়ের মীমাংসা সুলায়মানকে এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম হিকমত ও ইল্ম। আর আমি অধীন করে দিয়েছিলাম পর্বত ও পাখীসমূহকে দাউদের, তারা তার সাথে আমার তাসবীহ পাঠ করত আর আমি ছিলাম এ সবার কর্তা।

৮০. আর আমি তাকে শিখিয়েছিলাম তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ করা, যাতে তা তোমাদের রক্ষা করতে পারে তোমাদের যুদ্ধে, সুতরাং তোমরা কি শোক্ৰণ্ডয়ার হবে না ?

وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
وَإِتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

۷۸- لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝

۵۵- وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَ الْأَرْضِ ۝ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ
عَلَى بَعْضٍ ۝ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

۷۸- وَ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ
إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ
غَنَمُ الْقَوْمِ ۝ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۝

۷۹- فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۝

وَ كُلًّا أَتَيْنَا حُكْمًا وَ عِلْمًا ۝
وَ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ
يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ
وَ كُنَّا فاعِلِينَ ۝

۸০- وَ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ
لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ
بَاسِكُمْ ۝ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۝

সূরা নাম্বল, ২৭ : ১৫, ১৬

১৫. আর আমি তো দান করেছিলাম দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান এবং তারা বলেছিল : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন আমাদের তাঁর বহু মু'মিন বান্দার উপর।

১৬. আর সুলায়মান উত্তরাধিকারী হয়েছিল দাউদের এবং সে বলেছিল : হে মানুষ! আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে পাখির ভাষা, আর আমাকে দেওয়া হয়েছে সব কিছু থেকে। নিশ্চয় এতো এক স্পষ্ট অনুগ্রহ।

সূরা সাবা, ৩৪ : ১০, ১১

১০. আর আমি তো দান করেছিলাম দাউদকে আমার তরফ থেকে অনুগ্রহ। আদেশ করেছিলাম পর্বতমালাকে, হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং পাখীদেরও। আর আমি নরম করে দিয়েছিলাম তার জন্য লোহাকে,

১১. যাতে তুমি তৈরী করতে পার পূর্ণ মাপের বর্ম এবং পরিমাণ রক্ষা করতে পার বুনে আর তোমরা নেক্কাজ কর। অবশ্যই আমি সম্যক দ্রষ্টা সে সম্বন্ধে, যা তোমরা কর।

সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ৩০

১৭. আপনি সবুর করুন তারা যা বলে তাতে এবং স্মরণ করুন আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা, সে তো ছিল অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী।

১৮. আমি তো নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে তার সাথে আমার পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা করতে সকাল-সন্ধ্যায়,

১৫- وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا ۚ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

১৬- وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمِنَا مَثُوتَ الطَّيْرِ ۖ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۚ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۝

১০- وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يُجِبَالُ أَوَّيَّ مَعَهُ وَالطَّيْرُ ۚ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ۝

১১- أَنْ أَعْمَلَ سَبِغَاتٍ وَقَدِيرٍ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

১৭- إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ۚ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

১৮- إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝

১৯. এবং সমবেত পাখীদেরও, সবাই ছিল আল্লাহ্ অভিমুখী।
২০. আর আমি সুদৃঢ় করেছিলাম তার রাজ্য এবং দিয়েছিলাম তাকে হিক্মত এবং ফয়সালাকারী বাগিতা।
২১. আর পৌঁছেছে কি আপনার কাছে বিবাদমান লোকদের বৃত্তান্ত, যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে ইবাদতখানায় এলো,
২২. এবং দাউদের কাছে পৌঁছল, তখন সে শংকিত হল তাদের কারণে। তারা বলল : আপনি ভয় পাবেন না। আমরা বিবাদমান দুই পক্ষ, আমাদের একে অপরের উপর যুলুম করেছে। অতএব আপনি ফায়সালা করে দিন আমাদের মাঝে যথাযথভাবে এবং অবিচার করবে না। আর দেখান আমাদের সঠিক পথ।
২৩. নিশ্চয় এ ব্যক্তি আমার ভাই। তার আছে নিরানব্বটি দুশ্বা, আর আমার আছে মাত্র একটি দুশ্বা। তবুও সে বলে : দিয়ে দাও এটি আমার জিম্মায়। আর সে কঠোরতা প্রদর্শন করছে আমার প্রতি কথায়।
২৪. দাউদ বলল : অবশ্যই সে যুলুম করেছে তোমার প্রতি, তোমার দুশ্বাটিকে তার দুশ্বার সাথে যুক্ত করার দাবী করে। আর শরীকদের অনেকেই একে অন্যের উপর অবশ্যই অবিচার করে থাকে, করে না কেবল তারা, যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে এবং তারা সংখ্যায় খুবই কম। আর দাউদ বুঝতে পারল, আমি তো তাকে পরীক্ষা করছি। তখন সে ক্ষমা প্রার্থনা করল তার রবের কাছে এবং লুটিয়ে পড়ল বিনত হয়ে ও তাঁর অভিমুখী হল।

১- وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً ۚ كُلُّ لَهٗ أَوَّابٌ ۝

২- وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ

وَقُضِيَ الْخِطَابُ ۝

২১- وَهَلْ أَتَاكَ نَبُوءُ الْخَصْمِ

إِذْ تَسَوَّرُوا الْحُرَابَ ۝

২২- إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ

فَفَزَعَهُ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ۚ

خَصْمِنِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ

فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ

وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝

২৩- إِنَّ هَذَا أَخِي ۖ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ

نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا

وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۝

২৪- قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ

بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ

عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۚ

وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

২৫. তারপর আমি তাকে ক্ষমা করলাম তার ত্রুটি। আর অবশ্যই তার জন্য আছে আমার কাছে নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

২৬. হে দাউদ! আমি তো করেছি তোমাকে প্রতিনিধি পৃথিবীতে, অতএব তুমি ফয়সালা কর লোকদের মাঝে যথাযথ-ভাবে এবং অনুসরণ করোনা খেয়াল-খুশীর। কেননা, একরূপ করলে তা তোমাকে গুমরাহ করবে আল্লাহর পথ থেকে। নিশ্চয় যারা গুমরাহ হয় আল্লাহর পথ থেকে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা ভুলে গেছে বিচার দিনের কথা!

৩০. আর আমি দান করেছিলাম দাউদকে সুলায়মান। সে ছিল উত্তম বান্দা। সে ছিল অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী।

۲۵- فَخَفَرْنَا لَهُ ذُلِكَ ۝

وَإِنَّا لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسَنَ مَّآبٍ ۝

۲۶- يٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ

فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۝

إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝

بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝

۳۰- وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ۝

نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

হযরত সুলায়মান (আ)

সূরা বাকারা, ২ : ১০২

১০২. আর তারা তা অনুসরণ করত, যা আবৃত্তি করত শয়তানরা সুলায়মানের রাজত্বে। আর সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল, তারা শিখাত মানুষকে যাদু এবং তা-ও যা নাযিল করা হয়েছিল দুই ফিরিশ্তা হারুত ও মারুতের উপর বাবিল শহরে। তারা কখন কাউকে শিক্ষা দিত না একথা না বলে যে, আমরা তো পরীক্ষা স্বরূপ; সুতরাং তুমি কুফরী করো না। তারা শিক্ষা গ্রহণ করত তাদের উভয়ের থেকে, যা বিচ্ছেদ ঘটায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে। অথচ তারা কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না তা দিয়ে কারো, আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া। আর তারা

۱۰۲- وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ

مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۝ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ

الشَّيْطَانِ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ

وَمَارُوتَ ۝ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ

حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ

الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۝ وَمَا هُمْ

بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۝

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۝

শিখত, যা তাদের ক্ষতি সাধন করত এবং তাদের কোন উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিত জানত যে, যে কেউ তা খরিদ করবে, নেই তার জন্য আখিরাতে কোন অংশ। আর কতই নিকৃষ্ট তা, যার বিনিময়ে তারা বিক্রি করছে নিজেদের আত্মা, যদি তারা জানত !

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۚ
وَلَيْئَسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

৭৮. আর স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল শস্যক্ষেত সম্পর্কে, রাতে প্রবেশ করেছিল তাতে কোন কাওমের মেস ; আর আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার।

۷۸- وَ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ
إِذْ يَخُكِّنُ فِي الْحَرِّثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ
غَمُّ الْقَوْمِ ۚ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۝

৭৯. আর আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এ বিষয়ের মীমাংসা সুলায়মানকে এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম হিক্মত ও ইল্ম। আর আমি অধীন করে দিয়েছিলাম পর্বত ও পাখীসমূহকে দাউদের, তারা তার সাথে আমার তাসবীহ পাঠ করত। আর আমি ছিলাম এ সবার কর্তা।

۷۹- فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ
وَ كُلًّا أَتَيْنَا حُكْمًا وَ عِلْمًا ۚ
وَ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ
يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ
وَ كُنَّا فاعِلِينَ ۝

৮০. আর আমি তাকে শিখিয়েছিলাম তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ করা। যাতে তা তোমাদের রক্ষা করতে পারে তোমাদের যুদ্ধে। সুতরাং তোমরা কি শোক্ৰগুয়ার হবে না ?

۸۰- وَ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ
لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ
بَأْسِكُمْ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۝

৮১. আর আমি বশীভূত করে দিয়েছিলাম সুলায়মানের জন্য উদ্দাম বায়ুকে, যা প্রবাহিত হত তার আদেশে সে দেশের দিকে, যেখানে আমি রেখেছি বরকত। আর আমি সব বিষয়ে সম্যক অবহিত।

۸۱- وَ أَسْلَمْنَا الرِّيحَ عَاصِفَةً
تَجْرِي بِأَمْرِهِ
إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۚ
وَ كُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ۝

৮২. আর শয়তানদের মধ্যে কতক তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এ ছাড়া তারা অন্য কাজও করত, আর আমি ছিলাম তাদের রক্ষাকারী।

সূরা নামল, ২৭ : ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

১৫. আর আমি দান করেছিলাম দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান এবং তারা উভয়ে বলেছিল : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তার অনেক মু'মিন বান্দার উপর।

১৬. আর উত্তরাধিকারী হয়েছিল সুলায়মানকে দাউদের এবং সে বলেছিল : হে মানুষ! আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে পাখীর ভাষা এবং আমাকে দান করা হয়েছে সবকিছু। অবশ্যই এ হল সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

১৭. আর সমবেত করা হল সুলায়মানের সামনে তার বাহিনীকে জিন, ইনসান ও পাখীদের থেকে এবং তাদের দলে দলে বিন্যস্ত করা হল।

১৮. তারপর যখন তারা উপনীত হল এক পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায়, তখন এক পিপীলিকা বলল : হে পিপীলিকা বাহিনী ! তোমরা প্রবেশ কর তোমাদের গর্তে, যাতে তোমাদের পদদলিত না করে সুলায়মান ও তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতে।

১৯. তখন সুলায়মান মৃদু হাসল তার কথায় এবং বলল : হে আমার রব ! আপনি আমাকে সমর্থ দিন, যাতে আমি শোক্‌র আদায় করতে পারি, যে নিয়ামত আপনি আমাকে দান করেছেন

৮২-وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ○

১৫-وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَ الْاِحْمَدُ لِلّٰهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৬-وَ وَرَبِّكَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مٰنُطُوْتَ الطَّيْرِ وَاَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْفَضْلِ السَّيِّئِ ○

১৭-وَ حٰشِرَ لِّسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِيْنِ وَ الْاِنْسِ وَ الطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُوْنَ ○

১৮-حَتّٰى اِذَا اتَّوٰا عَلٰى وَادِ التَّمَلِ ۙ قَالَتْ نَمَلَةٌ يٰٓاَيُّهَا التَّمَلُ ادْخُلُوْا مَسْكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَ جُنُوْدُهٗ ۚ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

১৯-فَتَبَسَّ سَمِ صَاحِجًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰى وَاٰلِدَيَّ

এবং আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন তার জন্য। আর যেন আমি এমন নেককাজ করতে পারি, যা আপনি পসন্দ করেন এবং আমাকে शामिल করুন, আপনার রহমতে আপনার নেকবান্দাদের মাঝে।

২০. আর সুলায়মান সন্ধান নিল পাখীদের এবং বলল : ব্যাপার কি, হৃদহৃদকে দেখছি না যে ! সে অনুপস্থিত না কি ?
২১. অবশ্যই আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেব, অথবা যবাহ করব তাকে; যদি না সে উপযুক্ত কারণ দর্শায়।
২২. অনতিবিলম্বে হৃদহৃদ এসে পড়ল এবং বলল : আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি এবং নিয়ে এসেছি আপনার জন্য সুনিশ্চিত সংবাদ 'সাবা' থেকে।
২৩. আমি তো পেয়েছি এক নারীকে তাদের উপর রাজত্ব করতে এবং তাকে দেয়া হয়েছে সবকিছু, আর তার আছে এক বিরাট সিংহাসন।
২৪. আর আমি পেয়েছি তাকে ও তার কাওমকে আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজ্দা করতে। আর শোভন করেছে তাদের জন্য শয়তান তাদের কার্যাবলী এবং ফিরিয়ে রেখেছে তাদের সৎপথ থেকে, ফলে তারা হিদায়েত লাভ করেনি।
২৫. তারা সিজ্দা করে না আল্লাহকে, যিনি প্রকাশ করেন আসমান ও যমীনের লুক্কায়িত বস্তুকে এবং যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর।
২৬. আল্লাহ, নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া; তিনি রব মহা আরশের।

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ
فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ○

২০. وَتَقَفَّذَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى

الْهُدُودَ ۖ أَمْ كَانُ مِنَ الْغَائِبِينَ ○

২১. لَأَعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا أَذْبَحْهُ

أَوْ لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ○

২২. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ

أَحْطْتُ بِمَا لَمْ تَحْطُ بِهِ

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبِيلٍ يَنْبَأُ يَاقِينٍ ○

২৩. إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ

وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ

২৪. وَجَدْنَاهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ

فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ○

২৫. أَلَا يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي

يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ○

২৬. اللَّهُ لَا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○

২৭. সুলায়মান বলল : অবশ্যই আমি দেখব, তুমি সত্য বলেছ, না তুমি মিথ্যাবাদী ?

২৭- قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ
أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ○

২৮. যাও তুমি আমার এ চিঠি নিয়ে এবং তা তাদের কাছে অর্পণ কর, তারপর তাদের থেকে কিছু সরে থাক এবং লক্ষ্য কর তাদের প্রতিক্রিয়া।

২৮- اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ
ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ○

২৯. সে নারী বলল : হে পারিষদবর্গ ! আমাকে তো দেওয়া হয়েছে এক সম্মানিত পত্র,

২৯- قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ
إِنِّي أُلْقِيَ إِلَىٰ كِتَابٍ كَرِيمٍ ○

৩০. নিশ্চয় তা হল সুলায়মানের তরফ থেকে এবং তা হল : বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।*

৩০- إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

৩১. (পত্রে আরো লেখা ছিল) অমান্য করো না আমাকে অহমিকা বশে এবং এস আমার কাছে অনুগত হয়ে।

৩১- أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ○

৩২. সে নারী বলল : হে পারিষদবর্গ ! আমাকে পরামর্শ দাও আমার এ সমস্যায়। আমি তো কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে।

৩২- قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي
مَا كُنْتُ قَاطِعَةً
أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُون ○

৩৩. তারা বলল : আমরা তো শক্তিশালী এবং যুদ্ধে অতিশয় পারদর্শী। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তো আপনারই। সুতরাং ভেবে দেখুন, কি নির্দেশ দেবেন।

৩৩- قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا
بِأَسْ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ
فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ○

৩৪. সে বলল : নিশ্চয় যখন রাজা-বাদশাহরা প্রবেশ করে কোন জনপদে, তখন তারা তা বিপর্যস্ত করে দেয় এবং করে দেয় সেখানকার সম্মানিত ব্যক্তিদের অসম্মানিত আর এরূপই করবে এরাও।

৩৪- قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً
أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً
وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ○

৩৫. আর অবশ্যই আমি দূত পাঠাচ্ছি তাদের কাছে উপটৌকন নিয়ে দেখি, দূতেরা কি নিয়ে ফিরে আসে।

৩৫- وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ
فَنْظُرُهُ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ○

* পত্রখানা “বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম” দিয়ে শুরু করা হয়েছিল।

৩৬. যখন দূত পৌঁছল সুলায়মানের কাছে।
তখন সুলায়মান বলল : তোমরা
কি আমাকে সাহায্য করছ ধন-
সম্পদ দিয়ে ? আল্লাহ আমাকে যা
দিয়েছেন তা উৎকৃষ্ট, তোমাদের যা
দিয়েছেন তা থেকে। কিন্তু তোমরা
তো তোমাদের উপটৌকন নিয়ে
উৎফুল্লাবোধ করছ।

২৬- فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ
قَالَ أَتُمِدُّوُنِي بِبَالٍ
فَمَا آتَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا أَتَيْتُمْ
بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ ○

৩৭. ফিরে যাও তাদের কাছে, অবশ্যই আমি
আসব তাদের কাছে এমন এক সেনা-
বাহিনী নিয়ে, যার মুকাবিলা করার
ক্ষমতা তাদের নেই। আর অবশ্যই
আমি তাদের বের করব সেখান
থেকে লাঞ্ছিত করে এবং তারা হবে
অপমানিত।

২৭- ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَهُمْ
بِجُنُودٍ لَّا قَبْلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَهُمْ مِّنْهَا
أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ○

৩৮. সে (সুলায়মান) আরো বলল : হে
পারিষদবর্গ ! কে আছ তোমাদের মাঝে
যে নিয়ে আসবে আমার কাছে তার
সিংহাসন, তারা আত্মসমর্পণ করে
আমার কাছে আসার আগে ?

২৮- قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي
بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ○

৩৯. এক শক্তিশালী জিন বলল : আমি নিয়ে
আসব তা আপনার কাছে আপনি
আপনার স্থান থেকে উঠার আগেই আর
আমি এ ব্যাপারে অবশ্যই শক্তিশালী,
বিশ্বস্ত।

২৯- قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ
قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ
وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ○

৪০. যার কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বলল :
আমি তা নিয়ে আসব আপনার কাছে,
আপনার চেখের পলক ফেলার আগেই।
তারপর সুলায়মান যখন তা তার সামনে
রক্ষিত অবস্থায় দেখল, তখন সে বলল :
এ আমার রবের অনুগ্রহ, যাতে তিনি
আমাকে পরীক্ষা করেন আমি শুকর
আদায় করি, না না-শুকরী করি। আর
যে শুকর করে। সে তো শুকর করে
নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে

৪০- قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ
أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ
فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ
قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لَتَبُ
يُبَيِّلُونِي ۚ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ
وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ

না-শুক্ৰী করে সে জেনে রাখুক,
আমার রব তো বে-নিয়ায, মহানুভব।

৪১. সে (সুলায়মান) বলল : তার সিংহাসনের
আকৃতি বদলে আপরিচিত করে দাও,
দেখি সে সঠিক দিশা পায়, না সে
বিভ্রান্তদের শামিল হয় ?

৪২. যখন সে নারী এল, তখন তাকে
জিজ্ঞেস করা হল : এরূপই কি তোমার
সিংহাসন ? সে বলল : মনে হয়
এটিই। আর আমাদের তো দান করা
হয়েছে এর জ্ঞান আগেই এবং আমরা
আত্মসমর্পণ করেছি।

৪৩. আর তাকে নিবৃত্ত করেছিল, আল্লাহর
পরিবর্তে সে যার পূজা করত তারা।
সে তো ছিল কাফির সম্প্রদায়ের
অন্তর্ভুক্ত।

৪৪. তাকে বলা হল : তুমি প্রবেশ কর এ
প্রাসাদে। তারপর যখন সে তা দেখল,
তখন সে সেটাকে একটা গভীর
জলাশয় মনে করল এবং সে অনাবৃত
করল তার পায়ের গোছা। সুলায়মান
বলল : এতো একটা স্বচ্ছ-স্ফটিক
নির্মিত প্রাসাদ। সে নারী বলল : হে
আমার রব। আমি তো যুলুম করেছি
নিজের প্রতি এবং আমি ঈমান আনলাম
সুলায়মানের সাথে, আল্লাহ্ রাক্বুল
আলামীনের প্রতি।

সূরা সাবা, ৩৪ : ১২, ১৩, ১৪

১২. আর আমি অধীন করে দিয়েছিলাম
সুলায়মানের জন্য বায়ুকে, যা অতিক্রম
করত ভোরে এক মাসের পথ এবং
সন্ধ্যায় এক মাসের পথ। আর আমি
প্রবাহিত করেছিলাম তার জন্য গলিত
তামার এক প্রস্রবণ। তার রবের

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَّبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۝

৪১- قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي
أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۝

৪২- فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ
قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۖ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ
مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۝

৪৩- وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ
اللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝

৪৪- قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ
فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ
لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۖ
قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُبَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ ۖ
قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ
مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

১২- وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ
غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ
وَأَسْلَمْنَا لَهُ الْيَمِينَ الْقَطْرِ
وَمِنَ الْجِبِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ

অনুমতিক্রমে জিন্দের কতক তার সম্মুখে কাজ করত। তবে তাদের মধ্যে যে অমান্য করে আমার নির্দেশ, আমি আশ্বাদন করাব তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ
مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ○

১৩. তারা (জিন্রা) তৈরী করত সুলায়মানের জন্য তার ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউস সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ। আমি বলেছিলাম : হে দাউদ পরিবার ! তোমরা কাজ করতে থাক কৃতজ্ঞতার সাথে। আর আমার বান্দাদের মাঝে কৃতজ্ঞ খুবই কম !

۱۳- يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ
وَتَكَاثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَةٍ
إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا
وَقَلِيلٌ مِنَ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ○

১৪. যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটলাম, তখন জিন্দের মাধ্যে তার মৃত্যুর বিষয় জানাল কেবল সে মাটির পোকা, যা তার লাঠি খাচ্ছিল। যখন সে পড়ে গেল, তখন জিন্রা বুঝতে পারল যে, যদি তারা গায়েব জানত, তবে তারা আবদ্ধ থাকত না লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে।

۱۴- فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ
عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ
تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ
أَن لَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ
مَا لَيْسُوا فِي الْعَذَابِ الْمُبِينِ ○

সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮

৩০. আর আমি দান করেছিলাম দাউদকে সুলায়মান। সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ্‌ অভিযুক্ত।

۳۰- وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ
نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ○

৩১. যখন উপস্থিত করা হল তার কাছে বিকেলে দ্রুতগামী উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি,

۳۱- إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّ
الصَّفِيفَتُ الْجَيَّادُ ○

৩২. তখন সে বলল : আমি তো মগ্ন হয়ে পড়েছি ঐশ্বর্যের ভালবাসায়, আমার রবের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে, এদিকে সূর্য ডুবে গেছে।

۳۲- فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ
عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ○

৩৩. এ ঘোড়াগুলোকে আমার কাছে আবার নিয়ে এস। তারপর সে ছেদা করতে লাগল এ সবার পা ও ঘাড়।

حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ○
۳۳- رُدُّوهَا عَلَيَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ
وَالْأَعْنَاقِ ○

৩৪. আর আমি তো পরীক্ষা করেছিলাম সুলায়মানকে, আর রেখে দিয়েছিলাম তার আসনের উপর একটি ধড়। এরপর সে আমার অভিযুক্তী হল।
৩৫. সে (সুলায়মান) বলল : হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং দান করুন আমাকে এমন বাক্য, যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেউ না হয়। আপনি তো পরমদাতা।
৩৬. তখন আমি তার অনুগত করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করত সেখানে মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হত।
৩৭. আর অনুগত করে দিয়েছিলাম শয়তানদেরও যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী,
৩৮. এবং অনুগত করে দিয়েছিলাম আরো অনেককে, যারা ছিল শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

۳۴- وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ
وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ
جَسَدًا أَتَمًّا ۝

۳۵- قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا
لَّا يَبْتَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۚ
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

۳۶- فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ
تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۝

۳۷- وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ۝

۳۸- وَالْآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝

হযরত ইল্‌ইয়াস (আ)

সূরা আন'আম, ৬ : ৮৫

৮৫. আর আমি হিদায়েত দান করেছিলাম যাকারিয়া, ইয়াহুইয়া, ঈসা এবং ইল্‌ইয়াসকে, তারা সকলে ছিল নেককারদের শামিল।

সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭ : ১২৩, ১২৪, ১২৫,
১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১,
১৩২

১২৩. আর নিশ্চয় ইল্‌ইয়াস ছিল রাসূলদের একজন।
১২৪. স্মরণ কর, সে বলেছিল তার কাওমকে : তোমরা কি সাবধান হবে না ?
১২৫. তোমরা কি ইবাদত করবে বা'আলের আর ছেড়ে দেবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা-

۸۵- وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلَاسَ
كُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝

۱۲۳- وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

۱۲৪- إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

۱২৫- أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ
أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۝

১২৬. আল্লাহকে ? যিনি রব তোমাদের এবং
রব তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও?
১২৭. কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করেছিল,
ফলে অবশ্যই তাদের শাস্তির জন্য
উপস্থিত করা হবে,
১২৮. তবে তাদের নয়, যাঁরা আল্লাহর একনিষ্ঠ
বান্দা।
১২৯. আর আমি স্বরণীয় করে রেখেছি একে
পরবর্তীদের মাঝে।
১৩০. শান্তি বর্ষিত হউক ইল্-ইয়াসীন এর
উপর।
১৩১. আমি তো এভাবেই পুরস্কার দেই
নেককারদের।
১৩২. নিশ্চয় সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের
অন্যতম।

১২৬-اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ○

১২৭-فَكَذَّبُوهُ فَأْتَهُمْ لَحُضْرُونَ ○

১২৮-إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ○

১২৯-وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ○

১৩০-سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَأْسِينَ ○

১৩১-إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○

১৩২-إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ○

হযরত আল্‌ইয়াস'আ (আ.)

সূরা আন'আম, ৬ : ৮৬

৮৬. আর আমি হিদায়েত দান করেছিলাম
ইসমাইল, আল্‌ইয়াস'আ, ইউনুস ও
লূতকে এবং এদের প্রত্যেককে আমি
শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্বজগতের
উপর।

৮৬-وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَهُدَّاهُمْ
وَكَلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ○

সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ৪৮

৪৮. আর স্মরণ কর ইসমাইল, আল্‌ইয়াস'আ
ও যুল্-কিফলের কথা, এরা সবাই ছিল
উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

৪৮-وَإِذْ ذُكِّرُوا سَمْعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَذَا الْكِفْلِ
وَكَلًّا مِّنَ الْآخْيَارِ ○

হযরত উযাইর (আ)

সূরা বাকারা, ২ : ২৫৯

২৫৯. অথবা তুমি কি দেখনি ঐ ব্যক্তিকে* যে
অতিক্রম করছিল এমন এক জনপদ

২৫৯-أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ

* তাফসীরকারগণের মতে ইনি হলেন হযরত উযাইর আলাইহিস্ সালাম।

যা ধ্বংসস্থূপে পরিণত হয়েছিল। সে বলেছিল : কিরূপে আল্লাহ্ জীবিত করবেন একে, এর মৃত্যুর পর। তারপর আল্লাহ্ তাকে মৃত অবস্থায় রাখেন একশ' বছর, পরে তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। আল্লাহ্ বলেন : কতকাল অবস্থান করলে ? সে বলল : অবস্থান করেছি একদিন, অথবা একদিনেরও কিছু কম। আল্লাহ্ বলেন : না, বরং তুমি তো অবস্থান করেছ একশ' বছর। তুমি লক্ষ্য কর তোমার খাদ্য-দ্রব্য ও পানীয় বস্তুর প্রতি, যা নষ্ট হয়নি এবং তুমি লক্ষ্য কর তোমার গাধাটির দিকে, আর যাতে করতে পারি তোমাকে নিদর্শন স্বরূপ লোকদের জন্য। আর লক্ষ্য কর হাড়গুলির প্রতি, কিভাবে আমি তা সংযোজিত করি এবং তা ঢেকে দেই গোশত দিয়ে। তারপর যখন তা তার কাছে স্পষ্ট হল, তখন সে বলল : আমি জানি, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান।

সূরা তাওবা, ৯ : ৩০

৩০. আর ইয়াহূদীরা বলে : উযাইর আল্লাহ্র পুত্র এবং নাসারারা বলে : মাসীহ আল্লাহ্র পুত্র। এ হলো তাদের মুখের কথা। তারা তো তাদের মত কথা বলে, যারা পূর্বে কুফরী করেছিল। আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন ! এ কোন দিকে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে চলেছে !

وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا
فَأَمَّا تِلْكَ الْمَائِدَةُ الَّتِي
كُنْتُمْ بَعَثْتُمْ عَلَيْهَا
قَالَ لَيْسَتْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قَالَ بَلْ لَيْسَتْ مَائِدَةً عَامٍ فَاَنْظُرْ
إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ
وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ
آيَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ
كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ
أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

২- وَ قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ
وَ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ
ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ
قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ
فَتَلْهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝

হযরত ইউনুস (আ.)

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৮৭, ৮৮

৮৭. আর স্মরণ কর যুন্-নুন-এর কথা, যখন সে রাগ হয়ে চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল যে, আমি কখন শাস্তি নির্ধারণ

۸۷- وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا
فَظَنَّ أَن لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ

করব না তার জন্য। তখন সে আঁধারের মধ্য থেকে দু'আ করেছিল : আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আপনি পবিত্র, মহান ! আমি তো যালিম।

৮৮. তখন আমি তার দু'আ কবুল করেছিলাম এবং নাজাত দিয়েছিলাম তাকে দুশ্চিন্তা থেকে আর এভাবেই আমি নাজাত দেই মু'মিনদের।

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ : ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮

১৩৯. আর ইউনুস তো ছিল রাসূলদের একজন।

১৪০. যখন সে পালিয়ে বোঝাই নৌযানে উঠল ;

১৪১. তারপর সে লটারীতে যোগদান করে পরাভূত হল,

১৪২. পরে তাকে গিলে ফেলল এক বিরাট মাছ, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল।

১৪৩. আর সে যদি না হতো আল্লাহর পবিত্রতা মহিমা ঘোষণাকারী,

১৪৪. তাহলে অবশ্যই তাকে থাকতে হত সে মাছের পেটে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত।

১৪৫. তারপর আমি তাকে নিষ্ক্ষেপ করলাম এক উষর প্রান্তরে, আর সে ছিল রুগ্ন।

১৪৬. তারপর আমি তার উপর উদ্গত করলাম একটি লাউ গাছ।

১৪৭. আর আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম রাসূল করে এক লাখ বা ততোধিক লোকের কাছে।

১৪৮. আর তারা ঈমান এনেছিল, ফলে আমি জীবন উপভোগ করতে দিয়েছিলাম তাদের কিছু কালের জন্য।

نَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ
أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ
إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ○

৪৪- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۖ
وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ○

১৩৯- وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ○

১৪০- إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ○

১৪১- فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ○

১৪২- فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ○

১৪৩- فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ○

১৪৪- لَلَّيْثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ○

১৪৫- فَدَبَّدْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ○

১৪৬- وَانْبَثْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ○

১৪৭- وَارْسَلْنَاهُ

إِلَىٰ مِائَةِ آلَافٍ أَوْ يُزِيدُونَ ○

১৪৮- فَاٰمَنُوْا

فَمَنْعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ○

হযরত যাকারিয়া (আ)

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৪, ৫, ৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১

৪. সে (যাকারিয়া) বলেছিল : হে আমার রব! আমার অস্থি তো দুর্বল হয়ে গেছে এবং বার্ধক্যের কারণে আমার মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে, হে আমার রব! আমি আপনার কাছে দু'আ করে কখনো ব্যর্থকাম হইনি।

৫. আর আমি ভয় করি আমার স্বগোষ্ঠীদের আমার পরে এবং আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা, অতএব আপনি আমাকে দান করুন আপনার তরফ থেকে এক উত্তরাধিকারী,

৬. যে উত্তরাধিকারী হবে আমার এবং উত্তরাধিকারী হবে ইয়াকুবের বংশেরও। হে আমার রব! আপনি তাকে করুন সন্তোষভাজন।

৩৭. তারপর তাকে কবুল করলেন তার রব ভালরূপে এবং লালন-পালন করলেন তাকে উত্তমরূপে, আর তার তত্ত্বা-বধানের দায়িত্ব দিলেন যাকারিয়াকে। যখনই যাকারিয়া তার সংগে কক্ষে দেখা করতে যেত, তখনই তার কাছে খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত : হে মারইয়াম! কোথায় পেলে তুমি এ সব? সে বলত : এ সব আল্লাহর তরফ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ রিযিক দেন যাকে চান বে-হিসাব।

৩৮. সেখানে যাকারিয়া তার রবের কাছে প্রার্থনা করে বলল : হে আমার রব! দান করুন আমাকে আপনার তরফ থেকে এক নেক সন্তান। নিশ্চয় আপনি খুব প্রার্থনা শ্রবণকারী।

৩৯. তারপর ফিরিশতারা তাকে সম্বোধন করে বলল, যখন সে কক্ষে সালাতে

৫- مِنْ قَبْلِ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝

৫- إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

৬- هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৩৭- فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ۖ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۖ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يَمْرِئُ أَيْ لَكَ هَذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৩৮- هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

৩৯- نَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي

আমি সৃষ্টি করব তোমাদের জন্য কাদা দিয়ে পাখীর মত আকৃতি, তারপর তাতে আমি ফুঁ দেব, ফলে তা হয়ে যাবে পাখী আল্লাহর হুকুমে। আর আমি নিরাময় করব জন্মান্ত ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে এবং জীবন দান করব মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। আর আমি তোমাদের বলে দেব, যা তোমরা আহার কর এবং যা তোমরা মওজুদ কর তোমাদের ঘরে। নিশ্চয় এতে রয়েছে তোমাদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হও।

৫০. আর আমি এসেছি সমর্থকরূপে আমার সামনে তাওরাতের যা রয়েছে তার এবং হালাল করতে তোমাদের জন্য তার কিছু, যা ছিল তোমাদের জন্য হারাম। আর আমি এসেছি তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়ে তোমাদের রবের তরফ থেকে। সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং অনুসরণ কর আমার।

৫১. নিশ্চয় আল্লাহ রব আমার এবং রব তোমাদেরও, সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। এটাই সরল-সঠিক পথ।

৫২. তারপর যখন উপলব্ধি করল ঈসা তাদের থেকে কুফর, তখন সে বলল : কারা আমার সাহায্যকারী আল্লাহর পথে ? হাওয়ারীগণ বলল : আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা তো মুসলিম।

৫৩. হে আমাদের রব ! আমরা ঈমান এনেছি তুমি যা নাযিল করেছ তাতে এবং আমরা অনুসরণ করছি এ রাসূলের। সুতরাং লিপিবদ্ধ করুন আমাদের সাক্ষীদের তালিকায়।

إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَابْرِئُ الْكَلِمَةَ وَالْأَبْرَصَ ۖ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَانْبِئْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ ۚ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

৫০- وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَإِلَاحًا لَّكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۖ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ۝

৫১- إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝

৫২- فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۚ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ۖ آمَنَّا بِاللَّهِ ۖ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝

৫৩- رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ ۖ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝

৫৫. স্বরণ কর, আল্লাহ্ বললেন : হে ঈসা ! আমি তো তোমাকে যথাসময় মৃত্যু দেব, তবে এখন তোমাকে তুলে নেব আমার কাছে, আর পবিত্র করব তোমাকে তাদের থেকে যারা কুফরী করেছে। আর যারা প্রকৃতভাবে তোমার অনুসরণ করবে, আমি তাদের প্রাধান্য দেব কাফিরদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত। তারপর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অবশেষে আমি ফয়সালা করে দেব তোমাদের মাঝে সে বিষয়ে, যাতে তোমরা মতভেদ করতে।

৫৯. নিশ্চয় ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহ্র কাছে আদমের দৃষ্টান্তের মত। আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেন মাটি থেকে, তারপর তিনি তার জন্য বলেন : 'হও', অমনি সে হয়ে যায়।

৬০. হক তো আপনার রবের তরফ থেকে। অতএব আপনি হবেন না সন্দেহপোষণ-কারীদের শামিল।

৬১. যে কেউ আপনার সংগে তর্ক করে এ বিষয়ে, আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর, আপনি তাকে বলুন : এসো, আমরা ডাকি আমাদের সন্তানদের এবং তোমাদের সন্তানদের, আমাদের নারীদের এবং তোমাদের নারীদের, আমাদের নিজকে এবং তোমাদের নিজকে, তারপর আমরা বিনীতভাবে দু'আ করি এবং আল্লাহ্র লা'নত দেই মিথ্যাবাদীদের উপর।

সূরা নিসা, ৪ : ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৭১, ১৭২

১৫৬. আর তারা অভিযুক্ত হয়েছিল তাদের কুফরীর জন্য এবং মারইয়ামের বিরুদ্ধে তাদের গুরুতর অপবাদের জন্য,

৫৫- اِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ وَرَافِعُكَ اِلَیَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اَتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اِلَیْ یَوْمِ الْقِیَمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَیَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَیْنَكُمْ فِیْمَا كُنْتُمْ فِیْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

৫৯- اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۚ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَآءٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنْ فِیْکُوْنُ ۝

৬০- اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ

فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِیْنَ ۝

৬১- فَمَنْ حَآجَّكَ فِیْهِ

مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا۟ نَدْعُ اٰبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلُ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلٰی الْکٰذِبِیْنَ ۝

১৫৬- وَ بِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰی مَرْیَمَ بُهْتَانًا عَظِیْمًا ۝

ইয়াহুইয়া, আর তার জন্য সন্তান-
ধারণের উপযোগী করেছিলাম তার
স্ত্রীকে। তারা তো প্রতিযোগিতা করত
ভল কাজে এবং তারা ডাকত আমাকে
আশা ও ভয়ের সাথে আর তারা ছিল
আমার প্রতি বিনীত।

يَحْيَىٰ وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۖ
إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ
وَكَانُوا لَنَا خُشْعِينَ ۝

হযরত ইয়াহুইয়া (আ)

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ১২, ১৩, ১৪, ১৫

১২. হে ইয়াহুইয়া ! তুমি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর
এ কিতাব। আর আমি তো তাকে দান
করেছিলাম শৈশবেই হিক্মত,
১৩. এবং দান করেছিলাম তাকে হৃদয়ের
কোমলতা ও পবিত্রতা আমার তরফ
থেকে, আর সে ছিল মুত্তাকী।
১৪. আর সে ছিল তার পিতা-মাতার অনুগত
এবং সে ছিল না উদ্ধত, অবাধ্য।
১৫. আর শান্তি তার প্রতি, যেদিন সে
জন্মগ্রহণ করেছে এবং যে দিন সে সারা
মরবে, আর যেদিন তাকে পুনরায়
জীবিত করে উঠানো হবে।*

- ۱۲-يُحْيِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۖ
وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝
۱۳-وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ
وَكَانَ تَقِيًّا ۝
۱۴-وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝
۱۵-وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ
وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝

হযরত ঈসা মাসীহ (আ)

সূরা বাকারা, ২ : ২৫৩

২৫৩. এই রাসূলগণ, আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি
তাদের কতককে কতকের উপর।
তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে, যার
সঙ্গে আল্লাহ্ কথা বলেছেন এবং
উন্নীত করেছেন তাদের কারো মর্যাদা।
আর আমি দিয়েছিলাম ঈসা ইবন
মারইয়ামকে স্পষ্ট প্রমাণ এবং তাকে
শক্তিশালী করেছিলাম জিব্রাঈলকে

۲۵۳-تِلْكَ الرُّسُلُ
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ
مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۖ
وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

* হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম-এর শিরোনামে ও হযরত ইয়াহুইয়া আলাইহিস্ সালাম প্রসঙ্গ এসেছে,
তাই পুনঃ উল্লেখ করা হলো না।

দিয়ে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের পরবর্তীগণ পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ করত না, তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর। কিন্তু তারা মতবিরোধ করল। ফলে, তাদের কতক ঈমান আনল এবং কতক কুফরী করল। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করত না; কিন্তু আল্লাহ তা-ই করেন, যা তিনি চান।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৯, ৬০, ৬১

৪৫. স্বরণ কর, ফিরিশতারা বলেছিল : হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর তরফ থেকে একটি কালিমার, তার নাম হবে মাসীহ ঈসা ইব্ন মারইয়াম, সে হবে সম্মানিত দুনিয়া ও আখিরাতে এবং নৈকট্য-প্রাপ্তদের একজন।

৪৬. সে কথা বলবে মানুষের সাথে দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সেও আর সে হবে নেককারদের একজন।

৪৭. মারইয়াম বলল : হে আমার রব! কিরূপে আমার সন্তান হবে, অথচ আমাকে স্পর্শ করেনি কোন পুরুষ? আল্লাহ বললেন : এভাবেই হবে। আল্লাহ সৃষ্টি করেন যা চান। যখন তিনি স্থির করেন কোন কিছু তখন তিনি শুধু তার জন্য বলেন : 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।

৪৮. আর তিনি তাকে শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিক্মাত, তাওরাত ও ইনজীল।

৪৯. আর বানাবেন তাকে রাসূল বনু ইসরাঈলের জন্য। সে বলবে : আমি তো নিয়ে এসেছি তোমাদের কাছে নিদর্শন তোমাদের রবের তরফ থেকে।

مَا أَتَتْكَ الذِّينَ مِنْ بَعْدِهِمْ
مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ
اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ
كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَتَتْكَ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ○

৪৫- إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ
يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ۖ
اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
وَجِئْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ ○

৪৬- وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا
وَمِنْ الصَّالِحِينَ ○

৪৭- قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ
وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ ۚ
قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ
إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○

৪৮- وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ○

৪৯- وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ
أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ

দাঁড়িয়েছিল : নিশ্চয় আল্লাহ্ সুসংবাদ দিচ্ছেন আপনাকে ইয়াহুইয়ার, সে আল্লাহ্‌র বাণীর সমর্থনকারী, নেতা, স্ত্রী বিরাগী এবং নেককারদের মধ্যে একজন নবী।

৪০. সে (যাকারিয়া) বলল : হে আমার রব! কিরূপে আমার পুত্র হবে? অথচ আমার বার্ধক্য এসে গেছে এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা। আল্লাহ্ বললেন : এভাবেই হবে। আল্লাহ্ করেন, যা তিনি চান।

৪১. যাকারিয়া বলল : হে আমার রব! দিন আমাকে একটি নিদর্শন। আল্লাহ্ বললেন : তোমর জন্য নির্দশন হল এই যে, তুমি লোকদের সাথে কথা বলবে না তিনদিন ইশারা ছাড়া, আর স্মরণ করবে তোমার রবকে বেশীবেশী এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করবে সন্ধ্যায় ও সকালে।

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

২. এ হলো আপনার রবের রহমতের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি,

৩. যখন সে ডেকেছিল বিশেষভাবে তার রবকে নিভূতে,

৪. সে (যাকারিয়া) বলেছিল : হে আমার রব! আমার অস্থি তো দুর্বল হয়ে গেছে আর সাদা হয়ে গেছে আমার মাথা বার্ধাক্যের কারণে। হে আমার রব! আমি কখন বিফল হইনি আপনাকে ডেকে।

৫. আর আমি আশংকা করি আমার স্বগোষ্ঠীয়দের সম্পর্কে আমার পরে যে, আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা, অতএব আপনি দান করুন আমাকে আপনার তরফ থেকে এক উত্তরাধিকারী,

فِي الْمِحْرَابِ ۚ أَنْ اللَّهَ يُبَشِّرَكَ بِبَيْحَىٰ
مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ
وَسَيِّدًا وَحَصُورًا
وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ○

৪০. قَالَ رَبِّ أَتَىٰ يَكُونُ لِي غُلَمٌ
وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ
قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ○

৪১. قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً
قَالَ آيَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا
وَأَذْكُرُ رَبَّكَ كَثِيرًا
وَسَبِّحُ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ○

২. ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ○

৩. إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ○

৪. قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي
وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا
وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ○

৫. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ
مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا
فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ○

৬. যে উত্তরাধিকারিত্ব করবে আমার এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়া'কূবের বংশের। হে আমার রব! তাকে কর সন্তোষভাজন।

৭. তিনি বললেন : হে যাকারিয়া ! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি এক পুত্রের, যার নাম ইয়াহুইয়া। করিনি কাউকে এর পূর্বে তার সমনামের।

৮. সে বলল : হে আমার রব ! কেমন করে আমার পুত্র হবে, যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি পৌঁছেছি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে !

৯. তিনি বললেন : এরূপই হবে। তোমার রব বললেন : এরূপ করা আমার পক্ষে সহজ, আর আমি তো সৃষ্টি করেছি তোমাকে এর আগে, যখন তুমি কিছুই ছিলে না।

১০. যাকারিয়া বলল : হে আমার রব! দিন আমাকে একটি নিদর্শন। তিনি বললেন : তোমার নিদর্শন হল তুমি কথা বলবে না লোকদের সাথে তিন দিন সুস্থ থাকা সত্ত্বেও।

১১. তারপর সে বেরিয়ে এল তার সম্প্রদায়ের কাছে তার কক্ষ থেকে এবং তাদের ইংগিতে বলল : তোমরা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর সকাল ও সন্ধ্যায়।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৮৯, ৯০

৮৯. আর স্মরণ কর যাকারিয়্যার কথা, যখন সে দু'আ করেছিল তার রবের কাছে : হে আমার রব ! আপনি আমাকে নিঃসন্তান রাখবেন না। আর আপনি তো উত্তম মালিকানার অধিকারী।

৯০. তখন আমি তার দু'আ কবুল করেছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম

۱- يَرْثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ
وَجَعَلَهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝

۷- يٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ
بِغُلَامٍ ۙ اِسْمُهُ يَحْيٰى ۙ

لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝

۸- قَالَ رَبِّ اَنۡىٰ يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ

وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا

وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝

۹- قَالَ كَذٰلِكَ ۙ قَالَ رَبُّكَ

هُوَ عَلٰى هٰمِيْنٍ ۚ وَقَدْ خَلَقْتَكَ مِنْ قَبْلُ

وَلَمْ تَكْ شَيْئًا ۝

۱۰- قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً ۚ قَالَ اٰيَتُكَ

اَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝

۱۱- فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ

فَاٰوٰى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبَّحُوْا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝

۸৯- وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادٰى رَبَّهُ

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا

وَ اَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۝

৯০- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ

১৫৭. এবং তাদের এ উক্তিৰ জন্য : আমরা হত্যা করেছি আল্লাহ্‌র রাসূল মাসীহ্‌ ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে। বস্তুত তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধও করেনি বরং তাদের এরূপ বিভ্রম ঘটেছিল। নিশ্চয় যারা তার ব্যাপারে মতভেদ করেছিল, তারা তো ছিল এ ব্যাপারে সন্দেহে পতিত। এ সম্পর্কে তাদের ছিল না কোন জ্ঞান অনুমানের অনুসরণ ছাড়া। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি !

১৫৮. বরং আল্লাহ্‌ তাকে তুলে নিয়েছেন তাঁর কাছে। আর আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।

১৫৯. আর আহলে কিতাবের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই ঈসার প্রতি ঈমান আনবে এবং কিয়ামতের দিন ঈসা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

১৭১. হে আহলে কিতাব ! তোমরা বাড়াবাড়ি করো না দীনের ব্যাপারে এবং বলো না আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া অন্য কিছু। মাসীহ্‌ ঈসা ইব্ন মারইয়াম তো আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি পৌঁছিয়েছিলেন মারইয়ামের কাছে এবং সে ছিল তাঁর তরফ থেকে রুহ। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি, আর বল না : তিন ! তোমরা এ থেকে বিরত থাক, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ্‌ তো এক ইলাহ্‌, তিনি পবিত্র এ থেকে যে, তাঁর সন্তান হবে। তাঁরই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর আল্লাহ্‌-ই যথেষ্ট কর্মসম্পাদনকারীরূপে।

১৭২. কখন হয় জ্ঞান করে না মাসীহ্‌ আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়াকে, আর না

১৫৭- وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝

১৫৮- بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝
১৫৯- وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝

১৭১- يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمَتْهُ ۚ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

১৭২- لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ

নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতারাও। কেউ হেয় জ্ঞান করলে তাঁর ইবাদত করাকে এবং অহংকার করলে, তিনি অবশ্যই একত্র করবেন তাদের সবাইকে তাঁর কাছে।

সূরা মায়িদা, ৫ : ১৭, ৪৬, ৭২, ৭৫, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮

১৭. তারা তো কুফরী করেছে, যারা বলে : নিশ্চয় মাসীহ্ ইব্ন মারইয়ামই আল্লাহ্। বলুন : কে আল্লাহকে বাধা দেবার শক্তি রাখে, যদি তিনি ইচ্ছা করেন ধ্বংস করতে মাসীহ্ ইব্ন মারইয়াম, তার মা এবং যারা পৃথিবীতে আছে সবাইকে ? আল্লাহরই অধিকারে আছে আসমান, যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে সবই, তিনি সৃষ্টি করেন, যা কিছু তিনি ইচ্ছা করেন। আর আল্লাহ্ সর্ব-বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪৬. আর আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের পরে ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে, তার পূর্বে নাযিলকৃত তাওরাতের সমর্থকরূপে আর আমি দিয়েছিলাম তাকে ইন্জীল, যাতে ছিল হিদায়েত ও নূর, তার পূর্ববর্তী তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং তা ছিল মুত্তাকীদের জন্য হিদায়েত ও উপদেশ স্বরূপ।

৭২. তারা তো কুফরী করেছে, যারা বলে : নিশ্চয় আল্লাহ্ হলেন মাসীহ্ ইব্ন মারইয়াম। অথচ মাসীহ্ বলেছিল : হে বনু ইসরাঈল। তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, যিনি রব আমার এবং রব তোমাদের। কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে, আল্লাহ্ অবশ্যই তার জন্য হারাম করে দেবেন জান্নাত এবং তার

عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۖ
وَمَنْ يُسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ
وَيُسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُم إِلَيْهِ جَمِيعًا ۝

১৭- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ
قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ
قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ
وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৪৬- وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ
هُدًى وَنُورٌ ۖ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

৭২- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ
اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ
الْمَسِيحُ يَبْنَىٰ إِسْرَءِيلَ اْعْبُدُوا اللَّهَ
رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ

৬২. আর কিছুতেই যেন তোমাদের নিবৃত্ত না করে শয়তান, কেননা, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

৬৩. আর যখন এলো ঈসা স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, তখন সে বলেছিল : আমি তো এসেছি তোমাদের কাছে হিক্মত নিয়ে এবং স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য তোমাদের কাছে তার কতক, যাতে তোমরা মতভেদ করছ। অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং অনুসরণ কর আমার।

৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই রব আমার এবং রব তোমাদেরও। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। এটাই সরল সঠিক পথ।

সূরা সাফ্ফ, ৬১ : ৬, ১৪

৬. আর স্মরণ কর, বলেছিল মারইয়ামের পুত্র ঈসা : হে বনু ইসরাঈল ! আমি তো আলাহুর রাসূল তোমাদের কাছে এবং আমি সমর্থক সে তাওরাতের, যা রয়েছে আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে। আর আমি সুসংবাদদাতা সে রাসূলের, যিনি আসবেন আমার পরে, যার নাম আহ্মাদ। তারপর যখন তিনি এলেন সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, তখন তারা বলল : এতো এক স্পষ্ট যাদু।

১৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হয়ে যাও আল্লাহুর সাহায্যকারী, যেমন বলেছিল মারইয়ামের পুত্র ঈসা হাওয়ারীদের : কে আমার সাহায্যকারী আল্লাহুর পথে? হাওয়ারীগণ বলেছিল : আমরাই আল্লাহুর সাহায্যকারী। তারপর ঈমান আনল একদল বনু ইসরাঈল থেকে এবং কুফরী করল একদল। অবশেষে আমি সাহায্য করলাম তাদের, যারা ঈমান এনেছিল, তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে, ফলে তারা বিজয়ী হল।

৬২- وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

৬৩- وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلَا بَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

৬৪- إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ۖ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝

৬- وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

১৪- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنْتَ ظَافِقَهُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرْتَ ظَافِقَهُ ۖ فَايْدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَاصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ۝

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

সূরা বাকারাহ, ২ : ৪, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬,
১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৮৬, ১৮৯, ২১৫,
২১৭, ২১৯, ২২০, ২২২, ২৫২

৪. এবং যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে ও
যা আপনার পূর্বে নাযিল হয়েছে তাতে
যারা ঈমান আনে এবং যারা আখিরাতে
নিশ্চিত বিশ্বাসী, (তারা ই মুত্তাকী)।

১৪৪. আমি তো লক্ষ্য করেছি আপনার
আসমানের দিকে বারবার তাকানকে।
সূতরাং অবশ্যই আপনাকে ফিরিয়ে দেব
এমন কিব্লার দিকে, যা আপনি পসন্দ
করেন। অতএব আপনি আপনার মুখ
ফিরান মসজিদে হারামের দিকে। আর
তোমরা যেখানেই থাক না কেন,
তোমাদের মুখ ফিরাবে সেদিকে। আর
যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তারা তো
নিশ্চিতভাবে জানে, ইহা তো সত্য
তাদের রবের তরফ থেকে। আর
আল্লাহ্ গাফিল নন সে সম্বন্ধে, যা তারা
করে।

১৪৫. আর আপনি যদি যাদের কিতাব দেওয়া
হয়েছে, তাদের কাছে সমস্ত প্রমাণ
উপস্থিত করেন, তবুও তারা অনুসরণ
করবে না আপনার কিব্লার আর
আপনিও অনুসরণ করার নন তাদের
কিব্লার। আর তারাও পরস্পরের
কিব্লার অনুসারী নয়। আপনি যদি
অনুসরণ করেন, তাদের খেয়াল-খুশীর,
আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর, তাহলে

۱- وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝

۱۴۴- قَدْ تَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ
فَلَنُؤَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ
أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝

۱۴۵- وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ
وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ
بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ
أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ

বলা, যার অধিকার আমার নেই, যদি আমি তা বলতাম, তবে আপনি তো তা জানতেন। আপনি জানেন, যা আছে আমার অন্তরে, কিন্তু আমি জানি না, যা আছে আপনার অন্তরে। আপনি তো গায়েবের ব্যাপারে সম্যক অবহিত।

১১৭. আমি তাদের বলিনি, আপনি আমাকে যে হুকুম দিয়েছেন তাছাড়া অন্য কিছু। বলেছি : তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, যিনি রব আমার এবং রব তোমাদের। আর আমি সাক্ষী ছিলাম তাদের জন্য, যতদিন আমি ছিলাম তাদের মাঝে, কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন, তখন আপনিই তো ছিলেন তাদের কার্যকলাপের নিগাহবান-তত্ত্বা-বধায়ক। আর আপনি সর্ববিষয়ে সাক্ষী।

১১৮. যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদের মাফ করে দেন, তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪

২৯. তারপর মারইয়াম ঈসার প্রতি ইংগিত করল। তারা বলল : কেমন করে আমরা কথা বলব কোলের শিশুর সাথে ?

৩০. ঈসা বলল : আমি তো আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন,

৩১. আর আমাকে বরকতময় করেছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেন। আর তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন সালাতের ও যাকাতের, যতদিন আমি জীবিত থাকি।

إِنْ كُنْتَ قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۖ
تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي
وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۖ
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

১১৭- مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مِمَّا أَمَرْتَنِي بِهِ
أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ سَرِيًّا وَرَبَّكُمْ ۖ
وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
مَا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي
كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۖ
وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

১১৮- إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ عِبَادُكَ ۖ
وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ
فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

২৯- فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ
نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝

৩০- قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝

৩১- وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ۖ
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
مَا دُمْتُ حَيًّا ۝

৩২. আর করেছেন আমাকে অনুগত আমার মাতার প্রতি এবং করেননি আমাকে উদ্ধত, হতভাগ্য।

৩৩. আর শান্তি আমার প্রতি, যে দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যে দিন আমি মারা যাব এবং যে দিন আমাকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।

৩৪. এ-ই ঈসা ইব্ন মারইয়াম, এ সত্য কথা, যাতে তারা বিতর্ক করে।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৫০

৫০. আর আমি করেছিলাম মারইয়ামের পুত্র ও তার মাকে এক নিদর্শন এবং আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম তাদের উভয়কে এক নিরাপদ প্রস্রবণ বিশিষ্ট ভূমিতে।

সূরা যুখরুফ ৪৩ : ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪

৫৭. আর যখন উপস্থিত করা হয় মারইয়াম পুত্রের দৃষ্টান্ত, তখন আপনার কাওম তাতে শোরগোল শুরু করে দেয়,

৫৮. এবং বলে : আমাদের দেবতারা শ্রেষ্ঠ, না ঈসা ? তারা তো আপনাকে এরূপ বলে কেবল ঝগড়ার উদ্দেশ্যে। বস্তুত তারা তো কেবল ঝগড়াটে সম্প্রদায়।

৫৯. ঈসা তো ছিল আমার এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং যাকে করেছিলাম বনু ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত।

৬০. আর আমি ইচ্ছা করলে অবশ্যই সৃষ্টি করতাম তোমাদের মধ্য থেকে ফিরিশতাদের, যারা পর্যায়ক্রমে পৃথিবীতে বসবাস করত।

৬১. আর ঈসা তো কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন। সুতরাং তোমরা সন্দেহ করো না কিয়ামতের ব্যাপারে এবং অনুসরণ করো আমার। এটাই সরল-সঠিক পথ।

۳۲- وَبَرَّأَوَالِدَآئِيْ زَوْكُمۡ يَجْعَلُنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا

۳۳- وَالسَّلَامُ عَلٰٓى يَوْمٍ وَّلِدْتُ وَيَوْمٍ اَمُوْتُ وَيَوْمٍ اُبْعَثُ حَيًّا

۳۴- ذٰلِكَ عِيسٰٓى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ

۵۰- وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٓ اٰيَةً وَّاَوَيْنَهُمَا اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّ مَعِينٍ

۵۷- وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُوْنَ

۵۸- وَقَالُوْٓا ؕ اِلٰهَتُنَا خَيْرٌ اَمۡ هُوَ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًاۙ بَلْ هُمۡ قَوْمٌ خَصِيْمُوْنَ

۵۹- اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ

۶۰- وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُقُوْنَ

۶۱- وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلْاٰسَآءِ فَلَا تَمْتَرْنَ بِهَا وَاَتَّبِعُوْنِ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

ঠিকানা হবে জাহান্নাম আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

৭৫. মাসীহ ইব্ন মারইয়াম তো কেবল একজন রাসূল ছিলেন, গত হয়েছে তার আগে অনেক রাসূল এবং তার মা ছিল সত্যনিষ্ঠ। তারা উভয়ে খানা খেত। দেখ, আমি কিরূপ তাদের জন্য বর্ণনা করি নিদর্শনসমূহ। আরো দেখ, কোথায় তারা বিভ্রান্ত হয়ে চলেছে !

১১০. স্বরণ কর, আল্লাহ বলবেন : হে ঈসা ইব্ন মারইয়াম ! স্বরণ কর আমার অনুগ্রহ তোমার প্রতি এবং তোমার মায়ের প্রতি, আমি শক্তিশালী করেছিলাম তোমাকে জিব্রাঈলকে দিয়ে, তুমি কথা বলতে লোকদের সাথে দোলনায় থাকাবস্থায় এবং পরিণত বয়সে। আর তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইন্জীল। তুমি তৈরী করতে মাটি দিয়ে পাখীসদৃশ আকৃতি আমার অনুমতিক্রমে, তারপর তাতে ফুঁ দিতে, ফলে তা হয়ে যেত পাখী আমার হুকুমে। তুমি নিরাময় করতে জন্মাক্ত ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে আমার নির্দেশে এবং আমার হুকুমে তুমি জীবিত করতে মৃতকে। আর আমি নিবৃত্ত করেছিলাম বনু ইসরাঈলকে তোমার থেকে, যখন তুমি তাদের কাছে এনেছিলে স্পষ্ট নিদর্শন, তখন তাদের মাঝে যারা কুফরী করেছিল, তারা বলেছিল : এতো স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছু নয়।

১১১. আরো স্বরণ কর, আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম হাওয়ারীদের যে, তোমরা ঈমান আন আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি। তারা বলেছিল : আমরা

النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ○

৭৫- مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۚ كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ ۚ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ○

১১০- إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ ۖ إِذْ أُيِّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْهَيْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ○

১১১- وَإِذْ أُوحِيتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ امْتُوا بِإِي وَبِرَسُولِي ۖ قَالُوا آمَنَّا

ঈমান আনলাম। আর তুমি সাক্ষী থেকে যে, আমরা তো মুসলিম।

১১২. স্মরণ কর, হাওয়ারীগণ বলেছিল : হে ঈসা ইব্ন মারইয়াম ! তোমার রব কি পারেন নাযিল করতে আমাদের প্রতি আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা ? সে বলেছিল : তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, যদি মু'মিন হও।

১১৩. তারা বলেছিল : আমরা চাই যে, আমরা তা থেকে কিছু খাব এবং আমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে। আর আমরা জানতে চাই যে, তুমি আমাদের সত্য বলেছ এবং আমরা এর উপর সাক্ষী থাকতে চাই।

১১৪. ঈসা ইব্ন মারইয়াম বলল : হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! নাযিল কর আমাদের প্রতি আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা, তা হবে আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জন্য ঈদস্বরূপ এবং তোমার তরফ থেকে নিদর্শন-স্বরূপ। আর তুমি আমাদের রিয়িক দান কর, আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ রিয়িকদাতা।

১১৫. আল্লাহ বললেন : অবশ্যই আমি তা নাযিল করব তোমাদের কাছে, কিন্তু এরপর তোমাদের থেকে কেউ কুফরী করলে, তাকে আমি এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি আমি সারা জাহানে আর কাউকে দেব না।

১১৬. আর যখন আল্লাহ বলবেন : হে ঈসা ইব্ন মারইয়াম! তুমি কি বলেছিলে লোকদের যে, তোমরা গ্রহণ কর আমাকে এবং আমার মাকে দুই ইলাহরূপে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে। তখন সে বলবে : পবিত্র মহান তুমি, আমার পক্ষে শোভন নয় এমন কথা

وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

১১২- إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ كُنتُمْ مَوْمِنِينَ

১১৩- قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ

১১৪- قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

১১৫- قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَنَزِلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ

১১৬- وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۖ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَآمِيَ الْهَيْئِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ حَقٌّ ۚ

আপনি তখন হয়ে পড়বেন অবশ্যই
যালিমদের শামিল।

১৪৬. আমি যাদের কিতাব দিয়েছি, তারা
মুহাম্মদকে চিনে, যেমন তারা চিনে
নিজেদের সন্তানদের। কিন্তু তাদের
একদল তো গোপন করে সত্যকে
জেনেগুনে।

১৪৯. আর আপনি যেখান থেকেই বের হন না
কেন, আপনি ফিরাবেন আপনার মুখ
মসজিদের হারামের দিকে। ইহা তো
নিশ্চিত সত্য আপনার রবের তরফ
থেকে। আর আল্লাহ্ গাফিল নন সে
সম্বন্ধে, যা তোমরা কর।

১৫০. আর আপনি যেখান থেকেই বের হন না
কেন, আপনি ফিরাবেন আপনার মুখ
মসজিদে হারামের দিকে। আর তোমরা
যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের মুখ
ফিরাবে সেদিকে। যাতে তোমাদের
বিরুদ্ধে লোকদের বিতর্কের কিছু না
থাকে, তবে তারা ছাড়া যারা তাদের
মধ্যে যালিম। সুতরাং তাদের ভয় করো
না, ভয় আমাকেই কর আর যেন আমি
পরিপূর্ণরূপে দিতে পারি আমার নিয়ামত
তোমাদের আর যেন তোমরা সৎপথে
চলতে পার।

১৫১. যেমন আমি পাঠিয়েছি তোমাদের কাছে
একজন রাসূল তোমাদেরই মধ্য থেকে,
যিনি পাঠ করে শোনান তোমাদের
আমার আয়াতসমূহ, পরিশুদ্ধ করেন
তোমাদের, শিক্ষা দেন তোমাদের
কিতাব ও হিক্মত এবং শিক্ষা দেন
তোমাদের যা তোমরা জানতে না।

১৮৬. আর যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করে
আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে, বলে
দিন : আমি তো কাছেই, আমি সাড়া

إِنَّكَ إِذَا لَنِ الظَّالِمِينَ

١٤٦- الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا
يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ
لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

١٤٩- وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ
مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

١٥٠- وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۖ
إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ
وَلَا تَمْنَعِي عَيْنِي عَنْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

١٥١- كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ
يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا
وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

١٨٦- وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

দেই আহ্বানকারীর আহ্বানে, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারাও সাড়া দিক আমার ডাকে এবং ঈমান আনুক আমার প্রতি যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।

১৮৯. আপনাকে তারা প্রশ্ন করে নূতন চাঁদ সম্পর্কে। আপনি বলে দিন : তা সময় নির্দেশক মানুষের জন্য এবং হজ্জের জন্য। কোন পুণ্য নেই ঘরের পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ করাতে, তবে পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া করলে তাতে। সুতরাং তোমরা ঘরে প্রবেশ করে দরজা দিয়ে আর ভয় কর আল্লাহকে, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

২১৫. তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, কি তারা ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে। আপনি বলে দিন : যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তা করবে পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিস্কীন ও পথের সন্তানদের জন্য। আর তোমরা যা কিছু উত্তম কাজ কর না কেন, আল্লাহ তো সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

২১৭. তারা আপনাকে প্রশ্ন করে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে। আপনি বলে দিন : সে সব মাসে যুদ্ধ করা খুবই অন্যায়। তবে আল্লাহর পথে বাধা দেওয়া, আল্লাহর সাথে কুফরী করা, মসজিদে হারামে বাধা দেওয়া এবং এর বাসিন্দাদের সেখান থেকে বহিষ্কার করা অধিকতর অন্যায় আল্লাহর কাছে। আর ফিতনা হলো হত্যার চাইতেও গুরুতর অন্যায়। তারা সব সময় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের ফিরিয়ে দেয় তোমাদের দীন থেকে, যদি তারা সক্ষম হয়। আর তোমাদের মাঝে যে কেউ

إِذَا دَعَا إِلَىٰ فِتْنَةٍ يَحْيُوا لَهَا ۖ فَلَيْسَتْ جَيْبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝

১৮৯- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَلَّةِ ۖ
قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۖ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنَ اتَّقَىٰ
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

২১৫- يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ
قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

২১৭- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ
قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ
وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ
وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۖ
وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ
عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۖ
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ
وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

স্বীয় দীন থেকে ফিরে যায় এবং মারা যায় কাফির অবস্থায়, তবে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে দুনিয়া ও আখিরাতে আর তারা হবে দোযখের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

২১৯. তারা আপনাকে প্রশ্ন করে মদ ও জুয়া সম্পর্কে। আপনি বলে দিন : এ দু'য়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং কিছু উপকারও মানুষের জন্য, কিন্তু এর পাপ উপকারের চাইতে অধিক। তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, কি পরিমাণ তারা ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে। আপনি বলে দিন : যা উদ্বৃত্ত তা। এভাবেই আল্লাহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য বিধান, যাতে চিন্তা কর-

২১৯-يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ○

২২০. দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে। আর তারা আপনাকে প্রশ্ন করে ইয়াতীমদের সম্পর্কে। আপনি বলে দিন : তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম। তবে যদি তোমরা তাদের সাথে মিলেমিশে থাক, তাহলে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আর আল্লাহ জানেন, কে হিতকারী কে অনিষ্টকারী। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই তিনি তোমাদের কষ্টে ফেলতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রম-শালী, হিক্মতওয়ালা।

২২০-فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

২২২. আর তারা আপনাকে প্রশ্ন করে রজঃস্রাব সম্বন্ধে। আপনি বলে দিন, তা কষ্টদায়ক অসুচি। সুতরাং তোমরা বিরত থাক স্ত্রী-মিলন থেকে রজঃস্রাবকালে এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না। তারপর যখন তারা পবিত্র হবে, তখন তোমরা তাদের কাছে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ

২২২-وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى ۖ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

ভালবাসেন তাওবাকারীদের এবং
ভালবাসেন তাদের যারা পবিত্র থাকে।

وَيُحِبُّ الْمُتَّطَهِّرِينَ ○

২৫২. এসব হলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি
পাঠ করে শুনাচ্ছি আপনাকে যথা-
যথভাবে। আর নিশ্চয় আপনি তো
হলেন রাসূলদের একজন।

۲۵۲- تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ
وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ○

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩, ৪, ৭, ২০, ৩১,
৩২, ৬৪, ৮১, ৮২, ৮৪, ৯৫, ৯৮,
৯৯, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫,
১৪৪, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৯, ১৬১, ১৬৪,
১৭৬, ১৮৩, ১৮৪, ১৯৬.

৩. আল্লাহ নাযিল করেছেন আপনার প্রতি
কুরআনের সত্যসহ, যা সমর্থক পূর্ববর্তী
কিতাবের এবং তিনিই নাযিল করেছেন
তাওরাত ও ইনজিল-

۳- نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ
التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ○

৪. ইতিপূর্বে মানবজাতির সৎপথ প্রদর্শনের
জন্য আর তিনি নাযিল করেছেন
ফুরকান।

۴- مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ
الْفُرْقَانَ ۝

৭. তিনিই নাযিল করেছেন আপনার প্রতি
কুরআন, যার কতক আয়াত মুহকাম-
স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, যা কিতাবের মূল ভিত্তি।
আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ-অস্পষ্ট,
যাদের অন্তরে রয়েছে সত্য লঙ্ঘন
প্রবণতা, শুধু তারাই এর অনুসরণ করে
ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে।
আর কেউ জানে না এর ব্যাখ্যা আল্লাহ
ছাড়া এবং যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা
বলে : আমরা এতে ঈমান রাখি, সবই
আমাদের রবের তরফ থেকে আগত।
আর উপদেশ গ্রহণ করে না কেউই
বোধশক্তিসম্পন্নরা ছাড়া।

۷- هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ
مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ
وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ
فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ۚ كُلٌّ مِّنْ
عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ○

২০. (হে মুহাম্মদ) তারা যদি এরপরও
আপনার সংগে তর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে
আপনি বলে দিন : আমি আত্মসমর্পণ

۲۰- فَرَأَى حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ وَجْهِي
لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ وَقُلْ لِلَّذِينَ

করেছি আল্লাহর কাছে এবং আমার যারা অনুসরণ করেছে তারাও। আর বলে দিন তাদের যাদের দেওয়া হয়েছে কিताব এবং নিরক্ষরদের : তোমরাও কি আত্ম-সমর্পণ করেছ, যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে অবশ্যই তারা হিদায়েত লাভ করবে। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা। আর আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা বান্দাদের ব্যাপারে।

৩১. আপনি বলুন : যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং ক্ষমা করবেন তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

৩২. বলুন : তোমরা আনগত্য কর আল্লাহ্ এবং রাসূলের। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ্ তো পসন্দ করেন না কাফিরদের।

৬৪. আপনি বলুন : হে আহলে কিताব! তোমরা এসো এমন এক কথায় যা এক অভিন্ন তোমাদের ও আমাদের মাঝে : আমরা যেন ইবাদত না করি আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো, শরীক না করি যেন তাঁর সংগে কোন কিছু এবং আমরা যেন রব হিসেবে গ্রহণ না করি কেউ কাউকে আল্লাহ্ ছাড়া। তবে যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলুন : তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম।

৮১. আর স্মরণ কর, অঙ্গীকার নিয়েছিলেন আল্লাহ্ নবীদের থেকে যে, যা কিছু আমি তোমাদের দিয়েছি কিताব ও হিক্মত থেকে, তারপর যখন আসবে

أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْإِمِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ؕ
فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ؕ
وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا
عَلَيْكَ الْبَلَاءُ
وَاللَّهُ بِصِرِّ الْعِبَادِ ۝

৩১- قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبِّبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ؕ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৩২- قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ؕ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝

৬৪- قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا
مِّنْ دُونِ اللَّهِ ؕ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝

৮১- وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ

তোমাদের কাছে একজন রাসূল, যিনি সমর্থন করবেন তোমাদের কাছে যা আছে তা, তখন তোমরা অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। এবং অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ বললেন : তোমরা কি স্বীকার করলে এবং গ্রহণ করলে এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার ? তারা বলল আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন : তাহলে তোমরা সাক্ষী থাক, আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।

৮২. তবে এরপর যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারা তো হবে নাফরমান।
৮৪. আপনি বলুন : আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে। আর যা নাযিল করা হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তদীয় বংশধরদের প্রতি তাতে আর যা দেওয়া হয়েছে মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদের তাদের রবের তরফ থেকে তাতে। আমরা কোন তারতম্য করি না তাদের কারো মধ্যে, আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।
৯৫. আপনি বলুন : আল্লাহ সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা অনুসরণ কর একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের মিল্লাতের আর সে তো ছিল না মুশরিকদের শামিল।
৯৮. আপনি বলুন : হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন কুফরী করছ আল্লাহর আয়াতের ব্যাপারে ? আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সাক্ষী।
৯৯. বলুন : হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা বাধা দেও আল্লাহর পথে তাকে যে ঈমান এনেছে তাতে বক্রতা অন্বেষণ

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۖ
قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ
إَصْرِي ۖ قَالُوا أَأَقْرَرْنَا ۖ
قَالَ فَاشْهَدُوا
وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝

৮২- فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ۝
৮৪- قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا
وَمَا اُنْزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ
وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ
وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ
مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ ۚ
وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُونَ ۝

৯৫- قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ت
فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

৯৮- قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ
لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ ۖ
وَاللّٰهُ شَهِيدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ۝
৯৯- قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَن
سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنۡ اٰمَنَ تَبَعُوْهَا عِوَجًا

وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۖ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

১২১- وَإِذْ عَادُوا مِنْ أَهْلِكَ
تَبَوَّءُوا الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۖ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

১২২- إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِنْكُمْ
أَنْ تَفْشَلَا ۖ وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا ۖ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝
১২৩- وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ
وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ

فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ۝

১২৪- إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ
أَنْ يُبَدِّلَ رَبُّكُمْ
بِثَلَاثَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزَوِّدِينَ ۝

১২৫- بَلَىٰ ۖ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
وَيَأْتِيَكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُبَدِّلْكُمْ
رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ أَلْفٍ
مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۝

১২৬- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۖ أَفَأَبْرَأَتْ
أَوْ قَتَلَ أَنْفُسَهُمْ عَلَىٰ أَغْصَابِكُمْ ۖ
وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ

আর অচিরেই আল্লাহ পুরস্কার দেবেন শোকরগুণারদের।

১৫৩. স্বরণ কর, তোমরা উপরের দিকে ছুটছিলে এবং পেছনের দিকে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না আর রাসূল তোমাদের আহ্বান করছিলেন তোমাদের পেছনের দিক থেকে। ফলে আল্লাহ তোমাদের দিলেন বিপদের উপর বিপদ। যাতে তোমরা দুঃখিত না হও যা তোমরা হারিয়েছ এবং যা তোমাদের তার জন্য। আল্লাহ সবিশেষ অবহিত সে সম্বন্ধে, যা তোমরা কর।

১৫৪. তারপর আল্লাহ নাযিল করলেন তোমাদের উপর দুঃখের পর প্রশান্তি তন্দ্রারূপে, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করছিল আর একদল নিজেদের উদ্দিগ্ন করেছিল জাহিলীযুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে। তারা বলছিল : আছে কি আমাদের এ ব্যাপারে কোন অধিকার? আপনি বলুন : নিশ্চয় সমস্ত অধিকার আল্লাহর-ই। তারা গোপন রাখে তাদের অন্তরে, যা তারা আপনার কাছে প্রকাশ করে না। তারা বলে : এ ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। বলুন : তোমরা তোমাদের ঘরে থাকলেও অবশ্যই তারা বেরিয়ে আসত, যাদের জন্য নিহত হওয়া অবধারিত ছিল নিজেদের মৃত্যুস্থানে।

১৫৯. আপনি আল্লাহর রহমতে তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছেন আর যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন, তবে অবশ্যই তারা সরে পড়ত আপনার আশপাশ থেকে। অতএব আপনি তাদের মাফ

○ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّكِرِينَ

১৫৩- إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَجِكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لَّكِنَّا لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ط

○ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

১৫৪- ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ط يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ ط يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ط يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَاتَلْنَا هَهُنَا ۚ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ

১৫৯- فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ

করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আর তাদের সাথে আলোচনা করুন কাজেকর্মে। আর যখন আপনি সংকল্প করবেন, তখন ভরসা করবেন আল্লাহর উপর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন ভরসাকারীদের।

১৬১. আর নবীর শান এ নয় যে, তিনি খিয়ানত করবেন। কেউ খিয়ানত করলে, সে নিয়ে আসবে কিয়ামতের দিন যা সে খিয়ানত করেছিল তা। তারপর দেওয়া হবে প্রত্যেককে পূর্ণ মাত্রায়, যা সে কামাই করেছে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

১৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন মু'মিনদের প্রতি, তাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করে তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি পাঠ করে শোনান তাদের আয়াতসমূহ, পরিশুদ্ধ করেন তাদের এবং শিক্ষা দেন তাদের কিতাব ও হিকমত। আর তারা তো ছিল পূর্ব থেকেই স্পষ্ট গুমরাহীতে।

১৬৬. আর আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তাদের আচরণ, যারা কুফরীতে লিপ্ত; তারা কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ চান যে, তিনি তাদের কোন হিসসা দেবেন না আখিরাতে, আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

১৬৩. যারা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন ঈমান না আনি কোন রাসূলের প্রতি, যতক্ষণ না সে নিয়ে আসবে আমাদের কাছে এমন কুরবানী, যা আগুন খেয়ে ফেলবে। আপনি তাদের বলুন : এসেছিল তো তোমাদের কাছে অনেক

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝
۱۶۱- وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ
وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
ثُمَّ تَوَلَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

۱۶۴- لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

۱۷۶- وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ
فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا
يُرِيدُ اللَّهُ إِلَّا لِيَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا
فِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

۱৮৩- الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ اٰلَيْنَا
اَلَّا نُوْمِنَ بِرَسُوْلٍ
حَتّٰى يٰٓاْتِنَا بِقُرْبٰنٍ تٰكُلُهٗ النَّارُ
قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ قَبْلِى

রাসূল আমার আগে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে
এবং তা নিয়ে যা তোমরা বলছ। তবে
কেন তোমরা তাদের হত্যা করেছিল ?
যদি তোমরা সত্যবাদী হও ?

১৮৪. আর যদি তারা আপনাকে অস্বীকার
করে, তবে তো অস্বীকার করা
হয়েছিল সে সব সব রাসূলদেরও যারা
এসেছিল আপনার আগে স্পষ্ট নিদর্শন,
আসমানী সাহীফা এবং দীপ্তিমান
কিতাবসহ।

১৯৬. কিছুতেই যেন আপনাকে বিভ্রান্ত না
করে কাফিরদের দেশ-বিদেশে অবাধ
বিচরণ।

সূরা নিসা, ৪ : ৪১, ৪২, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২,
৬৩, ৬৪, ৬৫, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৪,
১০২, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১১৩, ১২৭,
১৫৩, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৭৬

৪১. তখন কী অবস্থা হবে, যখন আমি
উপস্থিত করব প্রত্যেক উম্মাত থেকে
একজন সাক্ষী এবং আপনাকে উপস্থিত
করব তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে ?

৪২. সেদিন আকাজ্জা করবে, যারা কুফরী
করেছে এবং রাসূলের অবাধ্য হয়েছে
তারা, যদি তারা মাটির সাথে মিশে
যেত! আর তারা গোপন করতে পারবে
না আল্লাহর থেকে কোন কথাই।

৫৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা
আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর
রাসূলের এবং তোমাদের মাঝে যারা
ক্ষমতার অধিকারী তাদের। কিন্তু কোন্
বিষয়ে তোমাদের মাঝে মতবিরোধ
দেখা দিলে, তা পেশ কর আল্লাহ ও
রাসূলের কাছে, যদি তোমরা বিশ্বাস কর
আল্লাহ ও আখিরাতে। এটাই কল্যাণকর
এবং পরিণামে উত্তম।

بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّكْرِ قُلْتُمْ فَلِمَ

قَتَلْتُمُوهُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

১৮৪- فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ

مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ

وَالزَّبْرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ○

১৯৬- لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ

كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ○

৪১- فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ

وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ○

৪২- يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا

وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ

وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ○

৫৯- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ

وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ○

৬০. আপনি কি দেখেনি তাদের, যারা মনে করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার আগে যা নাযিল করা হয়েছে, তাতে তারা ঈমান রাখে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদের পথভ্রষ্ট করতে চায় ভীষণভাবে?

৬১. আর যখন তাদের বলা হয় : তোমরা এসো আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে দিকে এবং রাসূলের দিকে, তখন আপনি দেখবেন মুনাফিকদের, আপনার থেকে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নিতে।

৬২. তখন তাদের কী অবস্থা হবে, যখন তাদের উপর আপত্তি হবে তাদের কৃতকর্মের জন্য কোন মুসীবত? তারপর তারা আপনার কাছে এসে আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে : আমরা তো চাইনি কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া আর কিছুই।

৬৩. এরাই তারা, যাদের অন্তরে কী আছে, তা আল্লাহ্ জানেন। অতএব আপনি তাদের এড়িয়ে চলুন এবং তাদের উপদেশ দিন, আর তাদের বলুন, এমন কথা যা মর্ম স্পর্শ করে।

৬৪. আর আমি পাঠাইনি কোন রাসূল এ উদ্দেশ্য ছাড়া যে, তাঁর অনুসরণ করা হবে আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী। আর যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে আপনার কাছে আসে এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চায়, তখন তারা অবশ্যই পাবে আল্লাহ্কে পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬০- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ
يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ
وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحٰكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ
وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَكْفُرُوْا بِهٖ ۚ وَيُرِيْدُ
الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۝

৬১- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا اُنْزِلَ
اِلٰهُهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ سَرَّيْتُ النَّٰفِقِيْنَ
يَصُدُوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ۝

৬২- فَكَيْفَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ
بِمَا قَدَّمْتْ اَيْدِيْهِمْ
ثُمَّ جَآءُوْكَ يَخْلِفُوْنَ ۝
بِاِلٰهِهِ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا اِحْسٰنًا وَتَوْفِيْقًا ۝

৬৩- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۚ
فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ
فِيْ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا ۝

৬৪- وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ
اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ
وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ
جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ
لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

৬৫. কিন্তু না, আপনার রবের কসম! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর ন্যস্ত করে। তারপর তাদের কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না থাকে আপনি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সে ব্যাপারে এবং তারা তা মনেপ্রাণে মেনে নেয়।

৭৯. যে কল্যাণ তোমার হয়, তা আল্লাহর তরফ থেকে আর যে অকল্যাণ তোমার হয়, তা তোমার নিজের কারণে। আর আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সমগ্র মানুষের জন্য রাসূলরূপে এবং সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

৮০. কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে, সে তো আনুগত্য করল আল্লাহর-ই, আর যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তাদের জন্য আপনাকে তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি।

৮১. আর তারা বলে, আমরা আনুগত্য করলাম। কিন্তু যখন তারা আপনার কাছ থেকে চলে যায়, তখন তাদের একদল রাতের বেলা, তারা যা বলেছিল তার বিপরীত করে। আর আল্লাহ্‌ লিখে রাখেন তারা যা রাতে করে। অতএব আপনি তাদের এড়িয়ে চলুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আর কর্ম সম্পাদনে আল্লাহ্‌-ই যথেষ্ট।

৮৪. আর আপনি যুদ্ধ করুন আল্লাহর পথে, আপনাকে শুধু আপনার জন্যই দায়ী করা হবে এবং উদ্বুদ্ধ করুন মু'মিনদের, অচিরেই আল্লাহ্‌ প্রতিহত করবেন কাফিরদের শক্তি। আর আল্লাহ্‌ শক্তিতে প্রবলতর এবং শান্তি দানে কঠোর।

১০২. আর যখন আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন এবং তাদের সঙ্গে সালাত

৬৫- فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّىٰ يَحْكُمُواكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

৭৯- مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ
وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ
وَارْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا
وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۝

৮০- مَنْ يُطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ
وَمَنْ تَوَلٰٓى فَمَا اَرْسَلْنَاكَ
عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝

৮১- وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۚ فَاِذَا بَرَرُوْا
مِّنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ
غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ۚ
وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيْتُوْنَ
فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ۝

৮৪- فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
لَا تَكْلَفْ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِيْضَ الْمُؤْمِنِيْنَ
عَسٰى اللّٰهُ اَنْ يَّكْفَّ بِاَسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيلًا ۝

১০২- وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقِمْتْ لَهُمْ

কায়েম করবেন, তখন যেন তাদের একদল আপনার সাথে দাঁড়ায়, আর অন্য দল যারা সালাতে শরীক হয়নি, তারা যেন আপনার সাথে সালাতে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক থাকে, আর নিজেদের অস্ত্র সাথে রাখে। কাফিররা চায়, তোমরা যেন অসতর্ক হও তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাব পত্রের ব্যাপারে, যাতে তারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও, অথবা তোমরা পীড়িত হও, তাহলে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে, তোমাদের কোন দোষ নেই। কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।

১০৫. আমি তো নাযিল করেছি আপনার প্রতি কিতাব সত্যসহ, যাতে আপনি বিচার-মীমাংসা করতে পারেন লোকদের মাঝে আল্লাহ আপনাকে যা জানিয়েছেন, সে অনুসারে। আর আপনি খিয়ানত-কারীদের সমর্থনে তর্ক করবেন না।

১০৬. আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন আল্লাহর কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১০৭. আর আপনি ঝগড়া করবেন না তাদের ব্যাপারে, যারা নিজেদের প্রতারিত করে। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন না খিয়ানতকারী, পাপীদের।

১১৩. আর যদি না থাকত আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া, তাহলে অবশ্যই তাদের একদল চাইত আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে। কিন্তু তারা পথভ্রষ্ট করে না নিজেদের ছাড়া আর

الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا
فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ
أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ
عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ
عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ
أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ
وَتُحْذَرُوا وَاحْذَرُوا إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا مُهِينًا ۝

১০৫- إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝

১০৬- وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۝
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝
১০৭- وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ
أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۝

১১৩- وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ
وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ
أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ

কাউকে এবং তারা আপনার কোনই ক্ষতি পারে না। আর আল্লাহ্ নাযিল করেছেন আপনার প্রতি কিতাব ও হিক্মত এবং আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না তা, আপনার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র মহা-অনুগ্রহ।

১২৭. আর লোকেরা আপনার কাছে নারীদের ব্যাপারে বিধান জানতে চায়। আপনি বলে দিন : আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে তোমাদের বিধান জানাচ্ছেন এবং তা-ও যা কিতাবে তোমাদের পাঠ করে শোনানো হয় ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে, যাদের প্রাপ্য তোমরা দেও না, অথচ তোমরা তাদের বিয়ে করতে চাও এবং অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে, আর ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায়-বিচার সম্পর্কে। আর তোমরা যে কোন নেককাজ কর, আল্লাহ্ তো তা সম্যক জানেন।

১৫৩. আহলে-কিতাব আপনার কাছে চায় যে, আসমান থেকে তাদের জন্য কিতাব নাযিল করা হোক। তারা তো চেয়েছিল মূসার কাছে এর চাইতেও বড় কিছু। তারা বলেছিল : দেখাও আমাদের আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যে। ফলে তাদের পাকড়াও করেছিল বজ্র তাদের যুলুমের কারণে। তারপর তারা উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল বাছুরকে, তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেও। কিন্তু আমি তাও ক্ষমা করেছিলাম এবং দিয়েছিলাম মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ।

১৬৩. আমি তো ওহী পাঠিয়েছি আপনার কাছে, যেমন আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের কাছে এবং পরবর্তী নবীদের কাছে। আর আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম ইব্রাহীম, ইস্মাঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব

وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ۚ
وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝

১২৭-وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ
قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۚ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي
لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۚ
وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَمَّىٰ بِالْقِسْطِ ۚ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۝

১৫৩-يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ
عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ
أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ
ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ ۚ
وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ۝

১৬৩-إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ

ও তার বংশধরদের কাছে। আর ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের কাছে এবং দিয়েছিলাম দাউদকে যাবূর।

১৬৪. আর অনেক রাসূল পাঠিয়েছি, যাদের কথা আমি বিবৃত করেছি আপনার কাছে এবং অনেক রাসূলের কথা আমি আপনার কাছে বর্ণনা করিনি। আর সরাসরি কথা বলেছিলেন আল্লাহ মূসার সাথে।

১৬৫. রাসূলদের পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে আল্লাহর বিরুদ্ধে, রাসূল আসার পর। আল্লাহ পরাক্রম-শালী, হিকমতওয়ালা।

১৬৬. কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দেন আপনার প্রতি তিনি যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যে, তিনি তা নাযিল করেছেন নিজ জ্ঞানে এবং ফিরিশ্তারাও সাক্ষ্য দেয়। আর আল্লাহ-ই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে।

১৭৬. লোকেরা আপনার কাছে বিধান জানতে চায়। আপনি বলে দিন : আল্লাহ তোমাদের বিধান দিচ্ছেন মাতা-পিতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে। যদি কোন এমন পুরুষ মারা যায়, যার কোন সন্তান নেই এবং তার থাকে এক বোন; তাহলে সে পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক। আর ঐ পুরুষ, বোনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, যদি সে নিঃসন্তান হয়। কিন্তু যদি দুই বোন, থাকে, তবে তারা উভয়ে পাবে মৃত ভাইয়ের সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি থাকে ভাই ও বোন উভয়ই তবে এক পুরুষের অংশ হবে দুই নারীর অংশের সমান। আল্লাহ স্পষ্টভাবে

وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
وَإِسْمَاعِيلَ دَاوُدَ زُبَيْرًا ۝

১৬৪-وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ
قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۝
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۝

১৬৫-رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا
يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
بَعْدَ الرُّسُلِ ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

১৬৬-لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ
أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۝ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۝
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

১৭৬-يَسْتَفْتُونَكَ ۝
قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَّةِ ۝
إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۝
وَهُوَ يَرِثُهَا
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۝
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۝ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً
رَجُلًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَقِّ الْأُنثَيَيْنِ

তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, পাছে তোমরা পথভ্রষ্ট হও। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৪, ১৫, ১৯, ৪১, ৪২, ৪৮, ৪৯, ৬৭,

৪. লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে : কী হালাল করা হয়েছে তাদের জন্য ? বলে দিন : তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমস্ত উত্তম পবিত্র বস্তু। আর শিকারী পশু-পক্ষী, যাদের তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে। তারা যা তোমাদের জন্য ধরে আনে, তা খাবে এবং তাতে আল্লাহ্র নাম নিবে, আর আল্লাহকে ভয় করবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ জলদি হিসাব-গ্রহণকারী।

১৫. হে আহলে কিতাব! এসেছেন তো তোমাদের কাছে আমার রাসূল, যিনি স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে ব্যক্ত করেন অনেক কিছু, যা তোমরা গোপন করতে কিতাব থেকে এবং তিনি এড়িয়ে চলেন অনেক কিছু। এসেছে তো তোমাদের কাছে আল্লাহ্র তরফ থেকে এক নূর ও উজ্জ্বল কিতাব।

১৯. হে আহলে কিতাব! এসেছে তো তোমাদের কাছে আমার রাসূল, রাসূল প্রেরণের বিরতির পরে, তিনি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন তোমাদের কাছে, যাতে তোমরা বলতে না পার, আসেনি আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা, আর না কোন সতর্ককারী। এখন তো এসেছেন তোমাদের কাছে একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

۴- يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ،
قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ
وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ،
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ رَوَاتِقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

۱۵- يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ
قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ
وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝

۱۹- يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ
أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ
وَلَا نَذِيرٍ
فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৪১. হে রাসূল! আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তারা, যারা দ্রুত ধাবিত হয় কুফরীর দিকে, যারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি, আসলে তাদের অন্তর ঈমান আনেনি আর ইয়াহুদীদের মধ্যে যারা মিথ্যা শুনতে তৎপর, তারা কান পেতে থাকে এমন এক ভিন্ন দলের পক্ষে, যারা আপনার কাছে আসেনি, যারা বিকৃত করে শব্দসমূহ যথাস্থানে সুবিন্যস্ত থাকার পরেও, তারা বলে তোমাদের এরূপ বিধান দিলে তা গ্রহণ করবে এবং তা না দিলে বর্জন করবে। আর আল্লাহ্ কাউকে গুমরাহ করতে চাইলে, আপনার তার ব্যাপারে আল্লাহ্র কাছে কিছু করার নেই। তারা তো এমন, যাদের অন্তর আল্লাহ্ পরিশুদ্ধ করতে চান না, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং আখিরাতেও রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।

৪২. তারা মিথ্যা শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী, হারাম খেতে অত্যন্ত আসক্ত, তারা যদি আপনার কাছে আসে, তাহলে আপনি তাদের মাঝে বিচার-ফয়সালা করে দেবেন অথবা তাদের এড়িয়ে চলবেন। আর যদি আপনি তাদের এড়িয়ে চলেন, তবে তারা আপনার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আর যদি বিচার-ফয়সালা করেন, তবে ইনসাফের সাথে তাদের মাঝে বিচার-ফয়সালা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন ইনসাফ-কারীদের।

৪৮. আর আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি কিতাব সত্যসহ, এর পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থকরূপে এবং তার সংরক্ষকরূপে, অতএব আপনি ফয়সালা করবেন তাদের মাঝে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে

৪১-يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ ۖ وَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۖ سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يَحْرِفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۚ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكُنَّ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

৪২-سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

৪৮-وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ

অনুযায়ী এবং অনুসরণ করবেন না তাদের খেয়াল খুশীর, আপনার কাছে যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে। আর তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্দিষ্ট করে দিয়েছি আইন ও বিধান। যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদের এক উম্মাত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে চান, তিনি যা তোমাদের দিয়েছেন তা দিয়ে। সুতরাং ধাবিত হও নেককাজের দিকে, আল্লাহরই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাভর্তন, এরপর তিনি তোমাদের অবহিত করবেন সে বিষয়ে, যাতে তোমরা মতভেদ করতে।

৪৯. আর আপনি বিচার-ফয়সালা করবেন তাদের মাঝে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী। আপনি অনুসরণ করবেন না তাদের খেয়াল-খুশীর এবং সতর্ক থাকবেন তাদের ব্যাপারে, পাছে তারা আপনাকে ফিতনায় ফেলে দেয়, আপনার কাছে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার কতকের ব্যাপারে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্ তো চান তাদের শাস্তি দিতে, তাদের কোন্ কোন্ পাপের জন্য। আর নিশ্চয় মানুষের মাঝে অনেকেই নিশ্চিত পাপাচারী।

৬৭. হে রাসূল! আপনি প্রচার করুন, যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে আপনার রবের তরফ থেকে আর যদি আপনি না করেন, তবে তো আপনি প্রচার করলেন না তাঁর পয়গাম। আর আল্লাহ্ রক্ষা করবেন আপনাকে মানুষের হাত থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেন না কাফির লোকদের।

بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْخُلُوكُمْ
فِي مَا آتَيْنَاكُمْ
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○

৪৯- وَإِنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا
أُنْزِلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ○

৬৭- يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ○

সূরা আন'আম, ৬ : ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২,
১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০,
৩৩, ৩৪, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৪, ৫৬,
৫৭, ৫৮, ৬৮, ৭০, ৯২, ১০৫, ১০৬,
১০৭, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১৩৫, ১৪৫,
১৫১, ১৫২, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪

৭. আর যদি আমি নাযিল করতাম আপনার প্রতি কাগজে লেখা কিতাব, আর তারা যদি তো স্পর্শ করত নিজেদের হাত দিয়ে, তবে যারা কুফরী করছে তারা অবশ্যই বলত, ইহা তো স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছু নয়।

৮. আর তারা বলে, কেন নাযিল করা হয় না তার কাছে কোন ফিরিশতা? যদি আমি নাযিল করতাম কোন ফিরিশতা, তা হলে তো চূড়ান্ত হয়ে যেত ফয়সালা। তারপর তাদের কোন অবকাশ দেওয়া হত না।

৯. আর যদি আমি তাকে করতাম ফিরিশতা, তা হলে তাকে করতাম মানুষের আকৃতিতে এবং তাদের বিভ্রমে ফেলতাম, যেমন তারা রয়েছে বিভ্রমে।

১০. আর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল রাসূলদের সাথে আপনার আগেও, তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল, পরিণামে তা-ই বিদ্রূপকারীদের পরিবেষ্টন করেছিল।

১১. আপনি বলুন : তোমরা ভ্রমণ কর পৃথিবীতে তারপর লক্ষ্য কর, কিরূপ হয়েছিল পরিণাম সত্য অস্বীকারকারীদের।

১২. বলুন : আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তা কার? বলে দিন : তা একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্ধারিত

৭- وَكَوْنُزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ○

৮- وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَكُلَّوْا أُنْزِلْنَا مَلَكَ تَقْضَى الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ○

৯- وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ○

১০- وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ○

১১- قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ○

১২- قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلْ لِلَّهِ ۖ كُتِبَ

করে নিয়েছেন নিজের জন্য দয়া করা।
অবশ্যই তিনি একত্র করবেন তোমাদের
কিয়ামতের দিন, এতে কোন সন্দেহ
নেই। যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে,
তারা ঈমান আনবে না।

১৩. আর তাঁরই যা কিছু অবস্থান করে রাতে
ও দিনে। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১৪. বলুন : আমি কি গ্রহণ করব আল্লাহ
ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবকরপে?
তিনি স্রষ্টা আসমান যমীনের এবং
তিনিই খাওয়ান, কিন্তু তাঁকে কেউ
খাওয়ান না। বলুন : আমি তো আদিষ্ট
হয়েছি যেন আমি হই প্রথম মুসলিম
এবং আমাকে আরো বলা হয়েছে :
আপনি হবেন না কখন মুশরিকদের
শামিল।

১৫. বলুন : আমি তো ভয় করি মহাদিনের
আযাবের, যদি আমি আমার রবের
নাফরমানী করি।

১৬. সেদিন যাকে এ আযাব থেকে রক্ষা করা
হবে, তার প্রতি তো তিনি দয়া করবেন,
আর এটা হবে স্পষ্ট সফলতা।

১৭. আর যদি আল্লাহ আপনাকে কোন কষ্ট
দেন, তবে কেউ নেই তা দূর করার
তিনি ছাড়া। আর তিনি যদি আপনার
কোন কল্যাণ করেন, তবে তিনি তো
সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৮. আর তিনি পরাক্রমশালী তাঁর বান্দাদের
উপর তিনি হিকমতওয়ালা, সর্বজ্ঞাতা।

১৯. বলুন : কে সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য দানে?
বলুন : আল্লাহ তিনি সাক্ষী আমার ও
তোমাদের মাঝে আর ওহী করা হয়েছে
এ কুরআন আমার কাছে, যেন আমি
সতর্ক করি তোমাদের এ দিয়ে এবং
যার কাছে তা পৌঁছবে তাদেরও।

عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ۖ لِيَجْجَعَنَّكُمْ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

১৩- وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْلِ وَالنَّهَارِ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

১৪- قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ اتَّخَذَ وَلِيًّا
فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۚ
قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ
أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

১৫- قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ
رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○

১৬- مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ○

১৭- وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ
لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ
فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

১৮- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ○

১৯- قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۚ
قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ
وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ
لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۚ إِنَّكُمْ

তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্র সাথে অন্য ইলাহ আছে? বলে দিন : আমি এরূপ সাক্ষ্য দেই না। বলুন : তিনি তো এক ইলাহ এবং আমি অবশ্যই মুক্ত, তোমরা যে শিরক কর তা থেকে।

২০. যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে চিনে, যেমন তারা চিনে তাদের সন্তানদের, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা ঈমান আনবে না।

৩৩. আমি তো জানি যে, অবশ্যই আপনাকে কষ্ট দেয় তারা যা বলে তা, কিন্তু তারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং যালিমরা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার করে।

৩৪. আর অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল অনেক রাসূলকে আপনার আগে, কিন্তু তারা সর্ব্ব করেছিল, তাদের মিথ্যাবাদী বলা ও কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও, আমার সাহায্য তাদের কাছে পৌছা পর্যন্ত। কেউ বদলাতে পারে না আল্লাহ্র কথা, আর এসেছে তো আপনার কাছে রাসূলদের কিছু সংবাদ।

৫০. আপনি বলুন : আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আছে আল্লাহ্র ধনভাণ্ডার, আর একথাও বলি না যে, আমি জানি গায়েব, এবং তোমাদের একথাও বলি না যে, আমি একজন ফিরিশ্তা, আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। বলুন : সমান হতে পারে কি অন্ধ এবং চক্ষুন্মান? তবে কি তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর না?

৫১. আর আপনি সতর্ক করুন কুরআন দিয়ে তাদের যারা ভয় করে যে, তাদের

لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أُخْرَى ۖ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّى بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝

২- الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

৩৩- قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنَكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝

৩৪- وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا ۖ وَآوَدُّوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرْنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَايَ الْمُرْسَلِينَ ۝

৫০- قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ ۚ إِنِّى أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۝

৫১- وَانذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ ۝

একত্র করা হবে তাদের রবের কাছে এমন অবস্থায় যে, তাদের থাকবে না তিনি ছাড়া কোন অভিভাবক আর না কোন সুপারিশকারী, আশা করা যায় তারা সতর্ক হবে।

৫২. আর আপনি তাড়িয়ে দেবেন না তাদের, যারা ডাকে তাদের রবকে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আপনার উপর নেই কোন দায়িত্ব তাদের কর্মের জবাবদিহির, আর না আপনার কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব আছে তাদের উপর, যে কারণে আপনি তাদের তাড়িয়ে দেবেন, তাড়িয়ে দিলে আপনি হয়ে পড়বেন যালিমদের শামিল।

৫৪. আর যখন আসে আপনার কাছে তারা, যারা ঈমান আনে আমার আয়াতসমূহে, তখন আপনি তাদের বলুন : সালাম তোমাদের প্রতি। তবে কেউ তোমাদের মধ্যে অজ্ঞতাবশত মন্দকাজ করে ফেললে, তারপর সে তাওবা করলে এবং নিজেকে সংশোধন করে নিলে, আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

৫৬. আপনি বলুন : আমাকে তো নিষেধ করা হয়েছে তাদের ইবাদত করতে, যাদের তোমরা ডাক আল্লাহকে ছেড়ে। বলুন : আমি অনুসরণ করি না তোমাদের খেয়াল-খুশীর, করলে অবশ্যই আমি বিপদগামী হয়ে পড়ব এবং আমি তখন হিদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।

৫৭. বলুন : আমি তো আছি স্পষ্ট প্রমাণের উপর আমার রবের তরফ থেকে, অথচ তোমরা তাকে অস্বীকার করছ। নেই আমার কাছে তা, যা তোমরা জলদি

أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ سَرِيحِهِمْ
لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

৫২- وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشْيِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ
فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ○

৫৪- وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا
فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ
تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ
فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

৫৬- قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ
كَذَّضَلْتُ إِذَا
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ○

৫৭- قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي
وَكَذَّبْتُمْ بِهِ
مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ

চাও, সকল কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই।
তিনি বিবৃত করেন সত্য এবং তিনিই
উত্তম ফয়সালাকারী।

৫৮. বলুন : যদি থাকত আমার কাছে তা যা
তোমরা জলদি চাও তাহলে অবশ্যই
ফয়সালা হয়ে যেত আমার ও তোমাদের
মধ্যকার ব্যাপার। আর আল্লাহ্ সবিশেষ
অবহিত যালিমদের সম্বন্ধে।

৬৮. আর যখন আপনি তাদের দেখেন, যারা
আমার আয়াতসমূহ নিয়ে উপহাসমূলক
আলোচনা করছে, তখন আপনি তাদের
থেকে সরে যাবেন, যে পর্যন্ত না তারা
অন্য প্রসঙ্গে আসে। কিন্তু শয়তান যদি
আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তাহলে স্মরণ
হওয়ার পর আপনি বসবেন না যালিম
লোকদের সাথে।

৭০. আর আপনি বর্জন করুন তাদের যারা
গ্রহণ করেছে তাদের দীনকে ক্রীড়া-
কৌতুকরূপে এবং পার্থিব জীবন যাদের
প্রতারিত করেছে। আর উপদেশ দিন এ
কুরআন দিয়ে, যাতে কেউ ধ্বংস না হয়
তার কৃতকর্মের জন্য, আর নেই আল্লাহ্
ছাড়া কোন অভিভাবক এবং না কোন
সুপারিশকারী। যদিও সে বিনিময়ে সব
কিছু দেয়, তা তার নিকট হতে গ্রহণ
করা হবে না। এরাই তারা, যারা ধ্বংস
হবে তাদের কৃতকর্মের জন্য। তাদের
জন্য রয়েছে অতি গরম পানীয় এবং
যন্ত্রণাদায়ক আযাব, তারা যে কুফরী
করত তার জন্য।

৯২. আর এ কিতাব আমি নাযিল করেছি, যা
কল্যাণময়, সমর্থক পূর্বকার কিতাবের
এবং যা দিয়ে আপনি সতর্ক করেন মক্কা
ও এর চারপাশের লোকদের। আর যারা
আখিরাতে ঈমান রাখে, তারা এতেও

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ

يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ ○

৫৮- قُلْ لَّوْ أَن عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ
لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ○

৬৮- وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ
فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ
الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

৭০- وَذُرِ الَّذِينَ
اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا
وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَذُكِّرَ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا
كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ
لَّا يُؤْخَذَ مِنْهَا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا
كَسَبُوا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ
أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ○

৯২- وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَرَكَ مُصَدِّقُ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ

ঈমান রাখে এবং তারা তাদের নামাযের হিফায়ত করে।

১০৫. আর এভাবেই আমি বিভিন্নরূপে বিবৃত করি আয়াতসমূহ, ফলে তারা বলে, তুমি তো শিখে নিয়েছ। আর আমি তো স্পষ্টরূপে বিবৃত করি তা সে লোকদের জন্য, যারা জানে।

১০৬. আপনি অনুসরণ করুন তার, যা ওহী করা হয় আপনার প্রতি আপনার রবের তরফ থেকে। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া আর আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন মুশরিকদের থেকে।

১০৭. আর যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তারা শিরক করত না এবং আমি করিনি আপনাকে তাদের জন্য হিফায়তকারী, আর না আপনি তাদের অভিভাবক।

১১৪. তবে কি আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ফয়সালাকারী মানব? অথচ তিনিই নাযিল করেছেন কিতাব তোমাদের প্রতি বিশদভাবে। আর যাদের আমি দিয়েছি কিতাব তারা জানে, নিশ্চয় এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে আপনার রবের তরফ থেকে সত্যসহ। অতএব আপনি হবেন না সন্দেহকারীদের শামিল।

১১৫. আর আপনার রবের বাণী পরিপূর্ণ, সত্য ও ইনসাফের দিক দিয়ে। কেউ নেই তাঁর বাণী পরবর্তন করার। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১১৬. আর আপনি যদি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথা মত চলেন, তবে তারা আপনাকে গোমরাহ করবে আল্লাহ্র পথ থেকে। তারা তো অনুসরণ করে কেবল অনুমানের। আর তারা তো শুধু কাল্পনিক কথা বলে।

وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ○

১০৫- وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ
وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○

১০৬- اِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ○

১০৭- وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا
وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ○

১১৪- أَفَغَيَّرَ اللَّهُ ابْتِغَىٰ حَكْمًا
وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ
مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ أَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ
يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ○

১১৫- وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

১১৬- وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ
مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ
إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ○

১৩৫. আপনি বলুন : হে আমার কাওম! তোমরা কাজ করতে থাক তোমাদের স্থানে এবং আমিও কাজ করছি। শিগ্গীরই তোমরা জানতে পারবে কার পরিণাম মঙ্গলময়। যালিমরা কখনও সফলকাম হয় না।

১৪৫. বলুন : আমি পাই না, আমার প্রতি যা ওহী করা হয় তাতে কোন কিছুই হারাম কোন ভক্ষণকারীর জন্য মৃত জন্তু, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত, কেননা, ইহা নাপাক, অথবা যা শিরকের উপকরণ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করার কারণে। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে নিরুপায় হয়ে তা খেলে, নিশ্চয় আপনার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৫১. আপনি বলুন : এসো, আমি পাঠ করে শোনাই তোমাদের, যা হারাম করেছেন তোমাদের রব তোমাদের জন্য : তোমরা তাঁর কোন শরীক করবে না, মাতা-পিতার প্রতি সদ্যবহার করবে, হত্যা করবে না নিজেদের সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে, আমি রিযিক দেই তোমাদের এবং তাদেরও। আর অশ্লীলতার কাজের ধারেও যাবে না, হোক তা প্রকাশ্যে বা গোপনে। আর তোমরা হত্যা করবে না কোন কিছু, যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে। এ নির্দেশ তিনি তোমাদের দিলেন, যেন তোমরা অনুধাবন কর।

১৫২. আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের কাছেও যাবে না উত্তম ব্যবস্থা ব্যতিরেকে, যে পর্যন্ত না সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং পুরাপুরি দিবে ইনসাফের সাথে

১৩৫- قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ
إِنِّي عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ
مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ
إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ ○

১৪৫- قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا
عَلَىٰ طَائِفٍ مِّنْهُمْ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ
رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১৫১- قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ
أَلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمَلٍ ۚ
نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرُبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

১৫২- وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ

পরিমাণ ও ওষনে। আমি তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। আর যখন তোমার কথা বলবে, তখন ন্যায্য কথা বলবে, আপনজনের সম্পর্কে হলেও এবং পূর্ণ করবে আল্লাহকে দেওয়া অঙ্গীকার। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

১৬১. বলুন : আমাকে তো পরিচালিত করেছেন আমার রব সরল সঠিক পথে, যা বক্রতামুক্ত, সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, যা ইব্রাহীমের মিল্লাত এবং সে ছিল না মূশরিকদের শামিল।

১৬২. বলুন : নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ রাক্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য।

১৬৩. তাঁর কোন শরীক নেই, আর এরই জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।

১৬৪. বলুন : আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে খুঁজব অন্য রব, অথচ তিনি রব সব কিছুর। কোন ব্যক্তি দায়ী হবে না, স্বীয় কৃতকর্ম ছাড়া অন্য কিছুর জন্য আর কেউ বহন করবে না অন্যের বোঝা। তারপর তোমাদের প্রত্যাভর্তন তোমাদের রবের কাছেই। তখন তিনি তোমাদের অবহিত করবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে তা।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ২, ১৫৭, ১৫৮, ১৮৪, ১৮৭, ১৮৮, ২০৩,

২. নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতি কিতাব। সুতরাং থাকে না যেন আপনার অন্তরে এ সম্পর্কে কোন দ্বিধা সংকোচ যে, আপনি এ দিয়ে সতর্ক করবেন এবং মু'মিনদের জন্য উপদেশ।

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ؕ
لَا تُكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ؕ

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ؕ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا
ذِكْرَكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

১৬১- قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ؕ دِينًا قِيمًا

مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

১৬২- قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১৬৩- لَا شَرِيكَ لَهُ ؕ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ○

১৬৪- قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْنَىٰ رَبًّا
وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ
كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ ؕ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○

২- كُتِبَ عَلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ
حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ
وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ○

১৫৭. যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তারা লিখিত পায়, তাদের কাছে যে তাওরাত ও ইন্জীল আছে তাতে, তিনি তাদের নির্দেশ দেন ভাল কাজের এবং বারণ করেন তাদের মন্দকাজ থেকে, যিনি হালাল করেন তাদের জন্য পবিত্র বস্তু এবং হারাম করেন তাদের জন্য অপবিত্র বস্তু, আর মুক্ত করেন তাদের সে গুরুভার ও শৃঙ্খল থেকে যা ছিল তাদের উপর। অতএব যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে শক্তি যোগায়, তাঁকে সাহায্য করে এবং অনুসরণ করে সে নূরের যা নাযিল করা হয়েছে তাঁর সাথে, তারাই কামিয়াব।

১৫৮. আপনি বলুন : হে মানুষ! আমি তো তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল, যিনি মালিক আসমান ও যমীনের, নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া। তিনিই জীবিত করেন, তিনিই মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি, যিনি ঈমান আনেন আল্লাহতে এবং তাঁর বাণীতে। আর তোমরা অনুসরণ কর তাঁর, যাতে তোমরা হিদায়েত লাভ কর।

১৫৮. তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদের সাথে তো জিন্‌গিস্ত নন, তিনি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

১৫৭. তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? বলুন : এর জ্ঞান তো কেবল আমার রবের কাছে। কেউ তা প্রকাশ করতে পারবে না যথাসময়ে তিনি ছাড়া, তা একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা আসমান ও যমীনে। তাতো কেবল

১৫৭-الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

১৫৮-قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَانَ فِيهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

১৫৮-أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ○

১৫৭-يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسُهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۚ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۚ

আপতিত হবে তোমাদের উপর আকস্মাৎ। তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, আপনি এ বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করে। বলুন : এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহর কাছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا
قُلْ إِنَّمَا عَلِمْتُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

১৮৮. বলুন : আমি অধিকার রাখি না, আমার কোন ভাল-মন্দের উপর, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাছাড়া। আর আমি যদি গায়েব জানতাম, তবে তো প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম এবং আমাকে স্পর্শ করত না কোন অকল্যাণ-ই। আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা মু'মিন লোকদের জন্য।

১৮৮- قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا
مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ
السُّوءُ إِنِّي أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

২০৩. আর যখন আপনি তাদের কাছে কোন নিদর্শন উপস্থিত না করেন, তখন তারা বলে : কেন আপনি তা উপস্থিত করেন না? বলুন, আমি তো কেবল অনুসরণ করি তারই, যা ওহী করা হয় আমার প্রতি আমার রবের তরফ থেকে। আর এ কুরআন হলো প্রমাণ তোমাদের রবের তরফ থেকে এবং হিদায়েত ও রহমত মু'মিন লোকদের জন্য।

২০৩- وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ
قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا
قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي
هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

সূরা আনফাল, ৮ : ১, ৫, ৬, ১৭, ৩০, ৪৩, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৭০, ৭১

১. তারা আপনাকে প্রশ্ন করে গণীমত সম্বন্ধে। বলুন : গণীমত তো আল্লাহর ও রাসূলের। সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং সংশোধন কর তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক। আর আনুগত্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, যদি তোমরা মু'মিন হও।

১- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغَنَائِمِ
قُلْ الْغَنَائِمُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

৫. ইহা এরূপ, যেমন বের করেছিলেন আপনাকে আপনার রব আপনার ঘর

ه- كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ

চায় না তাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করতে আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মুত্তাকীদের সম্বন্ধে।

৪৫. আপনার কাছে তো অব্যাহতি চায় কেবল তারাই যারা ঈমান রাখে না আল্লাহ ও শেষ দিনে এবং যাদের অন্তর সংশয়যুক্ত। তারা তো নিজেদের সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।

৪৮. তারা তো ফিতনার সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এর আগেও এবং তারা ওলট-পালট করেছিল আপনার অনেক কাজ, যতক্ষণ না এল সত্য এবং বিজয়ী হল আল্লাহর নির্দেশ। অথচ তারা তা অপসন্দ করত।

৪৯. তাদের মাঝে এমন লোকও আছে, যে বলে, আমাদের অব্যাহতি দিন এবং আমাদের ফিতনায় ফেলবেন না। জেনে রাখ! তারা তো ফিতনায় পড়েই আছে এবং জাহান্নাম তো কাফিরদের পরিবেষ্টন করেই আছে।

৫০. যদি আপনার কোন মঙ্গল হয়, তবে তা তাদের ব্যথিত করে, কিন্তু আপনার যদি কোন বিপদ ঘটে তবে তারা বলে, আমরা তো আগেই সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম আমাদের ব্যাপারে এবং তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায় উৎফুল্ল হয়ে।

৫১. আপনি বলুন : আমাদের কিছুই হবে না, আল্লাহ যা আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন তা ছাড়া, তিনিই আমাদের কর্মনিয়ন্ত্রক আর আল্লাহরই উপর মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।

৫২. বলুন : তোমরা তো কেবল প্রতীক্ষা করছ আমাদের ব্যাপারে দু'টি কল্যাণের একটির। আর আমরা প্রতীক্ষা

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ○

৫৫- إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي سَرِيحِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ○

৫৮- لَقَدْ ابْتِغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ○

৫৯- وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذَنْ لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ○

৫০- إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَكَّلُوا وَهُمْ فَرِحُونَ ○

৫১- قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

৫২- قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ

করছি তোমাদের ব্যাপারে যে, আল্লাহ্ তোমাদের শাস্তি দেবেন সরাসরি নিজের তরফ থেকে অথবা আমাদের হাতে। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আর আমরাও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকলাম।

৭৩. হে নবী! জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং এ ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করুন তাদের প্রতি। আর তাদের ঠিকানা তো জাহান্নাম, তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

৭৪. তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে যে, তারা কিছু বলেনি। বস্তুত তারা তো বলেছে কুফরের কথা এবং কুফরী করেছে ইসলাম গ্রহণের পর আর তারা যা সংকল্প করেছিল, তা তারা পায়নি। তারা তো বিরোধিতা করেছিল কেবল এই জন্য যে, তাদের অভাবমুক্ত করেছিলেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নিজ কৃপায়। তারা যদি তাওবা করে তবে তা হবে তাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদের শাস্তি দেবেন আল্লাহ্ কঠোর শাস্তি, দুনিয়ায় তাদের জন্য নেই কোন অভিভাবক আর না কোন সাহায্যকারী।

৮০. আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন অথবা ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, উভয়ই সমান। আপনি তাদের জন্য সত্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ কখন তাদের ক্ষমা করবেন না। ইহা এ কারণে যে, তারা তো কুফরী করেছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে। আর আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না পাপাচারী লোকদের।

৮১. যারা পেছনে রয়ে গেল, তারা আনন্দবোধ করল আল্লাহ্র রাসূলের

أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عُنْدِهِ
أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرْجَبُوا
إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ○

৭৩- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ
وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

৭৪- يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ
قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ
إِسْلَامِهِمْ وَهَتُّوا بِآلِمِ يَنَا لُؤَاءَ وَمَا
نَقَبُوا إِلَّا أَنْ أَعْنَتْهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ
خَيْرًا لَهُمْ ۖ وَإِنْ يَتَوَكَّلُوا يُعَذِّبْهُمْ اللَّهُ
عَذَابًا أَلِيمًا ۖ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ○

৮০- اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ
يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

৮১- فَرَحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِمْ خَلْفَ

বিরোধিতা করে বসে থাকতে এবং তারা অপসন্দ করল জিহাদ করতে তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে এবং তারা বলল, অভিযানের বের হয়ো না গরমের মধ্যে। আপনি বলুন জাহান্নামের আগুন উত্তাপে প্রচণ্ডতম, যদি তারা বুঝত।

৮২. অতএব তারা কম হাসুক এবং বেশী কাঁদুক, তারা যা করত তার ফলস্বরূপ।

৮৩. আর যদি আল্লাহ আপনাকে ফিরিয়ে আনেন তাদের কোন দলের কাছে এবং তারা আপনার অনুমতি চায় অভিযানে বের হওয়ার জন্য তখন আপনি বললেন : তোমরা কখন আমার সাথে বের হবে না এবং তোমরা কখন যুদ্ধ করবে না আমার সাথে হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে। তোমরা তো পসন্দ করেছিলে বসে থাকতে প্রথমবার। অতএব তোমরা বসে থাক, পেছনে যারা থাকে তাদের সাথে।

৮৪. আর আপনি কখন জানাযার সালাত আদায় করবেন না তাদের কোন মৃতের উপর এবং দাঁড়াবেন না তার কবরের পাশে। তারা তো কুফরী করেছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে এবং তারা মারা গিয়েছিল পাপাচারী অবস্থায়।

৮৫. আর আপনাকে যেন মুগ্ধ না করে তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি, আল্লাহ তো চান তাদের শাস্তি দিতে তা দিয়ে এ দুনিয়ায় আর বের হবে তাদের আত্মা কাফির থাকা অবস্থায়।

৮৬. আর যখন নাযিল হয় কোন সূরা এ মর্মে যে, 'তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি এবং জিহাদ কর তাঁর রাসূলের সংগী হয়ে,' তখন আপনার কাছে অব্যাহতি

رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ○

৮২- فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَ لْيَبْكُوا كَثِيرًا ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

৮৩- فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُفْعَلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۚ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقَعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَافْعَدُوا مَعَ الْخُلَفَاءِ ○

৮৪- وَلَا تَصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ○

৮৫- وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ○

৮৬- وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ

চায় তাদের মধ্যে যাদের শক্তি সামর্থ আছে তারা এবং বলে : রেহাই দিন আমাদের যারা বসে থাকে, আমরা তাদের সাথেই থাকব।

৮৭. তারা পসন্দ করেছিল অবস্থান করতে অন্তঃপুরবাসিনীদের সাথে এবং মোহর করা হয়েছে তাদের অন্তর, ফলে তারা বুঝতে পারে না।

৮৮. কিন্তু রাসূল এবং যারা তার সঙ্গে ঈমান এনেছে, তারা জিহাদ করেছে ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে। তাদেরই জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম।

১০৩. আপনি গ্রহণ করুন তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদাকা। তা দিয়ে তাদের পবিত্র করবেন এবং পরিশুদ্ধ করবেন। আর দু'আ করুন তাদের জন্য। আপনার দু'আ তো তাদের জন্য প্রশান্তি। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১০৭. আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং যে ব্যক্তি এর আগে বিরোধিতা করেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের গোপন ঘাঁটিরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তারা অবশ্য শপথ করে বলবে যে, 'আমরা তো সদুদ্দেশ্যেরই ইচ্ছা করেছি,' আর আল্লাহ সাক্ষী তারা তো মিথ্যাবাদী।

১০৮. আপনি কখন সেখানে সালাতের জন্য দাঁড়াবেন না। যে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকেই, তা-ই অধিক যোগ্য আপনার সালাতে দাঁড়াবার জন্য। সেখানে রয়েছে এমন লোক যারা ভালবাসে পবিত্রতা অর্জন করাকে। আর আল্লাহ ভালবাসেন পবিত্রতা অর্জনকারীদের।

اَسْتَاذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ
وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَعْدِيْنَ ○

৮৭- رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ
وَطَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

৮৮- لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ○

১০৩- وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○
۱. ۳- خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

১০৭- وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا
وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَارْضَاءًا لِلَّذِينَ هَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَيَخْلَعْنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى ۖ
وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○

১০৮- لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا
لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ
يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۖ
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ○

১১৩. নবীর জন্য এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য সংগত নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে মুশরিকদের জন্য, যদিও তারা হয় আত্মীয় স্বজন, তাদের কাছে ইহা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা তো জাহান্নামী।

১১৩- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○

১১৭. আল্লাহ্ অবশ্যই অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং সে সব মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল সংকটকালে, এরপরে যে তাদের কতকের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করলেন তিনি তো তাদের প্রতি মমতাময়, পরম দয়ালু।

১১৭- لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فِرْعَوْنَ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ○

১২৮. এসেছেন তো তোমাদের কাছে একজন রাসূল তোমাদেরই মধ্য থেকে, দুর্বহ তাঁর জন্য তা, যা তোমাদের কষ্ট দেয়। তিনি তোমাদের মঙ্গল কামনা করেন, মু'মিনদের প্রতি অতিশয় মমতাময়, পরম দয়ালু।

১২৮- لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ○

১২৯. এরপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আপনি বলুন : আমার জন্য আল্লাহ্-ই যথেষ্ট। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তিনি রব মহা আরশের।

১২৯- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○

সূরা ইউনুস, ১০ : ১৫, ১৬, ৩৮, ৪১, ৪২, ৪৬, ৫৩, ৬৫, ৬৯, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯

১৫. আর যখন তাদের পাঠ করে শুনান হয় আমার সুস্পষ্ট আয়াত, তখন যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, তারা বলে : নিয়ে এসো এক কুরআন, এ কুরআন ছাড়া, অথবা একে বদলাও।

১৫- وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۖ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّمَا يَنْتِظِرُ بَقَرَاتٍ أَوْ يَبْغِي ۖ

আপনি বলুন : আমার কাজ নয় যে, আমি নিজের তরফ থেকে একে বদলাব। আমি তো অনুসরণ করি কেবল তারই, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। অবশ্যই আমি ভয় করি মহা দিবসের শাস্তির, যদি আমি অবাধ্য হই আমার রবের।

১৬. বলুন : যদি আল্লাহ্ চাইতেন, আমি তা তোমাদের কাছে তিলাওয়াত করতাম না আর না তিনি তা তোমাদের অবহিত করতেন। আমি তো অবস্থান করেছি তোমাদের মাঝে দীর্ঘকাল এর আগে, তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না ?

৩৮. তারা কি বলে, তিনি এ কুরআন নিজে রচনা করে নিয়েছেন ? বলুন : তাহলে তোমরা নিয়ে এসো একটি সূরা এর অনুরূপ এবং আহ্বান কর যাকে পার আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৪১. আর যদি তারা আপনাকে অস্বীকার করে, তাহলে আপনি বলুন : আমার জন্য আমার কাজের দায়িত্ব এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজের দায়িত্ব। তোমরা দায়মুক্ত আমি যা করি তা থেকে এবং আমিও দায়মুক্ত তোমরা যা কর তা থেকে।

৪২. তাদের মাঝে কেউ আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে, আপনি কি পথ দেখাতে পারেন অন্ধকে, তারা না দেখলেও ?

৪৬. আর আমি যদি আপনাকে দেখাই, যে ভয় আমি তাদের দেখিয়েছি তার কিছু, অথবা আপনার ওফাত দেই, তবে তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছে। আর আল্লাহ্ সাক্ষী তারা যা করে সে বিষয়ে।

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ
مِنْ تِلْكَ إِنِّي نَفْسِي ۚ إِنْ أَتَّبِعْ
إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ ۚ إِنِّي أَخَافُ
إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○

১৬- قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ
عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ۖ
فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۖ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

৩৮- أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ
قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ
وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

৪১- وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِّي عَمَلِي
وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ أَنْتُمْ
بِرَبِّتُمْ مِمَّا أَعْمَلُ
وَأَنَا بِرَبِّي مِمَّا تَعْمَلُونَ ○

৪২- وَمِنْهُمْ مَّن يَّسْتَفْعُونَ إِلَيْكَ ۖ
أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ○
৪৬- وَإِنَّمَا تَرِيكَ
بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَكَّيْكَ
فَالْيَنَّا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ
عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ○

৫৩. আর তারা আপনার কাছে জানতে চায়, আযাবের কথা কি সত্য? আপনি বলুন : হাঁ, শপথ আমার রবের। অবশ্যই তা সত্য। আর তোমরা ব্যর্থ করার নও।
৬৫. আর আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তাদের কথা, নিশ্চয় আল্লাহরই জন্য সমস্ত ইয্যত। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।
৬৯. আপনি বলুন : যারা মিথ্যা উদ্ভাবন করে আল্লাহ্ সস্বন্ধে, তারা সফলকাম হয় না।
৯৪. আপনি যদি সন্দেহে থাকেন, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি তাতে, তবে জিজ্ঞাসা করুন তাদের, যারা পাঠ করে আপনার পূর্বের কিতাব। এসেছে তো আপনার কাছে সত্য আপনার রবের তরফ থেকে, অতএব আপনি কখনো সন্দেহকারীদের शामिल হবেন না।
৯৫. আর আপনি কখনো शामिल হবেন না তাদের যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহর আয়াতসমূহ, হলে আপনিও হয়ে পড়বেন ক্ষতিগ্রস্তদের शामिल।
৯৬. নিশ্চয়ই যাদের ব্যাপারে সাব্যস্ত হয়ে গেছে আপনার রবের কথা, তারা ঈমান আনবে না—
৯৭. যদিও তাদের কাছে আসে প্রতিটি নিদর্শন, শেষ পর্যন্ত না তারা প্রত্যক্ষ করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।
১০৪. বলুন : হে মানুষ! তোমরা যদি সংশয় পোষণ কর আমার দীনের ব্যাপারে, তবে জেনে রাখ, আমি ইবাদত করি না তাদের, যাদের তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্ ছাড়া, বরং আমি ইবাদত করি আল্লাহর, যিনি তোমাদের মৃত্যু দেন, আর আমি আদিষ্ট হয়েছি মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য।

৫৩- وَيَسْتَفْتُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

৬৫- وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

৬৯- قُلْ إِنْ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ○

৯৪- فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْتَرِينَ ○

৯৫- وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ

৯৬- إِنْ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ○

৯৭- وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ○

১০৪- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

১০৫. আর আপনি প্রতিষ্ঠিত হন দীনে একনিষ্ঠভাবে এবং কখনও অন্তর্ভুক্ত হবেন না মুশরিকদের।

১০৬. আর ডাকবেন না আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে, যা না কোন উপকার করে আপনার, আর না কোন উপকার করে তাদের, তবে যদি আপনি এরূপ করেন, তখন অবশ্যই হবেন যালিমদের শামিল।

১০৭. আর যদি আল্লাহ্ আপনাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ছাড়া তা বিদূরিত করার কেউ নেই আর যদি তিনি আপনার কল্যাণ চান, তবে তার অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই। তিনি দান করেন কল্যাণ যাকে চান তাঁর বান্দাদের থেকে। তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১০৮. বলুন : হে মানুষ! এসেছে তো তোমাদের কাছে সত্য তোমাদের রবের তরফ থেকে। অতএব যে সৎপথে চলবে সে তো সৎপথে চলবে নিজেরই কল্যাণের জন্য আর যে পথভ্রষ্ট হবে সে তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেরই ধ্বংসের জন্য। আর আমি তোমাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নই।

১০৯. আর আপনি অনুসরণ করুন যে ওহী আপনার প্রতি করা হয় তার এবং ধৈর্যধারণ করুন যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ ফয়সালা করেন আর তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

সূরা হুদ, ১১ : ২, ৩, ১২, ১৩, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২

২. তোমরা ইবাদত করবে না আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের

১০৫-وَ أَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

১০৬-وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

مَا لَمْ يَنْفَعَكَ وَلَا يَضُرَّكَ ۚ

فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا

مِنَ الظَّالِمِينَ ○

১০৭-وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ

لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ

فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ

يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ

وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

১০৮-قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ

مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدَىٰ

فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ

وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ○

১০৯-وَ اتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ

وَ اصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ

وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ○

২- اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ۚ

জন্য তাঁর তরফ থেকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।

৩. আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমাদের রবের কাছে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তিনিই তোমাদের উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন এক নির্দিষ্ট কালের জন্য এবং দান করবেন প্রত্যেক গুণীজনকে তার প্রাপ্য মর্যাদা। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে আমি আশঙ্কা করি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির।

১২. তবে কি আপনি বর্জন করবেন তার কিছু যা নাযিল করা হয় আপনার প্রতি এবং সংকুচিত হবে এর দরুন আপনার অন্তর এজন্য যে, তারা বলে, নাযিল করা হয় না কেন তার কাছে ধনভাণ্ডার অথবা আসে না কেন তাঁর সাথে ফিরিশতা? আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে কর্মসম্পাদনকারী।

১৩. তারা কি বলে, সে (মুহাম্মদ) নিজে এ কুরআন রচনা করে নিয়েছে? বলুন: তবে নিয়ে এসো দশটি সূরা এর অনুরূপ তোমাদের রচিত এবং ডেকে নেও যাকে পার আল্লাহ্কে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১১২. সুতরাং আপনি কায়ম থাকুন যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন তাতে এবং আপনার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তারাও, এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে সম্যকদ্রষ্টা।

১১৩. আর তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়বে না, যারা যুলুম করেছে, ঝুঁকে পড়লে

إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝

৩- وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝

১২- فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝

১৩- أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَةٍ ۖ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

১১২- فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

১১৩- وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ

আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে। আর
নেই তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কোন
অভিভাবক আর তোমাদের সাহায্যও
করা হবে না।

১১৪. আর সালাত কায়েম করুন দিনের দুই
প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে,
নিশ্চয়ই নেককাজ খারাপ কাজকে
বিদূরিত করে। ইহা একটি উপদেশ,
উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য।

১১৫. আর আপনি সবর করুন, কারণ নিশ্চয়ই
আল্লাহ্ নেককারদের কর্মফল নষ্ট করেন
না।

১১৬. আর নন আপনার রব এমন যে, তিনি
ধ্বংস করে দেবেন জনপদ অন্যায়ভাবে,
অথচ তার অধিবাসীরা নেককার।

১১৮. আর যদি আপনার রব চাইতেন, তাহলে
অবশ্যই তিনি সমস্ত মানুষকে এক
জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা তো
মতভেদ করতেই থাকবে,

১১৯. তবে তারা নয়, যাদের প্রতি আপনার রব
দয়া করেছেন, আর তিনি তো তাদের
এজন্যই সৃষ্টি করেছেন। আপনার রবের
এ কথা পূর্ণ হবেই : অবশ্যই আমি পূর্ণ
করব জাহান্নাম জিন্ ও মানুষ উভয়
দিয়ে।

১২০. আর আমি রাসূলদের এসব বৃত্তান্ত
আপনার কাছে বর্ণনা করি এজন্য যে,
তা দিয়ে আমি আপনার অন্তরকে
মজবূত করি আর এসেছে আপনার
কাছে এর মাধ্যমে সত্য এবং উপদেশ
ও সতর্কবাণী মু'মিনদের জন্য।

১২১. আর বলে দিন তাদের, যারা ঈমান আনে
না, তোমরা কাজ করে যাও স্ব-স্ব স্থানে,
আমরাও কাজ করছি।

ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ
وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ○

১১৪- وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا
مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ
السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكِّرِينَ ○
১১৫- وَإِصْبِرْ
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ○

১১৬- وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ
الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ○
১১৮- وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ
أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ○

১১৯- إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ
وَلِذَٰلِكَ خَلَقْنَاهُمْ ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
لَا مَلَكَيْنَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ○

১২০- وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ
مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ
وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ○

১২১- وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا
عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۚ إِنَّا عَمِلُونَ ○

১২২. আর তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাকে,
আমরাও প্রতীক্ষা করছি।

সূরা ইউসুফ, ১২ : ৩, ১০৮, ১০৯

৩. আমি বিবৃত করছি আপনার কাছে উত্তম কাহিনী, এ কুরআন আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করে, যদিও আপনি ছিলেন এর আগে অনবহিতদের শামিল।

১০৮. আপনি বলুন : এটাই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান করি সজ্ঞানে, আমি এবং আমার যারা অনুসরণ করেছে তারাও। আর পবিত্র মহান আল্লাহ এবং আমি নই মুশরিকদের শামিল।

১০৯. আর আমি পাঠাইনি আপনার আগে জনপদবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষ ছাড়া কাউকে, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। তারা কি ভ্রমণ করেনি পৃথিবীতে, আর দেখেনি, কিরূপ হয়েছিল তাদের পরিণতি, যারা গত হয়েছে তাদের আগে? আর আখিরাত তো শেষ মুত্তাকীদের জন্য। তবুও কি তোমরা বুঝ না?

সূরা রা'দ, ১৩ : ১, ১৬, ১৯, ২৭, ৩০, ৩২, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪৩

১. আলিফ-লাম-মীম-রা, এসব কুরআনের আয়াত আর তা নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতি, আপনার রবের তরফ থেকে তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।

১৬. বলুন : কে আসমান ও যমীনের রব? বলে দিন : আল্লাহ। বলুন : তবে কি তোমরা গ্রহণ করেছ আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের অভিভাবকরূপে, যারা পারে না

১২২-وَانتَظِرُوا، إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ○

৩-نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ۖ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ○

১০৮-قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

১০৯-وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ۖ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

১-الْمُرَادُ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ ۖ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ○

১৬-قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

নিজেদের উপকার করতে, আর না অপকার করতে ? বলুন : সমান হয় কি অন্ধ এবং চক্ষুস্থান ? অথবা সমান হতে পারে কি আঁধার ও আলো ? তবে কী তারা আল্লাহর এমন শরীক করেছে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, ফলে সৃষ্টি তাদের কাছে সদৃশ্য মনে হয়েছে ? বলুন : আল্লাহ্-ই স্রষ্টা সব কিছুর, তিনি এক, পরাক্রমশালী।

১৯. আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে আপনার রবের তরফ থেকে, তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে, সে কি তার মত যে অন্ধ ? উপদেশ তো গ্রহণ করে কেবল বুদ্ধিমান লোকেরা।

২৭. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, কেন নাযিল করা হয় না তার প্রতি কোন নিদর্শন, তার রবের তরফ থেকে ? আপনি বলে দিন : নিশ্চয় আল্লাহ্ গুমরাহ করেন যাকে চান এবং তিনি তাঁর দিকে পরিচালিত করেন তাদের যারা তাঁর অভিমুখী।

৩০. এভাবেই আমি পাঠিয়েছি আপনাকে এক জাতির কাছে, গত হয়েছে যার আগে অনেক জাতি, তাদের কাছে তিলাওয়াত করার জন্য তা, যা আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি। তারা তো প্রত্যাখ্যান করে দয়াময় আল্লাহকে। আপনি বলেন : তিনিই আমার রব, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।

৩২. আর অবশ্যই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে রাসূলদের সাথে আপনার আগেও, আর আমি অবকাশ দিয়েছিলাম যারা কুফরী করেছিল তাদের, তারপর আমি

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ
أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَةُ وَالنُّورُ
أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا
كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ
قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

১৯- أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ○

২৭- وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ
آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ
مَنْ أَرَادَ ○

৩০- كَذَلِكَ أَرْسَلْنَا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِيَتْلُوا عَلَيْهِمْ
الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ
قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ○

৩২- وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ
فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ

পাঁকড়াও করেছিলাম তাদের। অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি!

৩৬. আর যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তারা আনন্দিত হয় আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে, কিন্তু কোন কোন দল এর কতক অংশকে অস্বীকার করে। আপনি বলুন : আমি তো আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্র ইবাদত করতে এবং তাঁর সঙ্গে কোন শরীক না করতে। তাঁরই দিকে আমি দাওয়াত করেছি এবং তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।

৩৭. আর এভাবেই আমি নাযিল করেছি কুরআন বিধানরূপে আরবী ভাষায়। আর আপনি যদি অনুসরণ করেন তাদের খেয়াল-খুশীর, আপনার কাছে জ্ঞান আমার পর, তাহলে থাকবে না আপনার জন্য আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোন বন্ধু আর না কোন রক্ষক।

৩৮. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম অনেক রাসূল আপনার আগে এবং তাদের দিয়েছিলাম স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। আর কোন রাসূলে কাজ নয় যে, সে কোন মু'জিয়া প্রদর্শন করবে, আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া। প্রত্যেক বিষয়ের রয়েছে নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ।

৪০. যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি আমি তাদের দিয়েছি, আমি যদি তার কিছু আপনাকে দেখাই, অথবা এর পূর্বে যদি আপনার মৃত্যু ঘটাই, তবে আপনার দায়িত্ব তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ।

৪৩. আর যারা কুফরী করেছে, তারা বলে : আপনি তো আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল নন। আপনি বলুন : আল্লাহ্ এবং যার কাছে

كَيْفَ كَانَ عِقَابِ ○

৩৬- وَالَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ۖ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابِ ○

৩৭- وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا وَعَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ○

৩৮- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ يَكُلِّ آجَلٍ كِتَابٍ ○

৪০- وَإِنْ مَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ ○

৪৩- وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ

কিতাবের জ্ঞান রয়েছে, তারা আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ১, ৩১

১. আলিম-লাম-রা, এ কিতাব, আমি তা নাযিল করেছি আপনার প্রতি, যাতে আপনি বের করে আনেন লোকদের আঁধার থেকে আলোতে, তাদের রবের অনুমতিক্রমে পরাক্রমশালী, প্রশংসিত আল্লাহর পথে।

৩১. আপনি বলুন : আমার বান্দাদের যারা ঈমান এনেছে : তারা যেন সালাত কয়েম করে এবং যা আমি তাদের দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, সেদিন আসার আগে, যেদিন থাকবে না বোচাকেনা আর না বন্ধুত্ব।

সূরা হিজর, ১৫ : ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯

৬. আর তারা বলে : ওহে, যার প্রতি কুরআন নাযিল করা হয়েছে, তুমি তো এক পাগল!

৭. যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে কেন আমাদের কাছে ফিরিশ্বাদের উপস্থিত করছ না?

৮. আমি নাযিল করি না ফিরিশ্বাদের যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে আর তারা অবকাশ পেতো না, ফিরিশ্বাদের নাযিল করা হলে।

৯. আমিই নাযিল করেছি এ কুরআন এবং আমিই তো এর হিফায়তকারী।

১০. আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনার আগে, পূর্বকার অনেক সম্প্রদায়ের কাছে রাসূলদের।

وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ○

১- الرَّسُولُ كَتَبْتُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ○

৩১- قُلْ تَعْبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ○

৬- وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ○

৭- لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○

৮- مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ○

৯- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ○

১০- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ○

৮৭. আর আমি তো দিয়েছি আপনাকে সাত আয়াত, যা বারবার পাঠ করা হয় এবং দিয়েছি মহান কুরআন।
৮৮. আপনি কখনো আপনার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করবেন না সে সব ভোগ-বিলাসের উপকরণের দিকে, যা আমি দিয়েছি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে। আর আপনি অবনমিত করুন আপনার পক্ষপূট মু'মিনদের জন্য।
৮৯. আর বলুন : আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।
৯০. যেভাবে আমি নাযিল করেছিলাম বিভক্তকারীদের উপর।
৯১. যারা কুরআনকে নানাভাবে বিভক্ত করেছে।
৯২. সুতরাং কসম আপনার রবের! অবশ্যই আমি প্রশ্ন করব তাদের সবাইকে—
৯৩. সে বিষয়ে যা তারা করত।
৯৪. অতএব আপনি প্রকাশ্যে প্রচার করুন, যা আপনি আদিষ্ট হয়েছেন এবং উপেক্ষা করুন মুশরিকদের।
৯৫. নিশ্চয় আমি যথেষ্ট আপনার জন্য, ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে,
৯৬. যারা নির্ধারণ করেছে আল্লাহর সাথে অন্য সব ইলাহ্। সুতরাং অচিরেই তারা জানতে পারবে।
৯৭. আর আমি তো জানি যে, তারা যা বলে, তাতে আপনার হৃদয় সংকুচিত হয়,
৯৮. অতএব আপনি সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন আপনার রবের এবং আগনি সিজ্জাদকারীদের শামিল হোন।

৮৭- وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي
وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ○

৮৮- لَا تُمَدِّدْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ
أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ○

৮৯- وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ○

৯০- كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِبِينَ ○

৯১- الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ○

৯২- فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ○

৯৩- عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

৯৪- فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ○

وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ○

৯৫- إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ○

৯৬- الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ○

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ○

৯৭- وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ ○

بِمَا يَقُولُونَ ○

৯৮- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ○

وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ○

৯৯. আর আপনি ইবাদত করতে থাকুন
আপনার রবের, আপনার কাছে মৃত্যু
আসা পর্যন্ত।

১১- وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ
يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ○

সূরা নাহল, ১৬ : ৪৩, ৪৪, ৬৩, ৬৪, ৮২,
৮৯, ১০১, ১০২, ১০৩, ১২৩, ১২৪,
১২৫, ১২৬, ১২৭

৪৩. আর আমি কোন রাসূল পাঠাইনি
আপনার আগে পুরুষদের ছাড়া, যাদের
কাছে আমি ওহী পাঠিয়েছি, অতএব
তোমরা যদি না জান, তবে জিজ্ঞেস কর
জ্ঞানীদের।

১২- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا

أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

৪৪. আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের স্পষ্ট প্রমাণ
ও গ্রন্থ দিয়ে। আর আমি নাযিল করেছি
আপনার প্রতি এ কুরআন, যাতে আপনি
বুঝিয়ে দিতে পারেন লোকদের, যা
তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা।
যাতে তারা চিন্তা করে।

১৩- بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

وَآنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ

مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ○

৬৩. আল্লাহর কসম! আমি তো পাঠিয়েছি
রাসূল আপনার আগে অনেক জাতির
কাছে, কিন্তু শোভন করেছে তাদের কাছে
কাছে শয়তান তাদের কাজকর্ম। সুতরাং
সে-ই তাদের অভিভাবক আজ আর
তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৪- قَالَهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ

مِنْ قَبْلِكَ فزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

أَعْيَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

৮২. তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়,
তবে আপনার দায়িত্ব তো কেবল
স্পষ্টভাবে বাণী পৌছিয়ে দেওয়া।

১৫- فَإِنْ تَوَلَّوْا

فَأِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ○

৮৯. আর যেদিন আমি উঠাব প্রত্যেক
সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী, তাদের
ব্যাপারে তাদের মধ্য থেকে আর
উপস্থিত করব আপনাকে সাক্ষীরূপে
তাদের ব্যাপারে। আর আমি নাযিল
করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব,
প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং
হিদায়েত, রহমত ও সুসংবাদস্বরূপ
মুসলিমদের জন্য।

১৬- وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً

وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ○

১০১. আর আমি যখন বদলে দেই এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য আয়াত আর আল্লাহ্-ই ভাল জানেন যা তিনি নাখিল করেন, তখন তারা বলে : তুমি তো কেবল এক মিথ্যা উদ্ভাবনকারী! কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

১০২. আপনি বলুন : এ কুরআন নাখিল করেছে রুহুল কুদুস-জিব্রাঈল আপনার রবের তরফ থেকে সত্যসহ, মু'মিনদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং হিদায়েত ও সুসংবাদস্বরূপ মুসলিমদের জন্য।

১০৩. আর আমি তো জানি যে, তারা বলে তাকে তো শিক্ষা দেয় এক লোক। যার প্রতি তারা একথা আরোপ করে, সে তো অনারব, তার ভাষা আরবী নয়, অথচ এ কুরআনের ভাষা তো স্পষ্ট আরবী।

১০৩. তারপর আমি ওহী করলাম আপনার প্রতি যে, আপনি অনুসরণ করুন একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের মিল্লাত। আর সে তো ছিল না মুশরিকদের শামিল।

১২৪. শনিবার পালন করা তো বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল তাদের জন্য, যারা এ ব্যাপারে মতভেদ করত। নিশ্চয় আপনার রব অবশ্যই ফয়সালা করে দেবেন তাদের মাঝে কিয়ামতের দিন, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত তাতে।

১২৫. আপনি আহবান করুন লোকদের আপনার রবের পথে হিক্মত ও সদুপদেশ দিয়ে এবং তাদের সাথে তর্ক করবেন উত্তম পন্থায়। নিশ্চয় আপনার রব, তিনি তো সবিশেষ অবহিত তার সম্পর্কে, যে তাঁর পথ থেকে গুমরাহ

১০১-وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

১০২-قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ○

১০৩-وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۚ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِي ۚ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ○

১২৩-ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

১২৪-إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

১২৫-ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنَّوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

হয় এবং যারা সৎপথে চলে, তাদের সম্পর্কেও তিনি সবিশেষ অবহিত।

১২৬. আর যদি তোমরা শান্তি দাও, তবে ঠিক ততখানি শান্তি দেবে, যতখানি শান্তি তোমাদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা সর্বর কর, তবে তা তো উত্তম সবারকারীদের জন্য।

১২৭. আপনি সর্বর করুন, আর আপনার সর্বর তো কেবল আল্লাহরই সাহায্যে এবং আপনি তাদের জন্য দুঃখ করবেন না, আর মনঃক্ষুন্ন হবেন না, তারা যে চক্রান্ত করে সে কারণে।

সূরা বনী-ইসরাঈল, ১৭ : ১, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬০, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১

১. পবিত্র মহান তিনি, যিনি রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন তাঁর বান্দাকে মসজিদে হারাম (কা'বা শরীফ) থেকে মসজিদে আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত, যার চার পাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার নিদর্শন দেখবার জন্য, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৪৫. আর যখন আপনি পাঠ করেন কুরআন, তখন আমি রেখে দেই আপনার এবং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের মাঝে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা।

৪৬. আর আমি স্থাপন করেছি তাদের অন্তরের উপর আবরণ, যাতে তারা তা বুঝতে না পারে এবং রেখে দিয়েছি তাদের কানে বধিরতা। আর যখন

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○

১২৬- وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ
مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ
لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ○

১২৭- وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ
مِّمَّا يَكْرَهُونَ ○

১- سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ
لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِتْنَاءِ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○

৪৫- وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ
وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
حِجَابًا مَّسْتُورًا ○

৪৬- وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً
أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ○

আপনি উল্লেখ করেন আপনার রবকে কুরআনে যে, 'যিনি এক'। তখন তারা সরে পড়ে পিঠ ফিরিয়ে ঘৃণাভরে।

৪৭. আমি ভাল জানি সে বিষয়ে যা তারা কান পেতে শোনে, যখন তারা আপনার প্রতি কান পেতে শোনে এবং এও জানি যখন যালিমরা গোপনে আলোচনাকালে বলে, তোমরা তো অনুসরণ করছ এক যাদুহস্ত ব্যক্তির।

৪৮. দেখুন, তারা আপনার কিরূপ উপমা দেয়। তারা তো গুমরাহ্ হয়েছেন, অতএব তারা পথ পাবে না।

৪৯. আর তারা বলে, যখন আমরা হয়ে যাব হাড়ি ও চূর্ণ-বিচূর্ণ, তখনো কি আমরা উথিত হব নতুন সৃষ্টিরূপে?

৫০. আপনি বলুন : তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লোহা,

৫১. অথবা এমন সৃষ্টি, যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন। তারা অবশ্যই বলবে কে আমাদের পুনরুত্থিত করবে? বলুন : তিনি-ই যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের প্রথমবার। তারপর তারা আপনার সামনে তাদের মাথা নাড়বে এবং বলবে : তা কবে হবে? বলুন : সম্ভবত তা শিগ্গীরই হবে।

৫৩. আর আপনি বলে দিন আমার বান্দাদের, তারা যেন যা উত্তম তা বলে। নিশ্চয় শয়তান উস্কানী দেয় তাদের মাঝে, শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

৫৪. তোমাদের রব ভাল করেই জানেন তোমাদের। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের প্রতি রহম করেন এবং ইচ্ছা করলে আযাব দেন। আর আমি আপনাকে পাঠাইনি তাদের যিহাদাররূপে।

وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ
وَلَوْ أَعْلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ۝

৪৭- نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ
إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝

৪৮- أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ
فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

৪৯- وَقَالُوا إِذَا أَكُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا
إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝

৫০- قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝

৫১- أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۝

فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَعِيدُنَا ۝

قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۝

فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۝

قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝

৫৩- وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۝

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۝

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝

৫৪- رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۝

إِنْ يَشَاءِ رَحْمَتُكَ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۝

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝

৬০. আর স্মরণ করুন, আমি বলেছিলাম আপনাকে : নিশ্চয় আপনার রব পরিবেষ্টন করে আছেন মানুষদের। আর যে দৃশ্য আপনাকে আমি দেখিয়েছি, তা আমি করেছি পরীক্ষাস্বরূপ মানুষের জন্য এবং কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত যাক্কুম বৃক্ষটিও। আর আমি তাদের ভয় দেখাই, কিন্তু তা তাদের ঘোরতর অবাধ্যতা ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।

৭৩. আর তারা তো আপনার পদস্থলন ঘটাবার চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করেছিল, যে ওহী আমি আপনার প্রতি করেছি সে ব্যাপারে। যাতে আপনি মিথ্যা উদ্ভাবন করেন আমার বিরুদ্ধে এর বিপরীত আর তখনই তারা আপনাকে কেবল বন্ধুরূপে গ্রহণ করত।

৭৪. আর আমি যদি আপনাকে অবিচলিত না রাখতাম, তবে তো আপনি প্রায় তাদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়তেন,

৭৫. তাহলে আমি অবশ্যই আপনাকে আশ্বাদন করাতাম দ্বিগুণ শান্তি ইহজীবনে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেও, তখন আপনি পেতেন না আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী।

৭৬. আর তারা তো চূড়ান্ত করে ফেলেছিল প্রায় আপনাকে দেশ থেকে উৎখাত করতে, যাতে তারা আপনাকে সেখান থেকে নির্বাসিত করতে পারে। আর এমন হলে, তারাও সেখানে আপনার বিরুদ্ধে বেশী দিন টিকতে পারত না।

৭৭. আপনার পূর্বে, আমার রাসূলদের মধ্যে যাদের পাঠিয়েছিলাম, তাদের বেলায় ছিল এরূপ নিয়ম, আর আপনি পাবেন না আমার নিয়মে কোন পরিবর্তন।

৬০- وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۖ وَمَا جَعَلْنَا الرَّؤْيَا الْبَاطِنَ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۖ وَنُخَوِّفُهُمْ ۖ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝

৭৩- وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذْ لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ۝

৭৪- وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدَّتْ تَرُكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝

৭৫- إِذَا لَا ذُنُوبَكَ ضَعُفَ الْحَيَوةِ وَضَعُفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝

৭৬- وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذْ لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

৭৭- سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝

৭৮. আপনি সালাত কায়েম করুন সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত, কায়েম করুন ফজরের সালাত। নিশ্চয় ফজর সালাত উপস্থিতির সময়।
৭৯. আর আপনি কায়েম করবেন রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ, যা আপনার জন্য অতিরিক্ত। আশা করা যায় যে, আপনার রব আপনাকে উন্নীত করবেন ‘মাকামে মাহমুদে’।
৮০. আর আপনি বলুন : হে আমার রব। আমাকে দাখিল করুন কল্যাণের সাথে এবং বের করুন আমাকে কল্যাণের সাথে আর আমাকে দান করুন আপনার তরফ থেকে সাহায্যকারী শক্তি।
৮১. আর আপনি বলুন : এসেছে হক এবং বিদূরিত হয়েছে বাতিল, বাতিল তো বিদূরিত হবারই।
৮৫. আর তারা আপনাকে প্রশ্ন করে রুহ সম্পর্কে। বলুন : রুহ, তো আমার রবের হুকুম থেকে। আর তোমাদের তো দেওয়া হয়েছে জ্ঞান খুব অল্পই।
৮৬. আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তাহলে অবশ্যই আমি প্রত্যাহার করতাম, যে ওহী আমি আপনার প্রতি করি তা, এরূপ করলে আপনি পেতেন না আমার বিরুদ্ধে কোন কর্মসম্পাদনকারী।
৮৭. ওহী প্রত্যাহার না করা তো আপনার রবের রহমত। নিশ্চয় তাঁর অনুগ্রহ আপনার প্রতি অতি মহান।
৮৮. আপনি বলুন : যদি সমবেত হয় মানুষ ও জিন্, এ কুরআনের মত কুরআন আনার জন্য, এর অনুরূপ তারা আনতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।

৭৮- أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ
إِلَى غَسَقِ الْيَلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ○

৭৯- وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ
نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ
رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ○

৮০- وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مَدْخَلَ
صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ
وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ○

৮১- وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ○

৮৫- وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ
قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

وَمَا أَوْتَيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ○

৮৬- وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ

لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ○

৮৭- إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ

إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ○

৮৮- قُلْ لِّبِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ
أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ○

৮৯. আর আমি তো নানাভাবে উপমা বর্ণনা করেছি মানুষের জন্য এ কুরআনে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কুফরী করা ছাড়া ক্ষান্ত হলো না।

৯০. আর তারা বলে, আমরা কখনো তোমার প্রতি ঈমান আনব না, যে পর্যন্ত না তুমি প্রবাহিত করবে আমাদের জন্য যমীন থেকে একটি নহর।

৯১. অথবা তোমার থাকবে একটি বাগান খেজুর ও আংগুরের, যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি প্রবাহিত করবে অনেক নহর,

৯২. অথবা তুমি খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে দেবে আমাদের উপর আসমান, যেমন তুমি ধারণা করে থাক, অথবা উপস্থিত করবে আল্লাহকে ও ফিরিশ্বাদের আমাদের সামনে।

৯৩. অথবা তোমার থাকবে একটি স্বর্ণ-নির্মিত ঘর, অথবা তুমি আরোহণ করবে আকাশে। কিন্তু আমরা কখনো ঈমান আনব না, তোমার আকাশে আরোহণের প্রতি, যে পর্যন্ত না তুমি নাযিল করবে আমাদের উপর এক কিতাব, যা আমরা পাঠ করব। বলুন পবিত্র মহান আমার রব। আপনি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।

৯৪. আর কোন কিছুই মানুষকে বিরত রাখে না ঈমান আনা থেকে, যখন তাদের কাছে আসে হিদায়েত, তাদের এ উক্তি ছাড়া যে, ‘আল্লাহ কি পাঠিয়েছেন একজন মানুষকে রাসূল করে?’

৯৫. বলুন : যদি ফিরিশ্বারা যমীনে বিচরণ করত নিশ্চিন্তে, তবে আমি অবশ্যই নাযিল করতাম তাদের কাছে ফিরিশ্বাকে রাসূলরূপে।

৮৯- وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝

৯০- وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝

৯১- أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۝

৯২- أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۝

৯৩- أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرؤه ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝

৯৪- وَمَا مَنَعَهُ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝

৯৫- قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝

৯৬. আপনি বলুন : আল্লাহ্-ই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে আমার ও তোমাদের মাঝে, নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত, সর্বদৃষ্ট।

১০৫. আর আমি নাযিল করেছি এ কুরআন সত্যসহ এবং যা নাযিল হয়েছে সত্যসহ-ই। আর আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে।

১০৬. আর আমি করেছি এ কুরআনকে খণ্ড, যাতে আপনি তা পাঠ করতে পারেন মানুষের কাছে ক্রমেক্রমে আর আমি নাযিল করেছি তা ক্রমশ।

১০৭. আপনি বলুন : তোমরা এ কুরআনে ঈমান আন বা না-ই আন, যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে এর আগে, যখন তাদের কাছে এ কুরআন পাঠ করা হয়, তখনই তারা লুটিয়ে পড়ে সিজ্দায়।

১০৮. আর তারা বলে : পবিত্র মহান আমাদের রব, আমাদের রবের ওয়াদা তো কার্যকরী হয়েই থাকে।

১০৯. আর তারা লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে এবং তা বৃদ্ধি করে তাদের বিনয়।

১১০. বলুন : তোমরা আল্লাহ্ নামে ডাক বা 'রাহ্মান' নামে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাক না কেন, তাঁর তো রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম, আর সালাতে খুব উঁচু করবেন না স্বর, আর না অতিশয় ক্ষীণ, অবলম্বন করবেন এ দু'য়ের মধ্যপথ।

১১১. আর বলুন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি গ্রহণ করেননি কোন সন্তান, আর নেই তাঁর কোন শরীক রাজত্বে এবং তাঁর কোন অভিভাবকের প্রয়োজন নেই,

১১-قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

১০৫-وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَهُ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

১০৬-وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝

১০৭-قُلْ آمَنُوا بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ تَوَّعَنُوا ۖ إِنَّا الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ ۖ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝

১০৮-وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا ۖ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝

১০৯-وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝

১১০-قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝

১১১-وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ۖ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ

দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে। আর তাঁর
মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন সসঙ্গমে।

সূরা কাহ্ফ, ১৮ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ২৩,
২৪, ২৭, ২৮, ২৯, ১০৯, ১১০

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি নাযিল
করেছেন তাঁর বান্দার উপর এ কিতাব
এবং তাতে তিনি কোন বক্রতা
রাখেন নি।
২. করেছেন একে সুপ্রতিষ্ঠিত, যাতে তিনি
সতর্ক করেন তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে
এবং সুসংবাদ দেন মু'মিনদের, যারা
নেক আমল করে যে, তাদের জন্য তো
রয়েছে উত্তম পুরস্কার, জান্নাত,
৩. যেখানে তারা থাকবে চিরকাল।
৪. এবং যেন তিনি সতর্ক করেন তাদের,
যারা বলে : আল্লাহ সন্তান গ্রহণ
করেছেন।
৫. নেই এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান,
আর না ছিল তাদের বাপ-দাদাদেরও
সাংঘাতিক কথা, যা তাদের মুখ থেকে
বেরোয়! তারা তো কেবল মিথ্যাই
বলে।
৬. তবে আপনি সম্ভবত দুঃখে আত্মবিনাসী
হয়ে পড়বেন তাদের পেছনে ঘুরে, যদি
না তারা ঈমান আনে এ বাণীতে।
২৩. আর আপনি কখনো বলবেন না কোন
বিষয়ে : আমি তো এটা করব
আগামীকাল,
২৪. 'ইনশা আল্লাহ' বলা ছাড়া। আর আপনি
স্মরণ করবেন আপনার রবকে, যখন
ভুলে যাবেন এবং বলবেন : আশা করা
যায়, আমার রব আমাকে পথ দেখাবেন
এর চাইতে নিকটতর সত্যের।

مِنَ الذِّلِّ وَكِبْرَهُ تَكْبِيرًا ۝

১- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ
الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝

২- قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝

৩- مَا كَثِيرٌ فِيهِ اِبْدَاءٌ ۝

৪- وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا
اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝

৫- مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ
كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ
إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝

৬- فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ
إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝

২৩- وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ
ذَلِكَ غَدًا ۝

২৪- إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ زَوَاذِكُرْ رَبَّكَ
إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي
لَا أَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۝

২৭. আর আপনি পাঠ করে শোনান, আপনার প্রতি ওহীকৃত আপনার রবের কিতাব থেকে। কেউ নেই পরিবর্তন করার তাঁর কথা। আর আপনি কখনো পাবেন না, তাঁকে ছাড়া কোন আশ্রয়।

২৮. আর আপনি ধৈর্য্যসহকারে থাকবেন তাদের সাথে, যারা ডাকে তাদের রবকে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আর আপনি ফিরিয়ে নেবেন না তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে। আর আপনি অনুসরণ করবেন না তার, যার অন্তরকে আমি গাফিল করে দিয়েছি আমার স্মরণ থেকে এবং যে অনুসরণ করে তার খেয়াল-খুশীর ও যার কার্যকলাপ সীমা-অতিক্রম করেছে।

২৯. আর বলুন : সত্য তোমাদের রবের তরফ থেকে। অতএব যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা সে কুফরী করুক। আমি তো প্রস্তুত করে রেখেছি যালিমদের জন্য জাহান্নামের আগুন, যার বেষ্টনী তাদের পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আর যদি তারা পানি চায়, তবে তাদের গলিত ধাতুর মত পানি দেওয়া হবে, যা জ্বলিয়ে দেবে তাদের মুখমণ্ডল। কত নিকৃষ্ট পানীয়, আর কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।

১০৯. আপনি বলুন : যদি সমস্ত সমুদ্র কালি হয় আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য, তবে অবশ্য, নিঃশেষ হয়ে যাবে সমুদ্র, আমার রবের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই, যদিও আমি নিয়ে আসি এর সাহায্যার্থে অনুরূপ আরো সমুদ্র।

১১০. বলুন : আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মত, আমার প্রতি ওহী করা

২৭-وَآتِلْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

২৮-وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝

২৯-وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُم مِمَّنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمِمَّنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۚ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۚ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝

১০৯-قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي ۚ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝

১১০-قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ

হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্। সুতরাং যে কেউ আশা করে তার রবের সাক্ষাতের, সে যেন নেক-আমল করে এবং কাউকে শরীক না করে তার রবের ইবাদতে।

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৯৭

৯৭. আমি তো সহজ করে দিয়েছি এ কুরআনকে আপনার ভাষায়, যাতে আপনি সুসংবাদ দিতে পারেন তা দিয়ে মুত্তাকীদের এবং সতর্ক করতে পারেন তা দিয়ে কলহপ্রিয় লোকদের।

সূরা তোহা, ২০ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১১৪, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২

১. তো-হা,
২. আমি নাযিল করিনি আপনার প্রতি এ কুরআন, আপনি কষ্ট পাবেন এ জন্য,
৩. বরং নাযিল করেছি উপদেশ স্বরূপ তার জন্য, যে ভয় করে।
৪. ইহা নাযিল হয়েছে তাঁর তরফ থেকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন যমীন ও সুউচ্চ আসমান।
৫. তিনি দয়াময়, মহান আরশে সমাসীন।
১১৪. আল্লাহ্ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি। আর আপনি তাড়াহুড়া করবেন না কুরআন পাঠে আপনার প্রতি আল্লাহ্র ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এবং বলুন : হে আমার রব! আপনি আমাকে সমৃদ্ধ করুন জ্ঞানে।
১২৯. আর যদি না থাকত আপনার রবের তরফ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত ও একটা কাল নির্ধারিত, তাহলে অবশ্যম্ভাবী হত আশু শাস্তি।
১৩০. অতএব আপনি সবার করুন, তারা যা বলে সে ব্যাপারে এবং সপ্রশংস

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِقًا
وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

۱۷- فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ
لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ
قَوْمًا لَّدُنَّا ۝

১- ۝
۲- مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝

৩- إِلَّا تَذَكَّرَ ۚ لِمَنْ يَخْشَى ۝

৪- تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ
وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۝

৫- الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝

۱۱৪- فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ
وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ
وَحْيُهُ، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝

১২৯- وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ

مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا

وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ۝

১৩০- فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

তাসবীহ পাঠ করুন আপনার রবের-
সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে,
আর রাত্রিকালে তাসবীহ পাঠ করুন
এবং দিনের প্রান্তসমূহেও যাতে আপনি
সন্তুষ্ট হতে পারেন।

১৩১. আর আপনি প্রসারিত করবেন না
আপনার চক্ষুদ্বয় তার প্রতি, যা আমি
ক্ষণিক ভোগের জন্য দিয়েছি তাদের
বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের
সৌন্দর্যস্বরূপ, তা দিয়ে তাদের পরীক্ষা
করার জন্য। আর আপনার রবের
রিয়ক, তা তো উত্তম ও স্থায়ী।

১৩২. আর আপনি আদেশ দিন আপনার
পরিবার বর্গকে সালাতের এবং
অবিচলিত থাকুন তাতে। আমি চাই না
আপনার কাছে কোন রিয়ক। আমি
আপনাকে রিয়ক দেই। আর শুভ
পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৮, ২৫, ৩৪, ৩৬, ৪১,
১০৭, ১০৮, ১০৯

৮. আর আমি পাঠাইনি আপনার আগে
কাউকে নবীরূপে পুরুষ ছাড়া, যাদের
কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। যদি
তোমরা না জান, তবে জিজ্ঞেস কর
জ্ঞানীদের।

২৫. আর আমি পাঠাইনি আপনার আগে
কোন রাসূল, তার কাছে এ ওহী
প্রেরণ করা ছাড়া যে, আমি ছাড়া কোন
ইলাহ নেই, অতএব আমারই ইবাদত
কর।

৩৪. আর আমি দান করিনি কোন মানুষকে
আপনার আগে অমরত্ব, সুতরাং যদি
আপনি মরে যান, তবে কি তারা অমর
থাকবে ?

وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
وَمِنْ أَنْكَاءِ الْيَلِّ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ
لَعَلَّكَ تَرْضَى ○

১৩১- وَلَا تَمَدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا
مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ○

১৩২- وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا
لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ○

৮- وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجُلًا
نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

২৫- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ○

৩৪- وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ
الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ○

৩৬. আর যখন কাফিররা আপনাকে দেখে, তখন তারা আপনাকে গ্রহণ করে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে। তারা বলে, এই কি সেই লোক, যে তোমাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করে? অথচ তারাই তো 'রাহমান'-এর স্মরণের বিরোধিতা করে।

৪১. আর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল রাসূলদের সাথে আপনার আগেও, ফলে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তা তাদের পরিবেষ্টন করেছিল।

১০৭. আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে বিশ্ব-জগতের প্রতি কেবল রহমতরূপে।

১০৮. আপনি বলুন : আমার প্রতি তো ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ তো এক ইলাহ। সুতরাং তোমরা কি মুসলিম হবে না?

১০৯. তবে তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে আপনি বলুন : আমি জানিয়ে দিয়েছি তোমাদের যথাযথভাবে আর আমি জানি না, তোমাদের যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা আসন্ন না দূরে?

সূরা হায্জ, ২২ : ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৬৭, ৬৮

৪২. আর যদি তারা অস্বীকার করে আপনাকে, তবে তো অস্বীকার করেছে তাদের আগে নূহের কাওম এবং আদ ও সামূদ,

৪৩. ইব্রাহীমের কাওম ও লূতের কাওম,

৪৪. আর মাদইয়ানের অধিবাসীরাও। আর অস্বীকার করা হয়েছিল মূসাকেও। তবে আমি অবকাশ দিয়েছিলাম কাফিরদের, তারপর আমি পাকড়াও করেছিলাম তাদের। সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি।

৩৬- وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا

إِنْ يَتَّخِذُ وَنَكَ إِلَّا هُزُوءًا

أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ

وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ○

৪১- وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّنْ

قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ○

১০৭- وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ○

১০৮- قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ

إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ○

১০৯- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذْنُكُمْ

عَلَىٰ سَوَآءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ

أَمْرٍ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ○

৪২- وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَآدَ وَثَمُودُ ○

৪৩- وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ○

৪৪- وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۖ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ

فَأَمْلَيْتُ لِّلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ○

৪৭. আর তারা আপনাকে তুরান্বিত করতে বলে আযাব, অথচ কখনো খেলাফ করেন না আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা আর নিশ্চয় এক দিন আপনার রবের কাছে তোমাদের গণনার হাজার বছরের মত।

৪৮. আর কত জনপদকে আমি অবকাশ দিয়েছি, যখন তারা ছিল যালিম, এরপর আমি তাদের পাকড়াও করেছি এবং আমারই কাছে প্রত্যাবর্তন।

৪৯. আপনি বলুন : হে মানুষ! আমি তো তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

৫০. সুতরাং যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তাদের রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

৫১. আর যারা চেষ্টা করে আমার আয়াতকে ব্যর্থ করতে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

৫২. আর আমি পাঠাইনি আপনার আগে কোন রাসূল, আর না কোন নবী, কিন্তু যখনই তাদের কেউ কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছে, তখনই প্রক্ষিপ্ত করেছে শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু। তবে আল্লাহ্ বিদূরিত করেন, যা শয়তান প্রক্ষিপ্ত করে তা। তারপর আল্লাহ্ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর আয়াতসমূহকে। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

৬৭. প্রত্যেক উম্মাতের জন্য আমি করে দিয়েছি ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি, তারা তা অনুসরণ করে, অতএব তারা যেন আপনার সাথে বিতর্ক না করে এ ব্যাপারে আর আপনি ডাকুন তাদের আপনার রবের দিকে। আপনি তো আছেন সরল-সঠিক পথে।

৪৭- وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۖ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝

৪৮- وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ۚ وَإِلَى الْمَصِيرِ ۝

৪৯- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝

৫০- فَأَلْزَمْنَا الْإِيمَانَ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

৫১- وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

৫২- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى

أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۖ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

৬৭- لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ۝

৬৮. আর যদি তারা তর্ক-বিতর্ক করে আপনার সাথে, তবে বলে দিন : আল্লাহ্ সম্যক অবহিত তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে ।

সূরা নূর, ২৪ : ৬২

৬২. মু'মিন তো তারাই, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, আর যখন তারা তাঁর সঙ্গে একত্র হয় কোন সমষ্টিগত ব্যাপারে, তখন তারা চলে যায় না তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে । নিশ্চয় যারা আপনার অনুমতি চায়, তারাই ঈমান রাখে আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি । অতএব তারা যখন অনুমতি চাইবে আপনার কাছে তাদের কোন ব্যাপারে, তখন আপনি অনুমতি দেবেন তাদের মধ্য থেকে যাকে চান এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবেন তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে । নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ২০, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৪১, ৪২, ৫১, ৫২, ৫৬, ৫৭, ৫৮

৪. আর কাফিররা বলে, এ কুরআন তো মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়! মুহাম্মদ তা উদ্ভাবন করে নিয়েছে এবং তাকে সাহায্য করেছে এ ব্যাপারে অন্য কাওমের লোকেরা । অতএব তারা তো উপনীত হয়েছে এভাবে যুলুম ও মিথ্যায় ।
৫. আর তারা আরো বলে, এ তো সে কালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে, আর তা পাঠ করে শোনান হয় তাকে সকাল ও সন্ধ্যায় ।
৬. আপনি বলুন : এ কুরআন তিনিই নাযিল করেছেন, যিনি অবগত আছেন আসমান

৬৮- وَإِنْ جَدَلُواكَ
فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

৬২- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ
جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ
أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ
فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

৪- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ
وَاعَانَاهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ
فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ○

৫- وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
اكَتَبْتُهَا فَرَى تَمْلَى عَلَيْهِ
بُكْرَةً وَأَصِيلًا ○

৬- قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ
فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

ও যমীনের সমুদয় রহস্য। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমশীল, পরম দয়ালু।

৭. আর তারা বলে, কী হয়েছে এ রাসূলের যে, সে খানা খায় এবং চলাফেরা করে হাটে-বাজারে! কেন নাযিল করা হলো না তাঁর কাছে কোন ফিরিশ্তা, যাতে সে থাকত তার সাথে সতর্ককারীরূপে?

৮. অথবা তাকে দেয়া হয় না কেন ধন-ভাণ্ডার, বা তার নেই কেন একটা বাগান, যেখান থেকে সে আহার সংগ্রহ করতে পারে? আর যালিমরা আরো বলে, তোমরা তো অনুসরণ করছ কেবল এক যাদুগ্রন্থ ব্যক্তির।

৯. লক্ষ্য করুন, তারা কিরূপ উপমা দেয় আপনার। তারা গুম্‌রাহ হয়েছে, তাই তারা সঠিক পথ পাবে না।

১০. অতি মহান সে আল্লাহ্। যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে দিতে পারেন এর চাইতে উৎকৃষ্ট বাগান। যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ এবং দিতে পারেন আপনাকে অউলিকাসমূহ।

২০. আর আমি পাঠাইনি আপনার আগে রাসূলদের মধ্য থেকে কাউকে, কিন্তু যাদের পাঠিয়েছি তারা প্রত্যেকেই খানা খেত এবং চলাফেরা করত হাটে-বাজারে। আমি করেছি তোমাদের এককে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে? আর তোমার প্রতিপালক তো সব কিছু দেখেন।

৩০. আর রাসূল বললেন : হে রব! আমার কাওম তো এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে।

৩১. আর আল্লাহ্ বললেন : এভাবেই আমি করেছিলাম প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু

إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

۷- وَقَالُوا مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ

الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۚ

لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ

فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝

۸- أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ تَكُونُ

لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ

إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝

۹- أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ

فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

۱۰- تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ

جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ

وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۝

۲০- وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ

مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنْ هُمْ

لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُوا

فِي الْأَسْوَاقِ ۚ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ

فِتْنَةً ۚ اتَّصِفِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝

৩০- وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ

قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝

৩১- وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا

অপরাধীদের থেকে। আর আপনার জন্য আপনার রবই যথেষ্ট পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে।

৩২. আর কাফিররা বলে, কেন নাযিল করা হয়নি তার প্রতি এ কুরআন একবারে? এভাবেই আমি নাযিল করেছি, যাতে আমি মযবুত করে দেই তা দিয়ে আপনার হৃদয়কে এবং তা আমি ক্রমে-ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।

৩৩. আর তারা উপস্থিত করে না আপনার কাছে এমন কোন সমস্যা, যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দেইনি।

৪১. আর যখন তারা আপনাকে দেখে, তখন তারা আপনাকে গণ্য করে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে এবং বলে, এ-ই কি সে, যাকে পাঠিয়েছেন আল্লাহ রাসূল করে?

৪২. সে তো তোমাদের বিভ্রান্ত করত আমাদের দেব-দেবী থেকে, যদি না আমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতাম তাদের পূজায়। অচিরেই তারা জানবে, যখন তারা দেখবে আযাব কে অধিক পথভ্রষ্ট।

৫১. আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তাহলে অবশ্যই পাঠাতাম প্রত্যেক জনপদে একজন সতর্ককারী।

৫২. সুতরাং আপনি অনুসরণ করবেন না কাফিরদের এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন এ কুরআনের সাহায্যে প্রচণ্ড জিহাদ।

৫৬. আর আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী-রূপে।

مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۖ وَكَفَىٰ
بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۝

৩২- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۖ
كَذَٰلِكَ ۖ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ
وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝

৩৩- وَلَا يَأْتُوكَ بِشَيْءٍ
إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝

৪১- وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَخَذُوا
إِلَّا هُزُوءًا ۚ هَٰذَا الَّذِي
بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۝

৪২- إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ
لَّوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۖ
وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ
الْعَذَابَ
مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝

৫১- وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا
فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۝

৫২- فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ
وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝

৫৬- وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

৫৭. বলুন : আমি চাই না তোমাদের কাছে এর জন্য কোন বিনিময়। তবে যে ইচ্ছা করে তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করতে, সে করুক।

৫৮. আর আপনি ভরসা করুন সেই চিরঞ্জীবের উপর, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন আর তিনি যথেষ্ট অবহিত তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে।

সূরা শু'আরা, ২৬ : ১, ২, ৩, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০

১. তা-সীন-মীম।

২. এগুলো আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের।

৩. হয়তো আপনি আত্ম-বিনাশী হয়ে পড়বেন এ কারণে যে, তারা ঈমান আনছে না।

১৯২. নিশ্চয় এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

১৯৩. নাযিল হয়েছে তা নিয়ে জিব্বাঙ্গিল-

১৯৪. আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি হতে পারেন একজন সতর্ককারী।

১৯৫. নাযিল করা হয়েছে তা—সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।

১৯৬. আর অবশ্যই এর উল্লেখ রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে।

১৯৭. ইহা কি তাদের জন্য নিদর্শন নয় যে, এ সম্বন্ধে অবগত আছে বনু ইসরাঈলের পণ্ডিতরা ?

১৯৮. আর যদি আমি নাযিল করতাম এ কুরআন কোন আজমীর উপর,

৫৭- قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

৫৮- وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي

لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۝

وَكُفِّ يَدَيْكَ عَنْ بُذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝

১- طسّم

২- تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝

৩- لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ

أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝

১৯২- وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

১৯৩- نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝

১৯৪- عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ

مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝

১৯৫- بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ۝

১৯৬- وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ۝

১৯৭- أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ

أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝

১৯৮- وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ۝

১৯৯. এবং সে তা পাঠ করত তাদের কাছে, তবে তারা তাতে ঈমান আনত না।
২১৩. আর আপনি ডাকবেন না আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে, ডাকলে হয়ে পড়বেন শাস্তিপ্ৰাপ্তদের শামিল।
২১৪. আর আপনি সতর্ক করুন আপনার নিকট আত্মীয়বর্গকে।
২১৫. আর বিনয়ী হবেন সে সব মু'মিনদের প্রতি, যারা আপনার অনুসরণ করে।
২১৬. কিন্তু তারা যদি আপনার অবাধ্যতা করে। তবে বলে দিন : আমি দায়মুক্ত তা থেকে যা তোমরা কর।
২১৭. আর আপনি ভরসা করবেন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর,
২১৮. যিনি আপনাকে দেখেন, যখন আপনি সালাতে দাঁড়ান,
২১৯. এবং তিনি দেখেন আপনার উঠা-বসা সিজ্দাকারীদের সাথে।
২২০. নিশ্চয় তিনি সব শোনে, সব দেখেন।
- সূরা নামুল, ২৭ : ৬, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৯১, ৯২, ৯৩
৬. আর নিশ্চয় আপনাকে দেওয়া হয়েছে আল-কুরআন প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ আল্লাহর তরফ থেকে।
৭৬. নিশ্চয় এ কুরআন বিবৃত করে বনু-ইসরাঈলের কাছে যে সব বিষয়ে তারা মতভেদ করে তার অধিকাংশই।
৭৭. আর এ কুরআন তো হিদায়েত ও রহমত মু'মিনদের জন্য।
৭৮. নিশ্চয় আপনার রব ফয়সালা করে দেবেন তাদের মাঝে তাঁর বিধান অনুযায়ী। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।

- ১৭৭-فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا
كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ○
২১৩-فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ
مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ○
২১৪-وَإِنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ○
২১৫-وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○
২১৬-فَإِنْ عَصَوْكَ
فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ○
২১৭-وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ○
২১৮-الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ○
২১৯-وَتَقْلُبَكَ فِي السَّجْدِ
২২০-إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○
- ৬-وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ
مِنَ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ○
৭৬-إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي
إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○
৭৭-وَإِنَّهُ لَهْدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ○
৭৮-إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ○

৭৯. সুতরাং আপনি ভরসা করুন আল্লাহ্র উপর। আপনি তো প্রতিষ্ঠিত আছেন স্পষ্ট সত্যের উপর।

৮০. আপনি তো শুনাতে পারেন না কথা মৃতদেরকে এবং শুনাতে পারবেন না বধিরকেও আহ্বান, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে নেয়।

৮১. আর আপনি হিদায়েত করতে পারবেন না অন্ধদের, তাদের গুমরাহী থেকে। আপনি তো শুনাতে পারবেন কেবল তাদের যারা ঈমান রাখে আমার নিদর্শনাবলীতে। আর তারাই প্রকৃত মুসলিম।

৯১. আমি তো আদিষ্ট হয়েছি ইবাদত করতে এই নগরীর রবের, যিনি সম্মানীত করেছেন একে। আর তাঁরই সব কিছু এবং আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি হই মুসলিমদের শামিল।

৯২. আর আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি তিলাওয়াত করে শোনাই কুরআন। সুতরাং যে কেউ সৎপথ অবলম্বন করে, সে তো সৎপথ অবলম্বন করে নিজের কল্যাণের জন্য। কিন্তু কেউ ভ্রান্তপথ অবলম্বন করলে, আপনি বলুন : আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।

৯৩. আর আপনি বলুন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। অচিরেই তিনি দেখাবেন তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ, তখন তোমরা তা চিনতে পারবে। আর আপনার রব গাফিল নন, তোমরা যা কর সে সস্বন্ধে।

সূরা কাসাস, ২৮ : ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮

৭৭-فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ○

৮০-إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ

الصُّمَّ الدَّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ○

৮১- وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَى

عَنْ ضَلَلَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ

بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ○

৯১- إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ

هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ

شَيْءٍ زُيِّنَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

৯২- وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ ۚ فَمَنْ اهْتَدَى

فَأَنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ

إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ○

৯৩- وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيَرِّكُمْ

إِلَيْهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

৪৪. আর আপনি উপস্থিত ছিলেন না পশ্চিম-প্রান্তে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম মূসাকে এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না।

৪৫. বস্তুত আমি সৃষ্টি করেছিলাম অনেক মানবগোষ্ঠি, তারপর অতিবাহিত হয়েছিল তাদের উপর দীর্ঘ সময়। আর আপনি অবস্থান করেছিলেন না মাদইয়ান-বাসীদের মাঝে, তাদের কাছে আমার আয়াত পাঠ করে শোনাবার জন্য। কিন্তু আমি-ই রাসূল প্রেরণকারী।

৪৬. আর আপনি উপস্থিত ছিলেন না তুর পর্বতের পাশে, যখন আমি আহ্বান করেছিলাম মূসাকে। আসলে এটা রহমত আপনার রবের তরফ থেকে। যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন এমন এক কাওমকে, যাদের কাছে আসেনি কোন সতর্ককারী আপনার আগে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

৪৭. আর যদি এমন না হত যে, তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয়, আর তারা বলে, হে আমাদের রব! কেন আপনি পাঠালেন না আমাদের কাছে কোন রাসূল? পাঠালে আমরা মেনে চলতাম আপনার নির্দেশ এবং হতাম আমরা মু'মিন।

৪৮. তারপর যখন এলো তাদের কাছে আমার তরফ থেকে সত্য, তখন তারা বলল : কেন তাকে দেয়া হলো না, যেমন দেয়া হয়েছিল মূসাকে, যা দেয়া হয়েছিল এর পূর্বে? তারা বলেছিল : দু'টি যাদু, একটি অপরটির সমর্থক। আর তারা বলেছিল, আমরা তো সবই প্রত্যাখ্যান করি।

৪৪- وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ○

৪৫- وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوَا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ○

৪৬- وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○

৪৭- وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

৪৮- فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفَرُونَ ○

৪৯. আপনি বলুন : তা হলে তোমরা নিয়ে এসো এক কিতাব আল্লাহর তরফ থেকে, যা হবে এ দু'টির থেকে উৎকৃষ্ট পথ নির্দেশক, আমি তা অনুসরণ করব, যদি হও তোমরা সত্যবাদী।

৫০. তবে তারা যদি আপনার কথার জবাব না দেয়, তাহলে জেনে রাখবেন; তারা কেবল অনুসরণ করে তাদের খেয়াল খুশীর, আর তার চাইতে অধিক গুমরাহ কে, যে অনুসরণ করে খেয়াল-খুশীর, আল্লাহ্ হিদায়েতকে অগ্রাহ্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না যালিমদের।

৫৬. আপনি ইচ্ছা করলেই হিদায়েত দান করতে পারেন না, যাকে আপনি ভালবাসেন। তবে আল্লাহ্-ই হিদায়েত দেন, যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, আর তিনিই সবিশেষ অবহিত অনুসারীদের সম্বন্ধে।

৫৭. আর তারা বলে : আমরা যদি তাদের সাথে সৎপথ অনুসরণ করি, তাহলে আমাদের উৎখাত করা হবে আমাদের দেশ থেকে। আমি কি প্রতিষ্ঠিত করিনি তাদের নিরাপদ হারামে, যেখানে সব ধরনের ফলমূল আমদানী হয় রিয়করূপে আমার তরফ থেকে? কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

৫৯. আর আপনার প্রতিপালক ধ্বংস করেন না জনপদসমূহের কেন্দ্রে তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করার জন্য রাসূল প্রেরণ না করে এবং আমি ধ্বংস করি না জনপদসমূহ যে পর্যন্ত না এর বাসিন্দারা যালিম হয়।

৬৮. আর আপনার প্রতিপালক সৃষ্টি করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন এবং মনোনীত করেন

৫৭- قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا ۖ أَتَّبِعُهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

৫০- فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُتَّبَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

৫৬- إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○

৫৭- وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَذَفُ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَّزَقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

৫৯- وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ۚ أَيْنَمَا وَكُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَاهْلَهَا ظَلِمُونَ ○

৬৮- وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ

যাকে চান। এতে তাদের কোন ইখতিয়ার নেই। পবিত্র মহান আল্লাহ্ তিনি অনেক উর্ধ্বে তারা যে শরীক করে তা থেকে।

৬৯. আর আপনার প্রতিপালক জানেন তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে।

৭০. আর তিনিই আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তাঁরই সমস্ত প্রশংসা দুনিয়া ও আখিরাতে এবং বিধান তাঁরই। আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৭১. বলুন : তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি আল্লাহ্ তোমাদের জন্য রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে কোন ইলাহ্ আছে আল্লাহ্ ছাড়া, যে এনে দিতে পারে তোমাদের জন্য তোমাদের আলো ? তবুও কি তোমরা স্তব্ধ না ?

৭২. আপনি বলুন : তোমরা ভেবে দেখেছ কি—যদি আল্লাহ্ স্থায়ী করে দেন দিনকে তোমাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত, তবে কোন ইলাহ্ আছে আল্লাহ্ ছাড়া, যে নিয়ে আসতে পারে তোমাদের জন্য রাত, যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার ? তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না ?

৮৫. নিশ্চয় যিনি কুরআনকে বিধান করেছেন আপনার জন্য, অবশ্যই তিনি ফিরিয়ে আনবেন আপনাকে আপনার জন্ম-ভূমিতে। বলুন : আমার প্রতিপালক ভাল জানেন, কে নিয়ে এসেছে হিদায়েত। আর কে রয়েছে স্পষ্ট গুমরাহীতে।

৮৬. আর আপনি তো আশা করেন যে, অবতীর্ণ করা হবে আপনার প্রতি

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ

سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

৬৯- وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ

وَمَا يُعْلِنُونَ ○

৭০- وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ

لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۚ

وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

৭১- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ

الَّيْلَ سَرَمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ۚ

أَفَلَا تَسْعَوْنَ ○

৭২- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ النَّهَارَ سَرَمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ

تَسْكُنُونَ فِيهِ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ○

৮৫- إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ

لَرَأَدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ

قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ

بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○

৮৬- وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُتْلَىٰ

কিতাব। তবে এতো কেবল রহমত আপনার রবের তরফ থেকে। অতএব আপনি কখনো হবেন না, কাফিরদের সাহায্যকারী।

৮৭. আর তারা যেন কখনো ফিরিয়ে না রাখে আপনাকে আল্লাহর আয়াত থেকে, তা আপনার প্রতি নাযিল হওয়ার পর। আর আপনি ডাকুন, আপনার রবের দিকে এবং হবেন না কখনো মুশ্রিকদের শামিল।

৮৮. আর আপনি ডাকবেন না আল্লাহর সংগে অন্য কোন ইলাহ। নেই কোন ইলাহ-তিনি ছাড়া। সব কিছুই ধ্বংসশীল আল্লাহর সত্তা ছাড়া। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬১, ৬২, ৬৩

৪৫. আপনি তিলাওয়াত করে শোনান, আপনার প্রতি যা ওহী করা হয় কিতাব থেকে তা এবং কায়ম করুন সালাত। অবশ্যই সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে। আর আল্লাহর যিকির-ই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।

৪৬. আর তোমরা তর্ক-বিতর্ক করবে না আহলে কিতাবের সাথে উত্তম পন্থা ছাড়া, তবে তাদের মাঝে যারা সীমালংঘনকারী তাদের ব্যতিরেকে। আর বল : আমরা ঈমান আনলাম তাতে, যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি। আর আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো এক এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।

إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ
فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ۝

৪৭- وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ
بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى سَبِيلِكَ
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

৪৮- وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ تَدْعُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكًا إِلَّا وَجْهَهُ
لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

৪৫- أَتُلُّ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝

৪৬- وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ
إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ
إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
وَقُولُوا أَمَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
وَالْهَذَا وَالْهَٰؤُلَاءِ وَاحِدٌ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

৪৭. আর এভাবেই আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব। এবং যাদের আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে ঈমান রাখে, আর এদের মধ্য থেকেও কেউ কেউ এতে ঈমান রাখে। বস্তুত কেউ অস্বীকার করে না আমার নিদর্শনাবলী কাফিররা ছাড়া।
৪৮. আর আপনি তো পাঠ করেননি এর আগে কোন কিতাব এবং না লিখেছেন নিজের হাতে কোন কিতাব, যাতে করে সন্দেহপোষণ করবে মিথ্যাচারীরা।
৪৯. বরং তা হলো স্পষ্ট নিদর্শন তাদের অন্তরে—যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে। আর কেউ অস্বীকার করে না নিদর্শন-সমূহ যালিমরা ছাড়া।
৫০. আর তারা বলে : কেন নাযিল করা হয় না তাদের প্রতি কোন মু'জিয়া তার রবের তরফ থেকে ? আপনি বলুন : মু'জিয়া তো আল্লাহর-ই ইখতিয়ারে। আর আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।
৫১. এটা কি যথেষ্ট নয় তাদের জন্য যে, আমিই নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব। যা তাদের তিলাওয়াত করে শোনানো হয়! নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত রহমত ও উপদেশ তাদের জন্য, যারা ঈমান রাখে।
৫২. বলুন : আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে। তিনি জানেন যা কিছু আছে আসমান ও যমীনে তা। আর যারা বিশ্বাস করে অসত্যে এবং অস্বীকার করে আল্লাহকে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।
৫৩. আর তারা আপনাকে তুরান্বিত করতে বলে শাস্তি। যদি না থাকত নির্ধারিত

৫৭- وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۝

فَالَّذِينَ أُتُوا بِالْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۝

وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۝

وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ۝

৫৮- وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ

كِتَابٍ وَلَا تَخْطُهُ يَمِينُكَ

إِذًا إِلَّا رَتَابَ السُّبُطِ ۝

৫৯- بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ

الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۝

وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ۝

৫০- وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ

رَبِّهِ ۝ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ

وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

৫১- أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا

أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۝

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

৫২- قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيِّنَىٰ

وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ

وَالْأَرْضِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا

بِاللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

৫৩- وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۝

কাল, তবে অবশ্যই আপতিত হত তাদের উপর শাস্তি। আর শাস্তি তো আসবে তাদের উপর হঠাৎ, তারা তা জানবেও না।

৫৪. তারা আপনাকে ত্বরান্বিত করতে বলে শাস্তি। নিশ্চয় জাহান্নাম তো পরিবেষ্টন করে থাকবে কাফিরদের।

৫৫. সেদিন তাদের আচ্ছন্ন করে রাখবে শাস্তি, তাদের নিচ থেকে এবং আল্লাহ বলবেন : স্বাদ গ্রহণ কর, যা তোমরা করতে তার।

৬১. আর যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন এবং কে নিয়ন্ত্রণ করছেন সূর্য ও চন্দ্রকে ? তবে তারা অবশ্যই বলবে : আল্লাহ। তাহলে তারা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছে।

৬২. আল্লাহ বাড়িয়ে দেন রিয়িক, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন, তাঁর বান্দাদের থেকে এবং তিনি তা সীমিত করেন, যার জন্য তিনি চান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়, সর্বজ্ঞ।

৬৩. আর যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, কে বর্ষণ করেন আসমান থেকে বৃষ্টি, পরে জীবিত করেন তা দিয়ে যমীনকে এর মৃত্যুর পর। তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। আপনি বলুন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

সূরা রুম, ৩০ : ৪৭, ৫২, ৫৩, ৫৮, ৫৯, ৬০

৪৭. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম আপনার আগে অনেক রাসূল, তাদের নিজ নিজ কাণ্ডের কাছে। তারা এসেছিল তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, তারপর আমি

وَلَوْلَا أَجَلَ مُسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ۖ
وَلِيَا تَبْيَهُهُمْ بَغْثَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

৫৪- يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ
وَأِنْ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۝

৫৫- يَوْمَ يُغْشَاهُمُ الْعَذَابُ
مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ
وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

৬১- وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ

فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝

৬২- اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

৬৩- وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

৪৭- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ
فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا

শান্তি দিয়েছিলাম তাদের, যারা অপরাধ করেছিল। আর আমার দায়িত্ব হল মু'মিনদের সাহায্য করা।

৫২. আর আপনি তো শুনাতে পারেন না মৃতকে এবং না আপনি শুনাতে পারেন আহবান বধিরকে, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়।

৫৩. আর আপনি সৎপথে আনতে পারবেন না অন্ধদেরও তাদের গুমরাহী থেকে। আপনি শুনাতে পারবেন কেল তাদের যারা ঈমান রাখে আমার নিদর্শনাবলীতে, কেননা তারা মুসলিম।

৫৮. আর আমি তো বর্ণনা করেছি মানুষের জন্য এ কুরআনে সব ধরনের দৃষ্টান্ত। আর আপনি যদি নিয়ে আসেন তাদের কাছে কোন নিদর্শন, তাহলে যারা কুফরী করেছে তারা অবশ্যই বলবে, তোমরা তো কেবল মিথ্যাশ্রয়ী।

৫৯. এভাবেই মোহর করে দেন আল্লাহ তাদের অন্তর যারা জানে না।

৬০. অতএব আপনি সর্ব করুন, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর আপনাকে যেন কখনো বিচলিত না করে তারা যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ২৩, ২৪, ২৫

২৩. আর কেউ কুফরী করলে, তার কুফরী যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়। আমারই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর আমি তাদের অবহিত করব তারা যা করত তা। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বিশেষ অবহিত, সে সম্বন্ধে যা রয়েছে অন্তরে।

২৪. আমি তাদের উপভোগ করতে দেব স্বল্পকালের জন্য। তারপর আমি তাদের বাধ্য করব কঠিন শাস্তি ভোগ করতে।

مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ○

৫২- فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ
الدُّعَاءَ إِذَا وَكُّوا مُذِيرِينَ ○

৫৩- وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَى عَنْ ضَلَلَتِهِمْ
إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا
فَهُمْ مُسْلِمُونَ ○

৫৮- وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
وَلَكِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ○

৫৯- كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ
عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ○
৬০- فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
وَلَا يَسْتَخْفُكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ○

২৩- وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ
إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ
فَتُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○
২৪- نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا
ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ○

২৫. আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন : কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন ? তাহলে অবশ্যই তারা বলবে : আল্লাহ্। আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

সূরা সাজ্জদা, ৩২ : ২, ৩, ২৩, ২৪, ২৫, ২৮, ২৯, ৩০

২. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে, রাক্বুল আলামীনের তরফ থেকে, এতে নেই কোন সন্দেহ।

৩. তবে কি তারা বলে, সে (মুহাম্মদ) নিজে এ কিতাব রচনা করে নিয়েছে ? না, বরং এ আপনার রবের তরফ থেকে আগত সত্য, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন এমন এক কাওমকে, আসেনি যাদের কাছে কোন সতর্ককারী আপনার আগে। হয়ত তারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হবে।

২৩. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব, সুতরাং আপনি সন্দেহ করবেন না তার সাক্ষাতের। আর আমি করেছিলাম সে কিতাবকে হিদায়েত বন্ ইস্রাঈলের জন্য।

২৪. আর আমি মনোনীত করেছিলাম তাদের মধ্য থেকে নেতা, যারা পথ দেখাত আমার নির্দেশ অনুসারে। কেননা তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় প্রত্যয়ী।

২৫. নিশ্চয়ই আপনার রবই ফয়সালা করে দেবেন তাদের মাঝে কিয়ামতের দিন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে তা।

২৮. আর তারা বলে, কখন হবে এ ফয়সালা, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে বল।

২৫- وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

২- تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

৩- أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِيُنذِرَ قَوْمًا مِمَّا أَتَتْهُمْ مِنْ تَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

২৩- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ

২৪- وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ إِبْرَاهِيمَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا إِنَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

২৫- إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ ২৮- وَ يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

২৯. আপনি বলুন : ফয়সালার দিনে কান্নারদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদের অবকাশ ও দেয়া হবে না।

৩০. অতএব আপনি অগ্রাহ্য করুন তাদের এবং অপেক্ষা করুন, তারা তো অপেক্ষাকৃত।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ১, ২, ৩, ৬, ৭, ৮, ২১, ২৮, ২৯, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩

১. হে নবী! আপনি ভয় করুন আল্লাহকে এবং আনুগত্য করবেন না কান্নারদের ও মুনাফিকদের নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

২. আর অনুসরণ করুন, যা ওহী করা হয় আপনার প্রতি আপনার রবের তরফ থেকে তার। নিশ্চয় আল্লাহ যা কিছু তোমরা কর, সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

৩. আর আপনি ভরসা করুন আল্লাহর উপর এবং আল্লাহ-ই যথেষ্ট কর্মসম্পাদন-কারীরাপে।

৬. নবী (মুহাম্মদ) ঘনিষ্ঠতর মু'মিনদের কাছে তাদের নিজেদের চাইতে এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মা। আর আত্মীয়রা পরস্পর পরস্পরের নিকটতর আল্লাহর বিধান অনুযায়ী, অন্যান্য মু'মিন ও মুহাজিরদের চাইতে। তবে তোমরা যদি আনুকূল্য প্রদর্শন করতে চাও তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি তা করতে পার। কিতাবে তা লিপিবদ্ধ আছে।

৭. আর স্বরণ করুন, আমি অস্বীকার গ্রহণ করেছিলাম নবীদের থেকে এবং

২৭- قُلْ يَوْمَ الْقِتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ○

৩- فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ
إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ○

১- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ○

২- وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ○

৩- وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ○

৬- النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ
فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ
إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا
كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ○

৭- وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ

আপনার থেকে আর নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা ইবন মারইয়াম থেকেও গ্রহণ করেছিলাম তাদের থেকে দৃঢ় অসীকার—

৮. জিজ্ঞাসা করার জন্য সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদীতা সম্বন্ধে। আর তিনি প্রস্তুত রেখেছেন কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

২১. আর তোমাদের মাঝে যারা আশা রাখে আল্লাহ ও আখিরাতে এবং স্মরণ করে আল্লাহকে বেশী বেশী, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ।

২৮. হে নবী! আপনি বলুন : আপনার স্ত্রীদের, তোমরা যদি চাও পার্থিব জীবন এবং এর ভূষণ তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেব এবং বিদায় করে দেব তোমাদের সৌজন্যের সাথে।

২৯. আর যদি তোমরা চাও আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাত, তবে তো আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা নেষ্কার, তাদের জন্য বিরাট পুরস্কার।

৩৬. আর কোন পুরুষ কিম্বা মু'মিন নারীর নেই কোন ইখতিয়ার সে বিষয়, যে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দেশ দেন। আর কেউ নাফরমানী করলে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, সে তো স্পষ্টই গুমরাহ হবে।

৩৭. আর স্মরণ করুন, আপনি বলেছিলেন, তাকে, যাকে অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহ এবং আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন : তুমি সম্পর্ক বজায় রাখ তোমার স্ত্রীর সাথে এবং ভয় কর আল্লাহকে। আর আপনি যা গোপন করেছিলেন আপনার

مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ○

৮- لَيْسَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ

وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ○

২১- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ

وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ○

২৮- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ

إِن كُنْتُمْ تُرَدُّنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

وَزِينْتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ

وَأَسْرِ حُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ○

২৯- وَإِن كُنْتُمْ تُرَدُّنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ

أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ○

৩৬- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ

إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ

الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ○

৩৭- وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي

أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ

أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ

অন্তরে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন এবং আপনি লোকভয় করেছিলেন অথচ আপনার জন্য অধিক সংগত আল্লাহকে ভয় করা। তারপর যখন ছিন্ন করে দিল যাবিদ বিবাহ সম্পর্ক যয়নাবের সাথে, এরপর আমি তাকে বিয়ে দিলাম আপনার সাথে, যাতে কোন বিঘ্ন না হয় বিয়ে করতে মু'মিনদের জন্য তাদের পোষ্য স্ত্রীদের, যখন তারা তাদের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করে। আর আল্লাহর ফয়সালা কার্যকরী হয়েই থাকে।

৩৮. নবীর জন্য কোন বাধা নেই আল্লাহ যা তার জন্য বিধিসঙ্গত করেছেন তা করতে। এরূপই ছিল আল্লাহর বিধান, যারা পূর্বে গত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও। আর আল্লাহর ফয়সালা তো সুনির্ধারিত।

৩৯. তারা প্রচার করত আল্লাহর বাণী, ভয় করত আল্লাহকে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করত না। আল্লাহই যথেষ্ট হিসাব গ্রহণে।

৪০. মুহাম্মদ পিতা নন তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৪৫. হে নবী! আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সাক্ষীরূপে। সুসংবাদদাতারূপে ও সতর্ককারীরূপে,

৪৬. আর পাঠিয়েছি আপনাকে আহ্বানকারীরূপে আল্লাহর দিকে তাঁরই নির্দেশে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।

৪৭. আর আপনি সুসংবাদ দিন মু'মিনদের যে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর কাছে মহাঅনুগ্রহ।

وَتَخْشَى النَّاسَ ۖ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ
فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا
بِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ
فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۖ

৩৮- مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ
فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ
فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ۖ

৩৯- الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ
وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۖ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۖ

৪০- مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ
وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۖ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۖ

৪৫- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ

৪৬- وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ
وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۖ

৪৭- وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ
مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ۖ

৪৮. আর আপনি মানবেন না কাফির ও মুনাফিকদের কথা এবং উপেক্ষা করুন তাদের নির্যাতন, ভরসা করুন আল্লাহর উপর। আর আল্লাহই যথেষ্ট কর্ম-সম্পাদনকারীরূপে।

৫০. হে নবী! আমি হালাল করেছি আপনার জন্য আপনার স্ত্রীদের, যাদের আপনি দিয়েছেন মাহর এবং হালাল করেছি আপনার জন্য ফায়* হিসেবে আল্লাহ আপনার জন্য যা দান করেছেন, তাদের মধ্যে যারা আপনার মালিকানাধীন আছে তাদেরকে এবং বিয়ের জন্য হালাল করেছি চাচাত বোন, ফুফাত বোন, মামাত বোন ও খালাত বোনকে-যারা হিজরত করেছে আপনার সাথে। আর হালাল করেছি এমন মু'মিন নারীকে যে নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে, নবী যাকে বিয়ে করতে চান, তবে এটি শুধু আপনার জন্য, অন্য কোন মু'মিনের জন্য নয়। আমি ভাল জানি, যা আমি নির্ধারিত করেছি তাদের ব্যাপারে, তাদের স্ত্রীদের সম্বন্ধে এবং তাদের মালিকানাধীন দাসীদের সম্বন্ধে, যাতে আপনার কোন অসুবিধা না হয় আর আল্লাহ পরম ক্ষমশীল, পরম দয়ালু।

৫১. আপনি দূরে রাখতে পারেন আপনার স্ত্রীদের থেকে যাকে চান এবং আপনার কাছে রাখতে পারেন যাকে চান। কিন্তু যাকে আপনি দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে আপনার কোন অপরাধ নেই। এ বিধান এ জন্য যে, এতে তারা তুষ্ট হবে এবং তারা দুঃখ পাবে না আর তারা সবাই সন্তুষ্ট থাকবে, যা আপনি তাদের দেবেন তাতে। আর আল্লাহ

৫৮- وَلَا تَطْعِمِ الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ
وَدَعِ أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ○

৫০- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ
أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ
وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ
وَبَدَنَتِ عَيْكَ وَبَدَنَتِ عَمَّتِكَ
وَبَدَنَتِ خَالَكَ وَبَدَنَتِ
خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ
وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا
لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا
خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ
فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ○

৫১- تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ
وَتُؤْتِي إِيَّاكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ
مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ
ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقْرَأَ أَعْيُنُهُنَّ
وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

* বিনামুদ্বা প্রাপ্তবস্তু।

জানেন, যা রয়েছে তোমাদের অন্তরে।
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

৫২. হালাল নয় আপনার জন্য কোন নারী
এরপর এবং হালাল নয় আপনার জন্য
আপনার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ
করা, যদিও আপনাকে মুগ্ধ করে তাদের
সৌন্দর্য, তবে আপনার অধিকারভুক্ত
দাসীদের ব্যাপার স্বতন্ত্র। আল্লাহ্
সর্ববিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

৫৩. ওহে যারা ঈমান এনেছে! তোমরা
প্রবেশ করো না নবী গৃহে আহার্য
প্রস্তুতির অপেক্ষা না করে, তোমাদের
আহার্য গ্রহণের অনুমতি না দেওয়া
পর্যন্ত, কিন্তু যদি তোমাদের আহ্বান
করা হয়, তবে তোমরা প্রবেশ করবে
এবং যখন তোমাদের খাওয়া শেষ হবে
তখন তোমরা চলে যাবে কথাবার্তায়
মশগুল না হয়ে। কারণ তোমাদের এ
ধরনের আচরণ নবীকে পীড়া দেয় এবং
তিনি লজ্জাবোধ করেন তোমাদের
উঠিয়ে দিতে। কিন্তু আল্লাহ্ লজ্জাবোধ
করেন না সত্য প্রকাশে। আর যখন
তোমরা কোন কিছু চাইবে নবীর স্ত্রীদের
কাছে, তখন তোমরা এদের কাছে
চাইবে পর্দার অন্তরাল থেকে। এ নিয়ম
অধিকতর পবিত্রতাকারী তোমাদের জন্য
ও তাদের হৃদয়ের জন্য। তোমাদের
জন্য সঙ্গত নয় আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট
দেওয়া এবং তোমাদের জন্য কখনও
বৈধ নয় বিবাহ করা তাঁর স্ত্রীদের তাঁর
মৃত্যুর পর। নিশ্চয়ই এরূপ করা
আল্লাহ্র কাছে ঘোরতর অপরাধ।

৫৪. তোমরা কোন কিছু প্রকাশ কর অথবা
তা গোপন কর আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে
সর্বজ্ঞ।

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝

৫২- لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ
وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ
إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۖ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۝

৫৩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا
بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ
غَيْرِ نَظَرٍ إِنَّهُ ۖ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ
فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا
وَلَا مَسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۖ
إِنَّ ذِكْرَكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَعْجِلُ مِنْكُمْ
وَاللَّهُ لَا يَسْتَعْجِلُ مِنَ الْحَقِّ ۖ
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ
مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۖ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ
وَقُلُوبِهِنَّ ۖ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا
رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ
مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ
إِنَّ ذِكْرَكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۝

৫৪- إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفَوْهُ
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

৫৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্কারা দু'আ করেন নবীর জন্য। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দুরুদ পাঠ কর তাঁর প্রতি এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ কর।

৫৭. নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে, আল্লাহ্ তাদের লা'নত করেন দুনিয়া ও আখিরাতে আর তিনি প্রস্তুত রেখেছেন তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।

৫৯. হে নবী! আপনি বলুন, আপনার স্ত্রীদের, আপনার কন্যাদের এবং মু'মিনদের নারীদের তারা যেন টেনে দেয় তাদের নিজেদের উপর চাদরের কিছু অংশ। এতে সহজতর হবে তাদের চেনা, ফলে তারা উত্ত্যক্ত হবে না। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬০. যদি না বিরত থাকে মুনাফিরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা আর যারা গুজব রটায় শহরে-নগরে তারা, আমি অবশ্যই আপনাকে প্রবল করব তাদের বিরুদ্ধে, তারপর তারা আপনার প্রতিবেশীরূপে এ নগরীতে অল্প সময়ই থাকবে-

৬১. অভিযুক্ত হয়ে, যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে সেখানেই তাদের পাকড়াও করা হবে এবং হত্যা করা হবে নির্দয়ভাবে।

৬২. এরূপই ছিল আল্লাহ্র রীতি, যারা গত হয়েছে আগে, তাদের ব্যাপারেও। আর আপনি কখন পাবেন না আল্লাহ্র রীতিতে কোন পরিবর্তন।

৬৩. আপনাকে জিজ্ঞাসা করে লোকেরা কিয়ামত সম্পর্কে। বলুন : এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্রই কাছে। আর কি

৫৬- إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

৫৭- إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۝

৫৯- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

৬০- لِّئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۝

৬১- مَلْعُونِينَ ۖ أَيَّمَا تَقَفُوا أَخَذُوا وَقَتَّلُوا تَقْتِيلًا ۝

৬২- سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝

৬৩- يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ

করে আপনি জানবেন, হয়ত কিয়ামত শিগ্গীরই হয়ে যেতে পারে।

সূরা সাবা, ৩৪ : ৩, ৬, ৭, ৮, ২৮, ২৯, ৩০, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

৩. আর কাফিররা বলে, আসবে না আমাদের কাছে কিয়ামত। আপনি বলুন : হাঁ, আসবেই, কসম আমার রবের! অবশ্যই তা আসবে তোমাদের কাছে। তিনি সম্যক অবহিত গায়েব সম্বন্ধে। তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু আসমানে আর না যমীনে, কিংবা তার চাইতে ক্ষুদ্র অথবা বড়, তার প্রত্যেকটি রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

৬. আর যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা জানে, যা নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতি আপনার রবের তরফ থেকে তা সত্য আর তা পথ দেখায় পরাক্রমশালী, প্রশংসিত আল্লাহ্ দিকে।

৭. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, আমরা কি সন্ধান দেব তোমাদের এমন এক ব্যক্তির, যে তোমাদের বলে, যখন তোমরা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তোমরা এক নতুন সৃষ্টিরূপে আবার উত্থিত হবে?

৮. সে কি মিথ্যা উদ্ভাবন করে আল্লাহ্ সম্বন্ধে অথবা সে কি পাগল? বস্তুত যারা ঈমান রাখে না আখিরাতের প্রতি, তারা তো রয়েছে আযাবে ও ঘোরতর গুমরাহীতে।

২৮. আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۝

৩- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۚ عَلِيمُ الْغُيُوبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

৬- وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ۖ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

৭- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُوكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَنْبَغِيكُمْ إِذَا مَرَّكُمْ كُلُّ مُمْرِقٍ ۚ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

৮- أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝

২৮- وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

২৯. আর তারা বলে, কখন এ ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৩০. বলুন : তোমাদের জন্য আছে নির্ধারিত দিন, যা তোমরা বিলম্বিত করতে পারবে না মুহূর্তকালও আর না ত্বরান্বিত করতে পারবে।

৪৩. আর যখন তিলাওয়াত করা হয় তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তখন তারা বলে, এ ব্যক্তি তো চায় বাধা দিতে তোমাদের পূর্ব পুরুষরা যার ইবাদত করত তাতে। আর তারা আরো বলে, এ তো মিথ্যা উদ্ভাবন ছাড়া আর কিছু নয় এবং যারা কুফরী করেছে তাদের কাছে যখন সত্য আসে, তখন তারা বলে, এতো এক সুস্পষ্ট যাদু।

৪৪. আমি দেইনি তাদের এর আগে কোন কিতাব, যা তারা পাঠ করত এবং আমি পাঠাইনি তাদের কাছে আপনার আগে কোন সতর্ককারী।

৪৫. আর অস্বীকার করেছিল তাদের পূর্ববর্তীরাও। আমি তাদের যা দিয়েছিলাম এরা তার দশভাগের এক ভাগও পায়নি, তবুও তারা অস্বীকার করেছে আমার রাসূলদের। ফলে কত ভয়ঙ্কর হয়েছিল আমার শাস্তি।

৪৬. আপনি বলুন, আমি তোমাদের একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি : তোমরা দাঁড়াও আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু' দু'জন ও এক একজন করে, এরপর চিন্তা কর, নেই তোমাদের এই সাথীর মাঝে আদৌ কোন পাগলামী। তিনি তো একজন সতর্ককারী, তোমাদের জন্য আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে।

২৯- وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

৩০- قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَخِرُونَ
عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِرُونَ ○

৪৩- وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ
قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ
عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ ○
وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا آفَكٌ مَقْتَرَى ○
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ○

৪৪- وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَذْرُؤُوهَا
وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ○

৪৫- وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَمَا بِالْعُقُومِ مُعْشَارٌ
مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ○

৪৬- قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ○
أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِيَ وَفَرَادَى
ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ ○ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ○
إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ
بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ○

৪৭. বলুন : যে বিনিময় আমি চাই তোমাদের কাছে তা তো তোমাদেরই জন্য। আমার বিনিময় তো আল্লাহর কাছে এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।
৪৮. বলুন : আমার রব তো সত্য নাযিল করেন, তিনি তো গায়েব সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।
৪৯. বলুন : এসেছে সত্য, আর অসত্য সে তো পারে না নতুন কিছু সৃষ্টি করতে আর না পারে কোন কিছু পুনরাবৃত্তি করতে।
৫০. বলুন : আমি যদি গুমরাহ হই, তবে এই গুমরাহীর পরিণাম তো আমারই আর যদি হিদায়েতের উপর থাকি, তবে তা এ জন্য যে, আমার প্রতি ওহী করেন আমার রব। তিনি তো সব শোনেন, সল্লিকট।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ৪, ৮, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ৩১

৪. আর যদি তারা অস্বীকার করে আপনাকে, তবে তো অস্বীকার করা হয়েছিল রাসূলদের আপনার আগেও। আর আল্লাহরই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে সব কিছু।
৮. যদি কাউকে তার মন্দকাজ শোভন করে দেখানো হয়, আর সে তা উত্তম মনে করে সে কি তার সমান, যে নেককাজ করে? আল্লাহ গুমরাহ করেন যাকে চান এবং হিদায়েত দান করেন যাকে চান। অতএব আপনার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয় তাদের ব্যাপারে আক্ষেপ করে। নিশ্চয় আল্লাহ সব জানেন, তারা যা করে তা।
২২. আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। নিশ্চয় আল্লাহ শোনান যাকে চান। আর আপনি

৫৭- قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۚ

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

৫৮- قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ

عَلَامَ الْغُيُوبِ ۝

৫৯- قُلْ جَاءَ الْحَقُّ

وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۝

৫০- قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي ۚ

وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ

إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝

৫- وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ

رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ۚ

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

৮- أَفَمَنْ رَزَقْنَاهُ سَوْءَ عَمَلٍ فَرَأَاهُ حَسَنًا ۚ

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝

২২- وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ

গুনাতে পারেন না তাদের, যারা রয়েছে কবরে।

২৩. আপনি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।
২৪. আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সত্যসহ একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী-রূপে। আর নেই এমন কোন জাতি যার কাছে আসেনি কোন সতর্ককারী।
২৫. আর তারা যদি আপনাকে অস্বীকার করে, তবে তো অস্বীকার করেছিল তাদের পূর্ববর্তীরাও। তাদের কাছে এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে।
৩১. আর আমি আপনার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি তা সত্য, যা সমর্থক পূর্ববর্তী কিতাবের। নিশ্চয় আল্লাহ তার বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত, সর্বদৃষ্ট।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ৬৯, ৭০, ৭৬

১. ইয়া-সীন,
২. কসম কুরআনে-হাকীমের,
৩. অবশ্যই আপনি তো একজন রাসূল,
৪. আপনি আছেন সরল সঠিক পথে।
৫. এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে,
৬. যাতে আপনি সতর্ক করতে করতে পারেন এমন এক কাওমকে, যাদের পিতৃপুরুষদের সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা গাফিল।
৭. অবধারিত হয়েছে তাদের অধিকাংশের উপর আল্লাহর বাণী, ফলে তারা ঈমান আনবে না।

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءُ
وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ

২৩- إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ
২৪- إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

২৫- وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ

৩১- وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ

১- يُسْ

২- وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

৩- إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

৪- عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

৫- تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

৬- لِيُنذِرَ قَوْمًا مِمَّا أَنْذَرَ آبَاؤُهُمْ

فَهُمْ غَافِلُونَ

৭- لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

৮. আমি তো পরিয়ে দিয়েছি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি, ফলে তারা উর্ধমুখী হয়ে গেছে।
৯. আর আমি স্থাপন করেছি তাদের সামনে প্রাচীর এবং তাদের পেছনেও প্রাচীর; আর তাদের আমি আচ্ছন্ন করে দিয়েছি; ফলে তারা দেখতে পায় না।
১০. আর আপনি তাদের সতর্ক করুন, আর না-ই করুন, উভয়ই তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না।
১১. আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করতে পারেন, যে মেনে চলে উপদেশ এবং ভয় করে আল্লাহকে না দেখে। অতএব আপনি তাকে সুসংবাদ দিন ক্ষমা ও মহা-পুরস্কারের।
৬৯. আর আমি শিখাইনি তাকে (রাসূলুল্লাহকে) কবিতা এবং তার জন্য এটা শোভনীয় নয়। এতো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।
৭০. যাতে তিনি সতর্ক করতে পারেন তাকে যে জীবিত এবং যাতে সত্য বলে সাব্যস্ত হতে পারে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা।
৭৬. আর আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তাদের কথা। আমি তো জানি, যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে।
- সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ২৯, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৮৬, ৮৭, ৮৮
২৯. এ কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, তা বরকতময়। যাতে মানুষ অনুধাবন করে এর আয়াতসমূহ এবং উপদেশ গ্রহণ করে বোধশক্তি-সম্পন্ন লোকেরা।

- ৮- إِنْ جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا
فَرَى إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ
وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا
وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا
فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
○ ১- وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ
أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
○ ১১- إِمَّا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ
وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ
فَبَشِّرْهُ بِغُفْرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ
○ ৬৯- وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ
○ ৭০- لَيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا
وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ
○ ৭৬- فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ مَا إِنَّا نَعْلَمُ
مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
○ ২৯- كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ
○

৬৫. বলুন : আমি তো একজন সতর্ককারী
মাত্র। আর নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্
ছাড়া, যিনি এক প্রবল প্রতাপশালী।
৬৬. যিনি রব আসমান ও যমীন এবং এ
দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে তার, যিনি
পরাক্রমশালী, মহাক্রমশালী।
৬৭. আপনি বলুন ইহা এক মহাসংবাদ,
৬৮. তোমরা যা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।
৬৯. আমার কোন জ্ঞান ছিল না সর্বোচ্চ
জগত সম্পর্কে, যখন ফিরিশ্‌তারা
বাদানুবাদ করেছিল।
৭০. আমার কাছে এ ওহী করা হয় যে, আমি
তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।
৮৬. বলুন : আমি চাই না তোমাদের কাছে
এর জন্য কোন প্রতিদান এবং নই আমি
বানোয়াটকারীদের অন্তর্ভুক্ত।
৮৭. এ কুরআন তো উপদেশ মাত্র সারা
জাহানের জন্য।
৮৮. আর অবশ্যই তোমরা অবগত হবে এর
সংবাদ কিছুকাল পরে।
- সূরা যুমার, ৩৯ : ১, ২, ১০, ১১, ১২, ১৩,
১৪, ১৫, ৩০, ৩১, ৩৬, ৩৭, ৩৮,
৩৯, ৪০, ৪১, ৬৪, ৬৫, ৬৬
১. নাযিল করা হয়েছে এ কিতাব আল্লাহ্র
তরফ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী,
হিক্মতওয়ালা।
২. নিশ্চয় আমি নাযিল করেছি এ কিতাব
আপনার প্রতি সত্যসহ, সূতরাং ইবাদত
করুন আল্লাহ্র, তাঁর আনুগত্যে
বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে।
১০. আপনি বলে দিন : হে আমার বান্দারা,
যারা ঈমান এনেছ। তোমরা ভয় কর
তোমাদের রবকে। যারা উত্তম কাজ

- ৬৫- قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ
وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○
- ৬৬- رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ○
- ৬৭- قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ
৬৮- أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ○
- ৬৯- مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى
إِذْ يَخْتَصِمُونَ ○
- ৭০- إِنْ يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا
نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○
- ৮৬- قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ○
- ৮৭- إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ○
- ৮৮- وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ○

- ১- تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ○
- ২- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ○
- ১০- قُلْ يُعْبَادُ الَّذِينَ
أَمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ

করে এ দুনিয়ায়, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত। বস্তুত পরিপূর্ণ পুরস্কার দেয়া হবে সবারকারীদের অপরিমিত।

১১. বলুন : আমি তো আদিষ্ট হয়েছি ইবাদত করতে আল্লাহর, তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে,
১২. আরো আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন হই প্রথম মুসলিম।
১৩. বলুন : আমি ভয় করি মহাদিনের শাস্তির, যদি আমি অবাধ্য হই আমার রবের।
১৪. আপনি বলুন : আল্লাহরই আমি ইবাদত করি, তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে।
১৫. আর তোমরা ইবাদত কর, যার ইচ্ছা তার, আল্লাহর পরিবর্তে। বলুন : নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত তরাই, যারা ক্ষতি করে নিজেদের ও নিজেদের পরিবার বর্গের, কিয়ামতের দিন। জেনে রাখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।
৩০. আপনি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।
৩১. অবশেষে তোমরা কিয়ামতের দিন, তোমাদের রবের সামনে বাক বিতণ্ডা করবে।
৩৬. আল্লাহ কি যথেষ্ট নন তাঁর বান্দার জন্য ? অথচ তারা আপনাকে ভয় দেখায় আল্লাহর পরিবর্তে অপরের। আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন আল্লাহ, নেই তার জন্য কো পথপ্রদর্শক।
৩৭. আর যাকে হিদায়েত দান করেন আল্লাহ, নেই তার জন্য কোন পথ-ভ্রষ্টকারী। আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা নন ?

- لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۚ
- إِنَّمَا يُؤَيِّتُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝
- ১১- قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝
- ১২- وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۝
- ১৩- قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝
- ১৪- قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۝
- ১৫- فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝
- ৩০- إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ۝
- ৩১- ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۝
- ৩৬- أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝
- ৩৭- وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۝

৩৮. আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন : কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন ? তারা অবশ্যই বলবে : আল্লাহ্ । আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা যাদের পূজা কর আল্লাহকে বাদ দিয়ে, আল্লাহ্ আমার কোন অনিষ্ট করতে চাইলে, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে ? অথবা আল্লাহ্ আমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করতে চাইলে, তারা কি সে অনুগ্রহ ঠেকাতে পারবে ? বলুন : আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট । তাঁরই উপর ভরসা করে নির্ভরকারীরা ।

৩৯. আপনি বলুন : হে আমার কাওম! তোমরা কাজ করতে থাক নিজনিজ স্থানে থেকে আমিও কাজ করছি । অচিরেই তোমরা জানতে পারবে—

৪০. কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি, আর আপতিত হবে কার উপর স্থায়ী শাস্তি ।

৪১. আমি তো নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব লোকদের জন্য সত্যসহ । আর যে কেউ সৎপথ অবলম্বন করে, সে তো করে নিজেই জন্য । আর যে বিপথগামী হয়, সে তো বিপথগামী হয় নিজেই ধ্বংসের জন্য এবং আপনি তাদের যিহাদার নন ।

৬৪. আপনি বলুন : হে মূর্খরা ! তোমরা কি আমাকে হুকুম করছ ইবাদত করতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ?

৬৫. আর অবশ্যই ওহী করা হয়েছে আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি যদি আপনি শরীক করেন আল্লাহ্ সাথে, অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যাবে আপনার কাজ এবং অবশ্যই আপনি শামিল হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের ।

৩৮- وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

৩৯- قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

৪০- مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝

৪১- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝

৬৪- قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ۝

৬৫- وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

৬৬. অতএব আপনি ইবাদত করুন আল্লাহ্রই এবং হন শোকরগুয়ারদের শামিল।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৬৬, ৭৭, ৭৮

৬৬. আপনি বলুন : আমাকে নিষেধ করা হয়েছে ইবাদত করতে তাদের, যাদের তোমরা পূজা কর আল্লাহকে ছেড়ে যখন এসেছে আমার কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আমার রবের তরফ থেকে। আর আমি আদিষ্ট হয়েছি আত্মসমর্পণ করতে রাব্বুল আলামীনের কাছে।

৭৭. অতএব আপনি সর্ব করুন। আল্লাহ্র ওয়াদা তো সত্য। যদি আপনাকে আমি দেখিয়ে দেই, যে ওয়াদা আমি আপনাকে দেই, তার কতক অথবা আপনাকে মৃত্যু দেই, তবে আমারই কাছে তো প্রত্যাবর্তন।

৭৮. আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনার আগে অনেক রাসূল, যাদের কতকের কথা আমি বিবৃত করেছি আপনার কাছে এবং কতকের কথা বিবৃত করিনি আপনার কাছে আর কোন রাসূলের কাজ নয় যে, সে উপস্থিত করবে কোন মু'জিয়া আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া। যখন আসবে আল্লাহ্র আদেশ, তখন ফয়সালা হয়ে যাবে ন্যায়সঙ্গতভাবে। আর ক্ষতিগ্রস্ত হবে তখন বাতিলপন্থীরা।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্জাদা, ৪১ : ৬, ৭, ৪৩, ৪৪, ৫২, ৫৩

৬. বলুন : আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্। অতএব তোমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক তাঁর পথে এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর তাঁরই কাছে। আর দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য,

৬৬- بَلِ اللّٰهُ فَاَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝

৬৬- قُلْ اِنِّیْ نُهَيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ

تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

لَمَّا جَاءَنِیْ الْبَیِّنَاتُ مِنْ رَبِّیْ ۝

وَ اُمِرْتُ اَنْ اُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

৭৭- فَاَصْبِرْ ۚ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۝

فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِیْ نَعِدُهُمْ

اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ

فَاِلَیْنَا یُرْجَعُوْنَ ۝

৭৮- وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ

مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَیْكَ

وَمِنْهُمْ مَنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَیْكَ ۝

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ یَّاتِیَ بِآیَةٍ

اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ

قَضٰی بِالْحَقِّ

وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

৬- قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوحٰی اِلَیَّ

اِنَّمَا الْهُكْمُ لِلّٰهِ وَ اَحَدٌ فَاسْتَغِیْمُوْا

اِلَیْهِ وَ اسْتَغْفِرُوْهُ ۝

وَ وِیْلٌ لِّلْمُشْرِکِیْنَ ۝

৭. যারা যাকাত দেয় না এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।
৪৩. আপনার সম্বন্ধে তো তা-ই বলা হয়, যা বলা হত আপনার পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্পর্কে। নিশ্চয় আপনার রব পরম ক্ষমাশীল, কঠিন শাস্তিদাতা।
৪৪. আর যদি আমি করতাম এ কুরআনকে আজমী, তাহলে অবশ্যই তারা বলত, কেন বিশদভাবে বিবৃত করা হয়নি এর আয়াতসমূহ? কি আশ্চর্য, এ কুরআন আজমী, আর নবী আরবী! বলুন: এ কুরআন মু'মিনদের জন্য হিদায়েত ও শিক্ষা। আর যারা ঈমান আনেনি, তাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং এ কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব। এরা এমন যে, যেন এদের ডাকা হচ্ছে বহু দূর থেকে।
৫২. আপনি বলুন: তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি এ কুরআন আল্লাহর তরফ থেকে এসে থাকে এবং তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর, তবে তার চাইতে অধিক বিভ্রান্ত কে, যে রয়েছে ঘোর বিরুদ্ধাচরণে?
৫৩. অবশ্যই আমি তাদের দেখাব আমার নিদর্শনাবলী দিক-দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মাঝেও, ফলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে তাদের কাছে যে, এ কুরআনই সত্য। এটা কি যথেষ্ট নয় আপনার রব সম্পর্কে যে, তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত?
- সূরা শূরা, ৪২ : ৩, ৭, ১০, ১৫, ২৩, ২৪, ৪৮, ৫২, ৫৩
৩. এভাবেই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ওহী করেন আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি।

- ৭- الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفَرُونَ ○
- ৪৩- مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ○
- ৪৪- وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيَّا لَقَالُوا لَوْلَا فَصَّلَتْ آيَاتُهُ ۖ ءَاعْجَبِي وَاعْرِي ۖ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْوَهُ وَعَلَيْهِمْ عَمًى ۖ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ○
- ৫২- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ○
- ৫৩- سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ○
- ৩- كَذَٰلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

৭. আর এভাবেই আমি ওহী করেছি আপনার প্রতি কুরআন আরবী ভাষায়, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন মক্কা ও এর চারপাশের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পারেন কিয়ামতের দিন সম্পর্কে, যাতে নেই কোন সন্দেহ। সেদিন একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

১০. আর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ কর না কেন, তার ফয়সালা তো আল্লাহরই কাছে। তিনিই আল্লাহ, আমার রব, তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই অভিমুখী আমি।

১৫. আর আপনি আহবান করুন, দীনের দিকে এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকুন তাতে, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন, আর অনুসরণ করবেন না তাদের খেয়াল খুশীর। আর বলুন : আমি ঈমান রাখি, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন তাতে এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি ন্যায়বিচার করতে তোমাদের মাঝে। আল্লাহই আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। নেই কোন বিবাদ আমাদের ও তোমাদের মাঝে। আল্লাহই একত্র করবেন আমাদের এবং তাঁরই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন।

২৩. আল্লাহ জান্নাতের এ সুসংবাদ দেন তার সে সব বান্দাদের, যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে। আপনি বলুন : আমি চাই না তোমাদের কাছে এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান সৌহার্দ ছাড়া। আর যে কেউ উত্তম কাজ করে, আমি বাড়িয়ে দেই তার জন্য তাতে কল্যাণ।

۷- وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۝

۱۰- وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ ذُكِّرَكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝

۱۵- فَلِذَاكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ أَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

۲۳- ذَلِكَ الْبَإْتِ يَبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۖ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝

আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম গুণগ্রাহী।

২৪. তারা কি বলে : সে (মুহাম্মদ) আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে ? যদি তাই হত, তবে আল্লাহ্ মিটিয়ে দেন বাতিল এবং প্রতিষ্ঠিত করেন হক, নিজ বাণী দিয়ে। নিশ্চয় তিনি সবিশেষ অবহিত সে বিষয়ে, যা রয়েছে অন্তরে।

৪৮. তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আমি তো পাঠাইনি আপনাকে তাদের জন্য রক্ষক করে। আপনার কাজ তো কেবল বাণী পৌছে দেয়া। আর আমি যখন আত্মদান করাই মানুষকে আমার তরফ থেকে অনুগ্রহ, তখন সে তাতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন আপত্তি হয় তাদের উপর বিপদ আপদ, তাদের কৃতকর্মের দরুন, তবে মানুষ তো অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

৫২. আর এভাবেই আমি ওহী করেছি আপনার প্রতি কুরআন আমার নির্দেশে। আপনি তো জানতেন না কিভাবে কি আর ঈমান কি ! পক্ষান্তরে আমি করেছি এ কুরআনকে আলো, হিদায়েত দান করি আমি তা দিয়ে যাকে চাই আমাদের বান্দাদের থেকে। আর আপনি তো দেখান কেবল সরল পথ-

৫৩. সেই আল্লাহ্ পথ, যিনি মালিক আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুর। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে সব বিষয়।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫,

৪০. আপনি কি শুনাতে পারেন বধিরকে ? অথবা আপনি কি সৎপথে পরিচালিত

২৪- أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ
فَإِنْ يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۖ
وَيَمُحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ
بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

৪৮- فَإِنْ أَعْرَضُوا فَأَنَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِظًا ۚ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ
وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً
فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
بِمَا قَدْ مَاتَ آيْدِيهِمْ
فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ۝

৫২- وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ
وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا
تَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

৫৩- صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ
إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۝

৪০- أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ

করতে পারেন অন্ধকে এবং তাকে যে রয়েছে স্পষ্ট গুমরাহীতে ?

৪১. আর আমি যদি আপনাকে নিয়ে যাই, তবুও আমি তাদের শাস্তি দেবই,
৪২. অথবা আমি যদি আপনাকে তা প্রত্যক্ষ করাই, যে শাস্তির ভয় আমি তাদের দেখিয়েছি তা, বস্তুত আমি তাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।
৪৩. অতএব আপনি দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন, যে ওহী আপনার প্রতি করা হয় তা। আপনি তো আছেন সরল সঠিক পথে।
৪৪. আর এ কুরআন তো উপদেশ আপনার ও আপনার কাওমের জন্য, অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন করা হবে এ ব্যাপারে।
৪৫. আপনি জিজ্ঞেস করুন, আপনার আগে যে রাসূলদের পাঠিয়েছিলাম তাদের : আমি কি স্থির করেছিলাম দয়াময় আল্লাহ্ ছাড়া দেবতাদের, যাদের পূজা করা যায় ?

সূরা দুখান, ৪৪ : ১৩, ১৪, ৫৮, ৫৯

১৩. কেমন করে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে ? এসেছে তো তাদের কাছে এক স্পষ্ট ব্যাখ্যাকারী রাসূল।
১৪. পরে তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, সে তো এক শিক্ষাপ্রাপ্ত পাগল।
৫৮. আর আমি তো সহজ করে দিয়েছি এ কুরআনকে আপনার ভাষায়, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।
৫৯. সুতরাং আপনি অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা রত।

○ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

৫১- فَإِنَّمَا نَذْهَبَنَّ بِكَ

○ فَإِنَّمَا مِنْهُمْ مَنْ تَقْبَلُونَ

৫২- أَوْ تُرِيدُكَ الذِّمَّى وَعَذَابُهُمْ

○ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ

৫৩- فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ،

○ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

৫৪- وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ،

○ وَسَوْفَ يُسْأَلُونَ

৫৫- وَسَأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ

○ إِلَهَةً يُعْبَدُونَ

১৩- إِنِّي لَهُمُ الذِّكْرَى

○ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ

১৪- ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ

○ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ

৫৮- فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ

○ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

৫৯- فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ

১৭- وَاتَيْنَهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ؕ
فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ؕ
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

১৮- ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ
فَاتَّبِعْهَا
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ○

১৯- إِنَّهُمْ لَن يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا ؕ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ؕ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ○
২০- هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ○

২- قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ؕ
إِيتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ
مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

৩- وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا
مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ

কিছুকে, যে সাড়া দিবে না তার ডাকে
কিয়ামতের দিন পর্যন্ত ? আর তারা
ওদের ডাক সম্বন্ধে গাফিল ।

৬. আর যখন কিয়ামতের দিন একত্র করা
হবে মানুষকে, তখন এ দেবতারা হবে
তাদের শত্রু এবং তারা তাদের ইবাদত
অস্বীকার করবে ।
৭. আর যখন তিলাওয়াত করা হয় তাদের
কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তখন
যারা প্রত্যাখ্যান করেছে সত্যকে তাদের
কাছে আসার পরে, তারা বলে, এতো
সুস্পষ্ট যাদু ।
৮. তবে কি তারা বলে : (মুহাম্মদ) এ
কুরআন নিজে রচনা করে নিয়েছে ?
বলুন : যদি আমি তা উদ্ভাবন করে
থাকি, তবে তো তোমরা কিছুতেই রক্ষা
করতে পারবে না আমাকে আল্লাহ্র
শাস্তি থেকে । আল্লাহ্ সর্বিশেষ অবহিত
সে বিষয়ে, যাতে তোমরা আলোচনায়
লিপ্ত আছ । তিনি সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট
আমার ও তোমাদের মাঝে । আর তিনি
পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।
৯. বলুন : আমি তো কোন নতুন রাসূল নই
এবং আমি জানি না কি করা হবে আমার
ও তোমাদের ব্যাপারে । আমি তো
কেবল অনুসরণ করি তা, যা আমার
প্রতি ওহী করা হয় । আর আমি তো
কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ।
১০. আপনি বলুন : তোমরা ভেবে দেখেছ
কি যদি এ কুরআন আল্লাহ্র তরফ
থেকে হয় এবং তোমরা তা প্রত্যাখ্যান
কর, অথচ সাক্ষ্য দিয়েছে একজন সাক্ষী
বন্ ইস্রাঈল থেকে-এর অনুরূপ
কিতাব সম্পর্কে এবং ঈমান এনেছে,
আর তোমরা উদ্ধৃত্য প্রকাশ কর ?

নিশ্চয় আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না যালিম কাওমদের।

২৯. আর স্মরণ করুন, আমি আকৃষ্ট করেছিলাম আপনার প্রতি একদল জিন্কে, যারা মনোযোগ সহকারে শুনছিল কুরআন পাঠ। তারপর যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হল, তখন তারা বলল : চুপ করে শোন। এরপর যখন কুরআন পাঠ শেষ হয়ে গেল, তখন তারা ফিরে গেল তাদের কাওমের কাছে সতর্ককারীরূপে।

৩০. তারা বলল : হে আমাদের কাওম! আমরা তো শুনেছি এমন এক কিতাবের পাঠ, যা নাযিল করা হয়েছে মূসার পরে, সমর্থকরূপে এর পূর্ববর্তী কিতাবের এবং তা হিদায়েত দান করে সত্য ও সরল সঠিক পথে।

৩১. হে আমাদের কাওম! তোমরা সাড়া দাও আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে এবং ঈমান আন তার প্রতি তিনি ক্ষমা করবেন তোমাদের পাপ এবং বাঁচাবেন তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে।

৩২. আর যদি কেউ সাড়া না দেয় আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে, তবে সে ব্যর্থ করতে পারবে না পৃথিবীতে তাকে এবং নেই তার জন্য তিনি ছাড়া কোন সাহায্যকারী, তারা তো রয়েছে সুস্পষ্ট গুমরাহীতে।

৩৫. অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর আপনি তাদের জন্য ত্বরা করবেন না। যেদিন তারা দেখবে, তাদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন অবস্থান

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

২৯- وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا
مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ
فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا
فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا
إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ○

৩০- قَالُوا يَقَوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا
كِتَابًا أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي
إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ○

৩১- يَقَوْمُنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ
وَأْمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ
وَيُجْزِكُمْ مِّنْ عَذَابِ آلِيمٍ ○

৩২- وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ
فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ
أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○

৩৫- فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ
مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ
كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوْعَدُونَ
لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ

করেনি দিনের এক মুহূর্তের বেশী। এ
এক ঘোষণা, ফাসিক সম্প্রদায় ছাড়া আর
কাউকে ধ্বংস করা হবে না।

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ : ২, ১৩, ১৬, ২০, ২৯,
৩০, ৩১, ৩২, ৩৩

২. আর যারা ঈমান আনে, নেকআমল
করে এবং ঈমান আনে তাতে, যা
নাযিল করা হয়েছে মুহাম্মদের প্রতি,
আর তা-ই সত্য, তাদের রবের তরফ
থেকে, তিনি ক্ষমা করবেন তাদের
ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ এবং শোধরে দেবেন
তাদের অবস্থা।

১৩. আর কত জনপদ ছিল অতি শক্তিশালী
আপনার জনপদ থেকে, যেখান থেকে
তারা আপনাকে বের দিয়েছে আমি
তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি আর ছিল না
কোন সাহায্যকারী তাদের জন্য।

১৬. আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক
আছে, যারা কান পেতে থাকে আপনার
প্রতি, তারপর যখন তারা বেরিয়ে
যায় আপনার কাছ থেকে, তখন
তারা তাদের বলে, যাদের জ্ঞান দেয়া
হয়েছে : এইমাত্র সে কি বলল ?
আল্লাহ তাদের অন্তর মোহর করে
দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল
খুশীর অনুসরণ করে।

২০. আর যারা ঈমান এনেছে, তারা বলে :
কেন নাযিল করা হয় না একটা সূরা ?
তারপর যখন নাযিল করা হয় কোন
সূরা, যা দ্ব্যর্থহীন এবং যাতে উল্লেখ
রয়েছে যুদ্ধের, তখন আপনি দেখবেন
তাদের, যাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি,
তারা তাকাচ্ছে আপনার দিকে মৃত্যু
ভয়ে শংকিত মানুষের মত। শোচনীয়
পরিণাম তাদের জন্য!

بَلَّغٌ ۖ فَهَلْ يُهْلَكُ
إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ○

۲-وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَأَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ○

۱۳-وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً
مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ ۚ
أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ○

۱۶-وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ
حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ
قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنِفَا
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ○

۲۰-وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا
نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ
مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۚ رَأَيْتَ
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ
إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ
مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ ○

২৭- أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ○

৩০- وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ
بِسِيمَانِهِمْ ۖ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ○

৩১- وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ
مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ۚ
وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ ○

৩২- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۚ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ
شَيْئًا ۖ وَسَيُحِطُّ أَعْمَالُهُمْ ○

৩৩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

১- إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ○

২- لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ

প্রতি, আর পরিচালিত করেন আপনাকে সরল সঠিক পথে।

৩. এবং আল্লাহ সাহায্য করেন আপনাকে বিরাট সাহায্য।
৮. আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ক-কারীরূপে,
৯. যাতে তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং শক্তি যোগাও রাসূলকে ও সম্মান কর তাকে; আর তাসবীহ কর আল্লাহর সকাল-সন্ধ্যায়।
১০. নিশ্চয় যারা আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করে, তারা তো বায়'আত গ্রহণ করে আল্লাহর হাতে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। তারপর যে তা ভঙ্গ করে, সে তো তা ভঙ্গ করে নিজেরই অকল্যাণের জন্য। আর যে পূরণ করে আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা, আল্লাহ অবশ্যই তাকে দেবেন মহা-পুরস্কার।
১১. শিগ্গীরই আপনাকে বলবে পেছনে থেকে যাওয়া মরুবাসীরা, আমাদের ব্যস্ত রেখেছিল আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন। অতএব আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন আমাদের জন্য। তারা মুখে এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। আপনি বলুন : কে নিবৃত্ত করবে আল্লাহকে, যদি তিনি তোমাদের কারো ক্ষতি করতে ইচ্ছা করেন অথবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করেন। বস্তুত আল্লাহ, যা তোমরা কর, সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।
১২. বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, কখনো ফিরে আসবেন না রাসূল ও

মু'মিনরা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে এবং এ ধারণা শোভন করা হয়েছিল তোমাদের মনে। আর তোমরা মন্দ ধারণা পোষণ করেছিলে। এবং তোমরা তো এক ধ্বংসমুখী কাওম।

১৩. আর যে ঈমান আনে না আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি, আমি অবশ্যই প্রস্তুত রেখেছি সে সব কাফিরদের জন্য জাহান্নাম।

১৫. শিগ্গীরই বলবে পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা, যখন তোমরা যাবে গণীমতের মাল সংগ্রহ করতে : যেতে দাও আমাদের তোমাদের সাথে। তারা চায় বদলে দিতে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি। আপনি বলুন : কিছুতেই তোমরা আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না। এরূপ ঘোষণা করেছেন আল্লাহ্ পূর্বেই। তখন তারা অবশ্যই বলবে : বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। আসলে তারা খুব কমই অনুধাবন করে।

১৬. আপনি বলুন পেছনে থেকে যাওয়া মরুবাসীদের : শিগ্গীরই তোমাদের ডাকা হবে যুদ্ধের জন্য এক প্রবল-পরাক্রান্ত কাওমের বিরুদ্ধে। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে। যদি তোমরা মেনে চল এ নির্দেশ, তবে আল্লাহ্ তোমাদের দেবেন উত্তম পুরস্কার। কিন্তু যদি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, যেমন তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলে এর আগে, তাহলে তিনি তোমাদের শাস্তি দেবেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৮. আল্লাহ্ তো সন্তুষ্ট হলেন মু'মিনদের প্রতি, যখন তারা বায়'আত গ্রহণ করল

আপনার কাছে বৃক্ষতলে। তিনি জানতেন যা ছিল তাদের অন্তরে। তিনি নাযিল করলেন তাদের প্রতি প্রশান্তি এবং দান করলেন তাদের এক আসন্ন বিজয়,

১৯. আর বিপুল পরিমাণ গণীমতের মাল, যা তারা সংগ্রহ করবে। আল্লাহ্ পরাক্রম-শালী, হিক্মতওয়ালা।

২৬. যখন পোষণ করত কাফিররা তাদের অন্তরে হটকারিতা-জাহিলী যুগের হটকারিতা, তখন নাযিল করলেন আল্লাহ্ স্বীয় প্রশান্তি তাঁর রাসূলের প্রতি এবং মু'মিনদের প্রতি এবং তাদের সুদৃঢ় করলেন তাকওয়ার বাক্যে আর তারাই ছিল এর জন্য অধিক যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

২৭. নিশ্চয় যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি, অবশ্যই তোমরা প্রবেশ করবে নিরাপদে মসজিদে-হারামে আল্লাহ্র ইচ্ছায়, তোমাদের কেউ কেউ মাথা মুগাবে আর কেউ কেউ চুল ছোট করবে, তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আর আল্লাহ্ জানেন, যা তোমরা জান না। এছাড়াও তিনি তোমাদের দিয়েছেন এক নিকট বিজয়।

২৮. তিনিই পাঠিয়েছেন তাঁর রাসূলকে হিদায়েত ও সত্য দীনসহ, যেন তিনি সে দীনকে বিজয়ী করেন সমস্ত দিনের উপর। আর আল্লাহ্ই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে।

২৯. মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল আর যারা তাঁর সঙ্গে রয়েছেন তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে সহানুভূতিশীল। তুমি তাদের দেখবে রুকূ' ও সিজ্দায় অবনত আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায়। তাদের লক্ষণ তাদের

إِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۝

১৭- وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

২৬- إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ

الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ

وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ

وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

২৭- لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ

لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

أَمِينٌ ۖ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ۖ

لَا تَخَافُون ۚ فَعَلِمَ مَا لَكُمْ تَعْلَمُوا

فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ۝

২৮- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ

وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

২৯- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۚ

চেহরায় সিদ্দার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে। এরূপই আছে তাদের বর্ণনা তাওরাতে। আর তাদের বর্ণনা ইন্যীলে এরূপ যেন একটি চারাগাছ, যা উদ্গত করে অংকুর, তারপর তা শক্ত হয় এবং পুষ্ট হয়ে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায়, যা আনন্দ দেয় চাষীকে। এভাবে আল্লাহ্ অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন কাফিরদের মু'মিনদের কারণে। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে তাদের ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।

সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭,
১৪, ১৫, ১৬, ১৭

১. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অগ্রণী হয়ো না কোন বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সামনে এবং ভয় কর আল্লাহকে! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছু শোনেন, সব কিছু জানেন।
২. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! উঁচু করো না তোমাদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বরের উপর এবং তাঁর সাথে সেভাবে উঁচুস্বরে কথা বলো না, যেভাবে তোমরা উচ্চস্বরে কথা বল পরস্পর, পাছে তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তোমরা তা জানবেও না।
৩. আর যারা নিচু করে তাদের কণ্ঠস্বর আল্লাহ্‌র রাসূলের সামনে, আল্লাহ্ তাদের অন্তর পরীক্ষা করে নিয়েছেন তাক্ওয়ার জন্য। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।
৪. যারা আপনাকে ডাকে কক্ষের বাহির থেকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।
৫. আর যদি তারা সবর করত আপনার তাদের কাছে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত, তা

হলে তা হতো তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! যদি আসে তোমাদের কাছে কোন পাপাচারী কোন খবর নিয়ে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, পাছে তোমরা কোন কাওমের ক্ষতি করে বস অজ্ঞতাবশত এবং পরে তোমাদের অনুতপ্ত হতে হয়, তোমরা যা করেছ তার জন্য।

৭. আর জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমাদের মাঝে আছেন আল্লাহ্র রাসূল, তিনি যদি শুনতেন তোমাদের কথা বহু বিষয়ে, তাহলে তোমরা কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ্ প্রিয় করেছেন, তোমাদের কাছে ঈমানকে এবং শোভন করেছেন তা তোমাদের অন্তরে আর অপ্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে কুফরী, ফাসিকী ও গুমরাহীকে। তারাই সৎপথ অবলম্বন-কারী।

১৪. বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান আনলাম, আপনি বলুন : তোমরা ঈমান আননি। বরং তোমরা বল : আমরা আত্মসমর্পণ করেছি, কারণ এখনো প্রবেশ করেনি ঈমান তোমাদের অন্তরে। আর যদি তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, তবে লাঘব করা হবে না তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৫. মু'মিন তো তারাই, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি; পরে সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে, তারাই প্রকৃত সত্যবাদী।

إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

۶- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ
فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِيحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۝

۷- وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ
لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلِيمَان
وَرَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ
وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ
أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّشِدُونَ ۝

۱۴- قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۚ
قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا اسْلَمْنَا
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۚ
وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
لَا يَكِلْتَكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

۱۵- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ ۝

১৬. বলুন : তোমরা কি অবহিত করছ আল্লাহ্কে তোমাদের দীন সম্পর্কে ? অথচ আল্লাহ্ জানেন, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে । আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ ।
১৭. তারা আপনাকে ধন্য করেছে বলে মনে করে, তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে । আপনি বলুন : তোমরা আমাকে ধন্য করেছে বলে মনে করো না, তোমাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে, বরং আল্লাহ্ই তোমাদের ধন্য করেছেন ঈমানের দিকে তোমাদের পরিচালিত করে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ।

সূরা কাফ, ৫০ : ১, ২, ৩৯, ৪০, ৪৫

১. কাফ, কসম সম্মানিত কুরআনের,
২. বরং তারা বিশ্বয়বোধ করে যে, তাদের কাছে এসেছে, তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী । আর কাফিররা বলে : এত এক আশ্চর্য ব্যাপার ।
৩৯. আর আপনি সবার করুন, তারা যা বলে তাতে এবং সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করুন আপনার রবের সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে ।
৪০. এবং রাতের একাংশেও তাসবীহ পাঠ করুন, আর সালাতের পরেও ।
৪৫. আমি ভাল জানি, তারা যা বলে তা, আর আপনি তো নন তাদের উপর যবরদস্তিকারী । অতএব আপনি উপদেশ দিন কুরআনের সাহায্যে তাকে যে ভয় করে আমার আযাবকে ।

সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫

৫০. অতএব তোমরা ধাবিত হও আল্লাহ্র দিকে, আমি তো তোমাদের জন্য আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (৩য় খণ্ড)-

তাঁর তরফ থেকে একজন স্পষ্ট সতর্ককারী,

৫১. আর তোমরা স্থির করো না আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ। আমি তো তোমাদের জন্য তাঁর তরফ থেকে একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

৫২. এভাবেই যখন এসেছে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে কোন রাসূল, তখন তারা বলেছে : এতো এক যাদুকার, অথবা এক পাগল।

৫৩. তবে কি তারা একে অপরকে এ উপদেশ দিয়েই আসছে ? বরং তারা তো এক সীমালংঘনকারী কাওম।

৫৪. অতএব আপনি এদের উপেক্ষা করুন, এতে আপনি দোষী সাব্যস্ত হবেন না।

৫৫. আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। কেননা, উপদেশ তো উপকারে আসে মু'মিনদের জন্য।

সূরা ত্বর, ৫২ : ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯

২৯. আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। আপনি তো আপনার রবের অনুগ্রহে গণকও নন, উন্মাদও নন।

৩০. অথবা তারা কি বলে : সে একজন কবি? যার মৃত্যুর প্রতীক্ষা আমরা করছি।

৩১. আপনি বলুন : তোমরা প্রতীক্ষা করতেই থাক আর আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত থাকলাম।

৩২. অথবা তাদের বিবেক-বুদ্ধি কি তাদের এ ব্যাপারে প্ররোচিত করে, অথবা তারা এক সীমালংঘনকারী কাওম ?

إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○

৫১- وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○

৫২- كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ○

৫৩- أَتَوَاصَوْا بِهِ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوتٌ ○

৫৪- فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِلَاوٍ ○

৫৫- وَذَكَرَ فَإِنَّ الذِّكْرَى

تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ○

২৯- فَذَكَرَ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ

بِكَاهِنٍ وَلَا مُجْنُونٍ ○

৩০- أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ

تَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ○

৩১- قُلْ تَرَبَّصُوا

فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ○

৩২- أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ بِهَذَا

أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوتٌ ○

৩৩. অথবা তারা কি বলে : সে এ কুরআন রচনা করে নিয়েছে ? বরং তারা বিশ্বাস করে না ।
৩৪. তবে তারা নিয়ে আসুক অনুরূপ কোন রচনা, যদি তারা সত্যবাদী হয় ।
৩৫. অথবা তারা কি সৃষ্টি হয়েছে আপনা-আপনি, অথবা তারা নিজেরাই স্রষ্টা ?
৩৬. অথবা তারা কি সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন ? বরং তারা তো বিশ্বাস করে না ।
৩৭. অথবা তাদের কাছে কি আছে আপনার রবের ভাণ্ডার, অথবা তারা এ সবার নিয়ন্তা ?
৩৮. অথবা তাদের আছে কি এমন কোন সিঁড়ি যাতে আরোহণ করে তারা গুণতে পারে ? তাহলে তাদের শ্রোতার উপস্থিতি করুক সুস্পষ্ট প্রমাণ ।
৩৯. অথবা তার জন্য কি কন্যা সন্তান, আর তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান ?
৪০. অথবা আপনি কি চাচ্ছেন তাদের কাছে পারিশ্রমিক, যা তারা নিজেদের জন্য দুর্বহ বোঝা মনে করে ?
৪১. অথবা আছে কি তাদের কাছে এমন কোন গায়েবের জ্ঞান, যা তারা লিখে ?
৪২. অথবা তারা কি কোন ষড়যন্ত্র করতে চায় ? পরিণামে, যারা কুফরী করেছে, তারাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার ।
৪৩. অথবা আছে কি তাদের আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ ? আল্লাহ্ পবিত্র মহান তা থেকে, যা তারা শরীক করে ।
৪৪. আর যদি তারা দেখে আসমানের কোন খণ্ডকে ভেঙে পড়তে, তবে তারা বলবে : এতো এক পৃষ্ঠীভূত মেঘ ।

- ৩৩- ۢأَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ۖ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ
- ৩৪- فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ
- ৩৫- ۢإِنْ كَانُوا صَادِقِينَ
- ৩৫- ۢأَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ
- ৩৬- ۢأَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ
- ৩৬- ۢبَلْ لَا يُؤْمِنُونَ
- ৩৭- ۢأَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ
- ৩৭- ۢأَمْ هُمُ الْمُضْطَرُونَ
- ৩৮- ۢأَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْمَعُونَ فِيهِ ۚ
- ৩৮- ۢفَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ
- ৩৯- ۢأَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ
- ৪০- ۢأَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا
- ৪০- ۢفَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
- ৪১- ۢأَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ
- ৪১- ۢفَهُمْ يَكْتُبُونَ
- ৪২- ۢأَمْ يَرِيدُونَ كَيْدًا ۚ
- ৪২- ۢفَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ
- ৪৩- ۢأَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ
- ৪৩- ۢسُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
- ৪৪- ۢوَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا
- ৪৪- ۢيَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ

৪৫. অতএব আপনি তাদের উপেক্ষা করুন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা সম্মুখীন হবে বজ্রাঘাতের।
৪৬. সেদিন কোন কাজে আসবে না তাদের ষড়যন্ত্র এবং তাদের সাহায্যও করা হবে না।
৪৭. আর যালিমদের জন্য রয়েছে তো আরও শাস্তি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।
৪৮. আর আপনি সবর করুন, আপনার রবের হুকুমের জন্য। আপনি তো আছেন আমার চোখের সামনে। আপনি সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করুন আপনার রবের, যখন আপনি শয্যা ত্যাগ করেন,
৪৯. এবং তাঁর তাসবীহ পাঠ করুন রাতে এবং তারারাজি ডুবে যাওয়ার পরও।
- সূরা নাজম, ৫৩ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২৯, ৩০
১. কসম নক্ষত্রের, যখন তা ডুবে যায়,
 ২. তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মদ) গুমরাহুও নন, আর বিপথগামীও নন,
 ৩. আর তিনি মনগড়া কথাও বলেন না।
 ৪. এ কুরআন তো ওহী, যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়।
 ৫. তাঁকে শিক্ষা দেয় এক শক্তিশালী,
 ৬. প্রজ্ঞা সম্পন্ন সত্তা, পরে সে স্থির হয়েছিল স্বীয় আকৃতিতে,
 ৭. আর সে ছিল উর্ধ-দিগন্তে।
 ৮. তারপর সে তার নিকটবর্তী হলো এবং অতি নিকটবর্তী হলো-

৫০-فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ○

৫১-يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ○

৫২-وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

৫৩-وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ○

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ○

৫৪-وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ○

১-وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ○

২-مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ○

৩-وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ○

৪-إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ○

৫-عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ○

৬-ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ○

৭-وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ○

৮-ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ○

৯. ফলে, তাদের মাঝে ব্যবধান রইলো দুই ধনুকের, বা তারও কম।
১০. তখন আল্লাহ্ ওহী করলেন, তার বান্দার প্রতি যা ওহী করার।
১১. অস্বীকার করেনি তাঁর অন্তর, যা তিনি দেখেছিলেন তা।
১২. তোমরা কি ঝগড়া করবে তাঁর সাথে সে বিষয়ে, যা তিনি দেখেছেন?
১৩. আর তিনি তো তাকে দেখেছিলেন, আরেকবার-
১৪. দূরবর্তী কূলবৃক্ষের কাছে,
১৫. যেখানে রয়েছে জান্নাতুল মাওয়া।
১৬. যখন আচ্ছাদিত করছিল কূল বৃক্ষটিকে, যা আচ্ছাদিত করার,
১৭. তখন তিনি দৃষ্টি বিভ্রমে পতিত হননি এবং লক্ষ্যচ্যুতও হননি।
১৮. তিনি তো দেখেছিলেন তাঁর রবের মহান নিদর্শনাবলী।
২৯. আর আপনি এড়িয়ে চলুন তাকে, যে আমার স্বরণে বিমুখ, সে তো কামনা করে কেবল পার্থিব জীবন।
৩০. এ পর্যন্তই তাদের জ্ঞানের দৌড়। নিশ্চয় আপনার রব, তিনিই ভাল জানেন, কে তার পথ থেকে বিচ্যুত এবং তিনিই ভাল জানেন, কে সৎপথপ্রাপ্ত।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ১, ৮, ৯, ১২, ১৩, ২০, ২১, ২২

১. অবশ্যই আল্লাহ্ শুনেছেন, সে নরীর কথা, যে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে তার স্বামীর ব্যাপারে এবং ফরিয়াদ করছে আল্লাহ্র কাছেও। আর

আল্লাহ্ সব কিছু শোনে, সব কিছু দেখেন।

৮. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যাদের নিষেধ করা হয়েছিল গোপন পরামর্শ করতে? তারপর তারা পুনরাবৃত্তি করেন, যা তাদের নিষেধ করা হয়েছিল তা এবং তারা কানাকানি করে পাপাচার, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণে। আর যখন তারা আপনার কাছে আসে, তখন তারা আপনাকে অভিবাদন করে এমন কথা দিয়ে, যা দিয়ে আল্লাহ্ আপনাকে অভিবাদন করেননি। আর তারা মনে মনে বলে, কেন আমাদের শাস্তি দেন না আল্লাহ্, আমরা যা বলি সে জন্য। জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট, যেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যাভর্তনস্থল!

৯. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন পরস্পর গোপন পরামর্শ কর, তখন সে পরামর্শ যেন পাপাচার, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণে না হয়। বরং তোমরা পরামর্শ কর নেকী ও তাকওয়ার ব্যাপারে এবং ভয় কর আল্লাহকে, যার কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

১২. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন চুপেচুপে কথা বল রাসূলের সাথে তখন তার আগে সাদাকা দেবে, এরূপ করা তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্র থাকার উপায়। কিন্তু এতে যদি তোমরা অক্ষম হও, তবে আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৩. তোমরা কি কষ্টকর মনে কর রাসূলের সাথে কথা বলার আগে সাদাকা প্রদান করতে? যখন তোমরা সাদাকা দিতে

يَسْمَعُ تَحَاوَرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝

৪- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهَوْنَا عَنِ النَّجْوَى
ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهَوْنَا عَنْهُ
وَيَتَنَجَّوْنَ بِاللَّيْلِ وَالْعُدْوَانِ
وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ
وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ
وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ
لَوْلَا يَعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ
حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۖ يَصْلَوْنَهَا
فَإِنَّ الْمَصِيرَ ۝

৯- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا
تَتَنَجَّوْا بِاللَّيْلِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ
الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

১২- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا تَنَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا
بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
১৩- أَشَفَقْتُمْ أَنْ تَقْدِمُوا
بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ

পারলে না এবং আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন, তখন তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং আনুগত্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। আর আল্লাহ সম্যক অবহিত তোমরা যা কর তা।

২০. নিশ্চয়ই যারা বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের শামিল।

২১. আল্লাহ লিখে রেখেছেন : অবশ্যই বিজয়ী হব আমি এবং আমার রাসূলগণও। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

২২. আপনি পাবেন না, এমন কোন লোক, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ ও আখিরাতে যে, তারা ভালবাসে তাদের, যারা বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, হোক না এরা তাদের পিতা, তাদের পুত্র, তাদের ভাই, অথবা তাদের জ্ঞাতি গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ সুদৃঢ় করে দিয়েছেন তাদের নিজ তরফ থেকে 'রুহ' দিয়ে। যিনি দাখিল করবেন তাদের জান্নাতে, প্রবাহিত যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ সন্তুষ্ট তাদের প্রতি এবং তারাও সন্তুষ্ট তাঁর প্রতি। এরাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই কামিয়াব।

সূরা হাশ্ব, ৫৯ : ৭

৭. যা কিছু আল্লাহর বিনাযুদ্ধে প্রদান করেছেন তাঁর রাসূলকে জনপদবাসীদের কাছ থেকে, তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, মিস্কীনদের এবং অসহায় মুসাফিরদের জন্য, যাতে সম্পদ আবর্তিত না হয় তোমাদের মাঝে

فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

২০- إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ○

২১- كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَبَنَّ أَكَا وَرَسُولِي ۖ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ○

২২- لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

৭- مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ

مِنْ أَهْلِ الْقُرَى

فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ

যারা বিত্তবান কেবল তাদের আর যা কিছু দেন তোমাদের রাসূল তা গ্রহণ কর এবং যা কিছু থেকে তিনি তোমাদের বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাক। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

সূরা মুমতাহানা, ৬০ : ১২

১২. হে নবী! যখন মু'মিন নারীরা আসে আপনার কাছে এমর্মে বায়'আত করতে যে, তারা শরীক করবে না, কোন কিছু আল্লাহর সাথে, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, হত্যা করবে না নিজেদের সন্তানদের, কোন অপবাদ রটাবে না জেনে শুনে এবং অমান্য করবে না আপনাকে নেককাজে, তখন আপনি তাদের বায়'আত গ্রহণ করবেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবেন তাদের জন্য আল্লাহর কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা সাফ্ফ, ৬১ : ৯

৯. তিনিই পাঠিয়েছেন তাঁর রাসূলকে হিদায়েত ও সত্য-দীনসহ, বিজয়ী করার জন্য সে দীনকে সকল দীনের উপর, যদিও মুশ্রিকরা তা অপসন্দ করে।

সূরা জুমু'আ, ৬২ : ২, ৩, ৪, ১১

২. তিনিই পাঠিয়েছেন উম্মীদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল, তিনি পাঠ করে শোনান তাদের তাঁর আয়াতসমূহ এবং পরিশুদ্ধ করেন তাদের আর শিক্ষা দেন কিতাব ও হিক্মত। তারা তো ছিল এর আগে গুরুতর গুমরাহীতে।

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۖ
وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۖ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

১২- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ
يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا
وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ
أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ
يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ
وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৯- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

২- هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۖ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

৩. আর তাদের অন্যান্যের জন্যেও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।
৪. এ হলো আল্লাহ্র অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ তো মহাঅনুগ্রহশীল।
১১. আর যখন তারা দেখল ব্যবসা ও খেল তামাশার বস্তু, তখন তারা ছুটে গেল সেদিকে, আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে। আপনি বলুন : আল্লাহ্র কাছে যা আছে, তা শ্রেয় খেল তামাশা ও ব্যঙ্গসার বস্তু থেকে। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিয়্যকদাতা।

সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

১. যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে, তখন তারা বলে : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তো অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল। আর আল্লাহ্ জানেন, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।
২. তারা ব্যবহার করে তাদের শপথকে ঢালরূপে এবং নিবৃত্ত করে মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে। নিশ্চয় কত নিকৃষ্ট তা, যা তারা করে!
৩. ইহা এজন্য যে, তারা ঈমান আনার পরে কুফরী করেছে, ফলে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে তাদের অন্তরের উপর তাই তারা বুঝে না।
৪. আর যখন আপনি তাদের দেখেন, তখন আপনাকে বিমোহিত করে তাদের দেহাকৃতি এবং তারা কথা বললে আপনি তাদের কথা শোনেন। যদিও

۳- وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

۴- ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

۱۱- وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا

انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا

قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ

○ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ○

۱- إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ

قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ

○ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ○

۲- اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً

فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

○ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

۳- ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

○ فَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ○

۴- وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ

○ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ

তারা দেওয়ালে ঠেকান কাঠের স্তম্ভের মত। তারা যে কোন শোরগোলকে তাদের বিরুদ্ধেই মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব সতর্ক থাকবে তাদের ব্যাপারে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন! কোথায় চলেছে তারা বিভ্রান্ত হয়ে!

৫. যখন তাদের বলা হয় : তোমরা এসো, ক্ষমা প্রার্থনা করবেন তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল। তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদের দেখতে পান, তারা ফিরে যাচ্ছে অহংকার ভরে।

৬. আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না-ই করুন না উভয়ই সমান। কখনো ক্ষমা করবেন আল্লাহ তাদের। আল্লাহ তো হিদায়েত দেন না পাপাচারী লোকদের।

৭. তারাই বলে : তোমরা ব্যয় করো না তাদের জন্য, যারা রয়েছে রাসূলের সাথে যতক্ষণ না তা তার কাছ থেকে সড়ে পড়ে। বস্তৃত আল্লাহরই ইখতিয়ারে আসমান ও যমীনের ধন-ভাণ্ডার কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না।

৮. তারা বলে, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই তাহলে অবশ্যই বের করে দেবে প্রবলরা সেখান থেকে দুর্বলদের*। বস্তৃত শক্তি তো আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং মু'মিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ৭, ৮, ১২

৭. যারা কুফরী করে তারা ধারণা করে যে, তাদের কখনো মৃত্যুর পর জীবিত করে উঠান হবে না। আপনি বলুন : নিশ্চয়ই

كَانَتْهُمْ خَشَبٌ مُّسْتَدَّةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۖ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ ۚ قَاتِلَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يُؤَفِّكُونُ ۝

৫-وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّارُوْهُمْ وَرَأَيْتُمْ يُصْذَوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ ۝

৬-سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

৭-هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ۚ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۝

৮-يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৭-زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ۚ

*. এ দৃষ্টান্ত করেছিল মদীনা শরীফের মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সুল্ল।

হবে, কসম আমার প্রতি-পালকের!
অবশ্যই তোমাদের মৃত্যুর পর জীবিত
করে উঠান হবে। তারপর তোমাদের
অবশ্যই অবহিত করা সে সম্পর্কে, যা
তোমরা করতে। আর এরূপ করা
আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

৮. অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহর
প্রতি, তাঁর রাসূলে প্রতি এবং কুরআনের
প্রতি, যা আমি নাযিল করেছি। আর
তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ
সবিশেষ অবহিত।

১২. আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর
এবং আনুগত্য কর রাসূলের, কিন্তু যদি
তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে আমার
রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে
প্রচার করা।

সূরা তালাক, ৬৫ : ১, ১০, ১১

১. হে নবী! (উম্মাতকে বলে দিন) যখন
তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক
দিতে চাইবে, তখন তাদের তালাক
দেবে তাদের ইদতের প্রতি লক্ষ্য রেখে
এবং তোমরা হিসেব রাখবে ইদতের,
আর ভয় করবে তোমাদের প্রতিপালক
আল্লাহকে। তোমরা তাদের বের করে
দেবে না তাদের বাসগৃহ থেকে এবং
তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা
লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়। এ সব
আল্লাহর সীমা, সে তো যুলুম করে
নিজের উপর। তুমি জান না, হয়ত
আল্লাহ এরপর কোন উপায় বের করে
দেবেন।

১০. নিশ্চয় আল্লাহ নাযিল করেছেন
তোমাদের প্রতি যিক্র-

১১. এক রাসূল যিনি তোমাদের পাঠ করে
শোনান আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ,

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ
لَتُنَبِّئُونَ بِمَا عَمِلْتُمْ ۖ
وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

৮- فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

১২- وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ
فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَأِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝

১- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم ۚ لَا تَخْرَجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۚ
وَبِذَٰلِكَ حَدُّودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ۝

১০- قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝

১১- رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ

বের করে আনার জন্য, যারা ঈমান এনেছে এবং নেকআমল করেছে তাদের আঁধার থেকে আলোতে। যে কেউ ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি এবং নেকআমল করে আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে। প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে চিরকাল। অবশ্যই তাকে উত্তম রিয্ক দেবেন আল্লাহ।

সূরা তাহরীম, ৬৬ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৯

১. হে নবী! কেন আপনি হারাম করেছেন, যা আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন তা? আপনি চাচ্ছেন আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
২. আল্লাহ তো বিধানের ব্যবস্থা করেছেন, তোমাদের কসম থেকে মুক্তি লাভের ব্যাপারে। আর আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক, তিনি সর্বজ্ঞ, হিক্মত-ওয়ালা।
৩. আর স্মরণ কর, গোপনে বলেছিলেন নবী তার কোন স্ত্রীকে একটি কথা, তারপর যখন সে তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ তা জানিয়ে দেন নবীকে, তখন নবী এ বিষয়ে কিছু প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে কিছু গোপন রাখেন। যখন তিনি তার স্ত্রীকে সে ব্যাপারে জানান তখন সে বলে : কে আপনাকে এ খবর দিয়েছেন? নবী বলেন : আমাকে খবর দিয়েছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।
৪. যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে এসো তবে ভাল, কেননা তোমাদের হৃদয় তো ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু যদি তোমরা নবীর

مَبِينَةٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝

১- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

২- قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ، وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝

৩- وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ

قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا، قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۝

৪- إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ

বিরুদ্ধে একে অপরকে সহায়তা কর, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ্‌ই তাঁর বন্ধু এবং জিব্রাইল ও নেককার মু'মিনরাও। এছাড়া অন্যান্য ফিরিশতারাও তার সাহায্যকারী।

৫. যদি নবী তোমাদের সবাইকে তালাক দেন, তবে সম্ভবত তাঁর প্রতিপালক তাঁকে তোমাদের স্থলে তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর স্ত্রী দেবেন, যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, ঈমানদার, অনুগত, তাওবাকারী, রোযাদার, অকুমারী এবং কুমারী।

৯. হে নবী! জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকের বিরুদ্ধে এবং কঠোর হোন তাদের প্রতি। আর তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।

সূরা মূলক, ৬৭ : ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

২৩. আপনি বলুন : তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং দিয়েছেন তোমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তঃকরণ। খুব কমই তোমরা শোকার কর।

২৪. বলুন : তিনিই ছড়িয়ে দিয়েছেন তোমাদের পৃথিবীতে এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

২৫. আর তারা বলে : কখন এ ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে বল ?

২৬. আপনি বলুন : এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই কাছে, আর আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

২৭. তারা যখন তা আসন্ন দেখবে, তখন কালো হয়ে যাবে কাফিরদের চেহারা

هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ
بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۝

۵- عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكَ
أَنْ يُبْدِلَكَ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ
مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَنَاطٍ تَابِتٍ
عَبَدَاتٍ سَابِقَاتٍ
تَيَّبَتْ وَأَبْكَارًا ۝

۹- يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَبئسَ الْمَصِيرُ ۝

۲۳- قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

۲৪- قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ
وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

২৫- وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

২৬- قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ
وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

২৭- فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً
سَيِّئَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

এবং বলা হবে : ইহা তা, যা তোমরা চাচ্ছিলে।

২৮. বলুন : তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি আল্লাহু ধ্বংস করেন আমাদের এবং আমার সঙ্গীদের, অথবা আমাদের প্রতি রহম করেন, তবে কে রক্ষা করবে কাফিরদের যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে ?

২৯. আপনি বলুন : তিনি রাহমান-অতি দয়াময়, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান রাখি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কে রয়েছে স্পষ্ট গুমরাহীতে।

৩০. বলুন : তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন কে এনে দেবে তোমাদের প্রবাহমান পানি ?

সূরা কালাম, ৬৮ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২

১. নূন-কসম কলমের এবং তারা যা লেখে তার,

২. আপনি আপনার রবের অনুগ্রহে পাগল নন।

৩. আর অবশ্যই আপনার জন্য আছে পুরস্কার, যা শেষ হবার নয়।

৪. আর আপনি তো মহান চরিত্রে ভূষিত।

৫. অচিরেই আপনি দেখবেন এবং তারাও দেখবে,

৬. কে তোমাদের মাঝে বিকারগ্রস্ত।

৭. নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক, তিনি তো ভাল জানেন, কে গুমরাহ হয়েছে তাঁর পথ থেকে এবং তিনি সম্যক অবহিত হিদায়েত প্রাপ্তদের সম্বন্ধে।

وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ○

২৮- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي

اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا ۖ

فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ○

২৯- قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ

وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسْتَعْلَمُونَ

مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○

৩০- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ

غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِكَاءٍ مَعِينٍ ○

১- ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ○

২- مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ○

৩- وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ○

৪- وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ○

৫- فَسَتَبْصُرُ وَ يَبْصُرُونَ ○

৬- بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ ○

৭- إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ

عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○

৮. অতএব আপনি অনুসরণ করবেন না অস্বীকারকারীদের।

৯. তারা চায়, যদি আপনি তাদের প্রতি নমনীয় হন, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।

১০. আর আপনি অনুসরণ করবেন না তার, যে অতিশয় শপথকারী, লাঞ্ছিত,

১১. পশ্চাতে নিন্দাকারী, একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়।

১২. বাধা দেয় কল্যাণের পথে, সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ,

১৩. রূঢ় স্বভাবের, তদুপরি কুখ্যাত,

১৪. এ জন্য যে, সে ছিল ধন-সম্পদ ও সম্ভান সম্ভতিতে সমৃদ্ধ।

১৫. যখন তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়। তখন সে বলে : এত সে কালের উপকথা।

৪৮. অতএব আপনি সব্র করুন, আপনার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়। আর আপনি অধীর হবেন না মাছের গ্রাসে পতিত ইউনুসের মত, যখন সে কাতর প্রার্থনা করেছিল বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায়।

৫১. আর কাফিররা যেন আপনাকে আছড়িয়ে ফেলে দেবে তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে, যখন তারা শোনে কুরআন এবং তারা বলে, এতো এক পাগল।

৫২. বস্তৃত কুরআন তো কেবল উপদেশ বিশ্বাসীর জন্য।

সূরা হাক্কা, ৬৯ : ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৫২

৪৪. আর যদি সে (মুহাম্মদ) আমার নামে কোন কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত,

৮- فَلَا تَطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ○

৯- وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ○

১০- وَلَا تَطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مُّهِينٍ ○

১১- هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ○

১২- مُّنْأَمٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ○

১৩- عُتْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ○

১৪- أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ○

১৫- إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا ○

○ قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ○

৪৮- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ○

○ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ ○

○ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ○

৫১- وَإِنْ يَكْذِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ ○

○ بِأَبْصَارِهِمْ لَنْ يَسْمَعُوا الدِّكْرَ ○

○ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ○

৫২- وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ○

৪৪- وَلَوْ تَقَوَّلَ ○

○ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ○

৪৫. তাহলে অবশ্যই আমি ধরে ফেলতাম
তা ডান হাত,

৪৬. তারপর অবশ্যই আমি কেটে ফেললাম
তার জীবন ধমনী।

৪৭. আর তোমাদের মাঝে এমন কেউ নেই
যে, তাকে রক্ষা করতে হবে।

৫২. অতএব আপনি তাসবীহ পাঠ করুন
আপনার মহান রবের নামের।

সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ৩৬, ৩৭ ৩৮, ৩৯

৩৬. কি হলো তাদের, যারা কুফরী
করেছে যে, তারা আপনার দিকে ছুটে
আসছে,

৩৭. ডান দিক ও বাম দিক থেকে দলে
দলে ?

৩৮. তারা প্রত্যেকে কি এ আশা করে যে,
দাখিল করা হবে তাকে প্রাচুর্যময়
জান্নাতে ?

৩৯. না, কখনো নয়, আমি তো তাদের সৃষ্টি
করেছি এমন কিছু থেকে, যা তারা
জানে।

সূরা জিন, ৭২ : ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩,
২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

১৯. আর তখন আল্লাহর বান্দা মুহাম্মদ দাঁড়াল
আল্লাহকে ডাকার জন্য, তখন তারা তার
কাছে ভিড় জমাল।

২০. আপনি বলুন : আমি তো কেবল আমার
রবকেই ডাকি এবং শরীক করি না তাঁর
সাথে অন্য কাউকে।

২১. বলুন : আমি তো মালিক নই
তোমাদের কোন অমঙ্গলে অথবা
মঙ্গলের।

২২. বলুন, কেউ-ই আমাকে রক্ষা করতে
পারে না আল্লাহর আযাব থেকে এবং

৫০- لَا خَظَايَا لَهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَئِيْلَ الْمُنٰظِرِيْنَ ۝

৫১- ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۝

৫৭- فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ۝

৫২- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

৩৬- فَمَالِ الْذٰیْنَ كَفَرُوْا قَبْلَكَ مُهْطِعِيْنَ ۝

৩৭- عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّيْنَ ۝

৩৮- اَيُّطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةً نَّعِيْمٍ ۝

৩৯- كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

১৭- وَاِنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝

২০- قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّيْ ۝

২০- وَلَا اَشْرِكُ بِهٖٓ أَحَدًا ۝

২১- قُلْ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ

لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝

২২- قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ۝

কিছুতেই আমি কোন আশ্রয় পাবো না
আল্লাহ্ ছাড়া,

২৩. আমার দায়িত্ব তো কেবল আল্লাহ্ পক্ষ
থেকে পৌছানো এবং তাঁর বাণী প্রচার
করা। আর যে কেউ অমান্য করবে
আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে, অবশ্যই তার
জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন,
সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে
চিরকাল।

২৪. যখন তারা প্রত্যক্ষ করবে, যে শাস্তির
কথা তাদের ওয়াদা করা হয়েছিল তা,
তখন তারা বুঝতে পারবে, সাহায্যকারী
হিসেবে কে অধিক দুর্বল এবং সংখ্যায়
অল্প।

২৫. আপনি বলুন : আমি জানি না যে ওয়াদা
তোমাদের সাথে করা হয়েছে, তা
নিকটবর্তী, অথবা আমার প্রতিপালক
স্থির করেন এর জন্য কোন দীর্ঘ
মিয়াদ।

২৬. তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আর তিনি
প্রকাশ করেন না তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান
কারো কাছে-

২৭. তার মনোনীত রাসূল ব্যতিরেকে। সে
ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের সামনেও
পেছনে নিয়োজিত করেন প্রহরী,

২৮. যাতে তিনি প্রকাশ করে দেন যে,
রাসূলগণ পৌছে দিয়েছে তাদের রবের
বাণী। আর তিনি পরিবেষ্টন করে আছেন
তা, যা রয়েছে রাসূলগণের সাথে
এবং তিনি সব কিছুর বিস্তারিত হিসাব
রাখেন।

সূরা মুযাম্মিল, ৭৩ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬,
৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ২০

১. হে কস্বল-আবুত মুহাম্মদ!

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (৩য় খণ্ড)—৪২

وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

২৩-إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ
وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
قَانَ لَهُ تَأْرَجَهُمْ

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۝

২৪-حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ
فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا
وَأَقَلُّ عَدَدًا ۝

২৫-قُلْ إِنْ أَدْرِي
أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ
أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۝

২৬-عِلْمُ الْغَيْبِ

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝
২৭-إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ
فَإِنَّهُ يَسْلُكُ

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝
২৮-لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ
رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ
وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝

১-يَا أَيُّهَا الْمَرْمُلُ ۝

২. আপনি রাত্রি-জাগরণ করুন, কিছু অংশ ছাড়া,
৩. রাতের অর্ধেক বা তার চাইতে কম,
৪. অথবা তার চাইতে বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরেধীরে, স্পষ্টভাবে।
৫. অবশ্যই আমি অচিরেই নাযিল করছি আপনার উপর গুরুভার বাণী।
৬. নিশ্চয় বিনিন্দ্র রাত্রি জাগরণ প্রবৃত্তি দলনে অধিক কার্যকর এবং স্পষ্ট উচ্চারণে অধিক ক্রিয়াশীল।
৭. নিশ্চয় আপনার জন্য রয়েছে দিনের বেলা সুদীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।
৮. অতএব আপনি যিকির করুন আপনার রবের নামে এবং মগ্ন হন তাঁর প্রতি একনিষ্ঠভাবে।
৯. তিনিই রব পূর্বের ও পশ্চিমের, নেই কোন ইলাহু তিনি ছাড়া সুতরাং আপনি গ্রহণ করুন তাঁকে কর্মসম্পাদন-কারীরূপে।
১০. আর সবার করুন, তারা যা বলে তাতে এবং পরিহার করে চলুন তাদের সৌজন্য সহকারে।
১১. আর ছেড়ে দিন আমাকে এবং সে সব অস্বীকারকারীদের যারা বিলাস সামগ্রীর অধিকারী, আর অবকাশ দিন তাদের কিছু কালের জন্য।
১৫. আমি তো পাঠিয়েছিলাম তোমাদের কাছে একজন রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীরূপ, যেমন আমি পাঠিয়েছিলাম ফিরা'আউনের কাছে রাসূল।
১৬. কিন্তু অমান্য করেছিল ফির'আউন সে রাসূলকে, ফলে আমি পাকড়াও করেছিলাম তাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে।

- ২- قُمْ الْيَلَّ إِلَّا قَلِيلًا ○
- ৩- نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ○
- ৪- أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ○
- ৫- وَمَرَّتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ○
- ৬- إِنْ سَنَلْنِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ○
- ৭- إِنْ نَاشِئَةَ الْيَلِّ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً ○
- ৮- وَأَقْوَمُ قِيلًا ○
- ৯- إِنْ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ○
- ১০- وَادْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ ○
- ১১- وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ○
- ১২- رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ○
- ১৩- وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ○
- ১৪- وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ○
- ১৫- وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَى النَّعْمَةِ ○
- ১৬- وَمَقَاهِلَهُمْ قَلِيلًا ○
- ১৭- إِنْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ○
- ১৮- شَاهِدًا عَلَيْكُمْ ○
- ১৯- كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ○
- ২০- فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ○
- ২১- فَآخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ○

২০- إِنْ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ
 مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ
 وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ
 وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ
 عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ
 فَتَابَ عَلَيْكُمْ
 فَقَرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ
 عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ
 وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
 يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ
 وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
 فَقَرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ ۚ
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ
 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
 تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ
 أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

১- يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ○

২- قُمْ فَأَنْذِر ○

৩- وَرَبَّكَ فَكَبِّر ○

৪- وَثِيَابَكَ فَطَهِّر ○

৫- وَالرُّجْزَ فَاهْجُر ○

৬. আর দান করবেন না অধিক পাওয়ার আশায়,
৭. এবং আপনার রবের উদ্দেশ্যে সবর করুন।

সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

১৬. আপনি সঞ্চালন করবেন না কুরআন নাযিল হওয়ার সময় আপনার জিহ্বা তা দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য।
১৭. নিশ্চয় আমার উপর দায়িত্ব এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার।
১৮. অতএব যখন আমি তা পাঠ করি তখন আপনি অনুসরণ করবেন সেই পাঠের,
১৯. তারপর আমার দায়িত্ব এর বিশদ ব্যাখ্যা।

সূরা দাহর, ৭৬ : ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

২৩. আমি তো নাযিল করেছি আপনার প্রতি কুরআন ক্রমক্রমে।
২৪. অতএব আপনি সবর করুন আপনার রবের হুকুমের জন্য এবং আনুগত্য করবেন না তাদের মধ্যে যে পাপী অথবা কান্নার তার।
২৫. আর যিক্র করুন আপনার রবের নাম সকাল ও সন্ধ্যায়,
২৬. এবং রাতের কিছু অংশে তাঁর প্রতি সিজ্দাবনত হোন আর তাঁর তাসবীহ পাঠ করুন রাতের দীর্ঘ সময় ধরে।

সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬

৪২. তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত সম্পর্কে, কখন তা সংঘটিত হবে?
৪৩. কি সম্পর্ক আপনার এর আলোচনার সাথে?

৬- وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ○

৭- وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ ○

১৬- لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ○

১৭- إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ○

১৮- فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ○

১৯- ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ○

২৩- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ○

২৪- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ○

২৫- وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ○

২৬- وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ○

৪২- يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ

أَيَّانَ مَرْسُهَا ○

৪৩- فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ○

৬৬- إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهٰهَا ۝

৬৭- اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ مِّنۡ يَّخْشٰهَا ۝

৬৮- كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا

لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ۝

১- عَبَسَ وَتَوَلّٰی ۝

২- اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی ۝

৩- وَمَا يَدْرِیْكَ لَعَلَّهٗ یَزْكٰی ۝

৪- اَوْ یَذْكُرُ فِتْنَعَهُ الَّذِیْنَ ۝

৫- اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰی ۝

۬- فَاَنْتَ لَهُ تَصَدّٰی ۝

৭- وَمَا عَلٰیكَ اِلَّا یَزْكٰی ۝

৮- وَاَمَّا مَنِ جَاءَكَ یَسْعٰی ۝

۬- وَهُوَ یَخْشٰی ۝

১০- فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهٰی ۝

১১- كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝

১২- فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ ۝

২২- وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ۝

২৩. এবং তিনি তো দেখেছেন তাকে স্পষ্ট দিগন্তে,

২৪. আর তিনি নন গায়েব সম্পর্কে কৃপণ।

সূরা তারিক, ৮৬ : ১৫, ১৬, ১৭

১৫. তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে,

১৬. আর আমিও অনুরূপ কৌশল অবলম্বন করি।

১৭. অতএব আপনি অবকাশ দিন কাফিরদের অবকাশ দিন তাদের কিছুকালের জন্য।

সূরা আলা, ৮৭ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

১. আপনি তাসবীহ পাঠ করুন আপনার সুমহান রবে,

২. যিনি সৃষ্টি করেন এবং সুঠাম করেন,

৩. আর যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন এবং হিদায়েত দান করেন,

৪. আর যিনি উৎপন্ন করেন তৃণ,

৫. পরে তা তিনি পরিণত করেন ধূসর আবর্জনায়।

৬. নিশ্চয়ই আমি পাঠ করাব আপনাকে, ফলে আপনি ভুলবেন না,

৭. তবে আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া, নিশ্চয়ই তিনি জানেন যা প্রকাশ্য এবং যা গোপনীয়।

৮. আর আমি সুগম করে দেব আপনার জন্য সহজ পথ।

৯. অতএব আপনি উপদেশ দিন যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়,

১০. অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করবে সে যে ভয় করে,

২৩. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ○

২৪. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ○

১৫. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ○

১৬. وَأَكِيدُ كَيْدًا ○

১৭. فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَمَهُلُهُمْ رُويًا ○

১- سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ○

২- الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى ○

৩- وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ○

৪- وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ○

৫- فَجَعَلَهُ غَنَاءً أَحْوَى ○

৬- سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ○

৭- إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ○

৮- إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ○

৯- وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ○

১০- فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ○

১১- سَيَذَكِّرْ مَنْ يَخْشَى ○

১১. এবং তা উপেক্ষা করবে সে যে নিতান্ত হতভাগ্য।

১১- وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ○

সূরা গাশিয়া, ৮৮ : ২১, ২২, ২৩, ২৪

২১. আপনি উপদেশ দিন, আপনি একজন উপদেশদাতা মাত্র।

২১- فَذَكِّرْهُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ○

২২. আপনি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নন।

২২- لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّطٍ ○

২৩. তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং কুফরী করলে-

২৩- إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ○

২৪. তাকে মহাশাস্তি দেবেন আল্লাহ।

২৪- فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ○

সূরা দুহা, ৯৩ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

১. পূর্বাহ্নের কসম!

১- وَالضُّحَى ○

২. আর কসম রাতের যখন তা নিঝুম হয়!

২- وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ○

৩. আপনাকে পরিত্যাগ করেননি আপনার প্রতিপালক এবং তিনি আপনার প্রতি বিরূপও হননি।

৩- مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلٍ ○

৪. আর অবশ্যই আখিরাত আপনার জন্য শ্রেয় দুনিয়ার চাইতে।

৪- وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ○

৫. অচিরেই আপনাকে দান করবেন আপনার রব, ফলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

৫- وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ○

৬. তিনি কি পাননি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায়, আর দেননি আপনাকে আশ্রয়?

৬- أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ○

৭. আর তিনি পেয়েছেন আপনাকে হেদায়েত সম্পর্কে অবহিত, তারপর তিনি হেদায়েত দান করলেন।

৭- وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ○

৮. আর তিনি পেলেন আপনাকে অস্বচ্ছল, পরে তিনি করলেন স্বচ্ছল।

৮- وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ○

৯. অতএব আপনি হবেন না ইয়াতীমের প্রতি কঠোর,

৯- فَاِمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ○

১০. এবং সাওয়ালকারীকে ধমকাবেন না,

১০- وَامَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ○

১১. আর আপনি আপনার রবের নি'আমত সম্পর্কে জানিয়ে দিন।

সূরা ইনশিরাহ, ৯৪ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

১. আমি কি প্রশস্ত করে দেইনি আপনার জন্য আপনার বক্ষ ?
২. আর আমি অপসারণ করেছি আপনার থেকে আপনার বোঝা,
৩. যা ছিল আপনার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক,
৪. আর আমি সমুন্নত করেছি আপনার জন্য আপনার সুখ্যাতি।
৫. নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি।
৬. অবশ্যই কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি।
৭. অতএব আপনি যখনই অবসর পাবেন তখনই একান্তে ইবাদত করবেন,
৮. এবং আপনার রবের প্রতি একাত্মচিন্তে মনোনিবেশ করবেন।

সূরা আলাক, ৯৬ : ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. আপনি পাঠ করুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন,
২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে।
৩. আপনি পাঠ করুন, আর আপনার রব তো মহিমাম্বিত,
৪. যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে-
৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

সূরা ফীল, ১০৫ : ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. আপনি কি দেখেননি কী করেছিলেন আপনার রব হস্তিবাহিনীর সাথে ?

১-وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

১-أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

২-وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ

৩-الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ

৪-وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

৫-فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

৬-إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

৭-فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

৮-وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

১-اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

২-خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

৩-اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

৪-الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

৫-عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

১-أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ

২. তিনি কি ব্যর্থ করে দেননি তাদের কৌশল ?
৩. আর তিনি তো পাঠিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি,
৪. যারা নিষ্ফল করে তাদের উপর প্রস্তর কঙ্কর।
৫. তারপর তিনি করেছেন তাদের ভক্ষিত ভূণের মত।

সূরা কাউসার, ১০৮ : ১, ২, ৩

১. অবশ্যই আমি দান করেছি আপনাকে কাওসার।
২. অতএব আপনি সালাত আদায় করুন আপনার রবের উদ্দেশ্যে এবং কুরবানী করুন।
৩. নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্রোহপোষণকারী, সে তো নির্বংশ।

সূরা কাফিরুন, ১০৯ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

১. আপনি বলুন, হে কাফিররা!
২. আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর,
৩. এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি,
৪. এবং আমি ইবাদতকারী নই তার যার ইবাদত তোমরা করছ,
৫. এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি।
৬. তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।

সূরা নাস্র : ১১০ : ১, ২, ৩

১. যখন এসেছে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়

১- اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝

২- وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ ۝

৩- تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۝

৪- فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ مَّا كُوِّلَ ۝

১- اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ۝

২- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

৩- اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝

১- قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝

২- لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝

৩- وَلَا اَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا اَعْبُدُ ۝

৪- وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَّا عِبَدْتُمْ ۝

৫- وَلَا اَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا اَعْبُدُ ۝

৬- لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

১- اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝

২. এবং আপনি দেখলেন মানুষকে প্রবেশ করতে আল্লাহ্‌র দীনে দলে দলে,
৩. অতএব আপনি সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করুন আপনার রবের এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তিনি তো তাওবা কবুলকারী।

সূরা ইখলাস, ১১২ : ১, ২, ৩, ৪

১. বলুন, তিনিই আল্লাহ্ এক।
২. আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী,
৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি,
৪. এবং নেই কেউ তাঁর সমতুল্য।

সূরা ফালাক, ১১৩ : ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি ভোরের মালিকের,
২. তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে,
৩. এবং অনিষ্ট থেকে রাতের অন্ধকারের যখন তা গভীর হয়,
৪. অনিষ্ট থেকে গ্রহীতে ফুৎকারকারিনী-দের,
৫. এবং অনিষ্ট থেকে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।

সূরা নাস, ১১৪ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

১. বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের রবের,
২. মানুষের মালিকের,
৩. মানুষের ইলাহের,
৪. অনিষ্ট থেকে কুমন্ত্রণাদাতা আত্মগোপন-কারীর,
৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,
৬. জীন্ এবং মানুষের মধ্য থেকে।

২- وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ
فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝
۳- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ
إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

১- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝

২- اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

৩- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝

৪- وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

১- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝

২- مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

৩- وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝

৪- وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝

৫- وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

১- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝

২- مَلِكِ النَّاسِ ۝

৩- إِلَهِ النَّاسِ ۝

৪- مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝

৫- الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝

৬- مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাম অনুল্লিখিত নবীগণ*

শামউন / শাযীল আলাইহিস সালাম

সূরা বাকারা, ২ : ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯,
২৫০, ২৫১

২৪৬. আপনি কি লক্ষ্য করেননি মূসার পরবর্তী
বনু ইসরাঈলের প্রধানদের প্রতি ? যখন
তারা বলেছিল তাদের নবীকে : (শামউন/
শাযীল) আপনি নিযুক্ত করুন আমাদের
জন্য একজন রাজা, যাতে আমরা যুদ্ধ
করতে পারি আল্লাহর পথে। তখন নবী
বলেছিল : এমনটি তো হবে না যে,
তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া
হবে, অথচ তোমরা যুদ্ধ করবে না ?
তারা বলল : কেন আমরা আল্লাহর পথে
যুদ্ধ করব না, অথচ আমরা বহিষ্কৃত
হয়েছি আমাদের ঘর-বাড়ি থেকে এবং
আমাদের সন্তান-সন্ততি থেকে। তারপর
যখন যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল তাদের
প্রতি, তখন তাদের অল্প সংখ্যক ছাঁড়া
সবাই পৃষ্ঠ-প্রদর্শণ করল। আর আল্লাহ
সবিশেষ অবহিত যালিমদের সম্বন্ধে।

২৪৭. আর তাদের নবী তাদের বলেছিল :
নিশ্চয় আল্লাহ তালুতকে তোমাদের
জন্য বাদশাহ বানিয়েছেন। তারা বলল :
কেমন করে হবে তার বাদশাহী
আমাদের উপর, অথচ আমরা অধিক
হকদার বাদশাহীর তার চাইতে ! আর

২৪৬- أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ
مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى
إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ
لَّهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ
إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا
قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا
فَلَنَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ
تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝

২৪৭- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ
إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا
قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ

* এ পরিচ্ছেদে বর্ণিত নবীগণের নাম সরাসরি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ নেই তবে হাদীস ও তাফসীরে উল্লেখ আছে।

তাকে দেওয়া হয়নি প্রচুর ধন-সম্পদ ও।
নবী বলল : নিশ্চয় আল্লাহ্ মনোনীত
করেছেন তাকে তোমাদের প্রতি এবং
তিনি তাকে সমৃদ্ধ করেছেন জ্ঞানে ও
দেহে। আর আল্লাহ্ দেন যাকে ইচ্ছা
স্বীয় রাজ্য। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

২৪৮. আর তাদের নবী বলেছিল তাদের :
নিশ্চয় তার রাজত্বের নিদর্শন হল এই
যে, আসবে তোমাদের কাছে সে
সিন্দুক, যাতে থাকবে শান্তনা-দায়ক বস্তু
তোমাদের রবের তরফ থেকে এবং
মূসা ও হারুনের বংশধরগণ যা রেখে
গেছেন, তার অবশিষ্টাংশ। সেটি বহন
করবে ফিরিশ্তারা। এতে রয়েছে
নিশ্চিত নিদর্শন তোমাদের জন্য, যদি
তোমরা মু'মিন হও।

২৪৯. তারপর যখন বের হল তালূত
সেনাবাহিনী নিয়ে, তখন সে বলল :
নিশ্চয় আল্লাহ্ পরীক্ষা করবেন তোমাদের
একটি নহর দিয়ে। অতএব যে কেউ
তা থেকে পান করবে, সে আমার
দলভুক্ত নয়, তবে যে কেউ তার স্বাদ
গ্রহণ করবে না, সে আমার দলভুক্ত ; এ
ছাড়া যে কেউ তার হাতের এক কোষ
পানি পান করবে সেও। তারপর তা
থেকে পান করল তাদের মধ্য থেকে
অল্প-সংখ্যক ছাড়া সবাই। এরপর যখন
সে এবং তার ঈমানদার সঙ্গীরা তা
অতিক্রম করল, তখন তারা বলল :
আজ আমাদের শক্তি নেই যুদ্ধ করার
জালূত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে।
কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল যে, অবশ্যই
তাদের আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে,
তারা বলল : কত ক্ষুদ্রদল পরাভূত
করেছে, কত বৃহৎ দলকে আল্লাহ্র
ইচ্ছায়। আর আল্লাহ্ সবারকারীদের সাথী।

وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ۖ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً
فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي
مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

২৪৮- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ
أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ
مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى
وَالْهَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم
إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

২৪৯- فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ۖ
قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۚ
فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ
وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي
إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ
فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَلَمَّا جَاوَزَهُ
هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ
قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ
وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ
مُلِقُوا اللَّهَ ۖ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ
غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

২৫০. আর যখন তারা যুদ্ধের জন্য জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হল, তখন তারা বলল : হে আমাদের রব ! দিন আমাদের প্রচুর ধৈর্য, আর দৃঢ় রাখুন আমাদের কদম এবং সাহায্য করুন আমাদের কাফির লোকদের বিরুদ্ধে ।

২৫১. তারপর তারা পরাজিত করল তাদের আল্লাহর হুকুমে এবং দাউদ হত্যা করল জালূতকে ; আর আল্লাহ তাকে দেন বাদশাহী ও হিক্মত এবং তাকে শিক্ষা দেন যা তিনি চান । আর যদি আল্লাহ প্রতিহত না করতেন মানুষের এক দলকে অন্য দল দিয়ে, তাহলে অবশ্যই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত পৃথিবী । কিন্তু আল্লাহ অনুগ্রহশীল জগতসমূহের প্রতি ।

২৫০- وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ

قَالُوا رَبَّنَا آفِرْغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

وَوَثِّبْتَ أَقْدَامَنَا

وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○

২৫১- فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ

الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ

بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ

وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ○

হযরত ইউশা (আ)

সূরা কাহফ, ১৮ : ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪

৬০ স্বরণ কর, বলেছিল মূসা তার সঙ্গী (ইউশা) কে : আমি থামব না দুই সমুদ্রের মিলন স্থলে না পৌছা পর্যন্ত, অথবা আমি চলতে থাকব যুগযুগ ধরে ।

৬১. তারপর যখন তারা উভয়ে পৌছল দুই সমুদ্রের মিলন স্থলে, তখন তারা ভুলে গেল নিজেদের মাছের কথা, মাছটি সুড়ঙ্গের মত নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল ।

৬২. যখন তারা আরও অগ্রসর হলো তখন মূসা তার সঙ্গীকে বলল : দাও আমাদের ভোরের নাস্তা । আমরা তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি এ সফরে ।

৬৩. সঙ্গী বলল : আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, যখন আমরা বিশ্রাম করছিলাম পাথরের উপরে, তখন আমি ভুলে গিয়েছিলাম মাছের কথা? শয়তান ছাড়া কেউ

৬০- وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ

لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ

أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ○

৬১- فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا

نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ

سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ○

৬২- فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ

اتِنَا غَدَاءَنَا

لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ○

৬৩- قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ

فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ

وَمَا أَتَيْنَاهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَدْكُرَهُ

আমাকে ভুলিয়েছে সে মাছের কথা বলতে, আর মাছটি তো নিজের পথ করে নেমে গেছে সমুদ্রে আশ্চর্যজনকভাবে।

৬৪. মূসা বলল : আমরা তো ঐ জায়গাটিরই অনুসন্ধান করছিলাম। তারপর তারা ফিরে চলল নিজেদের পায়ের চিহ্ন ধরে।

وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝

৬৫- قَالَ ذَلِكُمْ مَا كُنَّا نَبْغُ ۝

فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۝

হযরত খিযির (আ)

সূরা কাহফ, ১৮ : ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

৬৫. তারপর তারা (মূসা ও ইউশা) পেল আমার বান্দাদের থেকে একবান্দাকে (খিযির), যাকে আমি দান করেছিলাম রহমত আমার তরফ থেকে এবং যাকে আমি শিক্ষা দিয়েছিলাম আমার তরফ থেকে বিশেষ জ্ঞান।

৬৬- فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا

اتَّيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

وَعِلْمُهُ مِثْلَ لَدُنَّا عِلْمًا ۝

৬৬. মূসা তাকে বলল : আমি কি আপনার অনুসরণ করব এ শর্তে যে, আপনি আমাকে শিক্ষা দেবেন, সত্যের যে জ্ঞান আপনাকে দেয়া হয়েছে তা থেকে।

৬৭- قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ

عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۝

৬৭. সে বলল : আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য্যধারণ করে থাকতে পারবেন না।

৬৮- قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ

مَعِيَ صَبْرًا ۝

- ৬৮ আর কেমন করে আপনি ধৈর্য ধরবেন সে বিষয়, যে বিষয়ের জ্ঞান আপনার আয়ত্ত নয় ?

৬৯- وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ

مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۝

৬৯. মূসা বলল : ইনশা আল্লাহ আপনি অবশ্যই আমাকে ধৈর্য্যশীল পাবেন এবং আমি অমান্য করব না আপনার কোন নির্দেশ।

৭০- قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ

صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝

৭০. সে বলল : আচ্ছা যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই, তবে আমাকে কোন বিষয় প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি সে বিষয়ে আপনাকে কিছু বলি।

৭১- قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي

فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ

أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

৭১. তারপর তারা উভয়ে চলতে লাগল, চলতে চলতে তারা যখন নৌকায় আরোহণ করল, তখন সে তা ছিদ্র করে দিল। মূসা বলল : আপনি কি তা ছিদ্র করে দিলেন এর আরোহীদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য ? আপনি তো করলেন এক গুরুতর অন্যায় কাজ।

৭১- فَأَنطَلَقَا وَنَحْنُ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۝

৭২. সে বলল : আমি কি বলিনি যে, আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না ?

৭২- قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

৭৩. মূসা বলল : আপনি আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করবেন না যে ভুল আমি করেছি সে জন্য, আর আমার ব্যপারে খুব কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।

৭৩- قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُزهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝

৭৪. তারপর তারা উভয়ে চলতে লাগল। চলতে চলতে যখন তারা সাক্ষাত পেল এক বালকের, তখন সে তাকে হত্যা করল। মূসা বলল : আপনি কি হত্যা করলেন এক নিষ্পাপ ব্যক্তিকে কোন হত্যার অপরাধ ছাড়াই ? আপনি তো করলেন এক গুরুতর অপরাধ।

৭৪- فَأَنطَلَقَا وَنَحْنُ حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَاقْتَلَهُ ۖ قَالَ اقْتُلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثُكْرًا ۝

৭৫. সে বলল : আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না ?

৭৫- قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

৭৬. মূসা বলল : এরপর যদি আমি আপনাকে কোন প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। আপনার কাছে আমার ওয়র আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

৭৬- قَالَ إِنْ سَأَلْتِكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝

৭৭. তারপর তারা উভয়ে চলতে লাগল। চলতে চলতে যখন তারা পৌঁছল এক জনপদের অধিবাসীদের কাছে, তখন তারা তাদের কাছে খাবার চাইল। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। তারপর তারা সেখানে

৭৭- فَأَنطَلَقَا وَنَحْنُ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمُوا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا

এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল এবং সে তা সুদৃঢ় করে দিল। মুসা বলল : আপনি যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই এর জন্য বিনিময় গ্রহণ করতে পারতেন।

৭৮. সে বলল : এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেল। অবশ্যই আমি তাৎপর্য ব্যাখ্যা করব সে বিষয়, যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি।

৭৯. হাঁ, নৌকাটির ব্যাপার তা ছিল কতিপয় গরীব লোকের, যারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ঞ্টিযুক্ত করতে ; কেননা, তাদের পেছনে ছিল এক রাজা, যে বল পূর্বক ছিনিয়ে নিত সব ভাল নৌকা।

৮০. আর বালকটি, তার মাতাপিতা ছিল মু'মিন। আমি ভয় করলাম যে, সে তাদের বিব্রত করবে নাফরমানী ও কুফরীর কারণে।

৮১. আমি চাইলাম যে, তাদের রব তার পরিবর্তে তাদের এক সন্তান দান করবেন, যে হবে উত্তম তার চাইতে পবিত্রতায় এবং ঘনিষ্ঠতর ভক্তি ও ভালবাসায়।

৮২. আর প্রাচীরটি তা ছিল শহরের দুই ইয়াতীম কিশোরের, যার নিচে ছিল গুপ্তধন তাদের জন্য আর তাদের পিতা ছিল একজন নেক্কার ব্যক্তি। সুতরাং আপনার রব ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হউক এবং তারা বের করে নিক তাদের ধনভান্ডার। এ ছিল আপনার রবের তরফ থেকে রহমত। আর আমি করিনি কোন কিছু আমার নিজের তরফ থেকে। এ হলো ব্যাখ্যা সে বিষয়ের যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য-ধারণ করতে পারেননি।

جَدَارًا يَرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۖ
قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝

৭৮- قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ
سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ
مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

৭৯- أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ
يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ
أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ
يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝
৮০- وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ
مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا
طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝

৮১- فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا
خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝

৮২- وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ
فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا
وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ۚ
فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا
وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ ۚ
وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ
ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাম উল্লেখিত, তবে নবী কিনা তা বলা হয়নি

১. ইমরানের স্ত্রী

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩৫, ৩৬, ৩৭

৩৫. স্মরণ কর, বলেছিল ইমরানের স্ত্রী, হে আমার রব ! আমি মানত করলাম আপনার জন্য আমার গর্ভে যা আছে তা একান্তভাবে। অতএব আপনি কবুল করুন তা আমার থেকে। নিশ্চয় আপনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৩৫- اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّیْ
نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا
فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ ؕ
اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝

৩৬. তারপর যখন সে তাকে প্রসব করল, তখন সে বলল : হে আমার রব ! আমি তো প্রসব করেছি কণ্যা সন্তান ! আর আল্লাহ তো সবিশেষ অবহিত সে সম্পর্কে, যা সে প্রসব করেছে। আর ছেলে তো এ মেয়ের মত নয় ! আমি তো এর নাম রেখেছি মারইয়াম এবং আমি তোমার আশ্রয় চাই তার ও তার বংশধরদের জন্য অভিশপ্ত শয়তান থেকে।

৩৬- فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ
وَضَعْتُهَا اُنْثٰی ۚ وََاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ
وَلَیْسَ الذَّكَرُ کَالْاُنْثٰی ؕ
وَ اِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ
وَ اِنِّیْ اَعِیْذُهَا بِكَ
وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝

৩৭. তারপর তাকে কবুল করলেন তার রব ভালরূপে এবং লালন-পালন করলেন তাকে উত্তমরূপে আর তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিলেন যাকারিয়াকে। যখনই যাকারিয়া তার সংগে কক্ষ দেখা করতে যেত, তখনই তাঁর কাছে খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত : হে মারইয়াম ! কোথায় পেলে তুমি এসব ?

৩৭- فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ
وَ اَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَ كَفَّلَهَا زَكَرِیَّا ؕ
كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِیَّا الْبِحْرَابَ
وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا
قَالَ یَمْرُؤُا اِنِّیْ لَكَ هٰذَا

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (৩য় খণ্ড)—৪৪

সে বলত : এসব আল্লাহর তরফ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ রিযিক দেন যাকে চান বে-হিসাব।

قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

যুল-কারনাইন

সূরা কাহ্ফ, ১৮ : ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭,
৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪,
৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯

৮৩. আর তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে
যুল-কারনাইন সম্বন্ধে। আপনি বলুন :
অচিরেই আমি বর্ণনা করব তোমাদের
কাছে তার বৃত্তান্ত।

৮৪. আমি তো দিয়েছিলাম তাকে কর্তৃত্ব
পৃথিবীতে এবং দান করেছিলাম তাকে
সব কিছুর উপায় উপকরণ।

৮৫. সুতরাং সে অবলম্বন করল এক পথ।

৮৬. সে চলতে চলতে যখন পৌঁছল সূর্যের
অস্তগমন স্থলে, তখন সে দেখতে পেল
সূর্যকে অস্ত-যেতে এক পক্ষিল জলাশয়ে
এবং সে পেল সেখানে এক কাওমকে।
আমি বললাম : হে যুল কারনাইন, তুমি
চাইলে এদের শাস্তি দিতে পার অথবা
এদের ব্যপারে সদয় ব্যবহার করতে
পার।

৮৭. সে বলল : যে কেউ সীমালঙ্ঘন করবে
অবশ্যই আমি তাকে শাস্তি দেব, তারপর
তাকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে তার রবের
কাছে, তখন তিনি তাকে কঠোর শাস্তি
দেবেন।

৮৮. তবে যে কেউ ঈমান আনবে এবং
নেকআমল করবে তার জন্য প্রতিদান
স্বরূপ রয়েছে কল্যাণ এবং অবশ্যই
আমি তার প্রতি ব্যবহারে নম্র কথা বলব।

৮৯. তারপর সে আর এক পথ ধরল,

۸۳- وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ

قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ○

۸৪- إِنَّا مَكْنَانُهُ فِي الْأَرْضِ

وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ○

۸৫- فَاتَّبَعَ سَبَبًا ○

۸৬- حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ

وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ

إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ

حُسْنًا ○

۸৭- قَالَ إِمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ

ثُمَّ يَرْدُّهُ إِلَىٰ رَبِّهِ

فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا يُكَرِّرُ ○

۸৮- وَإِمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ وَهُمْ فِي سَفْوَةٍ

لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ○

۸৯- ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ○

৯০. সে চলতে চলতে যখন পৌঁছল সূর্য উদয়স্থলে, তখন সে দেখল, তা উদয় হচ্ছে এমন এক কাওমের উপর, যাদের জন্য আমি সূর্যতাপ হতে কোন আড়াল সৃষ্টি করিনি।
৯১. এটাই আসল ঘটনা। আর আমি তো জ্ঞান আয়ত্ত্ব করে রেখেছি, যে তথ্য তার কাছে আছে তা।
৯২. তারপর সে ধরল আর এক পথ।
৯৩. সে চলতে চলতে যখন দুই পর্বতের মাঝখানে পৌঁছল, তখন সে তথ্যই এমন এক কাওমকে পেল, যারা কোন কথা বুঝার মত ছিল না।
৯৪. তারা বলল : হে যুল-কারনাইন ! নিশ্চয় ইয়াজুজ ও মাজুজ ফাসাদ সৃষ্টি করছে পৃথিবীতে। আমরা কি আপনাকে খরচ দেব যে, আপনি গড়ে দেবেন আমাদের ও তাদের মাঝে এক প্রাচীর ?
৯৫. যুল-কারনাইন বলল : যে, ক্ষমতা আমাকে দিয়েছেন আমার রব-এ ব্যাপারে, তা-ই উৎকৃষ্ট। অতএব তোমরা আমাকে সাহায্য কর শ্রম দিয়ে। আমি গড়ে দিব তোমাদের ও তাদের মাঝে এক ময়বুত প্রাচীর।
৯৬. তোমরা নিয়ে এসো আমার কাছে লোহার টুকরাসমূহ। তারপর যখন মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে, লোহার টুকরাগুলো দুই পর্বতের সমান হলো, তখন সে বলল : তোমরা ফুঁ দিতে থাক। যখন তা আগুনের মত উত্তপ্ত হলো, তখন সে বললো : তোমরা নিয়ে এসো আমার কাছে গলিত তামা। আমি তা ঢেলে দেব এর উপর।

১০- حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ
وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ
لَّمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۝

১১- كَذَٰلِكَ ۖ
وَقَدْ أَحْطَيْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝

১২- ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيلًا
১৩- حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ
وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا ۙ

لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝

১৪- قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ
إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ
مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ
خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝

১৫- قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي

خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ

أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝

১৬- أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۙ

حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ

قَالَ انْفُخُوا ۙ

حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۙ

قَالَ اتُّونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝

৯৭. তারপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তা অতিক্রম করতে পারল না এবং তা ভেদও করতে পারল না।
৯৮. যুল-কারনাইন বলল : এ হল রহমত আমার রবের তরফ থেকে। যখন আসবে আমার রবের ওয়াদা পূরণের সময়, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন। আর আমার রবের ওয়াদা তো সত্য।
৯৯. আর সে দিন আমি ছেড়ে দেব তাদের এ অবস্থায় যে, তাদের একদল আরেক দলের উপর তরঙ্গের মত আপতিত হবে এবং শিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে। তারপর আমি একত্র করব তাদের সবাইকে।

৯৭-فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ
وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝

৯৮-قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ
وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝

৯৯-وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ
يَمُوجٌ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۝

হযরত লুক্‌মান

সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

১২. আর আমি তো দান করেছিলাম লুক্‌মানকে হিক্‌মত এবং বলেছিলাম : তুমি শোক্‌র কর আল্লাহ্‌র। আর যে শোক্‌র করে, সে তো শোক্‌র করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর কেউ না-শোক্‌রী করলে, তবে আল্লাহ্‌ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।
১৩. স্মরণ কর, লুক্‌মান বলেছিল তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে : হে বৎস! কোন শরীক করো না আল্লাহ্‌র সাথে। নিশ্চয় শির্ক হল চরম যুলুম।
১৬. হে বৎস! যদি কোন কাজ হয় সরিষার দানা পরিমাণ এবং যদি তা থাকে পাথরের মাঝে অথবা আসমানে অথবা যমীনের নিচে, তবুও আল্লাহ্‌

১২-وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ
أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۖ
وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

১৩-وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ
يُعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ
إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝

১৬-يَبْنَىٰ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ
مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ
أَوْ فِي السَّمُوتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا

তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্
অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

১৭. হে বৎস ! তুমি কায়েম করবে সালাত,
আদেশ দেবে ভাল কাজের এবং নিষেধ
করবে মন্দকাজ থেকে। আর সবর
করবে আপদে-বিপদে। নিশ্চয় এটাই
দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

১৮. তুমি অহংকারবশে মানুষকে অবজ্ঞা
করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধত-
ভাবে বিচরণ কর না, নিশ্চয় আল্লাহ
পসন্দ করেন না কোন উদ্ধত,
অহংকারীকে।

১৯. আর তুমি মধ্যপথ অবলম্বন করবে
তোমার চলনে এবং নিচু করবে তোমার
কণ্ঠস্বর। নিশ্চয় অতিশয় অপ্রীতিকর স্বর
তো গাধার স্বর।

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝

১৭- يُبَيِّنُ أَقِيمِ الصَّلَاةَ
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ۝
إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝

১৮- وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ
وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۝
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

১৯- وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ
صَوْتِكَ ۝ إِنَّ أَنْكَرَ
الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝

হযরত যুল-কিফল

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৮৫, ৮৬

৮৫. আর স্মরণ কর, ইস্মাইল, ইদরীস ও
যুল-কিফলের কথা, এরা প্রত্যেকেই
ছিল ধৈর্যশীল।

৮৬. আর আমি দাখিল করেছিলাম তাদের
আমার রহমতে, তারা তো ছিল
নেককার।

সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ৪৮

৪৮. আর স্মরণ কর, ইস্মাইল, আল-
ইয়াসা'আ ও যুল-কিফলের কথা, এরা
প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন।

৮৫- وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۝

كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ۝

৮৬- وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۝

إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝

৪৮- وَادْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَإِيسَى وَذَا الْكِفْلِ ۝

وَكُلٌّ مِّنَ الْخَيَارِ ۝

হযরত মারইয়াম

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪২,
৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭

৩৫. স্মরণ কর! বলেছিল ইমরানের স্ত্রী : হে আমার রব ! আমি একান্তভাবে উৎসর্গ করলাম আপনার জন্য যা আছে আমার গর্ভে তা। অতএব আপনি কবুল করুন তা আমার থেকে। আপনি তো সব শোনেন, সব দেখেন।

৩৬. তারপর যখন সে তাকে প্রসব করল, তখন সে বলল : হে আমার রব ! আমি তো প্রসব করেছি কণ্যা। আর আল্লাহ্ ভাল জানেন, যা সে প্রসব করেছে তা। আর ছেলে তো নয় এ মেয়ের মত, আর আমি তো তার নাম রেখেছি মারইয়াম এবং আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি তার ও তার বংশধরদের জন্য অভিশপ্ত শয়তান থেকে।

৩৭. তারপর তাকে কবুল করলেন তার রব উত্তমরূপে এবং তাকে লালনপালন করলেন ভালভাবে, আর তাকে তত্ত্বাবধানে রাখলেন যাকারিয়ার। যখনই যাকারিয়া তার কক্ষে প্রবেশ করত। তখনই সে তার কাছে খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত। যাকারিয়া বলত : হে মারইয়াম! এসব তুমি কোথায় পেলে? মারইয়াম বলত : এসব আল্লাহর তরফ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ রিযিক দেন, যাকে চান, বিনা হিসাব।

৪২. আর স্মরণ কর, বলেছিল ফিরিশ্বতাগণ : হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন তোমাকে এবং পবিত্র করেছেন তোমাকে আর মর্যাদাবান করেছেন।

৪৩. হে মারইয়াম! তুমি অনুগত হও তোমার রবের প্রতি এবং সিজদা কর ও রুকু কর রুকুকারীদের সাথে।

৩৫- إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

৩৬- فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

৩৭- فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۖ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَمْرِئُمُ إِنِّي لَكِ هَذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৪২- وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُئُمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ۝

৪৩- يَمْرُئُمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

৪৪. এ সব গায়েবের সংবাদ যা আমি অবহিত করছি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে। আর আপনি উপস্থিত ছিলেন না তাদের কাছে, যখন তারা নিষ্ক্ষেপ করছিল তাদের কলম, কে মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে তার জন্য। আর আপনি উপস্থিত ছিলেন না তাদের কাছে, যখন তারা বাদানুবাদ করছিল।

৪৫. স্মরণ কর, বলেছিল ফিরিশ্বতাগণ : হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর তরফ থেকে একটি কালিমার। যার নাম মাসীহ্ ঈসা ইবন মারইয়াম এবং সে সম্মানিত দুনিয়া ও আখিরাতে আর সে নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন।

৪৬. আর সে কথা বলবে মানুষের সাথে দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে আর সে হবে নেককারদের অন্যতম।

৪৭. মারইয়াম বলল : হে আমার রব! কিভাবে আমার সন্তান হবে, অথচ আমাকে তো স্পর্শ করেনি কোন পুরুষ? তিনি বললেন : এভাবেই আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন, যা তিনি চান। যখন তিনি কোন কিছু স্থির করেন, তখন তিনি তার জন্য বলেন 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।

সূরা নিসা, ৪ : ১৫৬

১৫৬. আর তাদের কুফরীর জন্য এবং মারয়ামের বিরুদ্ধে তাদের গুরুতর অপবাদের জন্য তারা অভিশপ্ত হয়েছিল।

সূরা মায়িদা, ৫ : ১৭, ৭৫, ১১০, ১১৬

১৭. তারা তো কুফরী করেছে যারা বলে : নিশ্চয় আল্লাহ্ হলেন মাসীহ্ ইবন

৫৫- ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ
نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ
لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ
اَيْهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝

৫৬- اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ
يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۚ
اِسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ
وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ
وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝

৫৭- وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا
وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৫৮- قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ
وَلَمْ يَمَسَّ سِنِّىْ بِشْرٌ
قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ
اِذَا قَضٰى اَمْرًا
فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

১০৬- وَ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ
بُهْتَانًا عَظِيْمًا ۝

১৭- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ
قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ

মারইয়াম ! আপনি বলুন : কে ক্ষমতা রাখে আল্লাহকে বাধা দেবার, যদি তিনি ধবংস করার ইচ্ছা করেন মাসীহ ইবন মারইয়ামকে, তার মা মারইয়ামকে এবং পৃথিবীতে যারা আছে তাদের সবাইকে ?.....

৭৫. মারইয়ামের পুত্র মাসীহ তো কেবল একজন রাসূল, গত হয়েছে তার আগে অনেক রাসূল আর তার মা মারইয়াম ছিল সত্যনিষ্ঠ। তারা উভয়ে খানা খেত। দেখ, কিরূপ বিশদভাবে আমি বর্ণনা করি তাদের জন্য আয়াতসমূহ। তারপর আরো দেখ, তারা কিভাবে সত্যবিমুখ হয়।

১১০. স্বরণ কর, আল্লাহ বললেন : হে ঈসা ইবন মারইয়াম! তুমি উল্লেখ কর আমার নিয়ামতের কথা, যা আমি দিয়েছি তোমাকে এবং তোমার মা-মারইয়ামকে.....।

১১৬. আর যখন আল্লাহ বলবেন : হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা ! তুমি কি লোকদের বলেছিলে : তোমরা গ্রহণ কর আমাকে ও আমার মা মারইয়ামকে দুই ইলাহরূপে, আল্লাহকে ছেড়ে ? তখন সে বলবে : পবিত্র মহান আপনি। আমার পক্ষে শোভন নয় তা বলা, যা বলার অধিকার আমার নেই। যদি আমি তা বলতাম, তবে তো আপনি তা জানতেন। আপনি তো জানেন যা আছে আমার অন্তরে কিন্তু আমি জানি না, যা আছে আপনার অন্তরে। আপনি তো গায়েব সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ
وَأُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

৭৫- مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَنِ
الطَّعَامَ ۖ أَنْظُرْ كَيْفَ تُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ
ثُمَّ أَنْظِرْ أَتَى يُؤْفَكُونَ ○

১১০- إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
إِذْ كَرَّمْنِمْتِي عَلَيْكَ وَ عَلَى وَالِدَتِكَ م

১১৬- وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي
وَأُمَّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ
مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ حَقٌّ ۖ
إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۖ
تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي
وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۖ
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ○

১৬. আর বর্ণনা করুন এ কিতাবে মারইয়ামের কথা, যখন সে নিরালায় আশ্রয় নিল তার পরিবারবর্গ থেকে পূর্বদিকে এক স্থানে।
১৭. তারপর সে পর্দা করল তাদের থেকে, তখন আমি পাঠাইলাম তার কাছে আমার ফিরিশ্তাকে, সে আত্মপ্রকাশ করল তার কাছে পূর্ণ মানবাকৃতিতে।
১৮. মারইয়াম বলল : আমি আশ্রয় নিচ্ছি দয়াময় আল্লাহর তোমার থেকে, যদি তুমি আল্লাহকে ভয় কর।
১৯. সে বলল : আমি তো তোমার রবের প্রেরিত, তোমাকে দান করার জন্য এক পবিত্র সন্তান।
২০. মারইয়াম বলল : কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন স্পর্শ করেনি আমাকে কোন পুরুষ এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই ?
২১. সে বলল : এরূপই হবে। তোমার রব বলেছেন : এরূপ করা আমার জন্য সহজ সাধ্য আর আমি করব তাকে মানুষের জন্য এক নিদর্শন এবং রহমত আমার তরফ থেকে আর এত এক স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত।
২২. তারপর মারইয়াম তাকে গর্ভে ধারণ করল এবং তাকে নিয়ে নিরালায় এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল।
২৩. এরপর প্রসব বেদনা তাকে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল এক খেজুর গাছের নিচে। সে বলল : হায়! এর আগে যদি আমি মরে যেতাম এবং হয়ে যেতাম লোকের স্মৃতি থেকে বিস্মৃত!
২৪. তারপর তার নিম্নপাশ হতে ফিরিশ্তা তাকে ডেকে বলল তুমি দুঃখ কর না,

۱۶-وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ
إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝

۱۷-فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا
فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا
فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝

۱۸-قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ
بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝

۱۹-قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ
لَهُ هَبْ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا ۝

۲০-قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ
وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝

۲১-قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ
هُوَ عَلَى هَيْنٍ ۚ وَلِنَجْعَلَ
آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا
وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ۝

২২-فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ
مَكَانًا قَصِيًّا ۝

২৩-فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ
إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ ۚ

قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا
وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ۝

২৪-فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا

- তোমার রব সৃষ্টি করেছেন তোমার পাদদেশে এক নহর।
২৫. আর তুমি নাড়া দাও খেজুর গাছের কাণ্ড তোমার দিকে, তা তোমায় দেবে পাকা-তাজা খেজুর।
২৬. অতএব তুমি খাও, পান কর এবং চোখ জুড়াও। তবে যদি তুমি দেখ মানুষের মাঝে কাউকে, তখন বল : আমি তো মানত করেছি দয়াময় আল্লাহর জন্য রোযার। সুতরাং আমি কিছুতেই কথা বলতে পারব না, আজ কোন মানুষের সাথে।
২৭. তারপর সে এলো তাকে নিয়ে নিজ কাওমের কাছে। তারা বলল : হে মারইয়াম ! তুমি তো করে ফেলেছ এক অদ্ভুত কাণ্ড!
২৮. হে হারুনের বোন ! তোমার বাপ তো ছিল না কোন অসৎ ব্যক্তি। আর না তোমার মা ছিল ব্যভিচারিনী।
২৯. তারপর মারইয়াম কোলের সন্তানের প্রতি ইংগিত করল, তারা বলল : কেমন করে আমরা কথা বলব কোলের শিশুর সাথে ?
৩০. কোলের শিশু বলল : আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে দিয়েছেন কিতাব এবং করেছেন আমাকে নবী,
৩১. আর করেছেন আমাকে বরকতময়, যেখানেই থাকি না কেন। আর আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন সালাত ও যাকাতের যতদিন আমি বেঁচে থাকব,
৩২. আর তিনি করেছেন আমাকে অনুগত আমার মায়ের প্রতি এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত, হতভাগ্য,

أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا

২৫- وَهَرِيًّا إِلَيْكَ بِجْدِ النَّخْلَةِ

تَسْقُطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا

২৬- فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا

فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا

فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنْسِيًّا

২৭- فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحِيَّةً

قَالُوا يَرِيئُكُمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا

২৮- يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ

أَمْرًا سَوْءًا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا

২৯- فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ

نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْهَمْدِ صَبِيًّا

৩০- قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ شَاتِنِي

الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

৩১- وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

مَا دُمْتُ حَيًّا

৩২- وَبَرًّا بِوَالِدَاتِي زَكُم يَجْعَلَنِي جَبَّارًا

شَقِيًّا

৩৩. আর শান্তি আমার প্রতি, যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমাকে পুণরায় জীবিত করে উঠান হবে।

৩৪. এই-ই ঈসা ইবনে মারইয়াম, সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৩১

৩১. আর স্মরণ কর মারইয়ামের কথা, যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিলেন, আর আমি ফুঁকে দিয়েছিলাম তার মধ্যে আমার রুহ্ এবং করেছিলাম তাকে ও তার পুত্রকে নিদর্শন বিশ্বাসীর জন্য।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৫০

৫০. আর আমি করেছিলাম মারইয়ামের পুত্র এবং তাঁর মা মারইয়ামকে নিদর্শন এবং আশ্রয় দিয়েছিলাম তাদের উভয়কে এক বাসযোগ্য ঝরণাময় উঁচু ভূমিতে।

সূরা তাহরীম, ৬৬ : ১২

১২. আর আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরানের কন্যা মারইয়ামের, যে রক্ষা করেছিল তার সতীত্ব, আর আমি ফুঁকে দিয়েছিলাম তার দেহে আমার রুহ্ থেকে এবং সে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল তার রবের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ। আর সে ছিল অনুগতদের অন্যতম।

৩৩- وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ
وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ○

৩৪- ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، قَوْلَ الْحَقِّ
الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ○

৩১- وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَٰوَسَى
أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ○

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا
لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ○

৫০- وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ
آيَةً وَ أَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ
ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِينٍ ○

১২- وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي
أَخْصَتْ فَرْجَهَا فَنفَخْنَا فِيهِ
مِنْ رُّوحِنَا وَ صَدَقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا
وَ كَتَبْنَا وَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِتِينَ ○

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ব্যক্তি

হযরত জিব্রাইল ও মিকাইল (আ.)

সূরা বাকারা, ২ : ৯৭, ৯৮

৯৭. আপনি বলে দিন : যে কেউ জিব্রাইলের শত্রু এ কারণে যে, সে আল্লাহর নির্দেশে আপনার অন্তরে কুরআন নাযিল করেছে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যা মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদ।

৯৮. যে কেউ আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর রাসূল এবং জিব্রাইল ও মিকাইলের শত্রু, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের শত্রু।

৯৭- قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

৯৮- مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ

হযরত হারুত ও মারুত (আ.)

সূরা বাকারা, ২ : ১০২

১০২. আর তারা অনুসরণ করছে তা, যা শয়তানরা আবৃত্তি করছে, সুলায়মানের রাজত্বকালে, সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফরী করেছে, তারা মানুষকে যাদু শিখাত এবং বাবেল শহরে হারুত-মারুত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর যা নাযিল হয়েছিল। আর ফিরিশতাদ্বয় কাউকে এ কথা না বলে শিখাত না যে, 'আমরা পরীক্ষা স্বরূপ' কাজেই তোমরা কুফরী কর না। তারা তাদের কাছ থেকে এমন যাদু শিখত যা বিচ্ছেদ ঘটাত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। আর তারা আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কারো কোন

১০২- وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مَلَكٍ سُلَيْمٍ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانِ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ

ক্ষতি করতে পারত না। আর তারা শিখত এমন কিছু, যা তাদের ক্ষতি করত কিন্তু তাদের কোন উপকার করতে পারত না। তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ যাদু অবলম্বন করে, পরকালে তার কোন অংশ নেই। কতই না নিকৃষ্ট তা, যার বিনিময় তারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করছে, যদি তারা জানত।

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ
وَلَيْئَسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○

তালূত ও জালূত

সূরা বাকারা, ২ : ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১

২৪৭. আর তাদের নবী তাদের বলেছিল : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের বাদশাহ করে পাঠিয়েছেন। তারা বলেছিল : তা কেমন করে হয় যে, তার কর্তৃত্ব চলবে আমাদের উপর অথচ তার চেয়ে আমরা কর্তৃত্বের অধিক হকদার এবং সম্পদের দিক থেকেও সে ততটা সম্বল নয়। নবী বলল : “আল্লাহ্ তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং জ্ঞান ও দেহে তাকে প্রাচুর্য দিয়েছেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন স্থায়ী কর্তৃত্ব প্রদান করেন, আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

۲۴۷- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ
إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا
قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ
وَلَمْ يَأْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ۖ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً
فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي
مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

২৪৮. তারা তাদের নবী তাদের আরো বলেছিল : তালূতের কর্তৃত্বের আলামত হলো যে, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের তরফ থেকে একটা সিন্দুক আসবে, তোমাদের চিত্ত প্রশান্তির জন্য, তাতে থাকবে মূসা ও হারুনের বংশধরদের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী, যা ফিরিশতাগণ বয়ে আনবে, অবশ্যই এতে রয়েছে তোমাদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হতে।

۲۴۸- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ
أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ
مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى
وَالْهَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

২৪৯. এরপর তালূত যখন সৈন্যসামন্ত নিয়ে বের হল, তখন সে বলল : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষা করবেন একটা নদী দিয়ে। যে কেউ সেই নদীর পানি পান করবে, সে আমার নয়, আর যে কেউ তার স্বাদ গ্রহণ করবে না, সে অবশ্যই আমার, কিন্তু কেউ তার হাতে আজলা ভরে সামান্য পানি পান করলে, তার তেমন কোন দোষ হবে না, অবশেষে তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সবাই সে পানি পান করল, পরে যখন তালূত ও তার সংগী ঈমানদাররা তা অতিক্রম করল, তখন তারা বলল : আজ আমাদের জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি নেই, কিন্তু যারা দৃঢ়ভাবে ধারণা রাখত যে, আল্লাহ্ সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবেই, তারা বলল : “আল্লাহ্র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল বিজয়ী হয়েছে কত বৃহৎ দলের মুকাবিলায়। আর আল্লাহ্ তো আছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।

২৫০. যখন তালূত ও তার সেনাবাহিনী জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হল, তখন তারা বলল : হে আমাদের রব! ধৈর্য্য দাও আমাদের মনে, দৃঢ়পদ রাখ আমাদের, আর সাহায্য কর আমাদের কাফির লোকদের উপর।

২৫১. আর তারা আল্লাহ্র হুকুমে জালূতের বাহিনীকে পরাজিত করল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ্ দাউদকে রাজ্য ও হিক্মত দান করলেন এবং তাকে শিখালেন, যা তিনি ইচ্ছা করলেন। আর আল্লাহ্র যদি মানব জাতির কতককে কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে অবশ্যই গোটা পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু

২৪৯- فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ۚ
 قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۚ
 فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ
 وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ
 إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ
 فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَلَمَّا جَاوَزَهُ
 هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ
 قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ
 وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ
 مُلْقُوا بِاللَّهِ ۖ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ
 غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ
 وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

২৫০- وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
 قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
 وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
 وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

২৫১- فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ
 وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَاتَّهَ اللَّهُ
 الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۚ
 وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
 بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ۖ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ۚ

আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি পরম
অনুগ্রহশীল।

وَلِكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ○

হাওয়ারী

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৫২, ৫৩

৫২. আর যখন ঈসা তাদের মধ্যে কুফরী
আঁচ করতে পারল তখন সে
বলল : কেউ কি আছে যে, আল্লাহ্র
পথে আমার সাহায্যকারী হবে?
হাওয়ারীরা বলল : আমরা আল্লাহ্র
সাহায্যকারী, আমরা ঈমান এনেছি
আল্লাহ্র প্রতি। আর আপনি সাক্ষী
থাকুন যে, আমরা তো মুসলিম।

৫৩. হে আমাদের রব! আপনি যা নাযিল
করেছেন, আমরা তাতে ঈমান এনেছি
এবং আনুগত্য করেছি রাসূলের। অতএব
আপনি আমাদের সাক্ষ্যদানকারীদের
শামিল করে নিন।

সূরা মায়িদা, ৫ : ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪,
১১৫

১১১. স্মরণ কর, যখন আমি হাওয়ারীদের
আদেশ করলাম : তোমরা ঈমান আন
আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি।
তখন তারা বলেছিল : আমরা ঈমান
আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে,
আমরা তো মুসলিম।

১১২. স্মরণ কর, হাওয়ারীগণ বলেছিল : হে
ঈসা ইব্ন মারইয়াম! আপনার রব কি
আমাদের জন্য আসমান থেকে খাঞ্চা
ভর্তি খাদ্য প্রেরণ করতে পারেন? সে
বলেছিল : আল্লাহ্কে ভয় কর, যদি
তোমরা প্রকৃত মু'মিন হও।

১১৩. তারা বলল : আমরা চাই যে, তা
থেকে কিছু খাব এবং আমাদের অন্তর

৫২-فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ
قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟
قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
أَمْنَا بِاللَّهِ
وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ○

৫৩-رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ
وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ○

১১১-وَإِذْ أُوحِيَتْ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ
أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا
وَاشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ○

১১২-إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ
عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

১১৩-قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا

পরিভূক্ত হবে। আর আমরা জেনে নেবে যে, আপনি আমাদের জন্য সত্য বলেছেন এবং আমার তার সাক্ষী হয়ে যাব।

১১৪. ঈসা ইবন মারইয়াম বলল : হে আল্লাহ্, আমাদের রব! প্রেরণ করুন আমাদের জন্য আসমান থেকে খাণ্ডা ভর্তি খাবার, যা হবে আমাদের জন্য এবং আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব স্বরূপ আর আপনার পক্ষ থেকে হবে একটি নিদর্শন। আপনি আমাদের রিযিক দান করুন, আপনি শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

১১৫. আল্লাহ্ বললেন : অবশ্যই আমি তা তোমাদের কাছে প্রেরণ করব। কিন্তু এরপরেও তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী করলে তাকে আমি এমন শাস্তি দেব। যে শাস্তি বিশ্বজগতে আর কাউকে দেব না।

وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا وَ نَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَّقْتَنَا
وَ نَكُونُ عَلَيْهِمَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ○

১১৪- قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا
أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ
تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا
وَآيَةً مِنْكَ ۝
وَارْزُقْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ○

১১৫- قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۝
فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ
عَذَابًا لَّا أَعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ○

হাবিল ও কাবিল

সূরা মায়িদা, ৫ : ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১

২৭. আর আপনি যথাযথভাবে বর্ণনা করুন তাদের কাছে আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত, যখন তারা কুরবানী করেছিল, তখন তাদের একজনের কুরবানী কবুল করা হয়েছিল এবং অপরজনের কবুল করা হয়নি। সে বলল : অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। অপরজন বলল : আল্লাহ্ কেবলমাত্র মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন।

২৮. যদি তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য, আমার দিকে তোমার হাত প্রসারিত কর, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য, তোমার দিকে আমার

২৭- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ
آدَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا
فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا
وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ۚ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ
ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ○

২৮- لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي
مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ ۝

হাত প্রসারিত করব না। কেননা, আমি তো ভয় করি রাব্বুল আলামীন আল্লাহকে।

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ○

২৯. আমি তো চাই, তুমি বহন কর আমার ও তোমার পাপের বোঝা, তারপর তুমি হয়ে যাও দোষখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আর এটাই হল যালিমদের প্রতিফল।

۲۹- إِنْ أُرِيدُ أَنْ تَبْثُغَ بِإِثْمِكَ فَتَكُونُ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ○

৩০. তারপর তার প্রবৃত্তি তাকে ভ্রাতৃ-হত্যায় প্ররোচিত করল এবং সে তাকে হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল।

۳۰- فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

৩১. তারপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, সে মাটি খুঁড়তে লাগল তাকে দেখাবার জন্য যে, কিভাবে সে তার ভাইয়ের লাশ গোপন করবে। সে বলল : আফসোস! আমি কি এ কাকের মতও হতে পারলাম না যে, আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করতে পারি? অবশেষে সে অনুতপ্ত হল।

۳۱- بَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۖ قَالَ يُؤَيِّلَتْنِي عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِى سَوْءَةَ أَخِي ۚ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ○

আযর

সূরা আন'আম, ৬ : ৭৪

৭৪. স্মরণ কর, ইব্রাহীম বলেছিল তার পিতা আযরকে : আপনি কি প্রতিমা-গুলোকে মাবুদরূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার কাওমকে প্রকাশ্য গুমরাহীর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

۷۴- وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزْرَ ۖ اتَّخَذَ أَصْنَامًا آلِهَةً ۚ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○

ফির'আওন, কারুন ও হামান

সূরা আ'রাফ, ৭ : ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪,

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (৩য় খণ্ড) — ৪৬

১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০,
১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫,
১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১

১০৩. এরপর আমি পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার নিদর্শনসহ ফির'আওন ও তার সভাসদদের কাছে, কিন্তু তারা অন্যায়াভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। অতএব লক্ষ্য কর, কিরূপ হয়েছিল পরিণতি ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের।
১০৪. আর মূসা বলেছিল : হে ফির'আওন! আমি তো একজন রাসূল রাক্বুল আলামীনের তরফ থেকে।
১০৫. এটাই সংগত যে, আমি সত্য ছাড়া অন্য কোন কথা আল্লাহর উপর আরোপ করব না। আমি তো এসেছি তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের রবের তরফ থেকে। অতএব যেতে দাও আমার সাথে বনী ইসরাঈলদের।
১০৬. ফির'আওন বলল : যদি তুমি কোন নিদর্শন এনেই থাক, তবে তা উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।
১০৭. তখন মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তৎক্ষণাৎ তা এক জলজ্যাস্ত অজগর হয়ে গেল।
১০৮. আর সে বের করল তার হাত, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল প্রতিভাত হল।
১০৯. ফির'আওনের কাওমের সর্দাররা বলল : নিশ্চয় এতো একজন বিজ্ঞ যাদুকর,
১১০. সে চায় তোমাদের বের করে দিতে তোমাদের দেশ থেকে, একন তোমরা কি পরামর্শ দাও?

১০৩- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ○

১০৪- وَقَالَ مُوسَىٰ يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১০৫- حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ○

১০৬- قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○

১০৭- فَأُلْقِيَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ○

১০৮- وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ○

১০৯- قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ ○

১১০- يَرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ○

১১১. তারা বলল, কিঞ্চিৎ অবকাশ দিন তাকে ও তার ভাইকে এবং প্রেরণ করুন শহরে-বন্দরে সংগ্রাহকদের,
১১২. যেন তারা নিয়ে আসে আপনার কাছে অভিজ্ঞ যাদুকরদের।
১১৩. আর যাদুকররা ফিরে আসে আপনার কাছে এলো এবং বলল : আছে কি আমাদের জন্য কোন পুরস্কার, যদি আমরা বিজয়ী হই ?
১১৪. ফিরে আসে বলল : হাঁ, তদুপরি তোমরা शामिल হবে আমার নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যে।
১১৫. যাদুকররা বলল : হে মুসা! হয় তুমিই নিষ্ক্ষেপ কর, নয় তো আমরাই নিষ্ক্ষেপ করি।
১১৬. মুসা বলল : তোমরাই নিষ্ক্ষেপ কর। তারপর যখন তারা নিষ্ক্ষেপ করল। তখন তারা লোকদের চোখে ভেলকি লাগিয়ে দিল এবং তাদের উপর আতংক বিস্তার করল এবং তারা এক বড় ধরনের যাদু দেখাল।
১১৭. তারপর আমি ওহীর মাধ্যমে মুসাকে আদেশ দিলাম : তুমি নিষ্ক্ষেপ কর তোমার লাঠি। নিষ্ক্ষেপ করার সাথে সাথেই যা যাদুকররা বানিয়েছিল তা গিলতে লাগল।
১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা বানিয়েছিল তা বাতিল হয়ে গেল।
১১৯. সুতরাং তারা সেখানে পরাজিত হল এবং নিতান্ত অপদস্থ হল,
১২০. আর যাদুকররা সিজদায় পড়ে গেল।
১২১. তারা বলল : আমরা ঈমান আনলাম রাক্বুল আলামীনের প্রতি—

- ১১১-قَالُوا ارْجِهْ وَآخَاهُ
وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ○
- ১১২-يَا تُؤَكُّ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ ○
- ১১৩-وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ
قَالُوا إِنَّ رَبَّنَا لَأَجْرٌ
إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ○
- ১১৪-قَالَ نَعَمْ
وَأَنْتُمْ لِمَنِ الْمَقَرِّينَ ○
- ১১৫-قَالُوا يَٰمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تَتْلِيَّ
وَأِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ○
- ১১৬-قَالَ األقوا
فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ
وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ○
- ১১৭-وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ
أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَإِذَا
هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ○
- ১১৮-فَوَقَعَ الْحَقُّ
وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○
- ১১৯-فَغُلِبُوا هُنَاكَ
وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ○
- ১২০-وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجُودًا
قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১২২. যিনি রব মূসা ও হারুনের।

১২৩. ফির'আওন বলল : তবে কি তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে আমার অনুমতি দেয়ার আগেই ? এটা তো এক চক্রান্ত, যা তোমরা এ শহরে বসে করেছ, যাতে তোমরা নগরবাসীদের তা থেকে বের করে দিতে পার। সুতরাং অচিরেই তোমরা এর পরিণাম জানতে পারবে।

১২৪. অবশ্যই আমি কেটে ফেলব তোমাদের হাত ও তোমাদের পা বিপরীত দিক থেকে। তারপর তোমাদের সবাইকে শূলবিদ্ধ করবই।

১২৫. তারা বলল : নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের কাছেই ফিরে যাব।

১২৬. আর তুমি তো শুধু আমাদের সাথে এ কারণেই শত্রুতা পোষণ করছ যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের রবের নিদর্শনাবলীর প্রতি, যখন তা আমাদের কাছে এসেছে। হে আমাদের রব! আমাদের প্রতি ধৈর্যের দ্বার খুলে দাও এবং মুসলিম হিসাবে আমাদের মৃত্যু দাও।

১২৭. আর ফির'আওনের কাওমের সর্দাররা বলল : আপনি কি মূসা ও তার কাওমকে এভাবেই ছেড়ে দেবেন যে, তারা রাজ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং আপনাকে ও আপনার দেব-দেবীকে বর্জন করবে ? ফির'আওন বলল : আমি অবশ্যই তাদের পুত্রদের হত্যা করব এবং তাদের মেয়েদের জীবিত রাখব আর আমি তো তাদের উপর প্রবল।

১২৮. মূসা তার কাওমকে বলল : তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং

১২২- رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ

১২৩- قَالَ فِرْعَوْنُ اَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اُذِنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرَتُوهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِيُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

১২৪- لَا تَقْطَعْنَ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا صَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ

১২৫- قَالُوْا اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ

১২৬- وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِآيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ۚ رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِيْنَ

১২৭- وَقَالَ الْمَلَاۤءِ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوسٰى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآٰلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنَقْتُلُ اَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ

১২৮- قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ

সবর কর, এ যমীন তো আল্লাহর, তিনি স্বীয় বান্দাদের মাঝে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর চূড়ান্ত সফলতা তো মুত্তাকীদের জন্য।

১২৯. তারা বলল : আমরা নির্খাতিত হয়েছি আমাদের কাছে আপনার আসার আগেও এবং আপনার আসার পরেও। মূসা বলল : অতি সন্তুর তোমাদের রব তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করবেন এবং যমীনে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তারপর তিনি লক্ষ্য করবেন তোমরা কি কর তা।

১৩০. আর আমি তো পাকড়াও করেছিলাম ফির'আওনের অনুসারীদের দুর্ভিক্ষ ও ফল ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

১৩১. আর যখন কোন কিছু শুভ তাদের কাছে আসত, তখন তারা বলত : এটাই আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয়। আর যদি কোন কিছু অশুভ তাদের উপর আপতিত হত, তখন তারা মূসা ও তার সঙ্গীদের এর জন্য অলক্ষুণে মনে করত। জেনে রাখ, তাদের অলক্ষুণের মূল কারণ আল্লাহর জানা আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

১৩২. তারা আরো বলল : আমাদেরকে যাদু করার জন্য তুমি যত নিদর্শনই নিয়ে এসো না কেন, আমরা কিছুতেই তোমার উপর ঈমান আনব না।

১৩৩. তারপর আমি তাদের উপর প্রেরণ করি প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, বেঙ ও রক্ত যা ছিল স্পষ্ট মু'জিযা, কিন্তু তারা অহংকারই করতে থাকল এবং তারা ছিল অপরাধী কাওম।

وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ
يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۝

○ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ○

১২৯- قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ
أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا
قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ
أَنْ يَهْلِكَ عِدَاكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ
فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ○

১৩- وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ○

১৩১- فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ
قَالُوا لَنَا هَذِهِ ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۝
أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ
وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

১৩২- وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ
لَتَسْحَرَنَا بِهَا ۚ
فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ○

১৩৩- فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ
وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ
وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُفْصَلَاتٍ
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ○

১৩৪. আর যখন তাদের উপর কোন আযাব আপতিত হয়, তখন তারা বলে : হে মূসা! তুমি তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তোমার সাথে তাঁর যে ওয়াদা রয়েছে সে অনুযায়ী। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে আযাব দূর করে দাও, তবে অবশ্যই আমরা তোমার উপর ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলকেও মুক্ত করে তোমার সাথে যেতে দেব।

১৩৫. কিন্তু যখনই আমি তাদের উপর থেকে আযাব দূর করে দিতাম এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যা তাদের জন্য অনিবার্য ছিল, তখনই তারা তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করত।

১৩৬. অতএব আমি প্রতিশোধ নেই এভাবে যে, তাদের ডুবিয়ে দেই সাগরে। কেননা তারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল এবং এ সম্বন্ধে গাফিল ছিল।

১৩৭. আর আমি উত্তরাধিকারী করে দেই সে কাওমকে যাদের দুর্বল মনে করা হত সে যমীনের পূর্ব ও পশ্চিমের, যাতে আমি বরকত দান করেছিলাম। আর বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আপনার রবের শুভ বাণী পূর্ণ হল তাদের সবরের কারণে। আর আমি ধ্বংস করে দেই যা কিছু শিল্প কারখানা নির্মাণ করেছিল ফির'আওন ও তার কাওম এবং যে সব সুউচ্চ প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তাও।

১৩৮. আর আমি বনী ইসরাঈলকে পার করিয়ে দেই সাগর, তখন তারা এমন এক জাতির কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়, যারা তাদের নির্মিত মূর্তির পূজা করত, তারা বলল : হে মূসা! আমাদের জন্যও

১৩৪- وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا

يُمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ

بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ ۝

لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ

لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ

وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝

১৩৫- فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ

إِلَىٰ أَجَلٍ

هُم بِلُغْوِهِ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ۝

১৩৬- فَاتَّخَفْنَا مِنْهُمْ فَاغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ

بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝

১৩৭- وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا

يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ

وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۝

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ

عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝ بِمَا صَبَرُوا ۝

وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ

وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ۝

১৩৮- وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ

فَاتَّوُوا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ

لَهُمْ ۝ قَالُوا يُمُوسَى اجْعَلْ لَنَا

বানিয়ে দিন এক দেবতা, যেমন তাদের রয়েছে দেবতা। মূসা বলল : তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়!

১৩৯. নিশ্চয় এরা যে কাজে লিপ্ত রয়েছে, তা তো ধ্বংস হবেই এবং তারা যা কিছু করছে তাও বাতিল।

১৪০. মূসা আরো বলল : তবে কি আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য ইলাহ্ খুঁজব? অথচ তিনিই তোমাদের সারা জাহানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন!

১৪১. আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদেরকে ফির'আওনের লোকদের কবল থেকে রক্ষা করেছিলাম, যারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দিত, তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদের জীবিত রাখত। আর এতে ছিল মহাপরীক্ষা তোমাদের রবের তরফ থেকে।

সূরা ইউনুস, ১০ : ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২

৭৫. তারপর আমি এদের পরে পাঠিয়েছিলাম মূসা ও হারুনকে ফির'আওন ও তার প্রধানদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী সহ, কিন্তু তারা অহংকার করে এবং তারা ছিল অপরাধী কাওম।

৭৬. আর যখন তাদের কাছে আমার তরফ থেকে সত্য এল, তখন তারা বলল : নিশ্চয় এত প্রকাশ্য যাদু।

৭৭. মূসা বলল : তোমরা কি সত্য সম্পর্কে এরূপ বলছ, যখন তা তোমাদের কাছে পৌঁছেছে? এটা কি যাদু? আর যাদুকররা তো সফলকাম হয় না।

إِلَهًا كَمَا لَهُمُ إِلَهَةٌ قَالُوا
إِن كُمْ تَوَّمُّ تَجْهَلُونَ

১৩৯- إِنْ هَؤُلَاءِ مُتَّبَرِّ مَا هُمْ فِيهِ
وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

১৪০- قَالَ أَغْيِرَ اللَّهُ
أَبْغِيكُمْ إِلَهًا
وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

১৪১- وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

৭৫- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ
إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ

৭৬- فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا
قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ

৭৭- قَالَ مُوسَى اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَقُولُونَ
لِحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ
اسْحَرُوا هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُونَ

৭৮. তারা বলল : তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ এজন্য যে, আমাদের বিচ্যুত করবে সে পথ থেকে, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি? আর যাতে তোমাদের দু'জনের এদেশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় সে জন্য? আমরা কিছুতেই তোমাদের প্রতি ঈমান আনার নই।

৭৯. আর ফির'আওন বলল : তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসো সুবিজ্ঞ যাদুকরদের।

৮০. তারপর যখন যাদুকররা এলো, তখন মূসা তাদের বলল : তোমরা নিষ্ক্ষেপ কর, যা তোমরা নিষ্ক্ষেপ করতে চাও।

৮১. এরপর তারা যখন নিষ্ক্ষেপ করল, তখন মূসা বলল : তোমরা যা কিছু এনেছ তা সবই যাদু। নিশ্চয় আল্লাহ্ এখনই এ সব বাতিল করে দেবেন। আল্লাহ্ তো ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা হতে দেন না।

৮২. আর আল্লাহ্ স্বীয় বাণী অনুযায়ী সত্যকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপসন্দ করে।

৮৩. মূসার প্রতি তার কাওমের কতিপয় লোক ছাড়া কেউ ঈমান আনল না এ আশংকায় যে, ফির'আওন ও তার সর্দাররা তাদের নির্যাতন করবে। আর ফির'আওন তো সে দেশের কর্তৃত্বের শিখরে আরোহন করেছিল। আর সে ছিল অন্যতম সীমানাঘনকারী।

৮৮. আর মূসা বলল : হে আমাদের রব! তুমি তো ফির'আওনকে এবং তার প্রধানদের পার্থিব জীবনে আড়ম্বরের সামগ্রী ও নানাপ্রকার ধন-সম্পদ দান

৭৮- قَالُوا أَجِئْتَنَا بِتِلْكَ
عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ
فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا نَحْنُ
لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ ○

৭৯- وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي
بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ○

৮০- فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ
مُوسَى الْقَوَامَ أَنْتُمْ مُلْقُونَ ○

৮১- فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى
مَا جِئْتُمْ بِهِ ۖ السَّحَرُ
إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ○

৮২- وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ○

৮৩- فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةُ
مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ
أَنْ يَفْتِنَهُمْ ۖ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ
فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ○

৮৮- وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ
فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِهِ زِينَةً وَأَمْوَالًا

করেছ। হে আমাদের রব! যার ফলে তারা লোকদের তোমার পথ থেকে গুমরাহু করে। হে আমাদের রব! তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দাও, তাদের অন্তর কঠিন করে দাও, তারা তো ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

৮৯. আল্লাহ বললেন : তোমাদের উভয়ের দু'আ কবুল করা হল। অতএব তোমরা দৃঢ় থাক এবং কখনো অজ্ঞ লোকদের পথ অনুসরণ করো না।

৯০. আর আমি বনী ইসরাঈলকে নদী পার করিয়ে দিলাম। তারপর তাদের পশ্চাদ-অনুসরণ করল ফির'আওন ও তার সেনাবাহিনী নিঃপীড়ন ও নির্যাতনের উদ্দেশ্যে। অবশেষে যখন সে নিমজ্জিত হতে থাকল, তখন বলল : আমি ঈমান আনলাম যে, কোন মা'বুদ নেই তিনি ছাড়া, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈল। আর আমি একজন মুসলিম।

৯১. এখন ঈমান আনলে! অথচ এর পূর্ব মুহূর্তেও তুমি নাফরমানী করছিলে এবং তুমি ছিলে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের একজন।

৯২. আজ আমি তোমার লাশকে রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের বস্তু হয়ে থাক। আর বাস্তবিকপক্ষে অনেক লোক আমার নিদর্শন সম্পর্কে গাফিল রয়েছে।

সূরা কাসাস, ২৮ : ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ○

৮৯- قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَانَا فَاَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ○

৯০- وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرْقُ ۖ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

৯১- أَلَمْ تَكُنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ○

৯২- فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفُلُونَ ○

৩. আমি যথাযথভাবে আপনাকে শুনাচ্ছি মুসা ও ফির'আওনের বৃত্তান্ত মু'মিন লোকদের উদ্দেশ্যে।
৪. নিশ্চয় ফির'আওন তার দেশে অতিমাত্রায় উদ্ধত হয়ে গিয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের মধ্য থেকে একটি দলকে দুর্বল করে রেখেছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত এবং সে তাদের মেয়েদের জীবিত রেখে দিত। বস্তুত সে ছিল ফাসাদ সৃষ্টিকারী।
৫. আর আমি ইচ্ছা করলাম যে, সে দেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি এবং তাদেরকে নেতা বানাই, আর তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করি,
৬. এবং তাদেরকে দেশে শাসন ক্ষমতা দান করি। আর ফির'আওন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনীকে দেখিয়ে দেই, যা তারা বনী ইসরাঈলের তরফ থেকে আশংকা করত।
৭. আর আমি মুসার মাকে গায়েবী নির্দেশ প্রদান করলাম যে, 'তুমি তাকে দুধ পান করাতে থাক। পরে যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা করবে, তখন তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর, আর ভয় করো না, চিন্তাও করো না। অবশ্যই আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং করব তাকে রাসূলদের একজন।
৮. তারপর ফির'আওনের লোকেরা তাকে উঠিয়ে নিল, যার পরিণামে সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যায়। নিশ্চয় ফির'আওন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনী ছিল অপরাধী।

۳- نَتْلُوْا عَلَیْكَ مِنْ نَّبِیِّ مُوْسٰی
وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ○

۴- اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلٰی فِی الْاَرْضِ وَ جَعَلَ
اَهْلَهَا شِیْعًا یَسْتَضِعُّ طَافِئَةً
مِّنْهُمْ یُدْبِرُ اَبْنَاءَهُمْ وَ یَسْتَحِی نِسَاءَهُمْ
اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ ○

۵- وَ نُرِیْدُ اَنْ یَّمُنَّ عَلَی الَّذِیْنَ
اَسْتَضِعُّوْا فِی الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَیَّتًا
وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَرِثِیْنَ ○

۶- وَ نُمِکِّنْ لَهُمْ فِی الْاَرْضِ
وَ نُرِیْ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُوْدَهُمَا
مِّنْهُمْ مَا کَانُوْا یَحْذَرُوْنَ ○

۷- وَ اَوْحَیْنَا اِلَیْ اُمِّ مُوْسٰی
اَنْ اَرْضِعِیْهِ ۚ فَاِذَا خِفَتْ عَلَیْهِ
فَاَلْقِیْهِ فِی الْیَمِّ وَ لَا تَخَافِیْ وَ لَا تَحْزَنِیْ
اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَیْكَ وَ جَاعِلُوْهُ مِنْ
الْمُرْسَلِیْنَ ○

۸- فَالْتَقَطَهُ الْاِلَ فِرْعَوْنَ لَیْکُوْنَ عَدُوًّا
وَ حَزَنًا ۚ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ
وَ جُنُوْدَهُمَا کَانُوْا خٰطِیْیْنَ ○

আর ফির'আওনের স্ত্রী বলল : এ শিশুটি আমার ও তোমার চক্ষু শীতলকারী, নয়নমণি, একে হত্যা করো না। সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, কিম্বা আমরা তাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তারা বুঝতে পারেনি।

আর মূসার মায়ের অন্তর বিচলিত হয়ে পড়েছিল এবং সে মূসার অবস্থা প্রকাশ করে দেয়ার উপক্রম করেছিল, যদি না আমি দৃঢ় রাখতাম তার হৃদয়। এরূপ করলাম, যাতে সে থাকে বিশ্বাসীদের মধ্যে।

আর মূসার মা মূসার বোনকে বলল : এর পিছনে পিছনে যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে দূর থেকে তাকে দেখে যেতে লাগল।

আর আমি প্রথম থেকেই মূসার জন্য ধাত্রীস্তুত পান হারাম করে দিয়েছিলাম। সুতরাং মূসার বোন বলল : আমি কি তোমাদের এমন এক পরিবারের কথা বলব, যারা তোমাদের হয়ে একে লালনপালন করবে এবং তারা হবে এর হিতাকাঙ্ক্ষী?

অবশেষে আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং সে চিন্তাশ্রিত না থাকে, আর সে বুঝতে পারে যে, অবশ্যই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

আর ফির'আওন বলল : হে সভাসদবৃন্দ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলে আমি মনে করি না। হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও, তারপর আমার জন্য

একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি মূসার মাবুদের প্রতি উঁকি মে রে দেখতে পারি। তবে আমার তো ধারণা যে, সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

৩৯. আর ফির'আওন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল এবং তারা ভেবেছিল যে, তাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না।
৪০. অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ, যালিমদের পরিণাম কেমন হয়েছিল!
৪১. আর আমি তাদেরকে নেতা বানিয়ে-ছিলাম, তারা লোকদের জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত। আর কিয়ামতের দিন তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।
৪২. আর এই পৃথিবীতেও আমি তাদের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছি লা'নত এবং কিয়ামতের দিনেও তারা হবে দুর্দশাগ্রস্তদের শামিল।
৭৬. নিশ্চয় কারুন ছিল মূসার কাওমের একজন। কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আর আমি তাকে এতো অধিক পরিমাণ ধন-ভাণ্ডার দিয়েছিলাম, যার চাবিগুলো বহন করা একদল শাক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার কাওম তাকে বলেছিল : দম্ব করো না, আল্লাহ্ তো দাষ্টিকদের ভালবাসেন না।
৭৭. আর আল্লাহ্ তোমাকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না। আর তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে

চেয়ে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না।

কারুন বলল : এ সম্পদ আমি স্বীয় বুদ্ধিমত্তার বলে প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানতে পারেনি যে, আল্লাহ্ তার পূর্বে এমন অনেক মানব গোষ্ঠিকে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চেয়ে প্রবল এবং জনবলও ছিল তার চেয়ে অধিক? আর অপরাধীদের তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চাইবে না।

কারুন একদিন তার কাওমের সামনে জাঁকজমক সহকারে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল : কতই না উত্তম হত, যদি আমাদেরকে তা দেয়া হত, যা কারুনকে দেয়া হয়েছে! বস্তৃত সে বড় ভাগ্যবান।

আর যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল : সর্বনাশ হোক তোমাদের! যারা ঈমান আনে এবং নেকআমল করে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ, আর এ পুরস্কার তারাই পায় যারা ধৈর্যশীল।

তারপর আমি কারুনকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে ধসিয়ে দিলাম। তখন তার পক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যারা তাকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচাতে সাহায্য করতে পারত। আর সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি।

গতকাল যারা তার মত হওয়ার আকাংক্ষা পোষণ করেছিল, তারা বলতে লাগল : দেখলে তো, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা প্রচুর জীবিকা দান করেন এবং হ্রাসও করেন। আল্লাহ্ যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না

করতেন, তবে অবশ্যই তিনি আমাদের ভূগর্ভে ধসিয়ে দিতেন। দেখলে তো! কাফিররা কখনও সফলকাম হয় না।

সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৩৯

৩৯. আর আমি কারুন, ফির'আওন ও হামানকেও ধ্বংস করেছিলাম। মূসা তো তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল। তথাপি তারা পৃথিবীতে দৃষ্ট করত, কিন্তু তারা আমার আযাব এড়াতে পারেনি।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ২৩, ২৪, ২৬, ৩৬, ৩৭, ৪৬

২৩. আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম।

২৪. ফির'আওন, হামান ও কারুনের নিকট, কিন্তু তারা বলল, এ লোকটা ত এক জাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।

২৬. ফির'আওন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি আর সে তার রবের শরণাপন্ন হোক.....।

৩৬. ফির'আওন বলল, হে হামান। আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি পাই অবলম্বন—

৩৭. ফির'আওনের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল।

৪৬. যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে ফির'আওন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তিতে নিষ্পেক্ষ কর।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬

لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاءُ
وَيَكَاذِبُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ○

২৭- وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ
فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ
وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ○

২২- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا
وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ○
২৪- إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ
فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ ○

২৬- وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى
وَلْيَدْعُ رَبَّهُ... ○

৩৬- وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِيَهَامَانُ ابْنِ لِي
صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ○

৩৭- ... وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ○

৪৬- ... وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ○

৪৬. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার নিদর্শনসহ ফির'আওন ও তার সভাসদবর্গের কাছে। তিনি বলেছিল : আমি তো প্রেরিত রাসূল রাক্বুল আলামীনের।
৪৭. সে যখন তাদের কাছে আমার নিদর্শনসহ নিয়ে এল, তখন তারা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল।
৪৮. আর আমি তাদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখাইনি, যা অন্যান্য নিদর্শনের চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিল না। আর আমি তাদেরকে আযাবে পাকড়াও করে-ছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে।
৪৯. তারা বলেছিল : হে যাদুকর! তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে সে বিষয়ের প্রার্থনা কর, যার ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন। তাহলে অবশ্যই আমরা সৎপথে আসব, হিদায়েত পাব।
৫০. তারপর আমি যখন তাদের থেকে আযাব উঠিয়ে নিলাম, তখন তারা ওয়াদা ভংগ করতে লাগল।
৫১. আর ফির'আওন তার কাওমকে ডেকে বলল : হে আমার কাওম! মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এই নদীগুলো আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত, তোমরা কি তা দেখ না?
৫২. বরং আমি তো শ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি থেকে, যে নিতান্ত তুচ্ছ এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে অক্ষম।
৫৩. তাকে কেন সোনার মালা দেয়া হল না, অথবা কেন আসল না ফিরিশ্তাগণ তার সাথে সারিবদ্ধভাবে?
৫৪. এভাবে সে তার কাওমকে হতবুদ্ধি করে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। অবশ্য তারা ছিল এক ফাসিক কাওম।

- ৬১- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○
- ৬২- فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ○
- ৬৩- وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ○ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○
- ৬৪- وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الشَّجَرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ○ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ○
- ৬৫- فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ○
- ৬৬- وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ○ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ○
- ৬৭- أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ○
- ৬৮- فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَايِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ○
- ৬৯- فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ○ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ○

৫৫. এরপর তারা যখন আমাকে রাগান্বিত করল ; তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম ।

৫৬. তারপর আমি করেছিলাম তাদেরকে পরবর্তীদের জন্য অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত ।

সূরা দুখান, ৪৪ : ৩০, ৩১

৩০. আর আমি তো মুক্তি দিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলকে অপমানজনক শাস্তি হতে-

৩১. ফির'আওনের। নিশ্চয় সে ছিল শীর্ষ-স্থানীয় সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

۵۵- فَلَمَّا اسْفُوتَا اتَّقَيْنَا مِنْهُمْ
فَاَعْرَفْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ ○

۵۶- فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا
وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ○

۳۰- وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ
مِنَ الْعَذَابِ الْمُبِينِ ○

۳۱- مِنْ فِرْعَوْنَ ۖ
إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ○

(যায়িদ ও যয়নব (রা))

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৭

৩৭. আর স্মরণ করুন, আপনি তাকে বলেছিলেন, যাকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন : তুমি তোমার স্ত্রীকে তোমার বিবাহাধীনে রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি আপনার অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আপনি লোক ভয় করছিলেন, অথচ আল্লাহকে ভয় কর। আপনার পক্ষে অধিকতর উচিত। তারপর যায়িদ যখন যয়নবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম। যাতে মু'মিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সাথে বিবাহ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করলে, সে সব রমণীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মু'মিনদের কোন অসুবিধা না হয়। আল্লাহর নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।

۳۷- وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ
أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ
وَتَخْشَى النَّاسَ ۖ
وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ
فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَاهَا بِكَ لِي لَا يَكُونَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ
فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۖ
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ○

হযরত ইব্রাহীম

সূরা যারিয়াত ৫১ : ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮,
২৯ ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭

২৪. এসেছে কি আপনার কাছে ইব্রাহীমের
সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত ?
২৫. যখন তারা তার কাছে প্রবেশ করল,
এরপর তাকে সালাম করল। ইব্রাহীমও
বলল : ‘সালাম’। এরা তো অপরিচিতি
লোক।
২৬. তারপর সে নিজের পরিবারের কাছে
গেল এবং একটি মোটা তাজা ভাজা
গরুর বাচুর নিয়ে এলো।
২৭. এবং তা তাদের সামনে রাখল। সে
বলল : আপনারা খাচ্ছেন না কেন ?
২৮. এতে তাদের ব্যাপারে তার মনে ভীতির
সঞ্চার হল। তারা বলল : আপনি ভয়
করবেন না। এরপর তারা তাকে এক
জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।
২৯. তখন তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে
সামনে এল এবং কপালে হাত মেরে
বলল : আমি তো বৃদ্ধা, বন্ধ্যা।
৩০. ফিরিশ্তারা বলল : এরূপই বলেছেন
আপনার রব, নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়,
সর্বজ্ঞ।
৩১. ইব্রাহীম বলল : হে প্রেরিত ফিরিশ্তা-
গণ! তোমাদের আসল উদ্দেশ্য কি?
৩২. তারা বলল : আমরা তো প্রেরিত হয়েছি
একটি অপরাধী কাণ্ডের প্রতি।
৩৩. যেন আমরা তাদের উপর পোড়ামাটির
পাথর নিক্ষেপ করি,
৩৪. যা তোমরা রবের তরফ থেকে চিহ্নিত
সীমালংঘনকারীদের জন্য।

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (৩য় খণ্ড)-

৩৫. আর আমি বের করে দিলাম সেখানে যে সব মু'মিন ছিল তাদেরকে।
৩৬. কিন্তু আমি সেখানে মুসলমানদের একটি পরিবার ছাড়া আর কোন মুসলিম পরিবার পাইনি।
৩৭. আর আমি এতে নিদর্শন রেখেছি তাদের জন্য, তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে ভয় করে।

৩৫- فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○
৩৬- فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ
مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ○
৩৭- وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً
لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ○

রানী বিলকীস

সূরা নাম্বল, ২৭ : ২২, ২৩, ২৪

২২. হুদহুদ এসে সুলায়মানকে বলল : আমি এমন বিষয় অবগত হয়েছি যা আপনি অবগত না এবং আমি 'সাবা'* থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।
২৩. আমি দেখেছি এক স্ত্রী-লোককে*, তাদের উপর রাজত্ব করতে, তাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে এবং তার রয়েছে এক বিরাট সিংহাসন।
২৪. আমি তাকে ও তার কাওমকে দেখেছি- আল্লাহকে ছেড়ে সূর্যকে সিজদা করতে। আর শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের জন্য শোভন করে রেখেছে এবং সে তাদের সৎপথ থেকে বিরত রেখেছে, ফলে তারা হিদায়েত পায় না।

২২- فَكَتَبَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ
أَحْطَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ
وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ○
২৩- إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ
وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ
২৪- وَجَدُوهَا وَتَوْمَهَا يُسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ○

সূরা সাবা, ৩৪ : ১৫

১৫. সাবাবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন দু'টি উদ্যান একটি ডান দিকে অপরটি বামদিকে, তাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিয়ক ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম এ শহর এবং ক্ষমাশীল তোমাদের প্রতিপালক।

১৫- لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ
جَنَّتَيْنِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۚ
كُلُوا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ
بَلَدَهُ طَيِّبَةٌ ۚ وَرَبُّ غَفُورٌ ○

* 'সাবা' : ইয়ামান, হাজারমাওত ও আছির এলাকা নিয়ে 'সাবা' সাম্রাজ্য ছিল।

* "স্ত্রীলোক" তিনি রানী বিলকীস, বিশ্বখ্যাত "Queen of Saba".

পঞ্চম পারা

মক্কা ও মাশ

সূরা বাকারা, ২ : ১২৬, ১৯৮

১২৬. আর স্মরণ কর, ইব্রাহীম বলেছিল : হে আমার রব! করুন এ জনপদকে (মক্কা) নিরাপদ শহর, আর এ বাসিন্দাদের মধ্যে যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও আখিরাতে তাদের রিযিক দিন ফলমূল দিয়ে। আল্লাহ্ বলেন : যে কেউ কুফরী করবে, তাকেও কিছুকালের জন্য জীবন-উপভোগ করতে দেব। তারপর তাকে বাধ্য করব দোযখের আযাব ভোগ করতে। আর কতই না নিকৃষ্ট সে প্রত্যাবর্তনস্থল।

১৯৮. তোমাদের কোন গুনাহ নেই, তোমাদের রবের অনুগ্রহ অব্বেষণ করায়। তারপর যখন তোমরা আরাফাত থেকে ফিরে আসবে, তখন মাশ্‌আরুল হারামের কাছে পৌঁছে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে এবং তাকে ঠিক সে ভাবে স্মরণ করবে, যেভাবে স্মরণ করার জন্য তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও এর আগে তোমরা গুমরাহদের শামিল ছিলে।

হ

সূরা তাওবা, ৯ : ২৫

২৫. আল্লাহ তো তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক যুদ্ধ ক্ষেত্রে এবং হনায়নের

দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল তোমাদের জন্য এ পৃথিবী এত প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও, পরে তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়েছিলে।

كَثِيرَةً ۚ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ
إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ
شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ۝

সাবা

সূরা সাবা, ৩৪ : ১৫, ১৮

১৫. সাবার বাসিন্দাদের জন্য তাদের বাস-ভূমিতে ছিল এক নিদর্শন, দু'টি উদ্যান, একটি ডানদিকে, অপরটি বামদিকে। তাদের বলা হয়েছিল : তোমরা খাও, তোমাদের রবের দেয়া রিযিক থেকে এবং তাঁর শোকর আদায় কর। উত্তম এ শহর এবং পরম ক্ষমাশীল তোমাদের রব।

۱۵- لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ
جَنَّتَنِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۚ
كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ
بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ رَبُّ غَفُورٌ ۝

১৮. আর তাদের জনপদ এবং সে সব জনপদ যেখানে আমি বরকত দিয়ে রেখেছিলাম, সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে বহু দৃশ্যমান জনপদ আবাদ করে রেখেছিলাম এবং সে সব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। তোমরা এ সব জনপদে রাতে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর।

۱۸- وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي
بُرُكْنَا فِيهَا قَرْيَ ظَاهِرَةً
وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ
سَيْرًا فِيهَا لَيْالٍ وَأَيَّامًا أَمِينِينَ ۝

ইন্তাকিয়া

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২

১৩. আর আপনি তাদের কাছে বর্ণনা করুন এক জনপদের ঘটনা, যখন সেখানে এসেছিল কয়েকজন রাসূল।

۱۳- وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ
إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۝

১৪. যখন আমি তাদের কাছে দু'জন রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, তখন তারা তাদের

۱۴- إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

মিথ্যাবাদী বলেছিল। তারপর আমি তাদের উভয়কে সহায়তা করেছিলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে। তারা সকলে বলেছিল : আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল।

১৫. লোকেরা বলল : তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ, দয়াময় আল্লাহ তো কিছুই নাখিল করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছ।

১৬. রাসূলগণ বললেন : আমাদের রব জানেন, অবশ্যই আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল।

১৭. আর আমাদের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টরূপে প্রচার করা।

১৮. তারা বলল : আমরা অবশ্যই তোমাদের অশুভ লক্ষণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে আমরা অবশ্যই পাথর মেরে তোমাদের ধ্বংস করে ফেলব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপাতত হবেই।

১৯. রাসূলগণ বলল : তোমাদের অশুভ লক্ষণ তোমাদেরই সাথে সংযুক্ত। তোমরা কি একে অশুভ মনে করছ যে, তোমাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে? বরং তোমরা তো এক সীমালংঘনকারী কাওম।

২০. তারপর শহরের দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। সে বলল : হে আমার কাওম! তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর।

২১. অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চায় না। আর তারা নিজেরাও রয়েছে সংপথে।

كَذَّبُوا بِرُؤُسِهِمْ فَحَرَّزْنَا
بِئَالِهَةٍ فَقَالُوا
إِنَّا إِلَيْنَكُم مَّرْسَلُونَ

১৫- قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا
وَمَا أُنْزِلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ

১৬- قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْنَكُم لَمُرْسَلُونَ

১৭- وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

১৮- قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ
لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ
وَلَيَمَسَّنَّكُمُ

مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

১৯- قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ
أَنْ دُرِّبْتُمْ

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

২০- وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ

رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ

اتَّبِعُوا الرُّسُلَ

২১- اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا

وَهُمْ مُّهْتَدُونَ

২২. আর আমার কি কৈফিয়ত আছে যে, আমি তাঁর ইবাদত করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁরা কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে ?
২৩. আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন সব উপাস্য গ্রহণ করব, যদি দয়াময় আল্লাহ আমাকে কষ্টে নিঃপতিত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোন উপকারে আসবে না এবং তারা আমাকে মুক্তও করতে পারবে না।
২৪. যদি আমি এরূপ করি, তবে তো আমি স্পষ্ট গুম্বাহীতে পতিত হব।
২৫. আমি তো তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা শোন আমার কথা।
২৬. তাকে বলা হল : জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলল : আহা! যদি আমার কাণ্ডম জানতে পারত,
২৭. কী কারণে আমার রব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের শামিল করেছেন।
২৮. আর তার মৃত্যুর পর আমি তার কাণ্ডমের উপর আসমান থেকে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং প্রেরণ করার কোন প্রয়োজনও আমার ছিল না।
২৯. তা ছিল কেবলমাত্র একটি বিকট আওয়াজ, ফলে তখনই তারা নিথর-নিস্তন্দ হয়ে গেল।
৩০. আফসোস সে বান্দাদের জন্য, যাদের কাছে কখনো এমন কোন রাসূল আসেনি, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি।
৩১. তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠিতে ধ্বংস করেছি,

নিশ্চয় যারা তাদের মাঝে পুনরায় ফিরে আসবে না।

○ مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ

৩২. আর তাদের সবাইকে অবশ্যই একত্রে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে।

○ ۳۲- وَإِنْ كُلُّ لَكَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ

আয়কাবাসী ও অন্যান্য

সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ১২, ১৩, ১৪

১২. এদের পূর্বেও রাসূলদের অস্বীকার করেছিল নূহের কাওম, আদ এবং হু শিবিরের মালিক ফির'আওন,

۱۲- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ

১৩. আর সামুদ, লূতের কাওম ও আয়কার অধিবাসীরা। এরা ছিল এক-একটা বিশাল বাহিনী।

○ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ

১৪. এরা প্রত্যেকেই রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। ফলে আমার শাস্তি তাদের উপরও আপতিত হয়েছিল।

۱۳- وَشُعُودٌ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ

○ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ

۱۴- إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ

○ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আম্‌সাল বা উদাহরণ ও উপমা

আল-কুরআনের উপমা

সূরা বাকারা, ২ : ২৬

২৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ লজ্জাবোধ করেন না উপমা দিতে কোন বস্তু দিয়ে, হোক তা মশা বা তাঁর চেয়েও ক্ষুদ্র কিছু। সুতরাং যারা ঈমান এনছে তারা জানে যে, এ উপমা সঠিক তাদের রবের তরফ থেকে। কিন্তু যারা কাফির তারা বলে : আল্লাহ্ কি উদ্দেশ্যে এ তুচ্ছ বস্তুর উপমা দিয়েছেন ? এ দিয়ে আল্লাহ্ অনেককে বিপথগামী করেন এবং অনেককে সঠিকপথে পরিচালিত করেন। তবে ফাসিকদের ছাড়া অন্য কাউকে তিনি এরূপ উপমা দিয়ে গুম্বরাহ করেন না।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৮৯

৮৯. আর অবশ্যই আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কুফরী ছাড়া অন্য কিছু স্বীকার করেনি।

সূরা কাহ্ফ, ১৮ : ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩,

৩২. আর আপনি তাদের কাছে পেশ করুন ঐ দু'ব্যক্তির উপমা : যাদের একজনকে আমি দু'টি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছিলাম এবং এটিকে আমি খেজুর বৃক্ষ দিয়ে পরিবেষ্টিত করেছিলাম। আর

২৬- إِنْ أَلَّاهُ لَا يَسْتَحْيَ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۖ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ○

৮৯- وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ○

৩২- وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ

এ দু'টির মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র।

৩৩. উভয় বাগানই ফলদান করত এবং এতে কোন প্রকার কম হত না, আর আমি এ দু'টির মাঝে নহর প্রবাহিত করেছিলাম।
৩৪. আর তার আরো অনেক সম্পদ ছিল। একদা সে তার সাথীদের কথা প্রসঙ্গে বলল : আমি ধন-সম্পদে তোমার চেয়ে বেশী এবং জনবলেও তোমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী।
৩৫. আর সে নিজের প্রতি যুলুম করে একদিন বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল : আমার তো মনে হয় না যে, এ বাগান তো কোন দিন ধ্বংস হয়ে যাবে।
৩৬. আর আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হবে। তবে যদি আমাকে কখন আমার রবের কাছে ফিরিয়ে নেয়াই হয়, তাহলে অবশ্যই আমি সেখানে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান পাব।
৩৭. তার সাথী তাকে তার কথার উত্তরে বলল : তুমি কি তাঁর কুফরী করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে এবং পরে তোমাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করেছেন?
৩৮. বস্তুত তিনিই আল্লাহ, আমার রব। আর আমি অন্য কাউকে আমার রবের শরীক করি না।
৩৯. আর যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করছিলে, তখন এরূপ কেন বললে না যে, “আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে। আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া কারও কোন শক্তি নেই।” যদি তুমি আমাকে সম্পদে ও সম্ভান-সম্মতিতে তোমার চেয়ে হীন মনে কর,

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا

২৩- كُنْتَ الْجَنَّتَيْنِ اَتَتْ اُكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا

২৪- وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَاَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُّ نَفَرًا

২৫- وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيدَ هَذِهِ اَبَدًا

২৬- وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۚ وَلَئِنْ رُدِّدْتُ اِلَىٰ رَبِّي لَا اَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا

২৭- قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا

২৮- لِكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّي وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّي اَحَدًا

২৯- وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ۚ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقْسَلُ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا

৪০. তবে আশা করি, অচিরেই আমার রব আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে উৎকৃষ্টতর কিছু দান করবেন এবং তোমার বাগানে আসমান থেকে কোন আকস্মিক বিপর্যয় প্রেরণ করবেন। ফলে তা উদ্ভিদশূন্য এক পরিষ্কার মাঠে পরিণত হয়ে যাবে,

৪০- فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُوْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ○

৪১. অথবা তার পানি যমীনের তলদেশে নেমে শুকিয়ে যাবে এবং তুমি কখন তার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না।

৪১- أَوْ يُصْبِحَ مَا وَهَا غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ○

৪২. তারপর তার ফল সম্পদ বিপর্যয় বেষ্টিত হয়ে গেল, ফলে সে ঐ বাগানের জন্য যা কিছু ব্যয় করেছিল, তার জন্য অনুতাপ করতে লাগল। আর বাগানটি মাচানসহ ভূমিতে পড়ে রইল। সে বলতে লাগল : হায়, আমি যদি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক না করতাম!

৪২- وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ○

৪৩. আর তার এমন কোন দলও ছিল না, যে তাকে আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্য করে এবং সে নিজেও কোন প্রতিকার করতে পারল না।

৪৩- وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ○

আল-কুরআনে বর্ণিত দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য

সূরা হাশর, ৫৯ : ২১

২১. আমি যদি এ কুরআন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তাহলে তুমি দেখতে আল্লাহর ভয়ে তা বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। এসব দৃষ্টান্ত আমি বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা করে।

২১- لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ○

মুনাফিকদের উপমা

সূরা বাকারা, ২ : ১৬, ১৭, ১৯, ২০

১৬. এরাই সে সব লোক, যারা হিদায়েতের বিনিময়ে গুমরাহী ক্রয় করেছে। সুতরাং

১৬- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ س

তাদের এ ব্যবসা লাভজনক হয়নি।
আর তারা সঠিক পথেও পরিচালিত
নয়।

فَمَا رَیَحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِیْنَ ۝

১৭. তাদের উপমা ঐ লোকের মত যে
আগুন জ্বালালো, পরে যখন আগুন তার
চারদিকের সবকিছু আলোকিত করল,
তখন আল্লাহ তাদের আগুন নিয়ে
গেলেন এবং তাদের ছেড়ে দিলেন
ঘোর অন্ধকারে, ফলে তারা কিছুই
দেখতে পায় না।

۱۷- مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نَارًا
فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ
وَتَرَكَهُمْ فِی ظُلُمٍ لَّا یُبْصِرُوْنَ ۝

১৯. অথবা তাদের উপমা সে সব পথিকের
ন্যায় যারা আকাশ থেকে মুমলধারে
বর্ষিত বৃষ্টিতে পথ চলে, যাতে থাকে
ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক।
মৃত্যুর ভয়ে তারা বজ্রগর্জনের সময়
নিজেদের আঙ্গুল কানে গুঁজে দেয়।
আর আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন
কাফিরদের।

۱۹- اَوْ كَصِیْبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِیْهِ ظُلُمٌ وَّ
رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ ؕ
یَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِیْ اُذُنِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ
حَذَرِ الْمَوْتِ ؕ وَاللّٰهُ مُحِیْطٌ بِالْكَفْرِ ۝

২০. বিদ্যুতের চমক এমন যে, মনে হয় যেন
তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়ে যায়।
যখনই বিদ্যুৎ তাদের জন্য আলো
বিচ্ছুরিত করে, তখনই তারা সে
আলোতে চলতে থাকে, আবার যখন
অন্ধকার তাদের আচ্ছন্ন করে, তখন
তারা থমকে দাঁড়ায়। আর যদি আল্লাহ
ইচ্ছা করতেন, তখন তাদের শ্রবণ ও
দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতেন। নিশ্চয় আল্লাহ
সর্ববিষয়ে, সর্বশক্তিমান।

۲۰- یَاۤکَادُ الْبَرُّتِ یُخْطَفُ ابْصَارُهُمْ كُلَّمَا
اَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوا فِیْهِ ۚ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَیْهِمْ
قَامُوْا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
وَاَبْصَارِهِمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝

রিয়াকারীদের উপমা

সূরা বাকারা, ২ : ২৬১, ২৬২, ২৬৪, ২৬৫

২৬১. তাদের উপমা যারা আল্লাহর পথে
নিজদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, একটি
শস্য বীজের মত, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন
করে, প্রতিটি শীষে একশ শস্যদানা।

۲۶۱- مَثَلُ الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ
فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلٍ فِیْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاۤئَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ

আল্লাহ্ যাকে চান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

২৬২. যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার তাদের রবের কাছে। তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা দুঃখিত হবে না।

২৬৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দানের কথা বলে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির মত বরবাদ করো না। যে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর, যার উপর কিছু মাটি থাকে, এরপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হলে তারে পরিষ্কার করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে, তার কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ্ কাকির লোকদের হিদায়েত দেন না।

২৬৫. তাদের উপমা : যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজেদের চিত্ত দৃঢ় করার জন্য স্থায়ী সম্পদ ব্যয় করে, উঁচু ভূমিতে অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, ফলে তার ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুসলধারে বৃষ্টি নাও হয়, তবে হালকা বৃষ্টিই যথেষ্ট। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৫৯

৫৯. নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের মত। তিনি আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন,

يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

২৬২- الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ○ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

২৬৪- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ۖ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَنَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ○

২৬৫- وَمِثْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۖ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ ۖ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّتْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

৫৯- إِنَّ مِثْلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ

তারপর তাকে বলেছিলেন : হও, ফলে
সে হয়ে গেল।

ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

কাফিরদের পার্থিব ব্যয়

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১৭

১১৭. তারা এ পার্থিব জীবনে যা কিছু ব্যয় করে, তার উপমা ঐ বায়ুর মত, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড হিম, যা আঘাত করল এমন লোকদের শস্যক্ষেত্রে, যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল, ফলে সে বায়ু শস্যক্ষেত্রটি ধ্বংস করে দিল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে।

۱۱۷- مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

প্রবৃত্তির অনুসরণকারী

সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৭৬

১৭৬. আর যদি আমি চাইতাম, তবে তাকে সে নিদর্শনাবলীর বদৌলতে উচ্চমর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে লাগল। ফলত তার অবস্থা কুকুরের মত, যদি তুমি তাকে আক্রমণ কর, তবুও সে হাঁপাতে থাকে, আর যদি তুমি তাকে ছেড়ে দাও, তবুও সে হাঁপাতে থাকে। এ হলো সে সব লোকের উদাহরণ যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। অতএব আপনি এসব বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন, যাতে তারা চিন্তা করে।

۱۷۶- وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَثَلَّثَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ إِنْ تَحِمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত

সূরা ইউনুস, ১০ : ২৪

২৪. বস্তুত পার্থিব জীবনের উদাহরণ এরূপ : যেমন আসমান থেকে আমি পানি বর্ষণ

۲۴- إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

করি, পরে তা সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে যমীনের ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যা থেকে মানুষ ও জীব জন্তুরা খেয়ে থাকে। তারপর যমীন যখন তার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য ধারণ করে এবং সুশোভিত হয়ে উঠে, আর যমীনের মালিকেরা ধারণা করে যে, তারা এখন এগুলোর পূর্ণ অধিকারী হয়েছে। তখন এসে পড়ল তার উপর আমার নির্দেশ রাতে কিংবা দিনে। ফলে আমি তা নিশ্চিহ্ন করে দিলাম, যেন গতকালও এর অস্তিত্ব ছিল না। এরূপই আমি বিশদভাবে আয়াতসমূহ বর্ণনা করি চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

كَمَا أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ
فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ
حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا
وَارْزَلَتْ وَظَنَ أَهْلُهَا
أَنَّهُمْ قُدْرُونَ عَلَيْهَا ۚ أَلَمْ نَأْمُرْكَ لَيْلًا
أَوْ نَهَارًا فَجْعَلْنَاهَا حَصِيدًا ۚ كَانَتْ لَمْ
تَعْنِ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَلِكَ نَقْصِلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

কাফির ও মু'মিনের দৃষ্টান্ত

সূরা হুদ, ১১ : ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪

১৯. যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে আর তারা আখিরাতের প্রতিও অবিশ্বাসী।
২০. তারা অপারগ করতে পারেনি আল্লাহকে পৃথিবীতে, আর না ছিল তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক। তাদের জন্য আযাব দ্বিগুণ করা হবে। তারা শুনতেও পারত না এবং দেখতেও পেত না।
২১. এরা তারা, যারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং এরা যে সব অলীক উপাস্য সাব্যস্ত করে রেখেছিল, যা তাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে।
২২. নিঃসন্দেহে এরাই হবে আখিরাতের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত।
২৩. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক-আমল করেছে, আর স্বীয় রবের প্রতি

۱۹-الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُمْ كَافِرُونَ ○
۲০-أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ
فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۚ مَ يُضْعَفُ
لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ
السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ○
۲১-أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○
۲২-لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
هُمْ الْأَخْسَرُونَ ○
۲৩-إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

বিণত হয়েছে তারাই জান্নাতের অধিকারী, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।

২৪. দল দু'টির উদাহরণ অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুস্থান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্নের মত। এরা দু'জন কি অবস্থার দিক দিয়ে সমান হতে পারে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

وَاخْتَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

২৫- مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ

وَالْبَصِيرُ وَالسَّمِيعُ ۖ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۖ

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

জান্নাতের উপমা

সূরা রা'দ, ১৩ : ১৫

১৫. মুত্তাকীদের যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার উপমা এরূপ : তার পাদদেশে নহর প্রবাহিত হয় এবং তার ফল ও তার ছায়া চিরস্থায়ী। যারা মুত্তাকী এ হলো তাদের কর্মের প্রতিদান, আর কাফিরদের পরিণাম দোযখ।

১৫- وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

وُظِلُّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ○

কাফিরদের উপমা

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ১৮

১৮. যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করে তাদের উপমা : তাদের কর্মসমূহ ছাই ভেস্তের মত, যা ঝড়ের দিনের বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারবে না। এটাই হলো ঘোরতর গুমরাহী।

১৮- مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ

أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ۖ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ

○ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ○

কালিমায়ে তাইয়েব্বা ও কালিমায়ে খাবীসা

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ২৪, ২৫, ২৬, ২৭

২৪. আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়েছেন “কালিমায়ে তাইয়েব্বার” : তা একটা পবিত্র বৃক্ষের মত, যার শিকড় সুদৃঢ় এবং যার শাখা-প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত,
২৫. যা প্রত্যেক মওসুমে ফলদান করে তার রবের নির্দেশে। আর আল্লাহ মানুষের

২৪- أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ○

২৫- تُوْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۖ

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ

জন্য উপমা দিয়ে থাকেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

২৬. আর “খাবীস কালিমার” উপমা যেন একটি নিকৃষ্ট বৃক্ষ, যার মূল যমীন থেকে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।
২৭. যারা শাস্ততবাণী “কালিমায়ে তাইয়েব্যায়” ঈমান রাখে, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা যালিম আল্লাহ তাদেরকে গুমরাহীতে রেখে দেবেন। আল্লাহ যা চান তা করেন।

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○

২৬- وَمِثْلُ كُلِّمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ۖ اجْتُثَّتْ مِنْ قُوقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ○

২৭- يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۖ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ○

কসম ভংগকারীর উপমা

সূরা নাহল, ১৬ : ৯১, ৯২

৯১. যখন তোমরা পরস্পর আল্লাহর নামে ওয়াদা কর, তখন তা পূর্ণ কর এবং আল্লাহকে জামিন করে নিজেদের কসম দৃঢ় করার পর তোমরা তা ভঙ্গ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন, তোমরা যা কর।
৯২. তোমরা হয়ো না ঐ নারীর মত, যে তার সূতা মজবুত করে পাকানোর পর তার পাক খুলে টুকরা টুকরা করে ফেলে। তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য নিজেদের কসমকে ব্যবহার করে থাক, যাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হয়। এ দিয়ে আল্লাহ তো শুধু তোমাদের পরীক্ষা করেন। অবশ্যই আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রকাশ করে দেবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে তা।

৯১- وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ○

৯২- وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ۖ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ۗ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○

কর্তৃত্বহীন দাস ও দানশীল ব্যক্তি

সূরা নাহল, ১৬ : ৭৫

৭৫. আল্লাহ উপমা দিয়েছেন একটি ক্রীতদাসের, যে কোন কিছুর উপর

ۗ-۷۵ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا

ক্ষমতা রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির, যাকে আমি নিজের তরফ থেকে প্রচুর রিযিক দান করেছি এবং সে তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তারা কি উভয়ে সমান হতে পারে? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ
وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا
فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا
هَلْ يَسْتَوْنَ ۖ الْحَمْدُ لِلَّهِ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ক্ষমতাহীন বোবা ও ক্ষমতাবান ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি

সূরা নাহল, ১৬ : ৭৬

৭৬. আর আল্লাহ্ আরো উপমা দিয়েছেন দুই ব্যক্তির : তাদের মধ্যে একজন বোবা, কোন কাজই করতে পারে না; তাই সে তার মনীবের গলগ্রহ। মনীব তাকে যেখানেই পাঠায় সে ভাল কিছুই করে আসতে পারে না। সে কি ঐ ব্যক্তির সমান হতে পারে, যে ন্যায়ের আদেশ দেয় এবং সরল পথে রয়েছে?

۷۶- وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا
أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ
عَلَى مَوْلَاهُ ۚ آيِنَّمَا يُوَجَّهُهُ لَأَيَّاتٍ بِخَيْرٍ
هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

পার্শ্ব জীবন

সূরা কাহফ, ১৮ : ৪৫, ৪৬

৪৫. আর আপনি পেশ করুন তাদের কাছে পার্শ্ব জীবনের উপমা : তা হলো পানির মত, যা আমি আসমান থেকে বর্ষণ করি, যার সাহায্যে ভূমিজ উদ্ভিদ সবুজ শ্যামল হয়ে উদ্গত হয়, তারপর তা শুকিয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

۴۵- وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ
نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ
الرِّيْحُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
مُقْتَدِرًا

৪৬. ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি দুনিয়ার জীবনের শোভা ; আর স্থায়ী নেক আমল তোমার রবের কাছে সাওয়াবের দিক দিয়েও শ্রেয় এবং হিসাবের দিক দিয়েও উৎকৃষ্ট।

۴۶- الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

দেবতাদের পূজার অসারতা

সূরা হায্জ, ২২ : ৭৩, ৭৪

৭৩. হে মানুষ! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ কর : তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের পূজা কর, তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদি তারা এ উদ্দেশ্যে সবাই একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তবে তারা তা তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। পূজারী ও দেবতা উভয়ই কত অক্ষম!

৭৪. তারা আল্লাহকে তেমন মর্যাদা দেয়নি, যেমন মর্যাদা তাঁকে দেয়া উচিত ছিল। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাক্ষমতাবান, পরাক্রম-শালী।

۷۳-يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ
فَاسْمِعُوا لَهُ ۖ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ
لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ
وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا
لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۖ
ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ۚ
۷۴-مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۖ
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

আল্লাহর নূর

সূরা নূর, ২৪ : ৩৪, ৩৫

৩৪. আর আমি তো নাযিল করেছি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য কিছু দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ।

৩৫. আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের নূর, তাঁর নূরের উপমা যেন একটি তাক, যাতে আছে একটি প্রদীপ, সে প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে রয়েছে, কাঁচের আবরণটি যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, সে প্রদীপ জ্বালান হয় পূত-পবিত্র যায়তুন বৃক্ষের তেল দিয়ে, যা পূর্বেরও নয় এবং পশ্চিমেরও নয়, আগুন তা স্পর্শ না করলেও যেন তার তেল নিজেই উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে, নূরের উপর নূর। আল্লাহ্ যাকে চান, নিজের নূরের দিকে হিদায়েত দান করেন। আল্লাহ্ মানুষের

۳۴-وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ
وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

۳۵-اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ
مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ
فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ
وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۚ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ
تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۚ يَهْدِي اللَّهُ
لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

জন্য উপমা দিয়ে থাকেন। আর আল্লাহ
সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

لِّلنَّاسِ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

কাফিরদের কর্ম

সূরা নূর, ২৪ : ৩৯, ৪০

৩৯. আর যারা কুফরী করে, তাদের কর্ম
মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, তৃষ্ণার্ত
লোক যাকে দূর থেকে পানি বলে মনে
করে। কিন্তু সে যখন সেখানে যায়,
তখন সে কিছুই পায় না এবং পায়
সেখানে আল্লাহকে। তারপর আল্লাহ
তার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেবেন। আর
আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

۳۹- وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ
بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً ۖ
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا
وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۖ
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

৪০. অথবা তাদের কার্যাবলী গভীর সমুদ্রের
তলদেশের অন্ধকারের ন্যায়, যাকে
আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার
উপরে রয়েছে কালোমেঘ। অন্ধকারের
উপর অন্ধকার। এমনকি যখন কেউ
তার হাত বের করবে, তখন সে তা
আদৌ দেখতে পাবে না। আল্লাহ যাকে
হিদায়েতের নূর দান করেন না, তার
জন্য কোন নূর নেই।

۴۰- أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَحْرٍ لَّيِّ يَغْشَاهُ
مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۖ
ظُلُمٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۖ إِذَا أَخْرَجَ
يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرِبَهَا ۖ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ
اللَّهُ لَهُ نُورًا فَلَا لَهُ مِنْ نُورٍ ۝

যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করে তাদের উপমা

সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৪১

৪১. যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে
অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাদের
দৃষ্টান্ত ঐ মাকড়সার মত, যে একটি ঘর
বানিয়েছে আর নিঃসন্দেহে সব ঘরের
মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম।
যদি তারা জানত!

۴۱- مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۖ إِتَّخَذَتْ
بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ
الْعَنْكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

মানুষের নিজেদের মধ্যের একটি উপমা

সূরা রুম, ৩০ : ২৮

২৮. আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের
নিজেদের মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত

۲۸- ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ

বর্ণনা করেছেন : আমি তোমাদের যে রিয়ক দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেউ কি তাতে অংশীদার ? ফলে তোমরা কি এতে সমান? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর, যে রূপ তোমরা পরস্পরকে ভয় কর ? এভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি।

আল-কুরআনে সব ধর

সূরা রুম, ৩০ : ৫৮

৫৮. আর আমি তো বর্ণনা করেছি এ কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের দৃষ্টান্ত। আপনি যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে আসেন, তখন কাফিররা বলবে : তোমরা তো বাতিলপন্থী ছাড়া আর কিছুই নও।

দু'জন দাস

সূরা যুমার, ৩৯ : ২৯

২৯. আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন : একজন দাস, যার রয়েছে পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন কয়েকজন মালিক আর একজন দাস, যার আছে কেবল একজন মালিক, এদের দু'জনের অবস্থা কি সমান হতে পারে ? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

যাদের তাওরাত দেয়া হয়েছিল, কিন্তু

সূরা জুমু'আ, ৬২ : ৫

৫. যাদেরকে তাওরাত অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা তদনুযায়ী আমল করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত

সেই গাধার মত, যে পুস্তক বহন করে।
কত নিকৃষ্ট তাদের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহর
আয়াতকে অস্বীকার করে। আর আল্লাহ
যালিম কাওমকে হিদায়েত করেন না।

يُسْأَلُ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا آيَاتِ
اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত

সূরা তাহরীম, ৬৬ : ১০

১০. আল্লাহ কাফিরদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ
করছেন নূহের স্ত্রীর ও লূতের স্ত্রীর :
তারা ছিল আমার নেকবান্দাদের মধ্যে
দুই বান্দার অধীনে। কিন্তু তারা তাদের
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। কিন্তু
নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি
থেকে একটুও বাঁচাতে পারেনি। তাদের
বলা হলো : জাহান্নামে প্রবেশকারীদের
সাথে তোমরাও প্রবেশ কর।

۱۰- ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتِ
نُوحٍ وَامْرَأَتِ لُوطٍ ۚ
كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا
صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا
عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ○

দু'জন সৎনারীর দৃষ্টান্ত

সূরা তাহরীম, ৬৬ : ১১, ১২

১১. আর আল্লাহ দৃষ্টান্ত পেশ করছেন
মু'মিনদের জন্য ফির'আওনের স্ত্রীর, সে
প্রার্থনা করেছিল : হে আমার রব!
আমার জন্য আপনার কাছে জান্নাতে
একটি গৃহ নির্মাণ করুন এবং আমাকে
নাজাত দিন ফির'আওন ও তার দুষ্কর্ম
থেকে। আর আমাকে রক্ষা করুন
যালিম কাওম থেকে।

۱۱- وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ
آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ
إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا
فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي
مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ
وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

১২. আরো দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন ইমরানের
কন্যা মারইয়ামের : যে তার সতীত্ব
রক্ষা করেছিল। ফলে আমি তার মধ্যে
আমার তরফ থেকে রূহ ফুঁকে
দিয়েছিলাম এবং সে তার রবের বাণী ও
কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল।
আর সে ছিল বিনয়ী, ইবাদতকারীদের
অন্তর্ভুক্ত।

۱۲- وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي
أَحْصَيْنَا فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ
مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا
وَكُتِبَ لَهَا ○

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মীসাক, আহাদ ও কসম বা অঙ্গীকার, চুক্তি ও শপথ

সূরা বাকারা, ২ : ৪০, ৬৩, ৮৩, ৮৪, ৯৩,
১০০, ১২৪, ১৭৭

৪০. হে বনী ইসরাঈল! তোমরা স্মরণ কর
আমার সে অনুগ্রহ, যা আমি তোমাদের
প্রতি করেছি এবং পূর্ণ কর আমার সঙ্গে
কৃত তোমাদের অঙ্গীকার, আমিও
তোমাদের সাথে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ
করব। আর তোমরা কেবল আমাকেই
ভয় কর।

৬৩. আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের
কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং
'তুর'-কে তোমাদের উপর তুলে ধরে
বলেছিলাম : আমি তোমাদের যা
দিলাম, তা দৃঢ়ভাবে ধর এবং তাতে যা
আছে তা স্মরণ রেখ। যাতে তোমরা
সাবধান হয়ে চলতে পার।

৮৩. স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের
কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে,
তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো
ইবাদত করবে না, মাতাপিতা, আত্মীয়-
স্বজন, ইয়াতীম ও দরিদ্রদের সাথে সদয়
ব্যবহার করবে, মানুষের সাথে সদালাপ
করবে, সালাত কায়েম করবে এবং
যাকাত দেবে। তখন অল্প কয়েকজন
ছাড়া তোমরা অগ্রাহ্যকারী হয়ে মুখ
ফিরিয়ে নিলে।

৮৪. আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে
অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা

৬০- يٰۤاَيُّهَاۤ اِسْرَآءِیْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ
اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا۟ بِعَهْدِیْٓ اُوْفِ
بِعَهْدِیْكُمْ
وَإِیَّایْ فَارْهَبُوْۤنَ ۝

৬৩- وَإِذْ اَخَذْنَا مِیثَاقَکُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ
الطُّوْرَ خُذُوْا مَاۤ اَتٰیْنٰکُمْ بِقُوَّةٍ
وَادْكُرُوْا مَا فِیْهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

৮৩- وَإِذْ اَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِیۤ اِسْرَآءِیْلَ
لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَآ اللّٰهَ ت وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَآۤئًا
وَّذِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنِ
وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ
وَآتُوا الزَّکٰوةَ ۖ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ اِلَّا قَلِیْلًا مِّنْکُمْ
وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

৮৪- وَإِذْ اَخَذْنَا مِیثَاقَکُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ

পরস্পরের রক্তপাত করবে না, আর তোমরা তোমাদের আপন জনদের স্বদেশ থেকে বহিস্কার করবে না; তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং এ বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী।

৯৩. আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম এবং তোমাদের উপর 'তূর'-কে তুলে ধরেছিলাম, বলেছিলাম : দৃঢ়ভাবে ধর যা আমি তোমাদের দিয়েছি এবং শোন। তারা বলেছিল : আমরা শোনলাম এবং অমান্য করলাম। কুফরীর কারণে তাদের হৃদয়ে বাছুর-প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল। আপনি বলুন : যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তোমাদের বিশ্বাস যে নির্দেশ দেয়, তা কতই না মন্দ!

১০০. কী আশ্চর্য! যখনই বনী ইসরাঈল কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তখনই তাদের কোন একদল তা ভঙ্গ করে, বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

১২৪. আর স্মরণ কর, ইব্রাহীমকে তার রব কয়েকটি কথা দিয়ে পরীক্ষা করলেন, তারপর সে তা পূর্ণ করল। আল্লাহ বললেন : আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা বানাব। সে বলল : আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও ? আল্লাহ বললেন : আমার ওয়াদা যালিমদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

১৭৭. কোন পুণ্য নেই পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানতে। কিন্তু পুণ্য আছে কেউ ঈমান আনলে আল্লাহর উপর, আখিরাতের উপর, ফিরিশতা-গণের উপর, সকল কিতাবের উপর, আর সকল নবীদের উপর এবং অর্থ দান করলে আল্লাহ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন,

وَمَا لَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ○

১২-وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُونَا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

১-أَوْ كَلِمَاتٍ عَهْدٌ وَعَهْدٌ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

১২৪-وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ○

১৭৭-لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، وَأَقَامَ

ইয়াতীম, মিস্কীন, মুসাফির, সাহায্য-প্রার্থী এবং দাস মুক্তির জন্য আর সালাত কায়েম করলে, যাকাত দিলে, কৃত ওয়াদা পূর্ণ করলে এবং অভাবে, রোগে শোকে ও সংগ্রাম সংকটে সবার করলে। এরাই হলো প্রকৃত সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৭৬, ৭৭, ৮১, ১৮৭

৭৬. হাঁ, অবশ্যই যে ব্যক্তি তার অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং তাকুওয়া অবলম্বন করে, তবে তো এরূপ মুত্তাকীদের আল্লাহ্ ভালবাসেন।

৭৭. নিশ্চয় যারা আল্লাহর সংগে কৃত ওয়াদার পরিবর্তে এবং নিজেদের শপথের পরিবর্তে সামান্য বিনিময় গ্রহণ করে, তাদের জন্য আখিরাতে কোন অংশ নেই। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না। তাদের জন্য নির্ধারিত আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৮১. আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন নবীদের কাছ থেকে যে, যা কিছু আমি তোমাদের কিতাব ও হিক্মত দিয়েছি এবং তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে যখন একজন রাসূল আসবে, তখন অবশ্যই তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তারপর আল্লাহ্ বললেন : তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ বিষয়ে আমার অঙ্গীকার কবুল করলে? তারা বলল : আমরা স্বীকার করলাম। আল্লাহ্ বললেন : তা হলে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।

الصَّلَاةَ وَإِاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰدِقِيْنَ فِي الْبَآسِآءِ
وَالضَّرَآءِ وَحِيْنَ الْبَآسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

৭৬- بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ
وَآتٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

৭৭- اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ
وَاٰمِنٰهُمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا
اُولٰٓئِكَ لَا خَلٰقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ وَلَا يَزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

৮১- وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ
لَآ اَتِيْتَكُمْ مِنْ كِتٰبٍ وَحِكْمَةٍ
ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ
قَالَ ؕ اَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ
اٰصْرِيْ ؕ قَالُوْا اَقْرَرْنَا
قَالَ فَاَشْهَدُوْا
وََاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

১৮৭. আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ ওয়াদা নিয়েছিলেন আহলে কিতাবের : তোমরা মানুষের কাছে কিতাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। কিন্তু তারা সে ওয়াদা নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল এবং এর পরিবর্তে নগণ্য বিনিময়ে গ্রহণ করল। সুতরাং তারা যা বিনিময় গ্রহণ করল, তা কত নিকট!

১৮৭-وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ۚ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَيَسْأَلُ مَا يَشْتَرُونَ ۝

সূরা নিসা, ৪ : ২১, ৮৯, ৯০, ৯৫, ১২০, ১৫৪, ১৫৫

২১. আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রদত্ত সম্পদ কিরূপে গ্রহণ করবে, অথচ তোমরা একে অপরের সাথে সংগত হয়েছে এবং সে নারীরা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছে ?

২১-وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

৮৯. মুনাফিকরা কামনা করে, যেন তোমরা কুফরী কর, যেমন তারা কুফরী করেছে, যাতে তোমরাও তারা সমান হয়ে যাও। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদের পাকড়াও কর এবং হত্যা কর যেখানেই তাদের পাও আর তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করো না,

৮৯-وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۚ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

৯০. কিন্তু তাদের নয়, যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয়েছে, যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ, অথবা যারা তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় আসে যে, তাদের মন সংকুচিত হয় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অথবা তাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন,

৯০-إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقَاتِلُوكُمْ أَوْ يَاقَاتِلُوكُمْ قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَاطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَذَلِكُمْ ۚ

তবে তিনি তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন, ফলে অবশ্যই তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। আর যদি তারা তোমাদের থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব দেয়, তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখেননি।

৯৫. সমান নয় সে সব মু'মিন, যারা বিনা ওযরে ঘরে বসে থাকে এবং ঐ সব মু'মিন, যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে। আল্লাহ্ সে সব মুজাহিদদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন, যারা তাদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে তাদের উপর যারা ঘরে বসে থাকে। আর সকলের জন্য আল্লাহ্ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহ্ মুজাহিদদের মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর।

১২০. শয়তান তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বৃথা আশ্বাস দেয়, শয়তান তাদের যে ওয়াদা দেয়, তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

১৫৪. আর আমি তাদের উপর তুর পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম, তাদের থেকে অঙ্গীকার নেয়ার জন্য এবং তাদের বলেছিলাম : প্রবেশ কর শহর দ্বারে অবনত মস্তকে এবং আমি তাদের আরো বলেছিলাম : শনিবার সম্বন্ধে সীমালংঘন করো না। এভাবে আমি তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

১৫৫. আর তারা তো অভিশপ্ত হয়েছিল তাদের অঙ্গীকার ভংগের জন্য, আল্লাহ্র

فَإِنْ اعْتَزَلْتُمْ فَلَكُمْ يُقَاتِلُوكُمْ
وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ السَّلَامُ
فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ
عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝

১১৫- لَا يَسْتَوِي الْقُعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ
اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
عَلَى الْقُعْدِينَ دَرَجَةً ۖ وَكَلًّا وَعَدَ
اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ
عَلَى الْقُعْدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

১২০- يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ
وَمَا يَعِدُهُم الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝

১৫৪- وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ
بَيْنَا وَهُمْ
وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ
وَإِخْذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

১৫৫- فَبِمَا نَفَضْنَاهُمْ مِيثَاقَهُمْ

আয়াতসমূহের সাথে তাদের কুফরী করার জন্য, অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করার জন্য এবং “আমাদের অন্তর সংরক্ষিত” তাদের এ উক্তির জন্য বরং আল্লাহ তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের কুফরীর কারণে। ফলে তারা খুব অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৯, ১২, ১৩, ১৪, ৫৩, ৮৯, ১০৬, ১০৭, ১০৮

৯. আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন এরূপ লোকদের জন্য, যারা ঈমান আনে ও নেককাজ করে যে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১২. আর আল্লাহ বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারজন নেতা নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ বলেছিলেন : অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে আছি। যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান রাখ, তাদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে “করযে হাসানা” দাও, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের গুনাহ মোচন করে দেব এবং অবশ্যই তোমাদের দাখিল করব জান্নাতে, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এরপরও তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ কুফরী করবে, সে নিশ্চয়ই সরল পথ হারাবে।

১৩. অতএব তাদের এ ওয়াদা ভঙ্গের কারণে আমি তাদের লান'ত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি। তারা আল্লাহর কালামকে যথাস্থান থেকে বিকৃত করে দেয় এবং ভুলে গেছে তার এক অংশ, যার উপদেশ তাদের দেয়া

وَكُفِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَقَتِّلْهُمْ الْآثِمِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ
بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا

৯- وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ○

১২- وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ إِنِّي أَنْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْ ثَوْرَهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا كُفْرَانَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دُخْلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ○

১৩- فَمَا نَقِضْهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّثُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ

হয়েছিল। আপনি সর্বদা তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সবাইকে দেখতে পাবেন কোন না কোন বিশ্বাসঘাতকতা করতে। সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন নেককারদের।

১৪. যারা বলে : আমরা নাসারা, আমি তাদেরও অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, কিন্তু তারাও ভুলে গিয়েছিল যে উপদেশ তারা লাভ করেছিল, তার এক অংশ। সুতরাং আমি সঞ্চারিত করে দিয়েছি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে স্থায়ী পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ। আর অচিরেই আল্লাহ তাদের জানিয়ে দেবেন, যা তারা করত।

৫৩. আর যারা ঈমান এনেছে, তারা বলবে : এরাই কি সে সব লোক, যারা আল্লাহর নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল যে, তারা তোমাদেরই সাথে আছে ? তাদের কৃতকর্মসমূহ নিষ্ফল হয়েছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৮৯. আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না, তোমাদের নির্ধক কসমের জন্য, কিন্তু তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন সে সব কসমের জন্য, যা তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর। এর কাফফারা হলো দশজন মিস্কীনকে খাদ্য দান করা মধ্যম ধরনের খাদ্য, যা তোমরা সাধারণত তোমাদের পরিবারের লোকদের খেতে দাও। অথবা তাদের পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করা, অথবা একজন ক্রীতদাস-দাসী মুক্ত করা, কিন্তু যে ব্যক্তি সামর্থ রাখে না, তার জন্য তিন দিন রোযা রাখা। এ হলো তোমাদের কসমের কাফফারা, যখন তোমরা কসম

وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

১৫-وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَى
أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ
فَاغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

৫৪-وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ
الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
إِنَّهُمْ لَعَبَكُمْ ۖ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ

৮৯-لَا يَأْخُذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ
وَلَكِنْ يُؤْخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ
مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ
أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ

করবে। তোমরা তোমাদের কসমসমূহ রক্ষা কর। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।

كَذَٰلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

১০৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে ওসীয়াত করার সময় সাক্ষী রাখবে, যদি তোমরা সফরে থাক এবং তোমাদের মৃত্যুর মুসীবত উপস্থিত হয়, তবে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী রাখবে। তোমাদের সন্দেহ হলে, তাদের উভয়কে সালাতের পর অপেক্ষমান রাখবে এবং তারা আল্লাহ্র নামে কসম করে বলবে : আমরা এর বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করতে চাই না, যদিও সে আত্মীয় হয়। আর আমরা আল্লাহ্র সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে আমরা গুনাহগারদের মধ্যে शामिल হব।

۱-۶- يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ
إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ
أَوْ آخَرَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ
إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ
تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ
فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ
إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا تَكُنُمْ شُهَدَاةَ
اللَّهِ إِنَّا إِذَا أَلَيْنَ الْأُثْمِينَ ○

১০৭. তবে যদি প্রকাশ পায় যে, তারা দু'জন কোন পাপে জড়িত হয়েছে, তাহলে যাদের স্বার্থহানী ঘটেছে, তাদের মধ্য থেকে নিকটতম দু'জন তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং তারা আল্লাহ্র নামে কসম করে বলবে : অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্য থেকে অধিক সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করিনি, করলে অবশ্যই আমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব।

۱-۷- فَإِنْ عُرِيَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا
فَآخَرَيْنِ يَقُومُنِ مَقَامَهُمَا
مِّنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِينَ
فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ
مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا
إِنَّا إِذَا أَلَيْنَ الظَّالِمِينَ ○

১০৮. এ পদ্ধতিতে অধিক সম্ভাবনা রয়েছে যে, লোকেরা যথাযথভাবে সাক্ষ্য দান করবে, অথবা তারা ভয় করবে যে,

۱-۸- ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ
عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَحْتَفُوا أَنْ يُرَدَّ أَيْمَانُ

কসমের পর আবার কসম করান হবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং শোন : আল্লাহ ফাসিক লোকদের সৎপথে পরিচালিত করেন না।

সূরা আন'আম, ৬ : ১০৯, ১৩৩, ১৩৪, ১৫২

১০৯. আর তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলে : যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে, তবে অবশ্যই তারা তাতে ঈমান আনবে। আপনি বলুন : নিদর্শনাবলী তো একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতিয়ে, কিভাবে তোমাদের বুঝান যাবে যে, তাদের কাছে নিদর্শনাবলী আসলে ও তারা ঈমান আনবে না।

১৩৩. আর আপনার রব অভাবমুক্ত, করুণাময়। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অপসারিত করতে এবং তোমাদের পর যাদের ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন অন্য এক কাওমের বংশ থেকে।

১৩৪. তোমাদের যে ওয়াদা দেয়া হয়, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে, আর তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।

১৫২. ইয়াতীম সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পদের কাছেও যাবে না এবং পরিমাপ ও ওয়ান ঠিকভাবে পুরোপুরি দেবে। আমি কাউকে তার সাধ্যতীত কষ্ট দেই না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ন্যায়পরায়ণতা বহাল রাখবে, যদি ও সে আত্মীয় হয় এবং আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পূর্ণ করবে। এ সব নির্দেশ আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

بَعْدَ آيَاتِهِمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاسْمَعُوا
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

১০৯- وَأَتَسْوَأُ بِاللَّهِ جَهْدَ آيَاتِهِمْ
لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا
قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ
لَّيُؤْمِنُونَ ○

১৩৩- وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ
إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ
مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ
مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ○

১৩৪- إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَأَتِي
وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ○

১৫২- وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ
لَا تَكِفُّ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا
ذَلِكَ ۖ وَصِّمَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

সূরা আ'রাফ, ৭ : ৪৪, ৪৫, ৪৮, ৪৯,
১৩৪

৪৪. জান্নাতীরা জান্নামীদের ডেকে বলবে :
আমাদের রব আমাদের সাথে যে
ওয়াদা করেছিলেন, আমরা তো তা
সত্য পেয়েছি, তবে তোমরাও কি
তোমাদের রব তোমাদেরকে যে
ওয়াদা দিয়েছিলেন তা সত্য পেয়েছ?
তারা বলবে : হ্যাঁ। তখন এক
ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা
করবে : আল্লাহর লা'নত যালিমদের
উপর।

৪৫. যারা আল্লাহর পথে বাধা দিত এবং
তাতে বক্রতা অব্বেষণ করত, আর
তরাই আখিরাতকে অবিশ্বাস করত।

৪৮. আ'রাফবাসীরা যাদের লক্ষণ দেখে
চিনবে, তাদেরকে ডেকে বলবে :
তোমাদের দলবল এবং তোমাদের
অহংকার কোন কাজেই এলো না।

৪৯. দেখ, এরাই কি তারা যাদের সম্বন্ধে
তোমরা কসম করে বলতে যে, আল্লাহ
এদের প্রতি রহম করবেন না? তাদের
বলা হবে : তোমরা জান্নাতে প্রবেশ
কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং
তোমরা দুঃখিতও হবে না।

১৩৪. আর যখন তাদের উপর কোন আযাব
আপতিত হত, তখন তারা বলত : হে
মূসা! তুমি তোমার রবের কাছে
আমাদের জন্য দু'আ কর, আল্লাহর
সাথে তোমার যে ওয়াদা রয়েছে সে
অনুযায়ী। যদি তুমি আমাদের উপর
থেকে আযাব দূর করে দাও, তবে
অবশ্যই আমরা তোমার উপর ঈমান
আনব এবং বনী ইসরাঈলকেও তোমার
সাথে যেতে দেব।

৪৪- وَأَنذَارِي أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ
أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا
فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا
قَالُوا نَعَمْ
فَإِذَنْ مُّوَدِّتٍ
يَبَيِّنُهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ○

৪৫- الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ○
৪৮- وَأَنذَارِي أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا
يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ
جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ○

৪৯- أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ
لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ
أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ
وَلَا أَنْتُمْ تَخْزَنُونَ ○

১৩৪- وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا
يُمُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ
لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ
لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ
وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ○

সূরা আনফাল, ৮ : ৭, ৮, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৭২

৭. স্বরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, দু'টি দলের একটি তোমাদের করতলগত হবে, আর তোমরা চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি যেন তোমাদের আয়ত্তে আসে, অথচ আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফিরদের নির্মূল করেন।

৮. যাতে তিনি হককে হক এবং বাতিলকে বাতিল প্রতিপন্ন করেন যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।

৫৬. তাদের মধ্য থেকে যাদের সাথে আপনি চুক্তি করেছেন, এরপর তারা প্রতিবার তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তারা সাবধান হয় না,

৫৭. যদি আপনি তাদেরকে যুদ্ধে কাবু করতে পারেন, তবে তাদের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করে দিন যারা তাদের পেছনে রয়েছে তাদেরকে, যাতে তারা শিক্ষা পায়।

৫৮. আর যদি আপনি কোন সম্প্রদায় থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশংকা করেন, তবে আপনিও তাদের চুক্তি তাদের দিকে সমভাবে ছুঁড়ে দিন। নিশ্চয় আল্লাহ্ চুক্তিভঙ্গকারীকে পসন্দ করেন না।

৭২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের কোন অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নেই, যে পর্যন্ত না

۷- وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ○

۸- لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلِتُزْكَرَ الْعُجْرُمُونَ ○

۵۶- الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ○

۵۷- فَمَا تَتَّقِفْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْهُمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ○

۵۸- وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ○

۷۲- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجُهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ

يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ
مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا، وَإِنْ
اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا
عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

১- بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى
الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

২- فَسَيَحُومُوا عَلَى أَرْضِ أَرْبَعَةٍ
أَشْهُرٍ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۙ
وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ۝

৩- وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى
النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ
بَرْئٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِنْ
تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۙ
وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

৪- إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَتْهُمْ إِلَيْهِمْ عَهْدُهُمْ

করবে তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের মেয়াদ পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।

৭. কেমন করে আল্লাহ্‌র কাছে ও তাঁর রাসূলের কাছে মুশরিকদের চুক্তি কার্যকর থাকবে? তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদে হারামের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে চুক্তিতে স্থির থাকবে, তোমরা ও তাদের সাথে চুক্তিতে স্থির থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।

১২. আর তারা যদি ভঙ্গ করে তাদের অঙ্গীকার তাদের চুক্তির পর এবং তোমাদের দীন সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে, তবে তোমরা যুদ্ধ করবে কাফিরদের প্রধানদের বিরুদ্ধে, কেননা তাদের কোন অঙ্গীকারই বহাল নেই, হয়ত তারা নিবৃত্ত হতে পারে।

১৩. তোমরা কি এমন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যারা ভঙ্গ করেছে তাদের অঙ্গীকার এবং সংকল্প করেছে রাসূলকে দেশান্তরিত করতে? আর এরাই তোমাদের বিরুদ্ধে প্রথমে বিবাদ সৃষ্টি করেছে। তবে কি তোমরা তাদের অস্ত্র কর? বস্তুত আল্লাহ্‌ই অধিক হকদার যে, তোমরা তাকেই অধিক ভয় করবে, যদি তোমরা মু'মিন হও।

৬৮. আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারীদের এবং কাফিরদের জাহান্নামের আগুনের, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তাদের লানত করছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব।

৭২- وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ
عَدْنٍ ۖ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ
ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

৭৩- يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنَافِقِينَ ۖ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ
وَمَا لَهُمْ بِهِمْ جَهَنَّمَ ۖ وَيَبْتَئَسُ الصَّيِّرُ ○

৭৪- يَخْلِقُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ۖ وَكَفَدُوا
قَالَُوا كَلِمَةً الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ
إِسْلَامِهِمْ وَهَتُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۖ وَمَا
نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ
خَيْرًا لَهُمْ ۖ وَإِنْ يَتَوَكَّلُوا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ
عَذَابًا أَلِيمًا ۖ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ
وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ○

৭৫- وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ
اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ
وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

৭৬. তারপর যখন আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের দান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করল, আর তারা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।
৭৭. এর পরিণতিতে আল্লাহ্ তাদের অন্তরে মুনাফিকী পয়দা করে দিলেন, যা তার সাথে তাদের সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত থাকবে। কারণ তারা আল্লাহ্র সাথে কৃত নিজেদের ওয়াদা খেলাফ করেছিল, আর এ জন্য যে, তারা মিথ্যা কথা বলত।
১১১. নিশ্চয় আল্লাহ্ খরিদ করে নিয়েছেন মু'মিনদের থেকে তাদের জান, তাদের মাল এর বিনিময়ে যে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র পথে, কখন হত্যা করে এবং কখন নিহত হয়। তাওরাত, ইন্জীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আল্লাহ্র চাইতে নিজের ওয়াদা অধিক পালনকারী আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আনন্দ কর তোমাদের সে সাওদার জন্য, যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর তা হলো বিরাট সাফল্য।
১১৪. আর ইব্রাহীমের স্বীয় পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তো ছিল শুধু একটি ওয়াদার কারণে, যা সে তার পিতার সাথে করেছিল। তারপর যখন তার কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহ্র শত্রু, তখন ইব্রাহীম তার সম্পর্ক ছিন্ন করল। নিশ্চয় ইব্রাহীম অত্যন্ত কোমল হৃদয়, সহনশীল।

সূরা ইউনুস, ১০ : ৪৭, ৪৮

৪৭. প্রত্যেক উম্মাতের জন্য রয়েছে একজন রাসূল। আর যখন তাদের রাসূল

এসেছে, তখন তাদের মাঝে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করা হয়েছে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হয়নি।

৪৮. আর তারা বলে : এ ওয়াদা কবে আসবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ?

সূরা রাদ, ১৩ : ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

১৯. যে ব্যক্তি জানে যে, আপনার প্রতি আপনার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে অন্ধ ? উপদেশ তো গ্রহণ করে কেবল বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই,

২০. তারা এমন লোক, যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে না,

২১. যারা সে সম্পর্কে বজায় রাখে, যা বজায় রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন, ভয় করে তাদের রবকে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে।

২২. আর যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য সবর করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দিয়ে মন্দকে দূরীভূত করে। তাদের জন্য রয়েছে আখিরাতের গুণ পরিণাম,

২৩. স্থায়ী জান্নাত, সেখানে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততিদের মাঝে যারা নেককাজ করেছে তারাও। আর ফিরিশ্তারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের কাছে আসবে,

فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

৪৮-وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

১৯-أَمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ
أَمَّا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ ○

২০-الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ
وَلَا يَنْقُضُونَ الْعِثْقَ ○

২১-وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ
بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ○

২২-وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ○

২৩-جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ○

২৪. এবং বলবে : তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, কেননা, তোমরা সবার করেছিলে, আর কত উত্তম এ পরিণাম!

২৫. আর যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে আর পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে লানত এবং তাদেরই জন্য আছে মন্দ আবাস!

সূরা নাহল, ১৬ : ৯১, ৯৫

৯১. আর যখন তোমরা পরস্পর আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার কর, তখন তা পূর্ণ কর এবং তোমরা আল্লাহকে যামিন করে নিজেদের কসম দৃঢ় করার পর, তোমরা তা ভঙ্গ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন, তোমরা যা কর।

৯৫. তোমরা আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না। সম্ভবত আল্লাহ্র নিকট যা আছে, তাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে!

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৪, ৬৪

৩৪. আর তোমরা ইয়াতীমের মালের কাছেও যাবে না, যতক্ষণ না সে বয়োপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু এমন পন্থায় যা উত্তম। তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

৬৪. আর শয়তান তো মানুষকে কেবল মিথ্যা ওয়াদাই দিয়ে থাকে।

সূরা কাহফ, ১৮ : ২১

২১. আর এরূপে আমি আসহাবে কাহাফের ব্যাপার প্রকাশ করে দিলাম, যেন লোকেরা জানতে পারে যে, আল্লাহ্র

২৫- سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ○

২৫- وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ○

৯১- وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ○

৯৫- وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

৩৪- وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ○

৬৪- ...وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ○

২১- وَكَذَٰلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ

ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের মধ্যে তাদের ব্যাপারে বিতর্ক করছিল তখন তারা বলল : তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর, তাদের রব তাদের ব্যাপারে ভাল জানেন। অবশেষে তাদের ব্যাপারে যাদের মত প্রবল হল তারা বলল : অবশ্যই আমরা তাদের পাশে মসজিদ নির্মাণ করব।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ১০৩, ১০৪, ১০৯,

১০৩. হাশ্বের মাঠের মহাদ্রাস তাদের চিন্তাযুক্ত করবে না এবং ফিরিশ্তারা তাদের এই বলে অভিনন্দন জানাবে : এই তোমাদের সে দিন যে দিনের ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।

১০৪. সে দিন আমি আসমানকে এমনভাবে গুটিয়ে নেব যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র, যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি আরম্ভ করে ছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। এ আমার কৃত ওয়াদা আমি অবশ্যই তা পূর্ণ করব।

১০৯. এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দিন : আমি তো তোমাদের পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছি এবং আমি জানি না যে, তোমাদের যা ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তা নিকটবর্তী না দূরবর্তী।

সূরা হায্জ, ২২ : ৭২,

৭২. আর যখন তাদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তুমি যারা কুফরী করেছে তাদের চোখেমুখে অসন্তোষের চিহ্ন দেখতে পাবে। যারা তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। আপনি বলে দিন : তবে কি আমি

لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۝

১০৩- لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ۝

هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝

১০৪- يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۚ وَعَدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۝

১০৯- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذْنُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ وَإِنْ أَذْرِي أَقْرَبُ أَمَّ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ۝

৭২- وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشِرِّ مِّنْ دِلِكُمْ أَتَّارُهُ

তোমাদের এর চেয়ে মন্দ কিছু সংবাদ দেব, তা হলো দোযখ। কাফিরদেরকে আল্লাহ্ এর ওয়াদা দিয়েছেন। আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৮, ৯, ১০, ১১,

৮. আর যারা নিজেদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে,
৯. এবং যারা নিজেদের সালাতের হিফায়ত করে,
১০. তারাই হবে অধিকারী-
১১. তারা অধিকারী হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

সূরা নূর, ২৪ : ৫৫

৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও নেক্কাজ করে, আল্লাহ্ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন যে, অবশ্যই তিনি তাদের পৃথিবীতে আধিপত্য দান করবেন, যেমন তিনি আধিপত্য দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের জন্য তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পসন্ত করেছেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের ভয়-ভীতির পরে তা পরিবর্তিত করে দেবেন নিরাপত্তায়, তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কারো শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর যারা এরপরও না-শোকরী করবে, তারাই তো নাফরমান।

সূরা শু'আরা, ২৫ : ১৫, ১৬

১৫. আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুন : এটাই উত্তম, না অনন্তকালের আবাস জান্নাত, যার ওয়াদা মুত্তাকীদের দেয়া হয়েছে ? তা হবে তাদের জন্য পুরস্কার এবং সর্বশেষ বাসস্থান।

وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَيُسْأَلُ الْمَصِيرُ ○

৪- وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ○

৫- وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ○

১০- أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ○

১১- الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ

هُم فِيهَا خَالِدُونَ ○

৫৫- وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○

১৫- قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ

الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ

كَأَنْتَ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ○

১৬. তারা সেখানে যা চাইবে তাই পাবে। চিরকাল তারা সেখানে থাকবে। এটা আপনার রবের জিম্মায় একটি ওয়াদা, যা পূরণের দায়িত্ব তাঁর।

সূরা কাসাস, ২৮ : ১৩

১৩. অবশেষে আমি মুসাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে চিন্তাভিত্তিক না থাকে, আর সে বুঝতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

সূরা রুম, ৩০ : ৬, ৬০

৬. আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।
৬০. আপনি সবর করুন, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।

সূরা লুকমান, ৩১ : ৮, ৯, ৩৩

৮. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতপূর্ণ জ্ঞান।
৯. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর তিনি পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।
৩৩. হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে এবং ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন পিতা সন্তানের কোন কাজে আসবে না আর সা সন্তান পিতার কোন কাজে আসবে। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন কিছুতেই তোমাদের ধোঁকা না দেয় এবং প্রতারক শয়তান যেন তোমাদের আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত না করে।

১৬- لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۝
كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ۝

১৩- فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا
وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৬- وَعَدَ اللَّهُ ۝ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝
৬০- فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۝

৮- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝

৯- خَالِدِينَ فِيهَا ۝ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۝
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৩৩- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاحْشَوْا
يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ۝
وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا
إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۝

فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۝
وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭, ৮, ১২, ২২, ২৩, ২৪

৭. আর স্মরণ করুন, আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম নবীদের কাছ থেকে এবং আপনার কাছ থেকেও, আর নূহ, ইব্রাহীম, মুসা এবং ঈসা ইবন মারইয়ামের কাছ থেকেও। আর আমি তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলাম অতি মজবুত অঙ্গীকার।

৮. যেন সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আর তিনি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১২. আর স্মরণ করুন, মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ ছিল, তারা বলছিল : আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছেন, তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

২২. আর যখন মু'মিনরা সম্মিলিত শত্রু-বাহিনীকে দেখতে পেল, তখন তারা বলে উঠল : আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল তো এরই ওয়াদা আমাদের দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন, এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্য আরো বৃদ্ধি পেল।

২৩. মু'মিনদের মধ্যে কতক লোক এমনও আছে, যারা আল্লাহুর সাথে কৃত তাদের ওয়াদা পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শহীদ হয়েছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা স্বীয় সংকল্প একটুও পরিবর্তন করেনি।

২৪. এটা এজন্য, যাতে আল্লাহ্ সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতার জন্য প্রতিদান দেন এবং ইচ্ছা করলে মুনাফিকদের শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে তাওবা করার

৭- وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۚ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۝

৮- لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

১২- وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝

২২- وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ ۚ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۝

২৩- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝

২৪- لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ

عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

২৯- وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

৩০- قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَخِرُونَ
عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ۝

৩১- يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ
حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْهَيُوتُ الدُّنْيَا
وَلَا يَعُزَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝

৩২- قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ
أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ
بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۝

৩৩- وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ
لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ
فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝

৪৩. পৃথিবীতে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য এবং হীন ষড়যন্ত্রের কারণে। হীন ষড়যন্ত্রের কুফল পতিত হয় সে কুচক্রীদেরই উপর। তবে কি তারা কেবল পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের অপেক্ষা করছে? আপনি আল্লাহ্র বিধানে কখনো কোন পরিবর্তন পাবেন না এবং তাঁর বিধানে কোন বিচ্যুতিও দেখবেন না।

সূরা যুমার, ৩৯ : ২০, ৭৪

২০. তবে যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে অনেক উঁচু উঁচু প্রাসাদ, তাছাড়া রয়েছে আরো অনেক নির্মিত প্রাসাদ, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, আল্লাহ্ ওয়াদা দিয়েছেন। আল্লাহ্ কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না।

৭৪. আর জান্নাতবাসীরা বলবে : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের ব্যাপারে তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়িত করেছেন এবং আমাদের মালিক করেছেন যমীনের, আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। কত উত্তম পুরস্কার নেকআমলকারীদের জন্য!

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৮, ৫৫, ৭৭,

৮. (ফিরিশ্তারা বলবে) হে আমাদের রব! আপনি মু'মিনদের দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদের দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সম্মান-সম্মতিদের মাঝে যারা নেকআমল করেছে তাদেরও। আপনি তো পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।

৫৫. আর আপনি সবর করুন, নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। এবং আপনি আপনার ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা

يَحْمَدُ رَبَّكَ بِالْعِشْيِ وَالْإِبْكَارِ ۝

৭৭- فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ
فَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ
أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ
فَالْيَنَّا يُرْجَعُونَ ۝

৩২- وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ
مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ ۚ إِنَّ نَظْنَ
إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ ۝

১৫- وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ
حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۖ
قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ
إِنِّي تَتَّبِعُ إِلَيْكَ وَإِنِّي

আমি আপনার নিকট তাওবা করছি
এবং আমি তো একজন মুসলিম।

১৬. এরা এমন লোক যাদের নেককাজসমূহ
আমি কবুল করে থাকি এবং তাদের
যাবতীয় মন্দকাজ মার্জনা করি, তারা
জান্নাতবাসীদের শামিল। তাদের যে
ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তা সত্য প্রমাণিত
হবেই।

১৭. আর যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতাকে
বলে : ধিক তোমাদের প্রতি! তোমরা
কি আমাকে এ ভয় দেখাচ্ছ যে, আমি
কবর থেকে পুনরুজ্জীবিত হয়ে বের হব?
অথচ আমার আগে অনেক জনগোষ্ঠি
অতীত হয়েছে! তখন তার মাতা-পিতা
আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বলে :
দুর্ভোগ তোমার জন্য! তুমি ঈমান
আন। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য।
কিন্তু সে বলে : এতো অতীত কালের
ভিত্তিহীন উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সূরা ফাতহ, ৪৮ : ১৮, ১৯, ২০, ২৯

১৮. অবশ্যই আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট
হলেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার
আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল। আর
তাদের অন্তরে যা ছিল, তা তিনি
জানতেন। তারপর তিনি তাদের প্রতি
নাযিল করলেন প্রশান্তি এবং তাদের দান
করলেন একটি নিকট বিজয়,

১৯. এবং বিপুল পরিমাণে গনীমতের মাল,
যা তারা লাভ করবে। আর আল্লাহ
পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।

২০. আর আল্লাহ তোমাদের ওয়াদা দিয়েছেন
প্রচুর গনীমতের, যা তোমরা লাভ
করতে থাকবে। অতএব তিনি এটা
তোমাদের জন্য প্রথমে ত্বরান্বিত

وَكَفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ
وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ
وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝

২৯- مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ
ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۖ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ۖ
كَزَّرِعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ
فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْدٍ
يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيَغْيِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

৩১- وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِّلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝

৩২- هَٰذَا مَا تُوْعَدُونَ
بِكُلِّ آوَابٍ حَفِيفٍ ۝

৮- وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۖ

রাসূল তোমাদের আহ্বান করছেন, যেন তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন, আর আল্লাহ্ তো তোমাদের থেকে পূর্বেই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। যদি তোমরা মু'মিন হও।

১০. আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করছ না? অথচ আসমান ও যমীনের মালিকানা তো আল্লাহ্রই। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। বরং তারা মর্যাদার অনেক শ্রেষ্ঠ তাদের থেকে যারা মক্কা বিজয়ের পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ্ সকলকে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা সম্যক অবহিত।

সূরা মূলক, ৬৭ : ২৪, ২৫, ২৬

২৪. আপনি বলুন : তিনিই তোমাদের ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীতে এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।
২৫. আর তারা বলে : এ ওয়াদা কখন বাস্তবায়িত হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?
২৬. বলুন : এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্রই কাছে আছে। আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

সূরা মুরসালাত, ৭৭ : ৭

৭. নিশ্চয় তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা অবধারিত।